তীর্থদর্শন।

(পঞ্চম অংশ।)

৺মুক্ত বরদাপ্রসাদ বসু কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত।

শ্রীহরিচরণ বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কলিকাতা।

৭১ নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট্;

রামনারায়ণ যন্ত্রে শ্রীকালীপ্রসন্ন বসু দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শক ১৮১৫।

সূচিপত্র।

উড়িষ্যার পুরাবৃত্ত	১
কটক	১৬
মঙ্কেশ্বর	২৪
ধবলেশ্বর	২৫
শিমুলেহণ্ড	৩২
চাষাপাড়া	৩৩
চৌদার	৩৪
টাঙ্গি	৩৫
অমরাবত্তী কটক	৩৫
কোটরাঙ্কী	৩৯
তেলিগড়	৪০
মহাবিনায়ক	৪১
গৌরবুড়া	৫০
অমৃত মোহনী	৫১
কপিলেশ্বর	৫৪
ব্রাহ্মণী	৫৫
ব্যাস সরোবর	৫৬
বৈতরণী	৫৮
যাজপুর	৫৮—৭৩
বিরজাক্ষেত্র	৬৪
বরাহ মন্দির	৬৬
অষ্টমাতৃকা	৬৭
নাভিগয়া	৬৯

একাম্রকানন	...	...	...	৭৩—১১৮
ভুবনেশ্বর মন্দির	...	...	...	৯৫
ভুবনেশ্বরের নিত্য পূজাবিধি	...		...	৯৭
ভুবনেশ্বরের যাত্রা	...	...	...	৯৯
দেবীপাদহরা	...	...	...	১১০
বিন্দু সরোবর	...	...	...	১১০
অনন্তবাসুদেব	...	...	...	১১২
পুরুষোত্তম ক্ষেত্র	...	...	...	১১৮—১৬৬
ক্ষেত্রোৎপত্তির বিবরণ		...	...	১২৩
ঐ ২য় প্রকার ঐ	...	...	...	১৩৪
ঐ ৩য় প্রকার ঐ	...	...	...	১৪০
মাদ্‌ল্যাপঞ্জী	...	...	...	১৪৪
অনঙ্গ ভীমদেব কর্ত্তৃক শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ			..	১৪৬
স্বর্গদ্বার	...	...	...	১৪৮
সাগর সমীপে কর্ত্তব্যবিষয়		...	...	১৪৮
নিমাই চৈতন্যের মঠ		...	...	১৫১
বিদুর পুরী	...	...	...	১৫৬
পাতাল গঙ্গা	...	...	...	১৫৭
স্বর্গদ্বার থাম্বা	...	...	...	১৬০
করির পন্থিমঠ	...	...	...	১৬০
বালুশাই শঙ্কর মঠ	...	...	...	১৬১
শ্রীজগন্নাথ মন্দির	...	...	...	১৬২
অরুণস্তম্ভ	...	...	...	১৬৩
সাধারণ দেবালয়	...	...	...	১৬৪
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব	...	...	...	১৭০
রত্নবেদী	...	...	...	১৮০
নিত্য পূজাবিধি	...	...	...	১৮১

মহাপ্রসাদ ১৮২
আট্‌কেবন্ধন ১৮৩
যাত্রা ১৮৪
লোকনাথ ১৯৫
মার্কণ্ডেয় হ্রদ ১৯৬
ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর ২০০
গুণ্ডিচা ২০৫
চক্রতীর্থ ২০৬
শ্বেতগঙ্গা ২০৭
যমেশ্বর ২০৭
অলাবুকেশ্বর ২০৮
কপালমোচন ২০৮
পাণ্ডা ২০৮
আধ্যাত্মিক অর্থ ২১০
সত্যবাদী গোপাল ২৬৫
কোনার্ক ২৭১
তীর্থদর্শনের আবশ্যকতা ২৭২

একাম্রকানন ... ... ৭৩—১১৮

ভুবনেশ্বর মন্দির ৯৫

ভুবনেশ্বরের নিত্য পূজাবিধি ৯৭

ভুবনেশ্বরের যাত্রা ৯৯

দেবীপাদহরা ১১০

বিন্দু সরোবর ১১০

অনন্তবাসুদেব ১১২

পুরুষোত্তম ক্ষেত্র ... ... ১১৮—১৬৬

ক্ষেত্রোৎপত্তির বিবরণ ১২৩

ঐ ২য় প্রকার ঐ ১৩৪

ঐ ৩য় প্রকার ঐ ১৪০

মাদ্‌লাপঞ্জী ১৪৪

অনঙ্গ ভীমদেব কর্ত্তৃক শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ .. ১৪৬

স্বর্গদ্বার ১৪৮

সাগর সমীপে কর্ত্তব্যবিষয় .. . ১৪৮

নিমাই চৈতন্যের মঠ ১৫১

বিদুর পুরী ১৫৬

পাতাল গঙ্গা ১৫৭

স্বর্গদ্বার থাম্বা ১৬০

করির পন্থিমঠ ১৬০

বালুশাই শঙ্কর মঠ ১৬১

শ্রীজগন্নাথ মন্দির ১৬২

অরুণস্তম্ভ ১৬৩

সাধারণ দেবালয় ১৬৪

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ১৭০

রত্নবেদী ১৮০

নিত্য পূজাবিধি ১৮১

মহাপ্রসাদ ১৮২
আটকেবন্ধন ১৮৩
যাত্রা ১৮৪
লোকনাথ ১৯৫
মার্কণ্ডেয় হ্রদ ১৯৬
ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর ২০০
গুণ্ডিচা ২০৫
চক্রতীর্থ ২০৬
শ্বেতগঙ্গা ২০৭
যমেশ্বর ২০৭
অলাবুকেশ্বর ২০৮
কপালমোচন ২০৮
পাণ্ডা ২০৮
আধ্যাত্মিক অর্থ ২১০
সত্যবাদী গোপাল ২৬৫
কোনার্ক ২৭১
তীর্থদর্শনের আবশ্যকতা ২৭২

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	২০	কানারকে	কোনার্কের
২	৮	পুঁথি	মাদ্‌লা পঞ্জী
৩	১৭	লালৎ ইন্দ্র	ললাটেন্দু
৩	২০	বিরোজা	বিরজা
৪	১	মহানদীর	কাটজুরির
৫	১৫	অনঙ্গা ভীমদেব	অনঙ্গভীমদেব
৫	২	কানারকের	কোনার্কের
৬	৮	তিনি***দেন	
৬	১১	ও পুরীর***হন	-
১২	৫	আনন্দ	অনঙ্গ
১২	১০	ঋগ্বেদ	ঋগ্বেদী
১৬	২৫	কট্যক	কট্যতে
১৭	১৮	রজেধানী	রাজধানী
১৭	২৫	কাটজুড়ের	কাটজুরির
১৯	১৪	তিন	চারি
১৯	১৭	এবং	
১৯	১৭	বিখ্যাত।	বিখ্যাত এবং চতুর্থকে ভোগমণ্ডপ কহে।
২০	১৮	ষষ্ঠদশ	পঞ্চদশ
৩৩	১৪	পুরের	হ্রদের
৩৪	১৩	দ্বারে	দ্বারের
৩৪	১৩	বিশেয়	বিশেষ
৪০	৭	দর্পণের দেবমূর্ত্তি কেল্লায়	দর্পণের কেল্লায় দেবমূর্ত্তি

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৮	৩	রাখিয়া	থাকিয়া
৪৯	২৬	দিবার	দিয়া
৫৩	৪	ষষ্ঠ	ষষ্ঠদশ
৫৫	২৭	রাইহ্	ইহার
৫৮	১৯	বাড়ী	রাড়ী
৫৯	৭	জ্ঞানোদেশ	জ্ঞানোপদেশ
৬০	১৭	যায় যে,	যায়, যে
৬১	১০	ব্রহ্মশাৰ্ষো	ব্রহ্মশীর্ষো
৯০	১৮	নিস্থতা	নিঃস্থতা
৯১	২	ত্রিভুনেশ্বরকে	ত্রিভুবনেশ্বরকে
১১৫	১২	শৃঙ্গাতে	শৃঙ্গারে
১২০	১৯	করিবায়	করিবার
১২৭	১	উত্থিত	উপস্থিত
১৩০	১৫	করিয়া শত অশ্বমেধ	করিয়া, স্বায়ম্ভুব মনুর দ্বিতীয় চতুর্যুগের প্রথম পূর্ণিমাতে, শত অশ্বমেধ
১৩১	২	কাষ্ঠ	ব্রহ্মকাষ্ঠ
১৪০	৩	পঞ্চ	পঞ্চদশ
১৫৩	২৭	বসিলা	বসিয়া
১৫৪	২৩	বৃন্দাবনে গমন করেন	বৃন্দাবনোদ্দেশে গমন করেন ; কিন্তু পাকচক্রে পড়িয়া কাটয়ায় আসিয়া মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নীলাচলাভি মুখে গমন করেন
১৫৫	৮	তাহার	তাঁহার

পৃষ্ঠা	পুংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৫৬	১৬-২৫-১৭	মূলকদাস	মলুকদাস
১৫৬	২১	মত	মঠ
১৫৭	২২	মূলকদাশী	মলুকদাসী
১৬১	১২	দগ্ধ করেন,	দগ্ধকরেন, এবং তৎ-স্থানে সমাধি চিহ্ণনির্ম্মাণ করেন, তাহা অদ্যাপি কবীর চৌর নামে বিশ্রুত হইতেছে।
১৬২	২	উপর	উপরের
১৬৪	১১	মূলমন্দির	শ্রীমন্দির
১৬৭	১০	সমাধি	সম্বোধি
১৬৮	২৩	সর্ব্বমঙ্গলার	সর্ব্বমঙ্গলা
১৭১	১৩	প্রযুক্ত	প্রযুক্ত প্রথমতঃ
১৮১	২০	প্রহর শৃঙ্গার	রাজ শৃঙ্গার
১৪২	২১	মূলমন্দিরাভ্যন্তরে	শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে
১৯৭	৫	মার্কণ্ডেয়বটং	মার্কণ্ডেয়াবটং

মঙ্গলাচরণ।

"য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তি-যোগাৎ
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥"

(শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৪ অঃ, ১॥)

যিনি একাকী, বর্ণহীন; যিনি প্রজাহিতার্থে বহুবিধ শক্তি-যোগে বিবিধ কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন; যিনি সমুদায় বিশ্বের আদ্যন্ত-মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন; তিনি দীপ্যমান্ পরমাত্মা; তিনি আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন॥
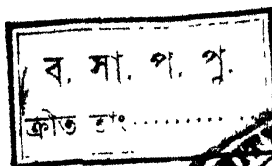
তীর্থদর্শন।

(পঞ্চম অংশ।)

উড়িষ্যার পুরাবৃত্ত।

উৎকলস্য সমো দেশো নাস্তি ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে।
অমরাঃ স্থাতুমিচ্ছন্তি কৃষ্ণার্ক-পার্ব্বতী হরাঃ॥

কর্ম্মের অনুরোধে ভাবী কটক, মেদিনীপুর, কলিকাতা রেলের সর্ভে-কার্য্য উপলক্ষে উড়িষ্যার অন্তর্গত কটক ডিষ্ট্রীক্টে আসিয়া কমবেশী ৯০ মাইল পরিভ্রমণ করিতে বাধ্য হই। তৎকালে যাহা পরিদর্শন করিয়াছি, তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম। নারাজের উপর লৌহসেতু হইবার কল্পনা হইয়াছে। পূর্ব্ব ঔপকুলিক রেল বিজয়বাড়া হইতে নারাজ পর্য্যন্ত আসিতেছে। কটক, মেদিনীপুর, কলিকাতা রেল তাহার ক্রমিকতা হইতে কলিকাতাকে মান্দ্রাজের সহিত সংযোজনা করিবে, অতএব সর্ভেকার্য্য নারাজের পরপার মহানদীর উত্তরতীর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। উড়িষ্যার নাম এবং উড়িয়া বেহারার ও কুলির পরিচয় পূর্ব্ব হইতে জ্ঞাত ছিলাম। উৎকলবাসীদিগের 'ন' ও 'ব' বর্ণের উচ্চারণ শুনিয়া হাসিতাম ও উৎকলবাসীদিগকে সাধারণ মনুষ্য মনে করিতাম। উৎকলদেশ পঞ্চ গৌড়ের অন্তর্গত। এইখানে জগৎ-প্রসিদ্ধ পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির, ভুবনেশ্বরের শৈবমন্দির, কানারকের সূর্য্যমন্দির, যাজপুরের জগন্নাথদেব, বরাহদেব ও বিরোজাদেবীর মন্দির, খাণ্ডগিরি ও

উদয়গিরির বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের ভগ্ন, দয়াস্রোতশৌনির তীরে ধৌলিপাহাড়ে অশোকের অনুশাসন, অচল-বসন্তের নিকট মাধীপুরের ভগ্ন, অমরাবতীর ভগ্ন, মহাবিনায়ক পাহাড়ের একাধারে পঞ্চমূর্ত্তি থাকিয়া, উৎকালবাসীদিগের পূর্ব্ব গৌরব ও সভ্যতার পরিচয় দিতেছে। এরূপ পুরাতন কীর্ত্তি বঙ্গদেশে কয়টা আছে? অতএব উৎকলবাসীদিগের কথঞ্চিৎ পূর্ব্ব-বিবরণ দিলে ক্ষতি হইবে না।

পুরীমন্দিরে তালপত্রে লিখিত যে, পুরাতন পুঁথি আছে, তাহাতে পাণ্ডবদিগের স্বর্গারোহণের সময় হইতে ধারাবাহিক ১০৭ জন উৎকলরাজের বিবরণ পাওয়া যায়; তাহাতে আমরা দেখিতে পাই, রাজা মহেন্দ্রদেব ৮২২ খৃঃ পূর্ব্বে গৌতমী তীরে পুরী নির্ম্মাণ করিয়া স্বনাম প্রদান করেন, তাহা অদ্যাপি 'রাজমহেন্দ্রবরম্' এবং উহার অপভ্রংশ 'রাজমহেন্দ্রী' নামে প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। তৎসময়ে কৃষ্ণাতীর হইতে বৈতরণী পর্য্যন্ত ঔপকূলিক ভূভাগ সমূহ কলিঙ্গদেশ বলিয়া কথিত হইত। কিন্তু পরে চিল্কাহ্রদের দক্ষিণ ভূভাগ কলিঙ্গ ও উত্তর ভূভাগ, উৎকল নামে প্রসিদ্ধ হয়। আমরা সিংহলদ্বীপের মহাবংশ নামক গ্রন্থে দেখিতে পাই, শ্রীবৌদ্ধদেবের তিরোধানের বৎসরে (৫৪৩ খৃঃ পূর্ব্বে) উৎকল বৌদ্ধদেবের শাসনে আইসে ও সেই সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশ করে; আবার ধৌলির নিকট পর্ব্বতোপরি অশোক রাজের এক অনুশাসন (২৫০ খৃঃ পূর্ব্বে) পাওয়া গিয়াছে। তদনন্তর, ৩১৯ খৃঃ অব্দে সুভনদেবের রাজত্বকালে রক্তবাহু নামে কোন যবন উৎকল আক্রমণ করিয়া সুভনকে পরাভব করিলে রাজা প্রথমতঃ জঙ্গলে আশ্রয় লন, পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাহার সন্তানগণ রক্তবাহু কর্ত্তৃক নিহত হইলে, হিন্দুবংশ লোপ পায়। প্রাচ্য পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, যবনরাজ গ্রীক ও বেকৃট্রিয়জাতি হইবে এবং জলপথে আসিয়া থাকিবে।

আমরা বলিতে পারি, রামায়ণোক্ত কোন যবনরাজ উত্তর ভারত হইতে উৎকলে আসিয়া থাকিবে। যাহা হউক রক্তবাহু প্রতিষ্ঠিত যবন রাজগণ ১৪৬ বৎসর উৎকলদেশ শাসন করেন। অনন্তর, যযাতিকেশরী নামে কোন বীর ৪৭৪ খৃঃ অব্দে যবনরাজদিগকে পরাভব করিয়া কেশরীরাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন; যাজপুরে তাহার রাজধানী স্থাপিত হয়, আমরা ঠিক জ্ঞাত নাহ তিনি যাজপুর * নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কি না। তিনি ১০হাজার বেদজ্ঞ কনোজিয়া ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, সেই ব্রাহ্মণগণ অদ্যাপি তিবারী আদি নামে বিখ্যাত। অতএব যযাতিকেশরী উত্তর ভারত হইতে উৎকলদেশে আসিয়া থাকিবেন ও চন্দ্রবংশীয় হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যযাতিকেশরী, জগন্নাথদেব কর্ত্তৃক স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া, পুরীর সন্নিকটস্থ বালুকারাশিতে যাইয়া জগন্নাথদেবকে নিভৃত স্থান হইতে আনয়ন করিয়া পুরীতে পুনঃ স্থাপন করেন। তিনি একাম্রকাননে ভুবনেশ্বরের প্রসিদ্ধ মন্দির নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হন; তাঁহার পরবর্ত্তী সূর্য্যকেশরী ও অনন্তকেশরীর সময়েও মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য চলিতে থাকে ও তাঁহার প্রপৌত্র ললাৎ ইন্দ্রকেশরীর সময়ে ৬৫৭ খৃঃ ইহা সম্পূর্ণ হয়। কেশরী রাজগণ যাজপুরে, কখন বা ভুবনেশ্বরে থাকিতেন। ইহারা যাজপুরকে বরাহদেব, জগন্নাথ বিরোজা আদির মন্দিরে সুশোভিত করেন। নৃপকেশরী (৯৪১-৯৫৩ খৃঃ) মহানদী ও কাটযুরীর মধ্যস্থলে 'ব' কোণে কটকপুরী নির্ম্মাণ করিয়া যাজপুর হইতে কটকে রাজধানী আনয়ন করেন। মকরকেশরী (৯৫৩—৯৬১ খৃঃ) কাটযুরী ও মহানদীর বন্যা হইতে রাজধানী রক্ষা করিবার জন্য বহু ক্রোশব্যাপিয়া ২৫ ফুট উর্দ্ধ রিভেটমেণ্ট প্রাচীর নির্ম্মাণ করেন। মাধবকেশরী (৯৭১—

---

* যাজপুর যজ্ঞপুরের অপভ্রংশ, ইহার বিষয় পরে বলা হইবে।

৯৮৯ খৃঃ) রাজধানী সুদৃঢ় করিবার জন্য মহানদীর দক্ষিণতীরে সরঙ্গড় নামে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। অনন্তর মৎস্যকেশরী (১০৩৪-১০৫০ খৃঃ) পুরীর যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য যে প্রস্তর সেতু নির্ম্মাণ করেন তাহা অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। (১০৯৯—১১০৪ খৃঃ) কোন সময়ে ভুবনেশ্বরের প্রসিদ্ধ নাটমন্দির তদানীন্তন রাণী-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ১১৩২ খৃঃ বরঙ্গলের কাকতীয় চোর-গঙ্গা রাজা উড়িষ্যা বিজয়ে আসিয়া তদানীন্তন সুবর্ণকেশরী রাজাকে সমরে নিহত করিয়া, কটকে গঙ্গাবংশীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহার ভ্রাতা বরঙ্গলে রাজত্ব করিতে থাকেন। পূর্ব্বোক্ত হস্তলিপিতে ৬৩ জন কেশরীবংশীয় রাজা-দিগের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। সুবর্ণকেশরী হইতে কেশরীবংশ লোপ পাইয়াছে।

তদনন্তর, চোরগঙ্গা আপন নবরাজ্যের সুবন্দোবস্ত করিয়া-বঙ্গ-বিজয়ার্থে গমন করিয়া বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত স্ববশে আনিয়া-ছিলেন। গঙ্গাবংশীয় পঞ্চম রাজা অনঙ্গ ভীমদেব (১১৭৪—১২০২ খৃঃ) অতি দক্ষ রাজা ছিলেন; রাজস্ব আদায়ের সুবন্দোবস্ত করিবার কারণ রাজ্য জরিপ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যের উত্তর সীমা হুগলী ও দক্ষিণ সীমা গোদাবরী ছিল। তিনি দেবালয়, ১০টি সেতু, ৪০টি বাপী ও ১৫২টি পাকা ঘাট নির্ম্মাণ করেন ও যাজপুর হইতে ৪৫০ বৈদিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া পুরীতে বাস করান। তিনি জগন্নাথদেবের আদেশে জগন্নাথের বর্ত্তমান মন্দির ১১৯৮ খৃঃ নির্ম্মাণ করেন। উহার নির্ম্মাণে ১৪ বৎসর লাগিয়াছিল। তিনি না জানিয়া ব্রহ্মহত্যা করিয়াছিলেন ও তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ পূর্ব্বোক্ত কার্য্যগুলি করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। অতএব, তৎকালে ব্রহ্ম-হত্যাদির প্রায়শ্চিত্তোপলক্ষে সাধারণের উপকারোপযোগী অনেক কার্য্য হইত। তাহার পৌত্র লাঙ্গুলিয়া নরসিংহদেব

(১২৩৭—১২৮২ খৃঃ) পুরী হইতে উনবিংশ মাইল দূরে বঙ্গোপ-সাগরের কূলে কানারকের প্রসিদ্ধ সূর্য্যমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তদনন্তর আমরা দেখিতে পাই, রাজা পুরুষোত্তমদেব অতি প্রসিদ্ধ হয়েন। তাঁহার বিজয়বাহিনী কাঞ্চীপুর পর্য্যন্ত গিয়াছিল; তিনি জগন্নাথদেবের 'ছেরাপোরা' বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতেন; এতদ্বিষয়ে একটি বিবরণ অন্যত্র দেওয়া হইবেক। তিনি কৃষ্ণাজেলায় একখানি গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা অদ্যাপি পুরুষোত্তমপত্তন নামে কথিত হইতেছে; উহা বিজয়বাড়া হইতে ২০ মাইল দূরে অবস্থিত। তিনি গাঞ্জম ডিষ্ট্রীক্টে এক নগর প্রতিষ্ঠা করেন, অদ্যাপি তাহা পুরুষোত্তমপুর নামে কথিত হইতেছে। উৎকল দেশেও কয়েকখানি পল্লী তাঁহার নাম স্মরণ করাইয়া দিতেছে। তিনি ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার পুত্র প্রতাপরুদ্রদেব রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন। কেশরীবংশ প্রতিষ্ঠা হওয়াবধি উৎকলে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সূত্রপাত হয়। কিন্তু প্রতাপরুদ্রের সময়ে বৌদ্ধগণ উৎকল হইতে একেবারে বিতাড়িত হয় বলিয়া কিংবদন্তী আছে। তিনি প্রথমে বৌদ্ধধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, চৈতন্যদেব তাঁহাকে ভক্তিমার্গে আনয়ন করিয়া, বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন; তিনি তখন হইতে বৌদ্ধপীড়ক হন। কথিত আছে, চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ ও জীবনের শেষভাগ পুরীতে থাকিয়া, বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন এবং ১৫২৭ খৃঃ তিনি অদৃশ্য হয়েন। প্রতাপরুদ্রের আর একটি কার্য্য যাজপুরে বরাহ-দেবের মন্দির নির্ম্মাণ। তিনি ১৫৩২ খৃঃ পরলোক গমন করেন ও তাহার পুত্রদ্বয় দুই বৎসর রাজত্ব করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইলে, তদানীন্তন কটকের মন্ত্রী কটকরাজ্য আত্মসাৎ করেন ও তদনন্তর মন্ত্রি-বংশ চতুস্ত্রিংশৎবর্ষ পর্য্যন্ত উৎকলপ্রদেশ শাসন করিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশের নবাব সলিমানের সেনানায়ক কালাপাহাড় ১৫৬৮ খৃঃ উৎকলে আগমন করিয়া তদানীন্তন রাজা মুকুন্দ-দেবকে যাজপুরের সন্নিকটে সমরে পরাভূত ও হত্যা করিলে, কটক হিন্দুরাজবংশ লোপ পাইল। কালাপাহাড় পূর্ব্বে হিন্দু ছিল, পরে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া হিন্দুপীড়ক হইয়াছিল। তিনি যাজপুরের প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলি নষ্ট করিয়া পুরীরদিকে অগ্রসর হইতে থাকেন, পথিমধ্যে হিন্দুদেবালয় প্রায় সমস্তই নষ্ট করেন। তিনি বাৎসরিক ৯ নয়লক্ষ টাকা লইয়া জগন্নাথকে রেহাই দেন।

মুকুন্দদেবের উত্তরাধিকারী কালাপাহাড়ের বশ্যতা স্বীকার-পূর্ব্বক খুড়দহতে করদ-রাজারূপে থাকিতে সমর্থ হয়েন ও পুরীর 'তত্বাবধায়ক' পদ প্রাপ্ত হন। তদবধি উৎকলপ্রদেশ পাঠান-শাসনভুক্ত হইয়া যায়। ১৫৭৪ খৃঃ মগলবাহিনী নায়ক রাজা টোডারমল উড়িষ্যার পাঠান রাজা দাউদখাঁকে পরাভব করেন। দুই বৎসর পরে উৎকলপ্রদেশ মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হইয়া যায়। ১৭৫১ খৃঃ নাগপুরের মহারাজ মুরসীদাবাদের আলীবর্দ্দীর খাঁর নিকট উৎকল পাইয়াছিলেন। ১৮০৩ খৃঃ লাট ওয়েলেস্-লির সময়ে উহা ইংরাজশাসনভুক্ত হইয়াছে। অতএব ইহা ৫২ বৎসর মাত্র মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধীনে থাকে।

মুসলমান শাসনাধীনে উৎকলবাসীর প্রতি পীড়ন ও অত্যা-চার যথেষ্ট হইয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই ; কিন্তু হিন্দু-মহারাষ্ট্রীয়-শাসনে অত্যাচার চরমসীমায় উঠিয়াছিল। তাহাদিগের সময়ে, দেশ একেবারে ছারখারে গিয়াছিল। ১৮৬৭ খৃঃ রামদাস নামে কোন সাধু পুরীর কালেক্টরকে মহারাষ্ট্র অত্যাচারের বিষয় যেরূপ কহিয়াছিল তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"আমার নাম রামদাস, আমার জন্মস্থান গুজরাট ; মহা-রাষ্ট্রীয়েরা উৎকল পরিত্যাগ করিবার ৪ বা ৫ বৎসর পূর্ব্বে আমি

পুরীতে আসিয়াছি; তদানীন্তন মহারাষ্ট্রীয়-শাসনকর্ত্তার নাম রঘুজী; আমি তাহাকে অনেকবার দেখিয়াছি, তিনি কটক দুর্গেই থাকিতেন, কিন্তু টাকার আবশ্যক হইলেই পুরীতে আসিতেন। সাধারণত সেনার অগ্রে অগ্রে অশ্বারোহণে আসিতেন, সঙ্গে যে সেনা আসিত তাহার সংখ্যা ১৫ শত হইবে, অধিকন্তু বহুশত হাতী ঘোড়া পাল্কী আসিত। পুরীর (খুড়দহের) রাজা তৎকালে আপন ভবন পরিত্যাগ করিয়া যাইত। রঘুজী সেই পুরাতন রাজভবনে থাকিতেন; তিনি টাকা সংগ্রহের জন্য আসিতেন; তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে দরবারের ভানে পুরীর সমস্ত বর্দ্ধিষ্ঠ লোককে আসিতে বাধ্য করিতেন। দরবারে টাকা সংগ্রহ ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য করিতেন কি না, তাহা আমি জ্ঞাত নহি। আমি তাহাকে কখন ন্যায় বিচার করিতে দেখি বা শুনি নাই। আমি শুনিয়াছি বড় বড় লোকের মধ্যে বিবাদ নিষ্পত্তি করিবার সময় যে ব্যক্তি বেশী উৎকোচ দিত তিনি তাহাকেই জয়পত্র দিতেন। আমি তাহাকে গরিবদিগের বিবাদ নিষ্পত্তি করিতে শুনি নাই; গরিবদিগের পক্ষে রঘুজীর নিকট সদ্বিচার পাওয়া আর গণ্ডুষে সাগর শুকাইয়া ফেলা একই ছিল। আমি জানি কোন সময় একটী লোক অপর লোককে হত্যা করে। হতব্যক্তির বন্ধুরা হত্যাকারীকে বন্ধন করিয়া রঘুজীর নিকট আনয়নপূর্ব্বক সদ্বিচার প্রার্থনা করিয়াছিল। রঘুজী তাহাদিগকে বলিলেন, 'আমাকে বিরক্ত করিতেছ কেন? যদি এই ব্যক্তি তোমাদের কাহাকেও হত্যা করিয়া থাকে তবে তোমরাও উহার প্রাণ লইতে সমর্থ। আমাকে বিরক্ত না করিয়া তোমরা কি তাহা সম্পন্ন করিতে পার না?' সেই সময়ে ধর্ম্মাধিষ্ঠান বা কারাগার ছিল না; সর্ব্বত্রই চোর ডাকাইত ছিল। রঘুজীর অনুগামীরা লুঠ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিত; তাহাদিগের বেতন

ছিল না; যত বদমাইস রঘুজীর অনুগামী হইবার চেষ্টা করিত। কারণ, তাহার বৃত্তিভোগী অশ্বারোহী হওয়া আর রাজা হওয়া সমান ছিল। কোন উৎকলবাসী রাত্রে কোন চোরকে ধরিতে পারিলে, তপ্ত লৌহ চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া ছাড়িয়া দিত; কখন কখন গ্রামবাসীরা সকলে এক জোট হইয়া চোরকে খুন করিত। পঞ্চায়ৎরা দেওয়ানী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়া দিত। মহারাষ্ট্রীয়েরা যে প্রকারে রাজস্ব আদায় করিত তাহা কহিতেছি। শাসন কর্ত্তার অধীনস্থ কোন ব্যক্তি গ্রামে আসিয়া আড্ডা করিয়া সমস্ত গ্রামবাসীকে ডাকাইয়া একত্র করিত; তদনন্তর সকলকে একে একে বলিত, 'তুমি এক কাহন কড়ি দাও।' অপরকে বলিত, 'তোকাকে আর এককাহন দিতে হইবে।' এইরূপে প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন দিতে কহিত। যে গ্রামবাসী আদিষ্ট রাজস্ব না দিত, প্রথমত তাহাকে বেত্রাঘাত করা হইত। বেত্রাঘাতে না দিলে, অপর যন্ত্রণা দেওয়া হইত। নখের ভিতর পিত্তল শলাকা পুরিয়া দেওয়া একপ্রকার শাস্তি ছিল; চাপনি নামে অপর এক প্রকার শাস্তি দেওয়া ছিল। তাহা যে প্রকারে সম্পন্ন হইত, তাহা বলিতেছি; প্রথমে লোকটীকে চিৎ করিয়া শয়ন করাইয়া বুকের উপর আড়ভাবে দুইটী বাঁশ দিয়া চাপিয়া ধরা; চাপা ক্রমে ক্রমে গুরুতর হইত; যে পর্য্যন্ত সেই ব্যক্তি রাজস্ব দিতে স্বীকার না হইত, ততক্ষণ ছাড়া হইত না, লোকবিশেষে উবুড় করিয়া পীঠে, হাতে, পায়ে, চাপা দেওয়া হইত।

কোন ব্যক্তিকে হৃষ্টপুষ্ট দেখিলে তাহারা বলিত, এব্যক্তি ঘৃত খাইয়া থাকে, অতএব এ ধনী। ক্রমে লোকে সেই আশঙ্কায় শীর্ণ থাকিতে চেষ্টা করিত। কোন ব্যক্তি পরিষ্কার পরিচ্ছদ পরিলে তাহাকে ধনী মনে করিত। অতএব সেই ভয়ে লোকে ময়লা মোটা কম বহরের বস্ত্র পরিধান করিত। কোন বাটীতে দরজা দেখিলে গৃহস্বামীর সম্পত্তি আছে বলিয়া তাহাকে পীড়ন

করিত ; সেই ভয়ে লোকে ঘরের কপাট করিত না ; যাহার ঘরে কপাট থাকিত সে শাসনকর্ত্তার অধীনস্থ লোক আসিতে দেখিলে ঘরের দরজা খুলিয়া রাখিত। কেহ পাকা বাটীতে বাস করিলে তাহার সর্ব্বস্ব লুটিয়া লইত। মহারাষ্ট্রীয়দিগের ধারণা ছিল, যে ব্যক্তি পাকা ইষ্টক নির্ম্মিত ঘরে বাস করিতে পারে সে অনায়াসে শত মুদ্রা দিতে সমর্থ। গ্রামবাসীদিগের সম্পত্তি আছে কি না তাহারা অনেক প্রকারে পরীক্ষা করিত। কোন গৃহস্থের বাটীতে গিয়া যে পাতে গৃহস্থ ভাত খাইয়াছে, তাহারা তাহা একত্র করিয়া তাহাতে জল ঢালিয়া পরীক্ষা করিত। যদি পত্র সকল তেলা মারিত, তবে বুঝিত তাহারা ঘৃত খাইয়াছে। তাহারা আচম্বিতে গৃহে প্রবেশ করিত, অন্তরপ্রাঙ্গণে যাইত, টাকার অনুসন্ধানে ঘরের মেজে খুড়িত, দেওয়াল ফুটাইত, আবশ্যক হইলে ঘরও ভাঙ্গিত ; এইরূপেই তাহারা সকলকে নিঃস্ব করিয়াছিল।

মহারাষ্ট্রীয়েরা রাজবর্ত্ম প্রস্তুত করে নাই, অথবা বন্যার জল হইতে দেশ রক্ষা করিতে বাঁধ বাঁধে নাই। সে সময়ে পথ ছিল বটে, কিন্তু কেহই তাহা নির্ম্মাণ করে নাই ; সে সকল শুঁড়ি পথ মাত্র। তখন জগন্নাথদেবের যাত্রীরা যাজপুর ও কেন্দ্রাপাড়া হইয়া আসিত ; ইহাও একটী শুঁড়ি রাস্তামাত্র ছিল। বর্ষাকালে উহা বহুক্রোশ ব্যাপী জলে পরিপূর্ণ থাকিত। সে সময়ে জগন্নাথের যাত্রীর সংখ্যাও অপেক্ষাকৃত অনেক কম ছিল, মহারাষ্ট্রীয়েরা ধারাবাহীরূপে ধনী যাত্রীদিগকে পথিমধ্যে লুটিয়া লইত। গরিব যাত্রীরাও ডাকাইত কর্ত্তৃক বনের ধারে লুণ্ঠিত ও হত হইত। গরিব লোক নিতান্ত ধার্ম্মিক না হইলে পুরী সন্দর্শনে আসিতে কখনও মনে ভাবিত না। যখন তাহারা পুরী সন্দর্শনে আসিত, পরস্পরের রক্ষণাবেক্ষণ ও সহায়তা জন্য তাহারা দল বাধিয়া আসিত। ধনীরা তরবারী ও ধনুর্ধারী সেনা ও পাইক

লইয়া আসিত। সে সময়ে পুরীতে একখানিও পাকা বাটী ছিল না; মটের ছিটে বেড়ার দেওয়াল ছিল। এখন দেবালয়ের চতুর্দ্দিক শত শত ধনাঢ্য বিপণীতে পরিশোভিত হইয়াছে, কিন্তু তৎকালে একখানি মাত্র দোকান ছিল; এখন যত গৃহ দৃষ্ট হইতেছে, তৎকালে ইহার অর্দ্ধেকও ছিল না; রাস্তা জঙ্গলময় ছিল; সমস্ত উৎকল দেশে একটীমাত্র ধনী ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনিই বর্ত্তমান কেন্দ্রাপাড়ার জমীদারের পিতা।”

রামদাস কথিত এই বিবরণ অতি ভয়ানক, আমরা এইরূপ উৎপীড়নে বীজাপুর শ্মশানে পরিণত হইয়াছে তাহা অন্যত্র বলিয়াছি *। বোধ হয় মহারাষ্ট্রীয়দিগের পীড়ন হইতেই উৎকলবাসীরা গরীব ও ধূর্ত্ত হইয়াছে, কম বহরের মোটা ময়লা বস্ত্র পরিতে শিখিয়াছে, স্ত্রীলোকগণ গহনাপ্রিয় হইয়াও কাঁশার খাড়ু ও মল প্রভৃতি সামান্য আভরণ পরিয়া থাকে। খাড়ুগুলি একসের পরিমাণ ওজন হইবে, গরুর কাঁদে যেমন দাগ হয়, সেই প্রকার স্ত্রীলোকদিগের হাতে গহনা পরার দাগ হইয়া থাকে। অনেককেই এক পায়ে মল ব্যবহার করিতে দেখা গিয়াছে।

পল্লিগ্রামে ইষ্টক নির্ম্মিত ঘর নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না, গৃহাদি সামান্য দোচালা ছাপ্পর, দেওয়াল ছিটে বেড়ার। বর্দ্ধিষ্ঠ লোকেরা জঙ্গলে ও পাহাড়ে থাকিত, বাটীর চতুর্দ্দিকে জঙ্গলি বাঁশের ঝাড়ে ঘেরিয়া রাখিত, তাহা গড় বা কেল্লানামে কথিত হইত, সেরূপ গড় এপ্রদেশে নিতান্ত বিরল নাই। মহারাষ্ট্রীয়েরা অশ্বারোহণে আসিত বংশবেষ্টিত গড় তাহাদিগের দুর্ভেদ্য ছিল। ভাবী রেল-লাইনের জঙ্গল কাটিতে বাঁশের ঝোপ পড়িলে, তাহাসহজে পরিষ্কার করা যায় নাই। সম্মুখে বাঁশের ঝাড় পড়িলে, সেই ঝাড়টি একেবারে সমূলে কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছে।

---

* বিজাপুরের প্রবন্ধ দেখ।

উৎকলবাসীরা গরিব হইলেও ধূর্ত্তের শেষ, মিষ্ট কথার বশবর্ত্তী নহে।

ব্রাহ্মণমাত্রেই পঞ্চ উপাসক অর্থাৎ সৌর, গাণপত্য, শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব মতাবলম্বী। চৈতন্যদেবের প্রভাবে অপর লোক বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত। গ্রামে গ্রামে গৌরাঙ্গের কাষ্ঠনির্ম্মিত মূর্ত্তি সাদরে পূজিত হইতেছে। সাধারণ লোক গৌরাঙ্গ সেবক হইলেও মাংস ভোজনে বিমুখ নহে।

উৎকলে দুই সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হয়, একের নাম বৈদিক অপরের নাম লৌকিক। রাজা যযাতিকেশরীর সময় দশ হাজার ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে * আনীত হয়। তাহাদের বংশাবলীরা প্রথম সম্প্রদায়ের অন্তর্গত; ইহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যাহারা যাজপুরে বাস করিতেছেন, তাহারা উত্তরশ্রেণী; তাহাদিগের চতুর্ব্বিধ পদার্ঘ্য যথা,—(১) বরাহ, (২) বিরজা, (৩) দশ সহস্র কান্যকুব্জ ও (৪) বলভদ্র জগন্নাথ সুভদ্রা। যথা,—

নমোঽস্তু তে যজ্ঞবরাহমূর্ত্তে
জলেষু মগ্নাং ক্ষিতিমুদ্ধরেদ্যঃ।
নমামি মাতর্ব্বিরজে যুগাভ্যাং
পদেষু নির্ম্মাল্যমিদং দদামি॥
কণোজদেশাশ্রয়তো হৃতা যে
দশাশ্বমেধেষু পুরা বিধাত্রা।
স্বর্গে স্থিতা মর্ত্যকৃতঞ্চ লোকে
তেভ্যো বিনর্ঘং বিনিযোজয়স্ব॥
শ্রীনীল-শৈল-শিখর-বাসিনে
ওড্রদেশ-জনিতৈকবাসিনে।

---

* যাজপুরের ব্রাহ্মণেরা কহিয়া থাকেন, স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা যাজপুরে যজ্ঞ করিবার কালে ১০ সহস্র ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন।

তেভ্য ইদং অর্ঘং বিনিযোজয়স্ব
যদ্‌গ্রামে যদরণ্যে যৎসভায়াম্।
যদিন্দ্রীয়ে যদেনশ্চ ক্রমাবয়োমিদং
যদ্‌বয়োজামহে স্বাহা গ্রাম্যদেবতা॥

আনন্দ ভীমদেবের সময়ে যাজপুর হইতে ৪৫০ ঘর ব্রাহ্মণ পুরীতে আনীত হইয়াছিল, তাহাদিগের বংশাবলীরা দক্ষিণশ্রেণী নামে কথিত, তাহাদিগের দুই পদার্ঘ্য। যথা,—(১) জগন্নাথ বলভদ্র সুভদ্রা, (২) গ্রাম্যদেবতা।

এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে অন্য প্রভেদ দৃষ্ট হয় নাই। বেদশাখা বিভাগে ব্রাহ্মণেরা ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদী, সামবেদী, অথর্ব্ববেদী, ঋগ্বেদী ও অথর্ব্ববেদীর সংখ্যা অল্প, সামবেদীর সংখ্যা তদপেক্ষা অধিক, যজুর্ব্বেদীর সংখ্যা তদপেক্ষা অধিক। এক সময়ে এপ্রদেশে বেদের আলোচনা যথেষ্ট ছিল, এক্ষণে তাহা কমিয়াছে কিন্তু বঙ্গদেশের মত নির্ব্বাণ হয় নাই। ঋক্‌বেদীয় গোত্র বশিষ্ঠ, সরঙ্গী ও মহোপাত্র উপাধি। যজুর্ব্বেদীয় ভরদ্বাজ গোত্রের সারঙ্গী, মিশ্র, পাণ্ডা ও নন্দা উপাধি; আত্রেয় গোত্রের রথ উপাধি; হরিতাসা গোত্রের দাস ও মহাপাত্র উপাধি; কৌশিকী ও ঘৃতকৌশিকী গোত্রের দাস উপাধি; মুদ্গল গোত্রের সৎপাথী উপাধি; বাৎস গোত্রের আচার্য্য দাস ও সৎপাথী উপাধি; কাত্যায়ন গোত্রের মিশ্র, সারঙ্গী ও পাণ্ডা উপাধি; কোপিঞ্জল গোত্রের দাস, শাণ্ডিল্য উপাধি; কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রের পাণ্ডা ও দাস উপাধি; বর্ষাকাপিল গোত্রের মিশ্র উপাধি এবং গৌতম গোত্রের কর উপাধি; সামবেদী কাশ্যপ গোত্রের নন্দ উপাধি: ধার-গৌতম গোত্রের ত্রিপাটী (তিয়রি) উপাধি; গৌতম গোত্রের উদ্গাতা (উঠা) উপাধি; পরাশর গোত্রের দ্বিদেবী (দোবে) উপাধি; এবং কৌণ্ডিল্যগোত্রের ত্রিপাটী (তিয়রি) উপাধি। অথর্ব্ববেদীয় আঙ্গিরস গোত্রের উপাধ্যায় ও পাণ্ডা উপাধি

ব্রাহ্মণেরা আবার কুলীন ও শ্রোত্রিয় ভেদে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। পুরী-প্রদেশে যাহাদের উপাধি বাচা ও নন্দ, তাহারাই কুলীন এবং ব্রহ্মত্তরের উপসত্বভোগী। শ্রোত্রিয়েরা ভট্ট, মিশ্র, উপাধ্যায় মিশ্ররথ, উদ্গাতা (উটা), ত্রিপাটী (তিয়রী), দাস, পাণ্ডা এবং সৎপথী। ইহাদিগের মধ্যে অনেকেই ব্রহ্মত্তরের আয়ে দিনাতিপাত করিতেছে। কেহ কেহ টোল রাখিয়া অধ্যাপনা করিয়া থাকে, কেহ কেহ যাত্রীর সেতুগিরী, কেহ কেহ পৌরহিত্যের কার্য্যে নিযুক্ত, কেহ বা পুরীর দেবালয়ে অর্চ্চকের কার্য্যে নিযুক্ত আছে। যাজপুরে অনেক ব্রাহ্মণ ষট্‌কর্ম্ম নিরত ও অগ্নিহোত্রী নামে খ্যাত; তাহারা ব্রহ্মচর্য্যাকালে যথারীতি বেদাধ্যয়ন করিয়া পরে গার্হস্থাশ্রমে প্রবৃত্ত হইয়া নিত্য ত্রিসন্ধ্যা এবং অগ্নি ও দেবোদ্দেশে আহুতি প্রদান করিয়া থাকে; তাহাদিগের গৃহে আমরণ অগ্নি থাকে; তাহাদিগের অবস্থাও মন্দ নহে, পুরাকাল হইতে ব্রহ্মত্তর ভোগ করিয়া আসিতেছে, অনেকেই অধ্যাপনা করিত, এখনও করিয়া থাকে। পুরাকালে হিন্দু রাজারা ব্রাহ্মণকে অনেক গ্রাম দান খয়রাৎ করিয়া গিয়াছেন। সে সকল গ্রাম অদ্যাপি শাসন নামে খ্যাত আছে; যথা,—শাসন পুরুষোত্তমপুর ইত্যাদি। শাসনে যে সকল ব্রাহ্মণেরা বাস করিতেছে, তাহাদিগের মধ্যে বেদালোচনা কমিয়াছে, শাসনাধিপতি পাণীগ্রাহী নামধেয়।

লৌকিক ব্রাহ্মণেরা বলরাম, মস্তানি ও পনিয়ারী গোত্রত্রয়োদ্ভব; তাহাদিগের অনেকেই কৃষিকার্য্যে রত। তাহারা পাণ্ডা, সেনাপতি, পর্হি, বস্তিয়া, পানী ও সাহু উপাধিধারী হইয়া স্বহস্তে নাঙ্গল পরিচালন করিয়া থাকে, বাণিজ্যকার্য্য, মুদির কার্য্য ও সেতোর কার্য্য করিয়া থাকে। অধিক কি সামান্য কুলি মজুরের কার্য্য করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। এক হিসাবে পশ্চিম দেশীয় ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় তাহারা কার্য্যক্ষম হইয়া বঙ্গীয় ব্রাহ্মণের ন্যায় ভিক্ষোপজীবী হয় না।

ব্রাহ্মণদিগের বিবাহ বৈদিকপ্রকরণে দিবসে হইয়া থাকে। বিবাহপ্রণালী বঙ্গদেশেরই মত। এখানে শম্ভুকরকৃত বাজপেয় ক্রিয়া প্রচলিত।

ক্ষত্রিয়। এপ্রদেশে প্রকৃত ক্ষত্রিয় নাই, তবে করদ হিন্দু-রাজারা ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিয়া থাকেন; ইহাদিগের মধ্যে কন্যার পুষ্পোদ্গমের পর বিবাহ প্রচলিত আছে, ইহারা দশাহের পর শুদ্ধ হয়। অতএব,—

"বিপ্রঃ শুধ্যেৎ দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি॥"

এই স্মৃতিবাক্য এপ্রদেশে প্রচলিত না হইয়া,—"সর্ব্বেষা-মেব বর্ণানাং দশরাত্রমশৌচকম্।" এই বাক্য প্রচলিত হইয়া থাকে।

রাজপুত। ইহাদিগকে এপ্রদেশের বাসীন্দা বলা যাইতে পারা যায় না, তবে জিবীকানির্ব্বাহ উদ্দেশে অনেকে পুরুষানু-ক্রমে বাস করিতেছে; অনেকেই সেনাবিভাগে কার্য্য করিত, এক্ষণে পেয়াদা, কনষ্টেবল ও দ্বারবানের কার্য্যে নিযুক্ত।

খণ্ডায়ৎ। (খড়্গাধারী) পুরাকালে রাজসংসারে সেনা-বিভাগে খড়্গাধারী ছিল, তাহারাই উক্ত নামে খ্যাত হইয়াছে। ইহারা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত; উহাদিগের মধ্যে আদান-প্রদান নাই। প্রথম সম্প্রদায়, বর্ম্মা, জানা, পই, বর্দ্ধন, ধীর, বীর, দীর, স্বীর ও খড়াই উপাধিধারী। ইহাদিগের কন্যার বিবাহ দশ হইতে অষ্টাদশ বৎসরে হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে ভ্রাতৃজায়া-ভোগ প্রচলিত নাই। অপর সম্প্রদায়, নায়ক, সই, রাউত, মাহান্তী আদি নামধারী, ইহাদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার অবর্ত্ত-মানে কনিষ্ঠের ভ্রাতৃজায়া-ভোগ-বিধি আছে ও কন্যার বিবাহ ১০ হইতে ১৮ বৎসর বয়সে হইয়া থাকে। উভয় সম্প্রদায়ই এখন কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত। ইহারা যজ্ঞোপবীতধারী।

করণ। করণেরা বাঙ্গালাদেশের কায়স্থের সমান অর্থাৎ ইহাঁরা মসিজীবি হইয়া, কৃষ্ণাত্রেয়, শাণ্ডিল্য ও ভারদ্বাজ গোত্রোদ্ভব এবং ইহাদিগের উপাধি দাস ও মাহান্তী। পূর্ব্বে যাহারা রাজসংসারে কার্য্য করিত, তাহারা 'পাঠনায়ক' নামধেয়। ইহাদিগের মধ্যে কন্যার বিবাহ পুষ্পোদ্গমের পরে হইয়া থাকে। ইহারা দশদিনে শুদ্ধ হয়। ইহাদিগের মধ্যে ভ্রাতৃজায়া-ভোগবিধি প্রচলিত নাই।

গণক। ইহাদিগকে নায়ক অথবা গ্রহাচার্য্য কহে, ইহারা পতিত ব্রাহ্মণ।

ভাট। ইহারাও পতিত ব্রাহ্মণ।

বণিক। ইহারা বৈশ্যকুলোদ্ভব। উহারা গন্ধবণিক, বৈশ্যবণিক, পুটলিবণিক, আগরওয়ালা, মাড়য়ারী, কাপড়িয়া, কমটি ইত্যাদি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। ইহাদেগর মধ্যে ভ্রাতৃজায়া-ভোগ নিষিদ্ধ।

চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ। বঙ্গদেশের ন্যায় নানাবিধ চতুর্থ বর্ণের শূদ্রজাতি আছে এবং জাতীয় ব্যবসানুসারে তাহাদিগের নামও হইয়াছে। পঞ্চম বর্ণ অস্পৃশ্য জাতি; বাঙ্গালার কাওরা, হাড়া ও চণ্ডাল এবং দক্ষিণদেশের পরচারীর ন্যায় তাহারা অস্পৃশ্য জাতি। এই উভয় জাতির মধ্যে ভ্রাতৃজায়া-ভোগ প্রচলিত আছে। এবিষয়ে একটু বিশেষ বিবরণ দেওয়া আবশ্যক।

আমরা বেদে 'দেবর' শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাই। কোন ব্যক্তি পুত্র উৎপাদনের পূর্ব্বে মানবলীলা সংবরণ করিলে, বিধবা অশৌচান্তে মৃত ভর্ত্তার পারত্রিক কামনায় কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ লইয়া সন্তান উৎপাদন করিত, যে ব্যক্তিকে নিয়োগ লওয়া হইত, তাহাকে 'দেবর' বলিয়া সম্বোধন করিত। এই নিয়োগ প্রথা, আত্মীয় স্বজনের মধ্য হইতে সংগৃহীত হইত। অনেক সময়ে মৃতের কনিষ্ঠই নিয়োগে আবদ্ধ হইত। ক্রমে সে

প্রথা রহিত হইলেও, ভর্ত্তার অনুজ 'দেবর' নামে কথিত হইতেছে। বৈদিক নিয়োগ প্রথায় যে পুত্র উৎপাদিত হইত, সে মৃতের ক্ষেত্রজপুত্র বলিয়া পরিগণিত হইত এবং তাহার পারত্রিক কার্য্য করিত। ওড্রদেশে চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ মধ্যে সেই প্রথা কিঞ্চিৎ প্রভেদ হইয়া প্রচলিত হইতেছে। ইহাদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরলোক গত হইলে, কনিষ্ঠ সহোদর বিধবাকে বিবাহ করিয়া পত্নীর ন্যায় ভোগ করিয়া থাকে, তাহাতে যে পুত্র উৎপাদিত হয়, তাহার সহিত মৃতের কোন সম্বন্ধ থাকে না; সে জন্মদাতার পুত্র হইয়া থাকে। অধিকন্তু, বিধবা পুত্রবতী হইলেও, কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত তাহার বিবাহ হইয়া থাকে। এতদ্‌সম্বন্ধে একটি গাথা শুনিতে পাওয়া যায়।

"ন দোষো মগধে মদ্যো অন্নযোন্যোঃ কলিঙ্গকে।
ওড্রে ভ্রাতৃবধূভোগে দক্ষিণে মাতুলকন্যকা॥
পশ্চিমে চর্ম্মপাণীনা উত্তরে মহিষীমাংসম্।
পরাশরবিধানেন আচারদেশতো বিধিঃ॥"

দক্ষিণে (দ্রাবিড় ও ত্রৈলঙ্গদেশে) সধবারা সিন্দূরের ব্যবহার করে না। এপ্রদেশে সধবারা কপালে যথেষ্ট পরিমাণে সিন্দূর ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহারা নিত্য স্নানের সময় দক্ষিণদেশীয়ের ন্যায় হরিদ্রা ম্রক্ষণ করে। উড়িষ্যাবাসীদিগের যে যে আচার বঙ্গদেশের সহিত পৃথক্, আমরা তাহা সম্যক্ এখনও জ্ঞাত হই নাই। অতএব তদ্বিষয় লিপিবদ্ধ করিতে আপাতত নিরস্ত থাকিলাম।

আমরা ১৮৯২ খৃঃ ২৭শে ডিসেম্বর কটকে * আসিয়া, তথায় তিন দিবস ছিলাম। রাজা নৃপকেশরী দশম শতাব্দির মধ্যভাগে

---

* কটক শব্দে বাক্যার্থ যথা,—কট্যক পরিবেষ্ট্যাতে দুর্গপ্রাচীরাদিভিরিতি। কট বেষ্টনে+বুন্। রাজধানী। ইতি মেদিনী॥ নগরী। ইতি শব্দরত্নাবলী॥

ইহা নির্ম্মাণ করিয়া রাজধানীতে পরিণত করেন; তদবধি কেশরী, গঙ্গা, মুসলমান ও মহারাষ্ট্রীয়েরা তথায় শাসন করিতেন। কটকের সে পূর্ব্ব-গৌরব নাই, তবে কাটজুরি ও মহানদীর লাটারাইট প্রস্তরের রিভেটমেণ্ট প্রাচীর কেশরীবংশীয়দিগের, দুর্গস্থ পূর্ব্বদিকের সিংহদ্বার ও ফতিখাঁরহমন-মস্ক মুসলমানদিগের এবং দুর্গের বহির্ভাগে মহারাষ্ট্র-খাদ (ডিচ্) মহারাষ্ট্রীয়দিগের কীর্ত্তি স্মরণ করাইতেছে। বৃটীশশাসনাধীনাবধি কটক নগর প্রদেশীয় কমিশনার, বিভাগীয় কালেক্টর ও জজ সাহেবদিগের হেড কোয়াটরে পরিণত হইয়াছে; অতএব কমিশনার সাহেবের প্রাসাদ, কলেক্টর জজ আদির আবাস-গৃহ, ডিষ্ট্রীক্ট, কলেক্টরি কোর্ট, সেণ্ট্রাল জেল, রেভেন্স কলেজ, ডিষ্ট্রীক্ট হস্পিটাল, ইত্যাদি নূতন অট্টালিকা, পূর্ত্ত্যবিভাগের শিল্পশালা এবং মহানদী কাটজুরির উপর আনিকট ও কানেল হেড লকে পরিশোভিত

সেনা ইতি হেমচন্দ্রঃ॥ লক্ষণয়া সেনানিবেশঃ॥ কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত অনুমান করেন, দাশরথি রাম কপিসেনার সহিত লঙ্কাভিযানের সময় কাটজুড়ির ও মহানদীর 'ব' কোণে সেনানিবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া, উক্ত স্থান কটক নামে বিখ্যাত হয়। আমরা এ মত সমর্থন করিতে পারি না। আমাদিগের মতে কটক অর্থে রজেধানী মাত্র। আমরা পুরীস্থ মাদ্‌লা পঞ্জিতে কটকবিভাগে হিন্দু রাজাদিগের সাতটী কটক অর্থাৎ রাজধানীর উল্লেখ দেখিতে পাই। (১) যজ্ঞপুর বা যাজপুর, এখানে যযাতিকেশরী প্রথমে রাজধানী স্থাপন করেন। (২) পুরুষোত্তম বা পুরি, এস্থানেও তিনি জগন্নাথদেবকে পুনঃ স্থাপনানন্তর ইহাকে দ্বিতীয় রাজধানীতে পরিণত করেন। (৩) ভুবনেশ্বর, এখানে তিনি জীবনের শেষভাগে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান। (৪) বিরাণসী (বারাণসীর অপভ্রংশ) নৃপকেশরী কাটজুড়ে ও মহানদীর 'ব' কোণে আপন রাজধানী উঠাইয়া আনেন। (৫) সারঙ্গর, ইহা কাটজুড়ের দক্ষিণ তীরে মাধবকেশরী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। (৬) চৌদ্বার, ইহা অনঙ্গভীমদেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। (৭) অমরাবতী, ইহা ছতিয়ার নিকট অবস্থিত ও অনঙ্গভীমদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। চতুর্থ সংখ্যক রাজধানী, অপর অপেক্ষা বহুদিন স্থায়ী হওয়ায়, কটক নামে বিশ্রুত রহিয়াছে।

হইয়াছে ; ইহা উত্তর ২০।২৯।৪ অক্ষরেখায় এবং পূর্ব্ব ৮৫।৫৪।২৯ দ্রাঘিমায় মহানদীর 'ব' কোনে অবস্থিত। মহানদীর হাই-ফ্লডের ১০ ফুট নিম্নে অবস্থিত হইলেও, এখানকার জল ও বায়ু স্বাস্থ্যকর, আহার্য্য সুপ্রতুল। রৌপ্য ও কাঁশারির দ্রব্যের জন্য কটক, উড়িষ্যার মধ্যে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এখানে প্রসিদ্ধ পুরাতন দেবালয় নাই, তবে ৬ মাইল দূরে অগ্নিকোণে তালদণ্ডা প্রণালীর প্রথম লক পোলের এক মাইল অন্তরে কাটজুরির শাখানদী তীরে পরমহংসপত্তনে শ্রীপরমহংসেশ্বর দেবের মন্দির দর্শনোপযোগী। এই মন্দির সেণ্ড প্রস্তরে নির্ম্মিত। ইহার গর্ভ-গৃহের বহির্ভাগ দীর্ঘ-প্রস্থ ২৫ হস্ত ও ইহার চূড়া উর্দ্ধ ৬০ হস্ত। ইহার জগন্মোহন মণ্ডপ বাহিরসারা ৩০ হস্ত দীর্ঘ-প্রস্থ ও ৩৫ হস্ত উর্দ্ধ। সম্মুখস্থ নাটমন্দির অসম্পূর্ণাবস্থায় রহিয়াছে। মন্দিরের ঈশানকোণে বেণুকুণ্ড-নামে ৫০ হস্ত দীর্ঘ-প্রস্থ পরিমিত চতুর্দ্দিক সেণ্ড প্রস্তরের সোপান বাঁধান পুরাতন পুষ্করিণী, তাহার জলে দেবের অভিষেকাদি হইয়া থাকে। পুষ্করিণীর পশ্চিম তীরে একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে বিষ্ণুমূর্ত্তি ও তাহার পশ্চিমভাগে একটী ক্ষুদ্র বাপী। পরমহংসের মন্দিরের কার্য্য অতি উত্তম, মন্দিরাভ্যন্তর সাধারণ জমি অপেক্ষা তিন ফুট নিম্ন। বেদীর গর্ত্তে লিঙ্গমূর্ত্তি লুক্কায়িত, শুনিলাম অভিষেক সময়ে বেদীগর্ভে যতই জল ঢালা হউক না, লিঙ্গোপরি ৪ চারি অঙ্গুলিমাত্র জল থাকে ; ইহাতে বুঝা যাইতেছে বেদীগর্ভের লিঙ্গ শির হইতে চারি অঙ্গুলি উর্দ্ধে ছিদ্র দিয়া অতিরিক্ত জল নির্গত হইয়া যায়। আরও শুনিলাম পূর্ব্বে অভিষেক-কালে সময়ে সময়ে দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত একটী সর্প বেদীগর্ভ হইতে বহির্গত হইয়া ভোগের দ্রব্যোপরি যাইত ; তাহার বর্ণ কখন শ্বেত, কখন পীত, কখন লোহিত, কখন নীলবর্ণে পরিণত হইত ; সর্পটীকে স্পর্শ করিলেও, কখন কাহাকে দংশন করে নাই। এই কারণ এপ্রদেশের যত ঈশ্বর

আছে, সর্ব্বাপেক্ষা ইহার প্রতি লোকের প্রগাঢ় ভক্তি। কিংবদন্তী রাজা পুরুষোত্তমদেব এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া, গ্রামখানি ১৫ ঘর ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন এবং দেবসেবার নিমিত্ত ৩৫২ মানজমি নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। পরে অন্যান্য রাজা ও অপরে বহু দেবোত্তর দিয়াছেন। দেবসেবায় নিত্য।২॥ সের তণ্ডুলের অন্ন ভোগ ও অপর হিসাবে ব্যয়-কারণ এক টাকা নির্দ্দিষ্ট আছে। মার্গশীর্ষ সংক্রান্তি, মকর সংক্রান্তি ও শিবরাত্রিতে যাত্রোৎসব হইয়া থাকে। উক্ত ১৫ ঘর ব্রাহ্মণ হইতে এখন ১০০ শত ঘর হইয়াছে এবং তাহারা দেবসেবা উপলক্ষে কালাতিপাত করিতেছে।

উড়িষ্যার মন্দির গঠনপ্রণালী দ্রাবিড়প্রণালী অপেক্ষা পৃথক্, তথায় মন্দিরকে সপ্ত প্রকোষ্ঠে বিভক্ত দেখা গিয়াছে এবং সপ্তম প্রকোষ্ঠেই স্থাবর মূর্ত্তি বিরাজমান। এখানে মন্দিরকে তিন প্রকোষ্ঠে বিভক্ত বলা যাইতে পারে; মূল প্রকোষ্ঠ সর্ব্ব উচ্চ, তাহাতে একটিমাত্র দ্বার ও মেজে থামল, সাধারণ দরজার অপেক্ষা তিন ফুট নিম্ন, দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠকে জগন্মোহন বলে এবং তৃতীয় লাটমন্দির নামে বিখ্যাত। দ্রাবিড়ে সপ্তম প্রকোষ্ঠ দ্বার পর্য্যন্ত যাত্রী যাইতে পায় মাত্র। অর্চ্চক ভিতরে থাকিয়া প্রতিনিধিরূপে অভিষেক অর্চ্চনাদি করিয়া, কর্পূর জ্বালিয়া আরতি করণানন্তর মূলবিগ্রহ দর্শন করাইয়া থাকে। উড়িষ্যার মূলমন্দিরের ভিতর অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, তথায় চতুর্ব্বর্ণ যাত্রীমাত্রেই প্রবেশ করিতে পারে ও মন্দির অভ্যন্তরে প্রদক্ষিণের ব্যবস্থা আছে।

সাধারণত দ্রাবিড়দেশে শিবালয়ে বিভূতিমাত্র প্রসাদরূপে প্রদত্ত হয় ও অন্য প্রসাদ অগ্রাহ্য। উৎকল প্রদেশে ঈশ্বরালয়ে বিভূতির ব্যবহার নাই এবং শিবপ্রসাদ গ্রহণীয়। উৎকলখণ্ডে জগন্নাথদেব শিবকে বারংবার স্বীয় দ্বিতীয় মূর্ত্তি বলিয়া প্রকাশ

করিয়াছেন। যথা—৪র্থ অধ্যায়ে জগন্নাথ মার্কণ্ডেয় সংবাদে "সেই তীর্থে তপস্যা করিয়া, আমরা দ্বিতীয় মূর্ত্তি শিবকে আরাধনা করিলে, আমার অনুগ্রহে নিশ্চয়ই মৃত্যুকে জয় করিবে।" ১২শ অধ্যায়ে নারদ ইন্দ্রদ্যুম্ন সংবাদে "মহারাজা সেই কানন মধ্যে বিষ্ণুস্বরূপ ত্রিলোকপতি ভগবান ধূর্জ্জটিকে নিরীক্ষণ করিয়া, অতুল আনন্দানুভব করতঃ বেদোক্ত বিধিতে অভিষেক করাইয়া, নানাবিধ উপচার দিয়া পূজা করিলেন ইত্যাদি।"

এপ্রদেশে শিবপ্রসাদ গ্রাহ্য করিবার উদ্দেশে উৎকলখণ্ডে শিবকে বিষ্ণুর দ্বিতীয় মূর্ত্তিরূপে কথিত হইয়া থাকিবে। অতএব এস্থানে শিবপ্রসাদ ও চরণামৃত প্রত্যেক যাত্রীকে প্রদত্ত হইয়া থাকে।

কটকে একটী শঙ্করাচারী মঠ, এক শিখ মঠ ও কয়েকটী বৈষ্ণব মঠ রহিয়াছে।

শঙ্করাচারী মঠ বালুবাজারে অবস্থিত। বর্ত্তমান মঠাধিপ শম্ভু-ভারতী নামে বিখ্যাত। এইস্থানে সন্ন্যাসী এবং সাধু, আশ্রয় ও ভোগান্ন পাইয়া থাকে।

শিখ-মঠকে কালিয়াবোদা কহে, ইহার উৎপত্তি বিষয়ে প্রবাদ যথা,—ষষ্ঠদশ:শতাব্দির প্রারম্ভে শিখগুরু নানক, মর্দ্দনা ও ভাইবালা শিষ্যদ্বয়ের সমভিব্যাহারে তীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে পুরী দর্শনাভিলাষী হইয়া, কটকের মহানদীর তীরে কোন উপবনে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করেন। মর্দ্দনা সঙ্গীত-শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন, গুরু সন্নিধানে তদ্রচিত ভজন গান করিতেন, ভাইবালা গুরুকে চামর করিতেন। গুরু নানক সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। অধিকন্তু তাঁহার রচিত ভজন গান লোক-প্রসিদ্ধ হইয়াছিল; তীর্থ ভ্রমণের সময় তিনি যে স্থানে অবস্থিত করিতেন, সেই সেই স্থানে দূর দুরান্তর হইতে বহুসংখ্যক লোক আসিয়া তাঁহাকে দর্শন ও ভজনালাপ শ্রবণ করিয়া, পরম

প্রীতিলাভ করিত, কটকেও তাহাই হইয়াছিল। চৈতন্য-ভারতী নামে কোন মহারাষ্ট্রীয় মঠাধিপ, সেই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, গুরু নানকের প্রতিভায় ঈর্ষ্যান্বিত হয়। সে ব্যক্তি ভৈরব সিদ্ধ ছিল, সে ভৈরবকে কহিল, মহানদীর তীরে উপবন মধ্যে গুরু নানক ও তাহার শিষ্যদ্বয় অবস্থিতি করিতেছে; তুমি তথায় যাইয়া, তাহাদিগের প্রাণসংহার করিয়া আইস। ভৈরবেরও কর্ম্ম পরিপাক হইয়া আসিয়াছিল, সে তাহার আদেশে উপবনের সমীপে আসিল, কিন্তু উপবন মধ্যে প্রবেশ না করিয়া, সত্বর প্রত্যাবৃত্ত হইল। অনেকক্ষণ পরে পুনর্ব্বার আসিল, পুনর্ব্বার প্রত্যাবৃত্ত হইল। এইরূপ বারবংার করিতে থাকিলে, সে গুরু নানকের দৃষ্টিগোচরে পড়িল। গুরু নানক মর্দ্দনাকে কহিল, দেখ ঐ ব্যক্তি আমাদিগের দিকে বারংবার আসিতেছে ও প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে, ঐ ব্যক্তি কে? এবং উহার উদ্দেশ্য কি অবগত হও। মর্দ্দনা গুরু আজ্ঞা পাইয়া, মনুষ্যরূপী ভৈরবের নিকট গমনপূর্ব্বক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, ভৈরব আপনার নাম ও আগমন উদ্দেশ্য জানাইয়া কহিল, দেখ ভারতীর আজ্ঞায় তোমাদিগকে সংহার করিতে আসিয়াছি, উপবন সমীপে আসিবামাত্র আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিতে থাকে, সেই কারণে আমি প্রতিনিবৃত্ত হইতে বাধ্য হই। অনন্তর, জ্বালা কমিলে পরে পুনর্ব্বার প্রত্যাবৃত্ত হইলে পূর্ব্ববৎ জ্বালা আরম্ভ হইয়া থাকে; এইজন্য আমি যাতায়াত করিতেছি। মর্দ্দনা তথা হইতে গুরু সন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক সমস্ত নিবেদন করিলে, গুরু নানক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশী ভৈরবকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "ওহে ভৈরব! তোমার বল কদাচ নির্ব্বিরোধির কাছে নহে, সদা বিরোধীর নিকট প্রকাশ পাইয়া থাকে; তুমি নির্ব্বিরোধীকে হত্যা করিতে আসিয়াছ বলিয়া তোমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতেছে।" তখন গুরু নানকের উপদেশ শ্রবণ করিয়া, ভৈরব বিরোধভাব পরিত্যাগ করিল; তৎসঙ্গে সঙ্গেই

তাহার অঙ্গদাহ প্রশমিত হইল, তখন সে শান্তভাবে গুরুর নিকটে আসিয়া, গুরুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া, তাহার আশীর্ব্বাদ লইয়া অন্তর্হিত হইল। যে লগুড় লইয়া সে হত্যা করিতে আসিয়াছিল, তাহা পতিত রহিল। মর্দ্দনা তাহা গুরুকে দেখাইয়া কহিল, ভৈরব আমাদের সংহার করিতে ঐ লগুড় আনিয়াছিল। গুরু নানক কহিল, মর্দ্দনা ওরূপ আর কহিও না। ভৈরব স্বেচ্ছায় আইসে নাই ; তার কর্ম্মপরিপাক ও প্রকৃত জ্ঞানোদয় হইয়াছে। এক্ষণে সে নির্ব্বিরোধী ও আমার পরম ভক্ত হইয়াছে। এইরূপ কহিয়া গুরু সেই দণ্ড স্বহস্তে মৃত্তিকায় প্রোথিত করিলেন। তাহা ক্রমে সজীব হইল এবং তাহাতে পত্রোদ্গম হইল, ক্রমে একটী শাখোট বৃক্ষে পরিণত হইল ; লোকে এই ঘটনা অলৌকিক দেখিয়া আশ্চর্য্য মনে করিল এবং তদবধি সেই শাখোট বৃক্ষকে পূজা করিতে থাকিল।

অনন্তর দশম গুরুগোবিন্দ সিংহ বিধর্ম্মিদমন উদ্দেশে দেবীকে প্রসন্ন করিবার মানসে মহাযজ্ঞে ব্রতী হইয়া, লক্ষ ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন ; যজ্ঞ সমাপনান্তে দেবী সন্তুষ্ট হইয়া আপন অসি প্রদানানন্তর, গুরুগোবিন্দ সিংহকে ম্লেচ্ছ দমন করিতে আদেশ করেন। তিনি দেবীবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া, শিখশিষ্যদিগকে যে প্রকার সামরিক পন্থীতে পরিণত করিয়াছিলেন, তাহা এখানে বক্তব্য নহে। সেই যজ্ঞে কটক চাউলগঞ্জনিবাসী কালিয়ানাথ পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন, যজ্ঞ সমাপনান্তে বিদায়কালীন পণ্ডিতবরকে শ্রীচক্র প্রদানপূর্ব্বক আদেশ করেন, "কটকে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মহানদী তীরে নানক-প্রতিষ্ঠিত শাখোট বৃক্ষতলে এই শ্রীচক্র স্থাপন করিয়া উপাসনা করিও।" কালিয়ানাথ শ্রীচক্র গ্রহণপূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, সেই বৃক্ষতলে তাহা স্থাপনপূর্ব্বক দেহান্ত পর্য্যন্ত তাহার উপাসনা করিয়াছিল ; সেই কারণ তাহা কালিয়াবোদা নামে বিশ্রুত হয়। ঐ বোদার

অপর নাম 'নির্ব্বাণ' আশ্রম অর্থাৎ পরব্রহ্মের উপাসনার স্থান-বিশেষ। কালিয়া পণ্ডিতের তিরোধানের পর সেই শ্রীযন্ত্র শাখোট বৃক্ষতলে বল্মীক ঢিপীতে আবৃত হইয়া যায়। অনন্তর ৩৬ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যানন্দদেব (বাহাগুরু) নামে শিখ আসিয়া যন্ত্রোদ্ধার উদ্দেশে কুশোপরি অনাহারে পাঁচ দিবস থাকেন। ১৮৬৭ সালের ১১ অঙ্কের বাড়ীতে বল্মীক স্তুপ ধুইয়া শ্রীযন্ত্র তাহার নেত্রপথে পতিত হয়। তখন তিনি সেই শ্রীযন্ত্র বৃক্ষমূলে স্থাপন করেন এবং জঙ্গল কাটাইয়া আম্রাদি বৃক্ষ রোপণ করাইয়া আশ্রমোপযোগী করেন। একটী ছোট চুম্‌রিতে নানক রচিত গ্রন্থ রহিয়াছে। অপর একটী বৃহৎ চুম্‌রি ঘরে অভ্যাগত পরম-হংস সাধু স্থান পাইয়া থাকেন; স্বয়ং একটী ক্ষুদ্র চুম্‌রিতে বাস করেন। অনেক লোক কালিয়াবোদা দর্শনে আসিয়া নজর দিয়া থাকে। বিদ্যানন্দদেব তাহা হইতে অভ্যাগত সাধুদিগের অতিথি-সৎকার করিতেছেন। তিনি মিষ্টালাপী সংস্কৃতাভিজ্ঞ; সাধুসঙ্গালাপে কালাতিপাত করিতেছেন। আশ্রমটী নদীকূলে বলিয়া, বিশেষ বিদ্যানন্দদেব যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকেন বলিয়া, উচ্চদরের সাধুগণ এই আশ্রমে থাকিতে ভালবাসেন। আশ্রমের একদিকে সাধুদিগের সমাধি রহিয়াছে। আশ্রমের পূর্ব্বদিকে নদীতটে নানাবিধ শস্যাদি জন্মিয়াছে ও পশ্চিমভাগে কনিকাপিল্লৈ প্রতিষ্ঠিত মাতৃচিহ্নস্বরূপ শিবমন্দির, মাতার ও আপনার সমাধি রহিয়াছে। কনিকাপিল্লৈ শৈব ছিলেন। শৈবেরা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় দাহ না করিয়া, সমাধি দিয়া থাকে এবং সমাধির উপর লিঙ্গ ও নন্দী প্রতিষ্ঠা করে। তাহা-দিগের মতে জীবাত্মা দেহান্তে শিবত্বে লীন হইয়া যায়। অতএব দেহী লিঙ্গরূপে পরিণত হয়। আমরা কালিয়াবোদা সন্দর্শন ও একটী সাধুর সহিত আলাপ করিয়া পরম প্রীত হইয়াছিলাম।

অনন্তর, বৈষ্ণবদিগের কয়েকটি মঠ বলিয়া এবিষয়ের উপসংহার করিব। শ্রীসম্প্রদায়ে গরিবদাস প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীপুরের বড় মঠ বর্ত্তমান। মঠাধিপ গোপালদাস; তথায় বিগ্রহ-মূর্ত্তি রাম, লক্ষ্মণ, ও সীতা; তারক-ব্রহ্ম রাম নাম। এই মঠে অতিথি-আশ্রয় পাইয়া থাকে।

গৌড় সম্প্রদায়ের গোপাল-জীউর মঠ চৌধুরিবাজারে অবস্থিত; তথাকার বিগ্রহমূর্ত্তি রাধাকৃষ্ণ-জীউ। তারকমন্ত্র ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় স্বাহা। মঠাধিপ নরসিংহ দাস, তথায় অতিথিরা সেবা পাইয়া থাকে। গৌড় সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় মঠ মানসিংহপত্তনে অবস্থিত। মস্তরাম মঠাধিপ, বিগ্রহমূর্ত্তি রাধাকৃষ্ণ ও জগন্নাথদেব। এখানে বিশেষ দ্রষ্টব্য পঞ্চহস্ত পরিমিত প্রস্তরময়ী গরুড়মূর্ত্তি ও ২০ হস্ত দীর্ঘ, ২০ হস্ত প্রস্থ, ক্ষুদ্র গৃহবিশিষ্ট পুরাতন বাপী। এখানকার বর্ত্তমান মহন্ত পরমেশ্বরদাস। এখানেও অতিথিরা আশ্রয় পাইয়া থাকে।

১৮৯২ খৃঃ ৩০শে ডিসেম্বর। আমাদিগের প্রথম পটাবাস মহানদীর উত্তর তীরে কটক হইতে ৯ মাইল উত্তরে ব্রহ্মপুর গ্রামে আসিয়াছিল; উহাতে বৃহৎ পুরাতন আম্রকানন থাকায়, আমাদের পটাবাস স্থাপনের কষ্ট হয় নাই। আম্রকাননের দক্ষিণভাগে অতি পুরাতন শিবমন্দিরে ব্রহ্মেশ্বর প্রতিষ্ঠিত। মন্দির সেণ্ডপ্রস্তরে নির্ম্মিত, তাহার দেওয়ালের বহির্ভাগে দেব-দেবীর মূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে; গর্ভ-গৃহটী অতি প্রশস্ত ও সাধারণ জমি অপেক্ষা ৪ ফুট নিম্ন; প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গটী ক্ষুদ্র। প্রাঙ্গণের একাংশ নদীগর্ভে নষ্ট হইয়াছে। পূজারি ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ হইলেও, এই মন্দির কোন সময় কাহার দ্বারা নির্ম্মিত কিছুই বলিতে পারিল না। আমরা দেখিতে পাই, গঙ্গাবংশীয় অনঙ্গ ভীমদেব অনেকগুলি মন্দির নির্ম্মাণ করেন, সে হিসাবে ইহা সাতশত বৎসরের হইবে। ব্রহ্মপুর মগলবন্দী হইয়াও অষ্ট

গড়ের অন্তর্গত। অষ্ট গড়ের উৎপত্তির বিষয় পরে বলা যাইবে।

১০দিন তথায় থাকিয়া পটাবাস সহ মঞ্চেশ্বরে আসি। ইহাও মহানদীর তীরে, কটক-সম্বলপুর রাজবর্ত্মের ৭ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানেও যথেষ্ট আম্র ও কাঁঠাল বৃক্ষের আরাম; নদী-তীরে একটী ক্ষুদ্র 'সেণ্ড' পাহাড়ের উপর মঞ্চেশ্বর দেবের ক্ষুদ্র মন্দির। এবৎসর অতি বর্ষায় গ্রাম প্লাবিত হইলে, গ্রামবাসীরা মঞ্চেশ্বর দেবালয়-প্রাঙ্গণে তিন দিবস কাটাইয়াছিল। দেবালয়টী পুরাতন কিন্তু কোন সময়ের, তাহা বলিতে পারা যায় না। ধবলেশ্বরের অর্চ্চকেরা এই গ্রামে বাস করেন, সম্ভবত ধবলেশ্বরের প্রতিষ্ঠার পর মঞ্চেশ্বরের দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।

মঞ্চেশ্বরের পশ্চিম দিকে চরদ্বীপে একটী 'সেণ্ড' প্রস্তরের পাহাড়ের উপর ধবলেশ্বর মহাদেবের পুরাতন মন্দির; ইহা কটকের ৬মাইল বায়ুকোণে হইবে। দেবোৎপত্তির বিষয়ে পরম্পরাগতি কিংবদন্তী এই যে, কটকের মহারাজ পুরুষোত্তমদেব কাঞ্চীরাজ-দুহিতা পদ্মিনীর করপ্রার্থী হইয়া দূতমুখে কাঞ্চীপুরে সংবাদ পাঠাইলে, কাঞ্চীরাজ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া প্রত্যুত্তরে বলিয়া পাঠান, "উড়িষ্যারাজ 'ছেরাপোরায়' (গোময় ছিটান ও ঝাড়ু দেওয়ায়) রত, আমি চোলবংশোদ্ভব হইয়া তাহাকে কি প্রকারে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারি।" দূতমুখে প্রত্যাখ্যান বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া, রাজা ক্রুদ্ধ হয়েন। তিনি জগদ্বিখ্যাত জগন্নাথদেবের 'ছেরাপোরা' কার্য্য করিতেন বলিয়া আপনাকে গর্ব্বিত মনে করিতেন। কাঞ্চীরাজ তাহা লইয়া তাহাকে উপহাস করিয়াছে, তাহা তাহার প্রাণে অতিশয় লাগিল। কাঞ্চীবিজিগীষু হইয়া পুরীতে আসিলেন; জগন্নাথদেবের পূজা করিয়া অর্চ্চকদিগের আশীর্ব্বাদ

লইয়া স্বদলবলে কাঞ্চীপুরাভিমুখে বহির্গত হইলেন ; পথিমধ্যে সমস্ত পররাষ্ট্র স্ববশে আনিয়া কাঞ্চীপুরে উপস্থিত হইলেন ; কাঞ্চীরাজের সহিত ঘোর সংগ্রাম হইল ; তিনি বেগতিক দেখিয়া উভয় বাহিনীর মধ্যস্থলে গাভীর সারি দাঁড় করাইয়া দিয়াছিলেন ; তিনি ভাবিয়াছিলেন, বিপক্ষ হিন্দু হইয়া গোহত্যার ভয়ে নিরস্ত হইবে। কিন্তু পুরুষোত্তমদেবের সেনা গাভী সরাইয়া অরাতিদল হনন করিতে থাকিল ; রাজা স্বয়ং কাঞ্চীপতিকে হত্যা করিয়া রাজকন্যা পদ্মিনীকে স্বশিবিরে আনয়ন করিলেন। অনন্তর পূর্ব্ব অবমাননা স্মরণ করিয়া মন্ত্রীকে আদেশ দেন, "কাঞ্চীরাজ-দুহিতাকে কোন ছেরাপোরার হস্তে সম্প্রদান কর, তাহা হইলে আমার মনোযন্ত্রণা নির্ব্বাণ হইবে।" বৃদ্ধমন্ত্রী বিচক্ষণ ছিলেন, রাজাজ্ঞা শুনিবামাত্র প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "মহারাজ! তাহাই হইবে, কাঞ্চীরাজ অন্যায় ব্যবহার করিয়াছে, তাহার কন্যাকে ছেরাপোরার হস্তে সম্প্রদান না করিলে, তাহার সমুচিত শাস্তি হইবে না। রাজাজ্ঞা সত্বরই পালিত হইবে, আপাতত রাজকন্যা আমারই আলয়ে থাকুন, পরে সর্ব্বসমক্ষে তাঁহাকে ছেরাপোরার হস্তে সম্প্রদান করিব, আপনি নিশ্চিন্ত হউন।" অনন্তর, আষাঢ়মাসে শুক্লদ্বিতীয়াতে রাজা পুরুষোত্তমদেব পূর্ব্বপ্রথানুসারে যে পথে জগন্নাথদেবের রথ চলিয়া থাকে, স্বয়ং তাহাতে গোময় সেচন করিয়া ঝাড়ু দিতে থাকিলেন ; ইতিমধ্যে বৃদ্ধ মন্ত্রী সহসা কাঞ্চীরাজ-দুহিতাকে লইয়া রাজার সম্মুখীন হইয়া যোড়হস্তে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন ; "আমি রাজাজ্ঞা পালন করিতে আসিয়াছি, সর্ব্বসমক্ষে জগন্নাথদেবের ছেরাপোরার হস্তে কাঞ্চীরাজ-দুহিতাকে অর্পণ করিলাম ; এই কন্যারত্ন জগন্নাথদেবের ছেরাপোরারই যোগ্য, অপরের নহে।" কটকরাজ মন্ত্রিবরের বিচক্ষণতা দেখিয়া, কাঞ্চীরাজ-দুহিতাকে বিবাহ করিলেন ; অনন্তর, পূর্ব্ব বিষয় ভাবিতে ভাবিতে সমরে

গোহত্যা হইয়াছিল, তাহা স্মৃতিপথে আসিলে, মন্ত্রী ও ব্রাহ্মণদিগকে গোহত্যাজনিত পাপশান্তির ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা একবাক্যে কহিল, 'মহারাজ! শ্রীশঙ্কর যোগীপুরুষ, আপনি তাঁহার শরণাপন্ন হউন; তাঁহার কৃপায় আপনি গোহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্ত হইবেন তাহার সন্দেহ নাই।' অনন্তর রাজা পুরীতে আসিয়া শ্রীনীলকণ্ঠদেবের মন্দিরে যাইলেন। নিয়তব্রতী হইয়া তাঁহার ষোড়শোপচারে পূজা করিতে থাকিলেন; পরে শ্রীনীলকণ্ঠদেব তাঁহার নিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হইলে, রাজা এই অশরিণী বাণী শুনিলেন, "রাজন্! আমি পুরীতে অবস্থিতি করিতেছি; পরক্ষেত্রে থাকিয়া তোমার পাপশান্তি করিতে সমর্থ নহি। অতএব তুমি খুরদহের অন্তর্গত যষারসিংহে গমন করিয়া তত্রস্থ শ্রীধবলেশ্বরের স্মরণ লও, তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে।" রাজা দেববাক্য শিরোধার্য্য করিয়া যষারসিংহে আসিলেন, সংযতমনে শ্রীধবলেশ্বরদেবের উগ্রতপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রত্যহ বৈদিক ব্রাহ্মণ দ্বারা যথানিয়মে মহারুদ্র অভিষেক ও ষোড়শোপচারে পূজা করাইলেন। ত্রয়োদশ মাস অতীত হইলে, শ্রীধবলেশ্বরদেব প্রীত হইলেন। তখন আবার অশরীরিণীবাণী শ্রুত হইল, "রাজন্! তোমার উগ্রতপস্যায় প্রীত হইয়াছি, কটকের বায়ুকোণে মহানদীর গর্ভে ক্ষুদ্র দ্বীপে অষ্টভুজা ভগবতীর প্রতিকৃতি অবস্থিতি করিতেছেন, তুমি তথায় গমন কর, সেই দেবীর মন্ত্র লক্ষ জপ ও লক্ষ হোম কর, তাহা হইলে তিনি তোমার প্রতি সদয়া হইবেন; তখন আমি তোমাকে সন্দর্শন দিব, তাহাতে তোমার গোহত্যারূপ মহাপাতক নাশ পাইবে।"রাজা দেবাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া পত্নিনীর সহিতনির্দ্দিষ্ট দ্বীপে আসিলেন, সংযতচিত্ত ও শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া দেবীমন্ত্র লক্ষজপ ও হোম করিলেন। তখন এই অশরীরিণী বাণী শ্রুত হইল যে, "রাজন্! পর্ব্বতোপরি গমনপূর্ব্বক কুণ্ড খনন কর, শ্রীধবলে-

শ্বরের উদ্দেশে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া লক্ষ আহুতি প্রদান কর।” রাজা তাহা শ্রবণ করিয়া, পর্ব্বতোপরি যজ্ঞকুণ্ড খনন করাইয়া শাস্ত্রোক্তবিধানে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ-দ্বারা হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করাইয়া,শ্রীধবলেশ্বরের উদ্দেশে লক্ষ আহুতি প্রদান করাইলেন। তখন হোমাগ্নি মধ্য হইতে শ্রীধবলেশ্বরদেব লিঙ্গরূপে আবির্ভূত হইয়া সকলের সমক্ষে রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “হে রাজন্! আমার কৃপায় অদ্য গোহত্যার মহাপাতক তোমাকে পরিত্যাগ করিল, তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হও। আমিও আপন নিকেতনে গমন করি।” রাজা তাহা শ্রবণপূর্ব্বক বাষ্পপরিপূর্ণলোচনে গদগদস্বরে শ্রীধবলেশ্বরদেবের শ্রুতিমধুর স্তোত্র করিলেন। অনন্তর প্রার্থনা করিলেন, “ভগবন্! কৃপা করিয়া, এ অধমকে রক্ষা করিলেন; এ অধম আপনার সেবায় জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিতে কৃতনিশ্চিত হইয়াছে, এই স্থানে মন্দির নির্ম্মাণ করিব; আপনি এই পুণ্য হোমকুণ্ডে অবস্থিতি করুন। কটকরাজ্য জ্যেষ্ঠ পুত্রের হস্তে প্রদান করিব।” ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীধবলেশ্বর ভক্তের মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ করিতে সেই কুণ্ডে অবস্থিতি করিতে থাকিলেন। রাজা পুরুষোত্তমদেব তাহা বেষ্টন করিয়া, সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতাপরুদ্রদেবকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, সংসার-মায়াজাল হইতে বিমুক্ত হইয়া চরদ্বীপে আসিয়া, শুভদিনে শুভক্ষণে শাস্ত্রোক্তবিধানে শ্রীধবলেশ্বরদেবের পূজা আরম্ভ করিলেন; স্বয়ং মন্দিরের পূর্ব্বদিকে বাসোপযোগী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া, পুরী হইতে অনন্ত বসুদেবকে আনাইয়া আপন ভবনের একাংশে স্বতন্ত্র মন্দিরে তাঁহাকে স্থাপন করিয়া ভোগের বন্দোবস্ত করিলেন, শ্রীধবলেশ্বরদেব হইতে পাপমুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া দ্বীপকেও সেই নামে প্রসিদ্ধ করিলেন। পদ্মিনী তাহার অনুগামিনী হইয়াছিলেন; রাজা এই

দ্বীপে থাকিয়া শ্রীধবলেশ্বরের সেবায় সময় অতিবাহিত করিয়া, কালপ্রাপ্তে শিবলোকে গমন করেন। পদ্মিনী হইতে রাজার সাত পুত্র ও অপর বে-রাণী (দাসী) জাত এক পুত্র ছিল। পদ্মিনীকে তৈল হলুদের ব্যয়ার্থ ১৪ ক্রোশব্যাপী ভূখণ্ড অর্পণ করিয়াছিলেন। রাজা পরলোকে গমন করিলে, পদ্মিনী সেই ভূখণ্ড ৮ ভাগে বিভক্ত করিয়া আপন সাত পুত্রকে ও পূর্ব্বোক্ত দাসীপুত্রকে প্রদান করেন। তাহারা আপন আপন অংশে গড় নির্ম্মাণ করিয়াছিল। অতএব সেই ভূখণ্ড অষ্টগড় নামে খ্যাত হইয়াছে। যথা,—১। বালী-বলরামপ্রসাদ। ২। নবেড়া-সরল। ৩। লক্ষ্মীপ্রসাদ। ৪। জগন্নাথপ্রসাদ। ৫। গোপালপ্রসাদ। ৬। সরগুা। ৭। গৌড়ধারী। ৮। মজকুরি। রাজকুমারেরা কালের বশে নিঃসন্তান হইয়া মানবলীলা সংবরণ করেন। তখন ববার্ত্তা (দেওয়ান) এবং পাঠনায়ক উভয়ে সেই গড় ভোগ করিতে থাকে। কিছুকাল পরে কোন কারণে তথাকার পাইকগণ তাহাদিগের বিপক্ষে উত্থিত হয়, ও দেওয়ানকে (ববার্ত্তা) নিহত করে। দেওয়ানের স্ত্রী ১॥ বৎসরের পুত্র লইয়া, ঢেঁকানলের অন্তর্গত বেশালিয়া গ্রামে আপন পিত্রালয়ে যাইয়া আশ্রয় লয়েন; পাঠনায়ক পুরীতে যাইয়া রক্ষা পান। অনন্তর কটকরাজ পুরীতে আসিয়া পাঠনায়কের অবস্থান্তর শুনিয়া তাহাকে আনাইয়া তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। পাঠনায়ক কহিল, "মহারাজ! রাজকুমারেরা পরলোক গত হইলে, দাওয়ান ও আমি অষ্ট গড় ভোগ করিতে থাকি; কিন্তু কিছুকাল পরে পাইকগণ বিদ্রোহী হইয়া দাওয়ানকে নিধন করিয়াছে; তাঁহার বিধবা পত্নী সন্তান লইয়া পিত্রালয়ে পলাইয়াছেন; আমিও এখানে পলাইয়া আসিয়া প্রাণে রক্ষা পাইয়াছি; আমার আর তথায় যাইতে ইচ্ছা নাই। আমার একমাত্র কন্যা আছে, দেওয়ানের পুত্রকে সেই কন্যা সম্প্রদান করিয়া আমার অংশ তাহাকে

যৌতুকস্বরূপ দিয়া অবশিষ্টকাল আমি পুরীতে অতিবাহিত করিতে মানস করিয়াছি ; এখন মহারাজের কৃপায় তাহা সম্পন্ন করিতে পারিলেই কৃতার্থ হই।” রাজা তাহার প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হইয়া ববার্ত্তপুত্রকে আনাইতে আদেশ দিলেন। ববার্ত্তপুত্র পুরীতে আসিলে, পাঠনায়ক আপন কন্যা তাহাকে সম্প্রদান করিবার কালে কহিল, “আমার অষ্ট গড়ের অংশ তোমাকে যৌতুক দিলাম, কিন্তু তোমার নামের সহিত আমার নাম সংযুক্ত হউক ও তোমার বংশ ‘ববর্ত্তা-পাঠনায়ক’ নামে বিশ্রুত হউক।”

পুরুষোত্তমদেব ১৫০৪খৃঃ মানবলীলা সংবরণ করেন, অতএব ববার্ত্তা-পাঠনায়ক বংশ ১৫৩০—১৫৫০ মধ্যে হইবে। বর্ত্তমান রাজা শ্রীকরণ ভাগীরথী ববার্ত্তা-পাঠনায়ক প্রথম হইতে দশম। ইহার বয়স প্রায় ৫১ বৎসর ; পরিবার রাণী এক, বেরাণী এক, দাসী ১০।১৫ জন। বেরাণীর পুত্রের নাম শেষনাথ, তাহার ৬।৭ বৎসর বয়ঃক্রম হইবে, বোধ হয় সেই রাজ্যাভিষিক্ত হইবে। অষ্ট গড়ের আয় ৪০ হাজার টাকার উপর ; দেয় কর ২৯৫০৲ টাকা। অষ্ট গড়ের ভিতর দিয়া কটক-সম্বলপুর রাস্তা গিয়াছে। রাজা যথায় থাকেন, তাহা অষ্টগড় নামে খ্যাত। গড়ের চতুর্দ্দিকে কণ্টকময় জঙ্গল ও বাঁশের কেল্লা। কঞ্চির প্রত্যেক পাবে দুইটী করিয়া কাঁটা থাকায়, মনুষ্য ও অশ্বাদি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না ; ইহাই রাজার গড় বলিয়া প্রসিদ্ধ।

কালেরবশে পূর্ব্বোক্ত শ্রীঅনন্ত-বাসুদেবের মন্দির মহানদীর গর্ভে গিয়াছে। পুরুষোত্তমদেবের আবাসবাটীও দৃষ্ট হইল না। শিবালয়ের দক্ষিণদিকে একটী আম্রকানন দৃষ্ট হইল, শ্রীঅনন্ত বাসুদেবের ও অন্যান্য দেবের মূর্ত্তি শ্রীধবলেশ্বরদেব প্রাঙ্গণে রক্ষিত হইয়াছে। যে অষ্ট ঘর ব্রাহ্মণ পুরুষোত্তমদেব কর্ত্তৃক খঞ্জাবাটী পাইয়াছিল, তাহাদিগের বংশাবলীরা শ্রীমঞ্চেশ্বরের ও

শ্রীধবলেশ্বরের সেবা করিয়া থাকে। প্রতি সোমবারে শ্রীধবলে-শ্বরের অভিষেক হইয়া থাকে। মকরসংক্রান্তি, কার্ত্তিকী শুক্ল-চতুর্দ্দশী ও মাঘী কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে বিশেষ যাত্রা হইয়া থাকে। তৎসময়ে অন্ততঃ ৩।৪ হাজার লোক সমাগত হইয়া অভিষেক ও পূজা করিয়া থাকে।

কার্ত্তিকী শুক্লচতুর্দ্দশীর যাত্রা সম্বন্ধে এইরূপ কিংবদন্তী যে, কোন গৌড় গোপ এক রাখাল রাখিয়াছিল। রাখাল মাহিনা না পাওয়াতে, বিরক্ত হইয়া গোপের কৃষ্ণবর্ণের একটী গাভী লইয়া পলায়ন করে। গোপ তাহা জানিতে পারিয়া, অপহারক রাখালের অনুসরণ করিতে থাকে। ভৃত্য বেগতিক দেখিয়া গাভী লইয়া ধবলেশ্বর দ্বীপে আসিয়া, রাজর্ষি রাজা পুরুষোত্তমদেবের শরণাপন্ন হইয়া আপন চৌর্য্যবৃত্তির বিষয় নিবেদন করিয়া অভয় প্রার্থনা করে। রাজা তাহাকে "আমি এক্ষণে অভয় দিতে অক্ষম" ইহা বলিলে, রাখাল প্রাণভয়ে গরুকে দেবের মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেয়। অনন্তর সংযতচিত্তে মহাদেবের স্তুতি করিয়া কহিল;—"হে দেব! আমি নীচকুলোদ্ভব গোপজাতি, আমি আপনার কি স্তুতি করিব, সঙ্কটে পড়িয়া আপনার শরণ লইলাম, আমার প্রভু, আমার বেতন দেয় নাই, তজ্জন্য তাহার কৃষ্ণবর্ণের গাভীটী লইয়া পলাইতেছিলাম, অত-এব তিনি জানিতে পারিয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছেন, এই কৃষ্ণবর্ণের গাভীকে ধবলবর্ণ করিয়া নামের সার্থকতা সম্পাদন করুন, তাহা হইলে আমি নিস্কৃতি পাইতে পারি, ইহাই আমার প্রার্থনা।" রাখাল এই প্রকার স্তুতি ও নমস্কার করিয়া, দ্বারদেশে বসিয়া থাকিল। এদিকে গোপ ধবলে-শ্বর দ্বীপে আসিয়া মন্দির প্রাঙ্গণে যাইয়া দরজার সম্মুখে উপবিষ্ট গো-অপহারককে দেখিয়া চকিতের ন্যায় দৌড়িয়া যাইয়া, তাহাকে ধরিয়া বারংবার কহিতে থাকিল, 'চোর ধরিয়াছি।' সেই

কলরবে অনেক লোক তথায় আসিল। পুরুষোত্তমদেবও তথায় আসিয়া বাকবিতণ্ডার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। গোপ কহিল, "মহারাজ! এই বেটা আমার গাভী লইয়া আসিয়াছে।" রাজা কহিল "কিপ্রকার গাভী", তদুত্তরে গোপ "কৃষ্ণবর্ণের গাভী" কহিল, ইতিমধ্যে মন্দির অভ্যন্তর হইতে গাভীর শব্দ হইল। গোপ তাহা শুনিয়া কহিল, "মহারাজ! ঐ আমার গরু ডাকিতেছে, এই ব্যাটা গরুকে দেবালয়ের ভিতর পুরিয়া দরজা বন্ধ করিয়া সাধুর ভানে এখানে বসিয়া রহিয়াছে।" এই বলিয়া চোরকে ছাড়িয়া সজোরে দরজা খুলিল, কিন্তু যাহা দেখিল, তাহাতে বাক্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিল না। এদিকে দেবালয় অভ্যন্তর হইতে একটী শুভ্রবর্ণের গাভী বাহিরে আসিল সকলেই তদ্দর্শনে আশ্চর্য্য হইল। রাজা দেব-মহিমা দর্শন করিয়া সেই ধবলগাভীকে বারকাহন আটপোণে বিক্রয় করাইয়া তাহাতে মিষ্টান্ন তৈয়ার করাইয়া দেবের ভোগ প্রদানান্তর উপস্থিত সকলকে প্রসাদ বিতরণ করিলেন, আর কহিলেন 'প্রতি বৎসর কার্ত্তিক শুক্লচতুর্দ্দশীতে দেবতার বার্ষিক উৎসব হইবে।' সেই অবধি প্রতি কার্ত্তিক শুক্লচতুর্দ্দশীতে উৎসব হইয়া থাকে। তৎকালে দূরদেশ হইতে মনস্কামনা সিদ্ধির অভিলাষে বারকাহন আটপোন কড়ির ভোগের মানস করিয়া বহু লোক ধবলদ্বীপে সমাগত হইয়া দেবের ভোগ দিয়া প্রসাদ গ্রহণানন্তর চলিয়া যায়। সকলের বিশ্বাষ সেই দিবস দেবের ভোগ দিলে মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। এ প্রদেশে এই দেবের উপর লোকের প্রগাঢ় ভক্তি।

আমরা ২৮ পৌষ ও মকর সংক্রান্তিতে দেবসন্দর্শনে এবং অভিষেক করিতে যাইয়া বহু লোককে আসিতে এবং তাহারা সকলেই মোয়া মুড়ী মণ্ডাদি যথাসাধ্য দেবকে প্রদান করিতেছে ইহা দেখিলাম। এই যাত্রা উপলক্ষে নানাবিধ পণ্যদ্রব্যের

বাজার বসিয়াছিল, গ্রামবাসীরা দেব দর্শনোদ্দেশে আসিয়া তাহা ক্রয় করিয়াছিল।

মন্দিরের গঠন দৃষ্টে পুরাতন বলিয়া প্রতীতি হইল, বহি-র্ভাগের দেওয়ালে অতি পরিষ্কার মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। প্রস্তর কমজোরি বলিয়া কালের বশে তাহাতে নোনা লাগিয়াছে, পূর্ব্বে বলিয়াছি রাজর্ষিরাজ পুরুষোত্তম দেব ১৫০৪ খৃঃ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, যদি পূর্ব্বোক্ত ঘটনা সত্য হয় তাহা হইলে এই মন্দির ৪ শত বৎসরের হইবে।

মঞ্চেশ্বর হইতে ২ মাইল দূরে নবপত্তন নামে গণ্ডগ্রাম। মঞ্চে ও নবপত্তনের মধ্যস্থলে বৃহৎ জঙ্গলের ভিতরে তিন দিক্ পর্ব্বত দ্বারা বেষ্টিত একটী বৃহৎ হ্রদ দৃষ্ট হয়। তাহাতে লাটারাইট্ প্রস্তর বাঁধান সিড়ি দেখিলাম। লোকমুখে শুনিলাম জঙ্গলমধ্যে পুরা-তন গৃহ ভিত্তি অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহাতে আমরা বুঝিতে পারি এই পুরের এইস্থানে লোকালয় ছিল পরে জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে।

মঞ্চেশ্বর হইতে দুই মাইল দূরে সিমলিহুণ্ড নামক গণ্ডগ্রাম, ইহাও মহানদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। কিংবদন্তী এইরূপ যে, পুরাকালে এই স্থানের একটী শীমুলবৃক্ষের তলে বহুসংখ্যক পুরাতন হাঁড়ী ছিল; কোন ব্যক্তি উক্ত স্থানে আসিয়া বন্যজন্তু হইতে রক্ষার আশয়ে সেই হাড়ীতে ঘেরিয়া বাস করিতে থাকে, ও তাহা হইতেই উক্ত সিম্লীহুণ্ড নাম হইয়াছে। এস্থানে অনেকগুলি ব্রাহ্মণের বাস; তথায় একটী ক্ষুদ্র দেবালয়ে বলঙ্কেশ মহাদেব রহিয়াছেন। ইহা কটক সহরের নিকট বলিয়া এইস্থানে একটী রেল ষ্টেসন হইবার কল্পনা হইয়াছে।

১৫ জানুয়ারিতে আমাদের তৃতীয় পটাবাস চাসাপাড়া নামক গণ্ডগ্রামে আইসে; এখানে অনেক চাসার বাস বলিয়া উক্ত নাম হইয়াছে। এ গ্রামটী মহানদীর উত্তর তীরে। কলি-

কাতা-কটক-রাজাবর্ত্ম এইস্থানে মহানদী পার হইয়া কটকে গিয়াছে অতএব ঘাটের ধারে পান্থশালা ও দোকানাদি আছে।

এখান হইতে ১ মাইল দূরে চিত্তেশ্বর নামক গণ্ডগ্রামে একটী পুরাতন শিবালয়ে চিত্তেশ্বর মহাদেব রহিয়াছে, দেবালয়ের সম্মুখে একটী বৃহৎ হ্রদ ও দেবালয়প্রাঙ্গণে একটী বাপী ও অম্রকানন দৃষ্টি করিলাম। ইহার দক্ষিণদিকে দৌলতাবাদ নামক গণ্ডগ্রামের ধারে কলিকাতা-কটক-রেল কলিকাতা-কটক ট্রঙ্করোড পার হইয়াছে।

চাসাপাড়া হইতে ২মাইল দূরে বিরূপা নদীর তীরে চৌদার নামে গণ্ডগ্রাম। অনঙ্গ ভীমদেব (১১৭৪—১২০২ খৃঃ) তথায় ৪টী সিংহদ্বার বিশিষ্ট দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাতে গ্রামের উক্ত নাম হইয়াছে। এখানে দুর্গ বা সিংহ দ্বারে বিশেষ কিছু নিদর্শন দেখিলাম না; তবে গ্রামের বহির্ভাগ ও ভাবি-কটক-কলিকাতার রেলের দক্ষিণে দুইটী পুরাতন ভগ্ন মন্দির রহিয়াছে। একটী শিবালয় কপিলেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ অপরটী দেবীর আলয়। উভয়েরই ছাদ ভগ্ন হইয়াছে, শিবালয়টী অনঙ্গ ভীমদেবের সময়ে নির্ম্মিত এজন্য অতি পুরাতন উহার দেওয়ালের বহির্দ্দিকে চতুর্দ্দিকেই সুন্দর দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে ও দরজার উপরের প্রস্তরে নবগ্রহ মূর্ত্তি খোদিত। সম্মুখে একটী সুন্দর নন্দী মূর্ত্তি ও অপর কয়েকটী দেবমূর্ত্তি ইতস্ততঃ বিন্যস্ত থাকিয়া কালাপাহাড়ের বিগ্রহ হিংসার স্মৃতি জাগরূক করিয়া দিতেছে। মেজে থামল হইতে ৪ ফুট নিম্নে গর্ভগৃহ, তাহাতে একটী ক্ষুদ্র লিঙ্গ অদ্যাপি পূজা পাইয়া আসিতেছে। চৌদার গ্রামে মহানদী শাখা বিরূপার উপর আনিকট ও উভয় তীর হইতে হাইলেভেল প্রণালী ও কেন্দ্রাপাড়া প্রণালী কর্ত্তিত হইয়াছে, তন্মধ্যে হাইলেভেল প্রণালী উত্তর বাহিনী হইয়া জেনাপুরের নিকট ব্রাহ্মণি ও

একোয়াপদার নিকট বৈতরণী পার হইয়া ভদ্রক গিয়াছে ও কেন্দ্রাপাড়া প্রণালী বিরূপার নরিসু নদীদ্বয় উত্তর তীর দিয়া প্রবাহিত হইয়া কেন্দ্রাপাড়া, এল্‌বা, লালকুল, কালীনগর, মহিষাদল হইয়া গেঁওথালি হুগলী নদীতে পড়িয়াছে; অতএব কলিকাতা হইতে ষ্টীম সার্ভিস উক্ত পথ দিয়া আসিতে হয় কটকডেক প্যাসেঞ্জারের ভাড়া ৩৲ করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১২৲ প্রথম শ্রেণীতে ২৪৲। কলিকাতা কটক এই পথে ২৮৭ মাইল মাত্র।

২১ তারিখে চতুর্থ পটাবাস টাঙ্গিতে আইসে; ইহাও একটী পুরাতন গণ্ডগ্রাম; এখানে অনেকগুলি ব্রাহ্মণের আবাস। পুরাকালে রামগড় নামে একটী পুরাতন গড় এখানে থাকিলেও তাহার নিদর্শন কিছু দেখিলাম না। গ্রামের পূর্ব্বদিকে কটক কলিকাতা রাস্তার উপর পোষ্ট ও পান্থাবাস ও পণ্যশালা। এস্থলে বলা আবশ্যক, মান্দ্রাজ বিভাগের পান্থাবাসে এবং কলিকাতা কটক রাজবর্ত্মের পন্থাবাসে স্বর্গমর্ত্ত্য প্রভেদ। পূর্ব্বস্থানের পান্থাবাস ছত্রবাটী নামে খ্যাত। গ্রেনাইট প্রস্তরে প্রকাণ্ড অট্টালিকা বাটী; এখানে কুড়েঘর মাত্র। দক্ষিণ দেশে অনেক ছত্রবাটীতে ব্রাহ্মণেরা আহার পাইয়া থাকে; এখানে যাত্রী মাত্রেই পয়সা দিয়া আশ্রয় ক্রয় করিয়া থাকে ও সময়ে সময়ে ২০ ফুট দীর্ঘ ও ৮ ফুট প্রস্থ কুড়েতে ৫০ জন করিয়া যাত্রী রাত্রি যাপন করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর পান্থনিবাস কলিকাতা-পুরীর বর্ত্মের ৩ হইতে ৬ মাইল অন্তর রহিয়াছে। যে সকল পুরীর যাত্রী পদব্রজে পুরী যাতায়াত করে, তাহারা উহাতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়; যাহারা এই পথে গিয়াছে তাহারা তাহাদিগের অবস্থা বিশেষরূপে জ্ঞাত আছে। টাঙ্গীতে পূর্ত্তবিভাগের ইনিসপেকসন বাঙ্গালা বাটীতে আমরা আশ্রয় লইয়াছিলাম।

গ্রামের পশ্চিম দিয়া হাইলেভেল প্রণালী গিয়াছে, তাহার দেড় মাইল পশ্চিমে ভক্তপুর গণ্ডগ্রামে চুচুড়ার পদ্মলোচনের জমিদারীর কাচারী বাটী ; এখানে একটী পুরাতন পুষ্করিণীর ধারে বৃহৎ আম্রকানন আছে। ভাবীরেল পথ টাঙ্গীর পশ্চিম হইয়া চিন্তামণিপুর, নারায়ণপুর ঝটেশ্বর সাই হইয়া বহিরীতে গিয়াছে। চিন্তামণিপুরে একটী পুরাতন বৃহৎ হ্রদে অনেকগুলি মকর ও তাহার পশ্চিম তীরে একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে রাজেশ্বরী দেবী রহিয়াছেন। মন্দিরটী ক্ষুদ্র হইলেও গঠনে অন্য মন্দির সদৃশ ; দেওয়ালের বহির্ভাগে সুন্দর মূর্ত্তি খোদিত আছে ঝটেশ্বর সাইতে ২টী মন্দির ও অনেকগুলি ব্রাহ্মণের বাস আছে।

২৭ তারিখে ৫ পঞ্চম পটাবাস বহিরি নামক গ্রামে আইসে। ইহা হাইলেভেল প্রণালীর ১২ মাইলে অবস্থিত ও ইহা দর্পণ কেল্লার অন্তর্গত, এখানেঃপূর্ত্তবিভাগের ইনিসপেক্‌সন্ বাঙ্গালা থাকায় আমরা তাহাতেই আশ্রয় লইয়াছিলাম। এখান হইতে ২ মাইল দূরে অমরাবতী-নগরীর ভগ্নাবশিষ্ঠ ছতিয়া নামক ফেরোজিনস্ ল্যাটারাইট পাহাড়ের পূর্ব্বস্থিত উপত্যকায় অবস্থিত। অদ্য (১ ফেব্রুয়ারি) আমরা তাহা পরিদর্শন করিতে যাই। ইহাও অনঙ্গ ভীমদেব (১১৭৪-১২০২ খৃঃ)ঃনির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কটক প্রদেশে যে কয়েকটি হিন্দুর পুরাতন স্মৃতির স্থান আছে ইহা তাহার অন্যতম। আমরা তথায় আসিয়া উহার চিহ্নস্বরূপ পোতা থামল সন্দর্শন করিলাম। পাহাড়ের পূর্ব্বোক্ত পাদ দেশে একটী প্রাচীর বেষ্টিত প্রাঙ্গণ, পূর্ব্ব পশ্চিমে ৮৪০ ফুট উত্তরে দক্ষিণে ৫০০ ফুট হইবে ; ইহার চতুর্দ্দিকে ৫ ফুট পরিসর লাটারাইট্ প্রস্তরের দেওয়াল বেষ্টিত ছিল, ইহার মধ্যস্থলে ভগ্ন দেবালয়ের পোতা থামল রহিয়াছে, তাহা পূর্ব্বপশ্চিমে ১৬০ ফুট ও উত্তর দক্ষিণে ২১০ ফুট হইবে। ইহাতে কয়েকটী স্তম্ভ

দণ্ডায়মান থাকিয়া আগন্তুকের দৃশ্য দূর হইতে আকর্ষণ করিয়া থাকে। স্তম্ভগুলি সেণ্ড-ষ্টোনের ও অপরাংশ লাটারাইট প্রস্তরে নির্ম্মিত। ইহার পূর্ব্বের কোণে দীর্ঘ প্রস্থে ১৮ গজ সমচতুষ্কোণ মণ্ডপের পোতা থামল, পূর্ব্ব দক্ষিণ দিকে ৯ গজ পরিমিত দীর্ঘ প্রস্থে আর একটী মণ্ডপের পোতা দৃষ্ট হইল। ইহার উপর সেণ্ডষ্টোন নামক প্রস্তরের কয়েকখানি মোল্ডিং দৃষ্টি করিলাম। উহার একখানিতে পদ্মাসনে উপবিষ্ট যোগীর মূর্ত্তি দৃষ্ট হইল। এই মণ্ডপের পূর্ব্বদিকে ৭ গজ দীর্ঘ প্রস্থ পরিসর পোতা থামালের উপর, ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর মূর্ত্তি রক্ষিত রহিয়াছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত মূল মন্দির হইতে অবশ্যই আনীত হইয়া থাকিবে। দুরাত্মা যবনেরা অর্থের জন্য মন্দিরের গর্ভগৃহ পর্য্যন্ত খুড়িয়াছিল, ও সেই সঙ্গে বিগ্রহকে ফেলিয়া দিয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। দেব মূর্ত্তি দুইটী দুই খণ্ড কৃষ্ণবর্ণ শ্লেট প্রস্তর হইতে ক্ষোদিত হইয়াছে। মূর্ত্তিকর্ত্তনের কার্য্যে যথেষ্ট শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে; মূর্ত্তিদ্বয় হস্ত্যধ্যাসীন, অবয়ব অষ্টমবর্ষীয়ের ন্যায় হইবে। কিন্তু মূর্ত্তির পরিমাণে গজেন্দ্রের আকৃতির অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হইল। গজেন্দ্র শশকের আকৃতির ন্যায়। যবনের অত্যাচারে মূর্ত্তিদ্বয় হীনাঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে; উভয়ের নাসিকা ও কয়েকটী করিয়া হস্ত গিয়াছে। ইন্দ্র অষ্টভুজ বলিয়া বোধ হইল। বামভাগে সর্ব্ব নিম্ন হস্তে শঙ্খ; তদুপরি হস্তে পদ্ম অথবা তৎসদৃশ কোন দ্রব্য; তাহার উপর হস্তে গদা বা তদ্রূপ কোন অস্ত্র বিরাজ করিতেছে, ও চতুর্থ টী ভাঙ্গিয়াছে। দক্ষিণ দিকে একটীতে যে অস্ত্র আছে, তাহার ঊর্দ্ধভাগে চক্র দৃষ্ট হইল, ইহা বজ্রের আকৃতি কি না বলিতে পারিলাম না, দ্বিতীয় হস্তে অভয় দিতেছেন, অপর হস্তদ্বয় ভগ্ন। মস্তকে রাজছত্র বিরাজিত। ইন্দ্রাণী চতুর্হস্তা, তাহার কোলে একটি নবশিশু বিরাজ করিতেছে। ইহার দুই হস্ত ভাঙ্গিয়াছে। ইহার পূর্ব্ব ভাগে নয়ফিট দীর্ঘ প্রস্থ বাঁধান পুরাতন

কূপ, ইহার গভীরতা ঠিক বলিতে পারিলাম না; জল উপর হইতে ৩০ ফুট নিম্নে হইবে। জলের গভিরতা অজ্ঞাত থাকিলেও তাহা অনেক হইবে সন্দেহ নাই; জল অতি স্বচ্ছ ও নির্ম্মল; তাহাতে আমাদিগের প্রতিবিম্ব অতি স্পষ্ট লক্ষিত হইয়াছিল। প্রাচীরের পূর্ব্বগাত্রে প্রবেশ জন্য সিংহদ্বার; উহা ১২ ফুট পরিসর হইবে; উহার উপর যে প্রকাণ্ড গোপুর ছিল, তাহার পরিসর পূর্ব্বপশ্চিম ৭০ ফুট, উত্তর দক্ষিণ ৪৫ ফুট হইবে। ইহার সম্মুখে দুইটী সিংহমূর্ত্তি হস্ত্যারোহণে আছে, দ্বারের নিকটে একটী স্তম্ভও আছে।

দেবালয় প্রাঙ্গণের ১২৫ গজ দক্ষিণদিকে, ৫০ গজ পরিমিত দীর্ঘপ্রস্থে একটী জলাশয়। ২০০শত গজ পূর্ব্ব দক্ষিণে, ২০ গজ পরিমিত দীর্ঘ-প্রস্থে মন্দিরের পোতা থামল। ২০০ শত গজ উত্তর পূর্ব্বদিকে ২৫ গজ পরিমিত দীর্ঘ-প্রস্থে অপর একটী মণ্ডপের পোতা থামল ও তথা হইতে ১০০ শত গজ দূরে আর একটী অভ্রের খনি ও ক্ষুদ্র জলাশয় এবং ৪০০ শত গজ উত্তর দিকে, ১০ গজ দীর্ঘ-প্রস্থ পরিমিত একটী মণ্ডপের পোতা থামল দৃষ্ট হইল। পূর্ব্ব-দক্ষিণে অর্দ্ধ মাইল দূরে নীলপুষ্করিণী নামে ৬০ বিঘা জলের পুরাতন দীর্ঘিকা-গর্ভে পুরাতন ভগ্ন অট্টালিকা দৃষ্ট হয়। ইহার দক্ষিণভাগে আর একটী পুরাতন বৃহৎ পুষ্করিণী অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। লোকপ্রমুখাৎ শুনিলাম, দেবালয়ের প্রাচীর উচ্চ ছিল। গ্রাণ্ড ট্রঙ্করোড নির্ম্মাণকালে ঠিকাদার কর্ত্তৃক প্রাচীর প্রস্তর রাজবর্ত্মে ব্যবহৃত হইয়াছে। লোকপ্রবাদ যে,এই স্থানে বৌদ্ধদিগের একটী সহর ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহার নিদর্শন কিছু দেখিলাম না। কালমাহাত্ম্যে সকলই লোপ পাইয়াছে। দেবালয়ের ভিত্তিমাত্র থাকিয়া, পূর্ব্ব স্মৃতি জাগরূক করিয়া দিতেছে। পূর্ব্বোক্ত ছতিয়া গ্রামের পূর্ব্বদিকে কলিকাতা-কটক-গ্রাণ্ড ট্রাঙ্করোডে অনেকগুলি পণ্যশালা ও পান্থশালা রহিয়াছে।

সিংহদ্বারের ১৫০ ফুট পূর্ব্বদিকে ভগ্ন ইমারতের ভিত্তি দৃষ্ট হইল। উত্তর দক্ষিণে ১০০ শত ফুট ও পূর্ব্ব পশ্চিমে ৭০ ফুট হইবে। লোকপ্রবাদ এই যে, আগন্তুক দেবদর্শনে আসিয়া তথায় আশ্রয় পাইত। রাজার বাটী কোথায় ছিল, তাহার কোনও চিহ্ন দৃষ্ট হইল না।

ভাবী রেলপথ কাপাস্‌টিক্‌রী এবং থাঙ্গড় হইয়া, গুণ্টিরী ও মহাবিনায়ক পাহাড়দ্বয়ের মধ্য হইয়া, ধানমণ্ডলের পশ্চিম দিকে খোশালিপুরের সন্নিকট দিয়া গিয়াছে। থাঙ্গড় হইতে খোশালি-পুর জঙ্গলে পরিপূর্ণ, ও ইহার মধ্যস্থলে গুণ্টিরি পাহাড়ের পশ্চিম উত্তরভাগে, খয়রার পোল হইতে এক মাইল দূরে পূর্ব্বোক্ত মহাবিনায়ক পাহাড়। ইহার দক্ষিণভাগে জঙ্গল মধ্যে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর তীরে শ্রীকোটরাক্ষীর ভগ্ন মন্দির দৃষ্ট হয়। মন্দির প্রাঙ্গণ দেওয়াল ফেরুজিনিস লেটারাইট প্রস্তরে ছিল; সম্প্রতি তাহা অন্যত্র নীত হইয়া দর্পণের দুর্গে ও খয়রায় পোলে ব্যবহৃত হইয়াছে। মূলমন্দির বড় বড় সাণ্ডষ্টোনে নির্ম্মিত ছিল; অতএব সামান্য শকটদ্বারা বহন অসাধ্য বলিয়া, এখনও তাহা অন্যত্রে নীত হয় নাই, কিন্তু ভাবি কলিকাতা কটক রেল নির্ম্মাণ সময়ে তাহা ব্যবহৃত হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। একটীমাত্র গ্রেনাইটেরস্তম্ভ ও কয়েকখানি মৌল্ডীং ষ্টোনও দৃষ্ট হইল। এইস্থান 'শাসন পুরুষোত্তম' নামে প্রসিদ্ধ; এবিষয়ে কিং-বদন্তী এইরূপ যে, রাজা পুরুষোত্তমদেব কাঞ্চীপুর বিজয় করিয়া তথা হইতে শ্রীকোটরাক্ষীদেবীকে আনয়নপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত স্থানে স্থাপন করিয়া তাঁহার পূজার বন্দোবস্ত এবং ব্রাহ্মণদিগকে গ্রাম অর্পণ করেন। মূর্ত্তি ধাতুময়ী দুই ফুট উচ্চ হইবে; শবারূঢ়া, দশভুজা, নাগযজ্ঞোপবীতা, দশায়ুধবিশিষ্টা; চক্ষু ভীষণা (কোটরে ইব অক্ষিণী যস্যাঃ কোটরাক্ষী)। লোকে কহিয়া থাকে, এই দেবীর সম্মুখে ১৪০০ শত নরবলির আজ্ঞা হয়;

তন্মধ্যে ৭০০ শত দিয়া, আর ৭০০ শত অদেয় হয়, অর্থাৎ ১৪০০ শতের মধ্যে ৭০০ শত নরবলি পড়িয়াছিল। এই কথা সত্য হইলে, ইহা প্রকৃত কাপালিক উপাসনার স্থান ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। পাঠান সেনাপতি কালাপাহাড়কর্ত্তৃক, উড়িষ্যার হিন্দুরাজ্য এবং উড়িষ্যার দেবালয় নষ্ট হইলে, কোটরাক্ষী-দেবী অন্যত্র নীত হয়। এক্ষণে রাজা বৈদ্যনাথের পিতাকর্ত্তৃক দর্পণের দেবীমূর্ত্তি কেল্লায় রক্ষিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণেরা দেবালয় প্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করিয়া, গুণ্টিরীর ধারে বাস করিয়াছে।

কোটরাক্ষীগড়ের পশ্চিম উত্তর, বিনায়ক পাহাড়ের দক্ষিণে, অপর একটী ক্ষুদ্র পাহাড় আছে; এই উভয় পাহাড়ের মধ্যে যে উপত্যকা, তাহা আশ্রয় করিয়া পুরাকালে একটী দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এক্ষণে উহা জঙ্গলে পরিপূর্ণ আছে। ইহা কোন সময়ে এবং কাহা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। এক্ষণে ইহা তেলিগড় নামে বিখ্যাত, অর্থাৎ রাজবংশ নষ্ট হইলে, কোন ধনাঢ্য তেলি এই গড় আশ্রয় করিয়া তেজারতি করিত। কোন এক শবর তেলির গুদাম হইতে এক খণ্ড খনিত্র লইয়া বনমূল খনন করিতে গিয়াছিল, খনিত্রে মৃত্তিকা লাগিয়াছিল বলিয়া, প্রত্যাগমনের সময় নিকটস্থ এক ক্ষুদ্র জলাশয়ে তাহা ধৌত করিলে, খনিত্র সুবর্ণে পরিণত হয়; তখন শবর তাহা না বুঝিয়া পরদিবস তাহা লইয়া মৃত্তিকা খনন করিতে যাইয়া দেখিল, খনিত্র পূর্ব্ববৎ দৃঢ় নাই; প্রতিবার ব্যবহার সময় বক্র হইতে থাকিল। তখন তাহার কার্য্যে ব্যাঘাত হওয়ায়, কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া তাহা বদল করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে তেলির গুদামে আসিল। গুদামরক্ষক খনিত্রকে হিরণ্যবর্ণ দেখিয়া, আপন প্রভুকে সংবাদ দিল; তেলিবর তথায় আসিয়া, খনিত্র পরীক্ষা করিয়া, শবরকে একান্তিকে লইয়া যাইল, এবং কহিল "তুমি এই খনিত্র কোথায়

পাইলে ঠিক করিয়া বল, নচেৎ তোমার শাস্তি হইবে।" শবর তেলিকে সঙ্গে লইয়া পূর্ব্বোক্ত নিভৃত জলাশয়ে গমন করিয়া কহিল, "আমি খনিত্র এই জলে ধৌত করিলে, উহা পিত্তলবর্ণ হইয়াছে; আমি আর কিছুই জানি না।" তখন কৃষ্ণকায় তেলিবর সেই জলে আপন হস্ত প্রক্ষালণ করিবামাত্র তাহা পীতবর্ণ হইল। সে স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, আপন সহধর্ম্মিণীকে সমস্ত কহিয়া, আপন হস্ত দেখাইল। সহধর্ম্মিণী সমস্ত শ্রবণ করিয়া, স্বামীর হস্তের বর্ণ পীতভাব দেখিয়া ভাবিল, যদি জলের গুণে তাহাদের কৃষ্ণাঙ্গ হিরণ্যবর্ণ হয়, তবে তাহাতে তাহাদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইবে। তখন উভয়ে উক্ত জলাশয়ে অবগাহন করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া, সংগোপনে জলাশয়ে আসিল, এবং উভয়ে অবগাহন করিতে নামিল, কিন্তু জল হইতে উঠিল না। তদবধি ঐ ক্ষুদ্র জলাশয় সোনাধারা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, তখন হইতে গড় মনুষ্য-শূন্য হইয়া পুনরায় জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। শুনিলাম বৈদ্যনাথ পণ্ডিতের পিতা গড় পরিষ্কার করিয়া, পুনরায় আবাদ করিবার কল্পনা করিয়াছিল, কিন্তু কার্য্যে পরিণত হয় নাই। কোন পণ্ডিত কহিলেন, এই গড়ের প্রকৃত নাম তিন গড় অর্থাৎ ইহার তিনদিকে পর্ব্বত, পূর্ব্বদিকে পৃথক্ পৃথক্ তিন প্রাকারে প্রহরী থাকিত। অথবা বিনায়কপাহাড়ের দক্ষিণদিকে পূর্ব্বোক্ত কোটরাক্ষীর একগড়, তেলিগড় দ্বিতীয় গড় ও পূর্ব্বভাগে রাজন্যবর্গদিগের তৃতীয় গড় ছিল*। যদি একথা সত্য হয়, তবে পুরুষোত্তমদেবের সময়ে এই গড় নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে।

আমরা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া এই জঙ্গলাকীর্ণ দুর্গ দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। রাজা বৈদ্যনাথ পণ্ডিতের এক বৃদ্ধ

* এপ্রদেশে প্রাঙ্গণ প্রাচীর বেষ্টিত অথবা বাঁশের ঝাড়ে বেষ্টিত হইলে, তাহাকে গড় কহিয়া থাকে।

অনুচর পথদর্শকরূপে আসিয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত কোটরাক্ষীর প্রাঙ্গণ হইতে পশ্চিম দক্ষিণে ১॥০ মাইল বাঁশজঙ্গলের মধ্য দিয়া আসিলাম; কতকটা পরিষ্কার লাটারাইট প্রস্তরের পাহাড় দর্শন করিলাম, তাহাতে উত্তর দক্ষিণে একসারি ৬০টী গোল গর্ত্ত দেখিলাম, প্রত্যেকের ব্যাস ১০ ইঞ্চি ও গভীরতা এক হস্ত হইবে। অনুসন্ধানে শুনিলাম, উহাতে পূর্ব্বোক্ত তেলিবর কড়ি মাপিত, এক এক গর্ত্তে এক এক কাহন কড়ি ধরিত। অনন্তর ক্রমে আমরা দুর্গ প্রাকারত্রয়ের ধ্বংশাবশিষ্ট দর্শন করিলাম; দ্বারদেশে প্রস্তর ইতস্তত বিন্যস্ত রহিয়াছে; শেষের বা ভিতরেরটীকে হাতীখানা কহে ও তথায় প্রস্তরের সংখ্যাও অধিক। তাহা অতিক্রম করিয়া, এক শবরকে জঙ্গলে কাষ্ঠাহরণ করিতে দেখিয়া, পথদর্শক তাহাকে সঙ্গী করিয়া লইল; সে ব্যক্তি জঙ্গলের ভিতর দিয়া পথ দেখাইয়া ধ্বংশ প্রায় প্রাসাদবাটীর নিকট লইয়া যাইল। প্রাসাদবাটীর কুট্টিম (মেজে থামল) পর্য্যন্ত রহিয়াছে। দেওয়াল ২॥ ফুট প্রশস্ত হইবে, একএক খণ্ড লাটারাইট প্রস্তরে গাঁথা; অতিশয় জঙ্গল বলিয়া, বাটীর চারিদিক দর্শন করিতে পারিলাম না। কয়েকখানি উৎকৃষ্ট মৌল্ডিং ষ্টোন দেখিলাম। পথদর্শক কহিল, অনেক প্রস্তর 'দর্পণে' গিয়াছে; এই উপত্যকা দেড় মাইল দীর্ঘে ও অর্দ্ধ মাইল প্রস্থে হইবে।

ধানমণ্ডল একটী বর্দ্ধিষ্ঠ গণ্ডগ্রাম, এখানে প্রচুর পরিমাণে ধান্য জন্মিয়া নামের সার্থকতা করিতেছে। হাইলেভেল প্রণালী গ্রামের মধ্যস্থল দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইহাকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছে। প্রণালীর বামতীরে বৈষ্ণবদিগের একটী মঠ আছে। মঠটী পাকা, বর্ত্তমান মহন্তের নাম মাধবানন্দ দাস, তাহার গুরু দধিরাম দাস, তাহার গুরু বৃন্দাবন দাস, বর্ত্তমান মহন্ত প্রথম হইতে চতুর্দ্দশ। এই মঠের অধীন জয়পুরে একটী শাখামঠ আছে, তথায় বিদুর গোঁসাই থাকেন। মঠ প্রাঙ্গণে দুইজনা মহন্তের

পাকা সমাধিও অপর কয়েকটীর মৃৎসমাধি। দধিবাগন, রাধা-মাধব,গোপালজী আদি কয়েকটী বিগ্রহ নিত্যসেবা পাইতেছে।

২রা ফেব্রুয়ারি তারিখে ষষ্ঠ পটাবাস হাইলেভেল প্রণালীর খোশালিপুর গ্রামে পড়িয়াছিল। প্রণালী হইতে কটক কলিকাতা গ্রাণ্ড ট্রাঙ্করোড অর্দ্ধ মাইল পূর্ব্বে হইবে, ও নেউলপুর রাস্তার ১॥৹ মাইল দূর হইবে। প্রণালীর বামতীর পর্য্যন্ত মহাবিনায়ক পাহাড়ের পূর্ব্ব সীমা আসিয়াছে, সেই পাহাড়ের বায়ু-কোণের অধিত্যকায় মহাবিনায়ক-ক্ষেত্রে পঞ্চ দেবের অর্থাৎ একখানা প্রস্তরে গণেশ, ভাস্কর, শিব, দুর্গা ও বিষ্ণুর মূর্ত্তি রহিয়াছে। আমরা অন্যত্র বলিয়াছি, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, সৌর, গাণপত্য, শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব এই পঞ্চবিধ উপাসনা স্বীকার করিয়াছেন। সেই পঞ্চবিধ উপাসনার সমষ্টি ও সামঞ্জস্য এই-স্থানে হইয়াছে। যথা ;—

"নারায়ণে গণে রুদ্রেঽম্বিকায়াং ভাস্করে তথা।
ভেদাভেদো ন কর্ত্তব্যঃ পঞ্চদেবসমুদ্ভবে ॥"

ইত্যাদি বাক্য গণেশখণ্ডে দৃষ্ট হয়। তথাচ কেনোপনিষদে।

"যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥
যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥
যৎ শ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥
যৎ চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যন্তি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥
যৎ বাচা নাভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥

যাঁহাকে মনদ্বারা চিন্তা করা যায় না, মন যাহার দ্বারা চিন্তা

করিয়া থাকে, তাহাকে একমাত্র ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। যিনি প্রাণদ্বারা আকৃষ্ট হন না, কিন্তু যাঁহার দ্বারা প্রাণবায়ু আকৃষ্ট হয়, তাঁহাকেই একমাত্র ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। যিনি চক্ষুদ্বারা দৃষ্ট নহেন কিন্তু চক্ষু যাঁহার দ্বারা দেখে, তাঁহাকেই একমাত্র ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। যিনি বাক্যদ্বারা অভিব্যক্ত নহেন, কিন্তু যাঁহার দ্বারা বাক্য উচ্চারিত হয়, তাঁহাকেই একমাত্র ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে।

"অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥"

ইতি কঠোপনিষদ। ৫। ৯॥

যেমন অগ্নি এক কিন্তু ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া কাষ্ঠ পাষাণাদিতে নানারূপ হইয়াছে, ফলে বাহিরে সেই একমাত্র অগ্নি হয়। সেইরূপ পরমাত্মা সর্ব্ব জীবের এক অন্তরাত্মা হইয়াও প্রতি রূপে অনেক রূপ হইয়াছেন। ইহাতেও পরমেশ্বরকে সগুণ নির্গুণ বলা হইয়াছে, অর্থাৎ তাঁহাতে ও বিভুতে কিছুমাত্র বিশেষ নাই। সকল রূপেই তিনি উপাস্য হয়েন। ভাগবতে কহিয়াছেন। যথা ;—

"যঃ প্রাকৃতৈর্জ্ঞানপথৈর্জ্জনানাং
যথাশয়ং দেহগতো বিভাতি।
যথানিলঃ পার্থিবমাশ্রিতো গুণং
স ঈশ্বরো মে কুরুতাং মনোরথম্॥"

যেমন একমাত্র (শুদ্ধগুণ-রহিত) বায়ু বিবিধ পার্থিব পরমাণুকে আশ্রয় করিয়া, নানাবিধ গন্ধবিশিষ্ট হইয়া থাকে। সেইরূপ যিনি মনুষ্যরূপ মূর্ত্তিবিশিষ্ট হইয়া অন্তঃকরণে মূর্ত্তিমান্, সেই জগদীশ্বর আমার মনোরথ সফল করুন।

"অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো-
ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ॥"

ইতি কঠোপনিষৎ। ২। ২০॥

পরব্রহ্ম, ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র, বৃহৎ হইতে বৃহৎ, তিনি সকল জীবের অন্তরে গুপ্তভাবে রহিয়াছেন। যে ব্যক্তির অন্তঃকরণ শোক মোহের বশীভূত নহে, সে তাঁহার প্রসাদে তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে।

"অস্তি দেবো পরব্রহ্মস্বরূপী নিষ্কলং শিবঃ।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বকর্ত্তা চ সর্ব্বেশো নির্ম্মলোঽদ্বয়ঃ॥"

ইতি গরুড়পুরাণে॥

পরব্রহ্ম এক, তিনি নিষ্কল, শিব, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বেশ্বর নির্ম্মল ও অদ্বয়।

"একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনু পশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥"

ইতি কঠোপনিষৎ। ৫। ১২॥

এক পরব্রহ্ম যিনি সর্ব্ব বস্তুতে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, যিনি এক রূপকে বহুবিধ করিতেছেন, যেসকল জ্ঞানীব্যক্তি তাঁহাকে অন্তর মধ্যে সন্দর্শন করে, তাহাদেরই প্রকৃত সুখ উপলব্ধি হয়, অপরের সুখ কদাপি হয় না।

"নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥"

ইতিকঠোপনিষৎ। ৬। ১২॥

ব্রহ্মকে বাক্য, মন বা চক্ষুদ্বারা লাভ করা যায় না; পরন্তু

'তিনি আছেন' এই জ্ঞান ব্যতিরেকে অপর কোনও উপায়ে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারা যায় না।

অতএব পরব্রহ্ম এক নিত্য শুদ্ধ সচ্চিদানন্দরূপ; সাধারণ লোক তাহা সহসা উপলব্ধি করিতে অক্ষম; সে কারণ, রূপ-কল্পনা হইয়াছে। তাঁহার নাম ও আকৃতিভেদ উপাসনার সুবিধার জন্যমাত্র, তদ্ব্যতিরেকে উপাসক আনন্দ অনুভব করিতে পারে না। বস্তুত, সকলেই আপন আপন জ্ঞানে পরমাত্মারই উপাসনা করিবার নিমিত্ত রূপ-কল্পনা করিয়া থাকে, দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা মতভেদে পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী-দিগকে কলহ করিতে দেখি।

ভক্ত রূপকল্পনা করিয়া উপাসনা করিয়া থাকে, তখন উপাসক আপন আপন ভাবে পরব্রহ্মকে কল্পিতরূপে ভাবিয়া থাকেন মাত্র। পরব্রহ্ম একহইলেও, পঞ্চবিধ উপাসনায় পঞ্চরূপে পরিণত হন। এই বিনায়ক-ক্ষেত্রে সেই পঞ্চবিধ উপাসনার সামঞ্জস্য করিয়া ভেদজ্ঞান বিদূরিত হইয়াছে। একটী চারি ফুট ব্যাসের প্রস্তরে গণপতি ভাস্করাদি পঞ্চমূর্ত্তির পঞ্চমুখ যথাক্রমে গণেশ, শিব, দুর্গা, ভাস্কর ও বিষ্ণুমূর্ত্তি রহিয়াছে। এইস্থানে পঞ্চ-দেবের মহারুদ্র অভিষেক ও পূজা হইয়া থাকে। যথা,—

"নমকং চমকঞ্চৈব পুরুষসূক্তন্তথৈব চ।
সদ্যো জাত ইতি জ্ঞাত্বা মহারুদ্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥"

ইহার নমস্কার মন্ত্র যথা,—

"ধাত্রীয়ং যস্য পীঠং জলধরকলসো লিঙ্গমাকাশরূপম্
নক্ষত্রং পুষ্পমালা গ্রহগণসুষমা নেত্রমিন্দ্বর্কবহ্নিঃ।
কুক্ষিঃ সপ্ত সমুদ্রা গিরিশিখরভুজঃ সপ্তপাতালপাদম্
চত্বারো বাক্ চ বেদা বদনদশদিশং দিব্যলিঙ্গং নমামি ॥"

এই ক্ষেত্রের বিষয় পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম, উহা খোশালপুর পোল হইতে তিন মাইল পশ্চিমে হইবে; আমরা কৌতূহলা-

ক্রান্ত হইয়া উহা দর্শন করিতে যাই। দেবালয়টী পাহাড়ের পশ্চিম উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত; ইহাও অনঙ্গভীমদেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটী অতি পুরাতন, সেণ্ট ষ্টোনে নির্ম্মিত; দেওয়ালের বহির্দ্দেশে অতি সুন্দর মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। কালের বশে ছাদ পড়িয়া গিয়াছিল, সম্প্রতি রাজা বৈদ্যনাথ মূল স্থানটীর উপর ছাদ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। অতএব এখনও মন্দিরের অবশিষ্ট অংশ অনাবৃতরহিয়াছে। মন্দিরের দক্ষিণদিকে ১০০ শত ফুট দূরে ও ৩০ ফুট উপরে একটী ক্ষুদ্র ঝরণা হইতে জল আসিতেছে, জল আসিয়া প্রাঙ্গণস্থ কুণ্ডে পতিত হইতেছে; সেই জলে দেবের অভিষেক হইয়া থাকে। মন্দিরের উত্তর দিকে তুইটী বাপী আছে, পূর্ব্বোক্ত কুণ্ডের অতিরিক্ত জল বাপীতে আসিয়া থাকে। প্রথম বাপীটী তপঃ-কুণ্ড, উহাতে স্নান করিলে পাপ নাশ হয়। দ্বিতীয় বাপীটী তলকুণ্ড অর্থাৎ নিম্নকুণ্ড। মন্দির প্রাঙ্গণ সাধারণ জমী অপেক্ষা ১৪।১৫ ফুট উচ্চ হইবে ও তাহাতে উঠিবার ২২টী ধাপবিশিষ্ট সোপান রহিয়াছে। দেবালয়ের পূজা করিতে চারি ঘর ব্রাহ্মণ, গোপাল পাণ্ডা, কৃত্তিবাস পাণ্ডা, কেশবদাস পাণ্ডা ও জগুবর পাণ্ডা নিয়োজিত আছে, তাহারা ব্রহ্মোত্তর ভোগ করিয়া থাকে। এই স্থলে জগন্নাথজীউ আছেন। ইহা বৈষ্ণব মহন্ত কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। বর্ত্তমান মহন্ত লছমন্‌দাস, তাহার গুরু রঘুবরদাস, ইহার সমাধি আর্কপুরিতে হইয়াছে। তাহার গুরু ভগবানদাস ও তাহার গুরু গৌরচন্দ্রদাস, ইহাদিগের সমাধি মন্দির প্রাঙ্গণের পশ্চিম দিকে। লছমন্‌দাস জাতিতে উৎকল বৈষ্ণব, সংস্কৃতান-ভিজ্ঞ। ইহার আশ্রম, মন্দির প্রাঙ্গণের পূর্ব্বদিকে। আশ্রমের উত্তরদিকে গোপীনাথ জীউর পুরাতন আলয় ও দক্ষিণদিকে নূতন মন্দির নির্ম্মাণ হইতেছে। দুঃখের বিষয় এই যে, ঊনবিংশ শতাব্দির শেষভাগে এই নূতন বৈষ্ণব মন্দিরে কুৎসিত মূর্ত্তি

থাকিয়া, বৈষ্ণবদিগের কুরুচির পরিচয় দিতেছে। মোহন্তজীউ মোহন্তবংশের উৎপত্তির বিশেষ কিছু বলিতে পারিল না। মোহ-ন্তের বাঁধাহুকা, খাটে বসিবার বিছানাদি রাখিয়া, সন্ন্যাস-ধর্ম্মের অবমাননা করিতেছে। অধিকন্তু গাঁজা ধূমপান আর একটি বিলাসের চিহ্ন। ইনি হৃদয়ানন্দ দাস নামে কোন বৈষ্ণবকে চেলা-স্বরূপে লইয়াছেন। ইনি মোহন্তজী অপেক্ষা মিষ্টভাষী ও সদালাপী। মন্দির প্রাঙ্গণে আসিবামাত্রই ইহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তিনি সঙ্গে থাকিয়া সযত্নে দর্শনোপযোগী স্থান ও মূর্ত্তিদর্শন করাইয়া, মহারুদ্রাভিষেকের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। এখানেও অভিষেকের বন্দোবস্তও দক্ষিণদেশের মতন ; বৈদিকমন্ত্র যথারীতি স্বরের সহিত উচ্চারিত হইয়া থাকে। তেলুগুদেশ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, এখানে বৈদিকমন্ত্র পাঠ শ্রবণ করিয়াছিলাম। আমাদের অনুরোধে মহিম্নস্তোত্র, দেব সহস্র নাম, শ্রীসূক্ত, পুষ্পমন্ত্রাদি পঠিত হইয়াছিল ; আমরা অভি-ষেকাদি দর্শনে পরম প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য এপ্রদেশে এই দেবের উপর লোকের প্রগাঢ় ভক্তি। প্রতি সোমবারে বহুলোক সমাগত হইয়া, দেবদর্শন, খেচরান্নের ও মিষ্টান্নের ভোগ দিয়া থাকে। ধনুঃসংক্রান্তিতে, মকরসংক্রা-ন্তিতে, শিবরাত্রে ও জ্যৈষ্ঠসংক্রান্তিতে বহু সমারোহে উৎসব হইয়া থাকে। শুনিলাম, উৎকট রোগশান্তির জন্য লোকে দেবের ব্রত লইয়া থাকে, ও হত্যা দিয়া ঔষধ পাইয়া থাকে। যাহা হউক স্থানটী অতি মনোহর, অধিত্যকা বলিয়া, উত্তর ও পশ্চিমদিকের দৃশ্য অতি চমৎকার, পূর্ব্ব ও দক্ষিণের দৃশ্য পর্ব্বতে ঢাকা। অনেকগুলি পুরাতন আম্র, কাঁঠাল, চম্পক বৃক্ষ থাকিয়া স্থানটী অতি মনোহর করিয়াছে। অনেকগুলি নারিকেল ও আম্রবৃক্ষ প্রস্তুত হইয়াছে। আমরা এই প্রকার মনোহর স্থান, সিংহাচলের মাধবধারায় দেখিয়াছিলাম। তবে

প্রভেদ এই, তথাকার ধারা, এখানকার ধারা অপেক্ষা চারিগুণ অধিক। এখানে মহন্তাদি দ্বাবিংশ লোক অধিবাস করিয়া থাকে, তথায় কেহই থাকে নাই। এস্থান জঙ্গলের মধ্যে এবং বাপীদ্বয়ের জল অতি সন্নিকটে বলিয়া রাত্রিতে বনচর অর্থাৎ চিতা, ব্যাঘ্র ও ভল্লুকাদি আসিয়া থাকে, কিন্তু এপর্য্যন্ত প্রাঙ্গণস্থ কাহারও কোন অনিষ্ট করে নাই।

দেবালয়ের দেবোত্তর সম্পত্তির আয় ৫০০শত টাকার উপর হইবে। ভোগান্ন আগন্তুক সাধু সন্ন্যাসী ও ভিক্ষুকদিগকে বিতরিত হইয়া থাকে; ভোগ প্রস্তুতের জন্য প্রাঙ্গণের দক্ষিণে একটী পাকা ঘরও আছে। পর্ব্বতের নিম্নে যে স্থান হইতে অধিত্যকার ঢাল চড়াই সুরু হইয়াছে, তথায় নারায়ণ দাস নামে কোন দিল্লীনিবাসী সাধু এক বৃহৎ বাপী প্রস্তুত করিয়া, যাত্রীদিগের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এই বৃদ্ধ দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া, ১০ বৎসর পূর্ব্ব দক্ষিণদেশে আসিয়া, এই তীর্থসেবায় জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছে এবং দেবালয় প্রাঙ্গণে অনেকগুলির বৃক্ষ প্রস্তুত করিতেছে ও পূর্ব্বোক্ত বাপীর ধারে গুহা প্রস্তুত করিতেছে। বাক্যালাপে বুঝিলাম, তিনি সেই গুহায় থাকিয়া, অবশিষ্ট কাল ইষ্টচিন্তায় অতিবাহিত করিবেন।

পূর্ব্বোক্ত দেবালয় হইতে দুই মাইল দূরে দর্পণ কেল্লা। পাঠানদিগের সময় কোন ক্ষত্রিয় মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে, তদানীন্তন শাসনকর্ত্তার আদেশে দর্পণকেল্লা নামক ভূভাগ জায়গীর পাইয়াছিল। তৎকালে উহা দীর্ঘপ্রস্থে প্রায় ১৬ মাইল ছিল, তদ্বংশীয়েরা করদ হইয়া উহা শাসন করিত। উড়িষ্যা ইংরাজ হস্তগত হইলে, দর্পণাধিপ জমীদারশ্রেণীভুক্ত হইয়া, নির্দ্ধারিত জমা দিবার কবুলতি দিবার সনন্দ পাইয়াছিল। কমবেশ ৪০শ বৎসর পূর্ব্বে দেয় জমার টাকা নির্দ্ধারিত সময়ে

কলেক্টরীতে দাখিল না করাতে উহা নীলামে ১২০০০৲ টাকার বিক্রয় হইয়া যায়। রাজা বৈদ্যনাথ পণ্ডিতের পিতা তাহা ক্রয় করেন। তদবধি পণ্ডিতজীরা দর্পণ ষ্টেটের অধিকারী হইয়াছে। পূর্ব্ব মহম্মদীয় অধিকারীদিগের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। দর্পণ দুর্গ একেবারে নষ্ট হইয়াছে। পণ্ডিতেরা নূতন আবাস বাটী নির্ম্মাণ করিয়া, কোটরাক্ষীর মন্দির ও জগন্নাথজীর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। পণ্ডিতজীরা কটকে বাস করিয়া থাকেন। এই ষ্টেট ১০১ বর্গ মাইল বিস্তৃত হইবে।

খোশালিপুরের পোল হইতে ভাবী রেলপথ পশ্চিম উত্তর বুরঙ্গল পাহাড়ের পূর্ব্ব ও বালগিরি পাহাড়ের পশ্চিম হইয়া আড়াই মাইলের পর উত্তরাভিমুখে মুরারিপুরের ভিতর দিয়া থানবাড়ির পশ্চিম ও গোঁড়বুড়া পাহাড়ের পূর্ব্ব হইয়া পাস্তরির ভিতরে আইসে; তথা হইতে বায়ুকোণে কস্তুরী, পচকুণ্ডী, ও বেতমালির ভিতর হইয়া জেনাপুরের পশ্চিমভাগ দিয়া মুস্‌জিৎ-পুরের ধার হইয়া বৃন্দাদৈপুর সামিলতরাস গ্রামের ধারে উত্তরাভিমুখে ব্রাহ্মণী নদী পার হইয়াছে। তন্মধ্যে গৌরবুড়া একটী তীর্থস্থান, ব্রাহ্মণী-আনিকটের জন্য জেনাপুর প্রসিদ্ধ।

১১ই ফেব্রুয়ারি আমাদিগের সপ্তম পটাবাস, ইনামনগরের লগপোলের নিকট আইসে। ইহা হাইলেভেল প্রণালীর ২৬ মাইলে স্থিত। কিন্তু গণ্ডগ্রামখানি ২৭॥ মাইল দূরে ব্রাহ্মণীতীরে অবস্থিত। এখান হইতে গৌরবুড়া, দেড় মাইল পশ্চিমে হইবে, ইহা কোয়ার্ট্জ পাহাড়ের (অকর্ম্মণ্য শিলা) উপরে স্থিত বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড মাত্র। কিন্তু লকৃপোল হইতে দেখিতে বোধ হয় যেন কোন বৃদ্ধ হাটু গাড়িয়া, অথবা কোন বৃহৎ পক্ষী বসিয়া আছে, লোকে কহিয়া থাকে, পুরাকালে কোন বৃদ্ধ গৌড় উক্ত পর্ব্বতোপরি বসিয়া মহিষ চরাইতে চরাইতে বিশেষ কোন কারণে প্রস্তরীভূত হইয়া তদবধি পূজা পাইতেছে। আমরা তাহা সন্দর্শন করিতে

যাইয়া দেখিলাম কোয়ার্ট্জ পাহাড়ের এক খণ্ড শিলা দীর্ঘপ্রস্থে ৩০ ফুট, ঊর্দ্ধে ৪০ ফুট, তদোপরি তিন খণ্ড প্রস্তর উপর্য্যুপরি রহিয়াছে। ঐ প্রস্তর ত্রয় পূর্ব্ব পশ্চিমে ১২ ফুট, ঊর্দ্ধে ২৫ ফুট হইবে। উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে বিস্তার, নিম্নের খানি ৮ ফুট, মধ্যের খানি ১২ ফুট হইতে ১৪ ফুট এবং উপরের খানি প্রায় ৬ ফুট হইবে। দূর হইতে উপরের প্রস্তর ত্রয়ে একটী বৃদ্ধ মনুষ্য বা পক্ষীর অবয়ব বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। দক্ষিণদেশে অনেক স্থানে পর্ব্বতোপরি ঐ প্রকার বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড থাকিতে দেখিয়াছি, সেই সকল দেখিলে দূর হইতে তাহাদের নানাবিধ রূপ কল্পিত হইয়া থাকে, এমন কি ক্ষুদ্র পাহাড়কে হস্ত্যাদি সদৃশ বলিয়া বোধ হয়। যথা—মথুরাপুরীর হস্তীমলয়, পশুমলয়, (গাভী পাহাড়); বিজয়বাড়ার দক্ষিণে স্বর্ণগিরি নামক পাহাড়ের দৃশ্য দূর হইতে হস্তীর সদৃশ। সে যাহা হউক, বুড়াগৌড়ের পাহাড়ের চতুর্দ্দিকে জঙ্গল। বলাইচাঁদ দাস নামে কোন ব্যক্তি ৯ বৎসর পূর্ব্ব হইতে তথায় আশ্রম করিয়া রহিয়াছে। তাহাকে প্রশ্ন করিয়া জানিলাম যে, সে মধুপুর কেল্লার অন্তর্গত কোন গ্রামে বাস করিত। সে তাহার এক মাত্র কন্যার বিবাহাদি কার্য্য শেষ করিয়া দণ্ডবৎ গণ্ডী দিয়া শ্রীপুরুষোত্তম গমন করিয়াছিল, তথায় স্বপ্নে আদিষ্ট হয় যে, জীবনের অবশিষ্ট কাল বুড়াগৌড়ের সেবায় নিযুক্ত থাকিলে দেহান্তে মুক্তি পাইবে। সে ব্যক্তি আদিষ্ট হইবার পরে পুরী হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শ্বাপদ-সঙ্কুল ভীষণ অরণ্য মধ্যস্থ পর্ব্বত পাদদেশে কুড়ে ঘর তৈয়ার করিয়া গৌড়বুড়ার সেবায় দিনাতিপাত করিতেছে। সেই ব্যক্তি তথায় একটী কূপ খনন করিয়া জলাভাব দূর করিয়াছে; স্বহস্তে জঙ্গল কাটিয়া এক দিকে কদলী অপর দিকে আম্রাদির বাগান তৈয়ার করিয়াছে। উহার প্রাঙ্গণ মধ্যে রাত্রে ভল্লুক ও চিতাব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তু সকল আসিয়া থাকে, কিন্তু

এ পর্য্যন্ত তাহারা কাহারও অনিষ্ট করে নাই। সে কহিল পূর্ব্ব হইতেই গৌরবুড়া পূজা পাইত, তবে তথায় তাহার আসিবার পর হইতে যাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কোন কোন দিবস ৫০ জন যাত্রীর উপরও হইয়া থাকে। যতদূর জানিতে পারা গেল তাহাতে বুঝিলাম, ইহা গোপাদি সাধারণ চতুর্থ বর্ণের দেবতা। ইহার পূজায় বেদমন্ত্র উচ্চারিত হয় না। যাত্রী যথাসাধ্য ভোগ দ্রব্য, পুষ্প সিন্দূরাদি লইয়া আইসে; প্রস্তর খণ্ডে অর্দ্ধচন্দ্র (৮) সিন্দূর রেখার মধ্যস্থলে সিন্দূর বিন্দু (আমাদিগের অর্দ্ধ-চন্দ্রের মত) করিয়া সেই শিলাখণ্ডোপরি ফুলমালা প্রদান করত ভোগান্ন সম্মুখে ধরিয়া ইষ্ট সিদ্ধির প্রার্থনা করিয়া থাকে। বলাই দাস ভোগ প্রসাদ কিঞ্চিৎ লইয়া যাত্রীদিগের মনস্কামনা সিদ্ধির আশীর্ব্বাদ দিয়া থাকে। বলাইদাস প্রমুখাৎ স্বপ্নাদি বার্ত্তা সত্য হইলে, উহা গৌরবুড়ার প্রস্তরীভূত মূর্ত্তি না হইয়া বিষ্ণুর প্রিয় বাহন বৃদ্ধ গরুড় পক্ষীর প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি হইবে। জ্যৈষ্ঠমাসে এখানে সমারোহে যাত্রা হইয়া থাকে। তৎকালে দূরদূরান্তর হইতে যাত্রী আসিয়া গৌরবুড়াকে সন্দর্শন ও তাহার ভোগ প্রদান এবং আপন ইষ্ট সিদ্ধির প্রার্থনাদি করিয়া থাকে।

হাইলেভেল প্রণালীর ২৯ মাইলে যে সেতু আছে, তথা হইতে নৈঋত কোণে ২ মাইল দূরে পাহাড়ের উত্তর গাত্রে বহু দূর বিস্তৃত জঙ্গলি বংশোদ্যানে বেষ্টিত মধুপুরীর কেল্লা অব-স্থিত। পূর্ব্বে তথায় ক্ষত্রিয় বংশীয় করদসামন্ত রাজা থাকিত। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে উড়িষ্যা, ইংরাজ-বাহাদুরের হস্তে আসিলে, দুর্গাধিপ কবুলতি দিয়া সনন্দ লইয়া জমিদারে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমান নাবালক নারায়ণচন্দ্র বর্ম্মা কোর্ট অফ ওয়ার্ডের তত্ত্বাব-ধানে শিক্ষা লাভ করিতেছে। ইহার প্রপিতামহ সুদর্শন বর্ম্মা, প্রথম রাজোপাধি গ্রহণ করিয়া মধুপুরে ৺ জগন্নাথ জীউর ও ৺ গোপাল জীউর মন্দির এবং গোপাল বাপী নির্ম্মাণ করেন,

এবং কয়েকখানি গ্রাম ব্রাহ্মণদিগকে খয়রাৎ দেন। ব্রাহ্মণীনদীর বামতীরে শৃঙ্গপুরপল্লীতে ইহাদিগের আর একটী ভবন আছে, তথায় এক বৃহৎ পুষ্করিণীতে শ্রীনারায়ণস্বামী থাকিয়া নিত্যসেবা পাইয়া থাকেন। কিংবদন্তী এইরূপ যে, ষষ্ঠ শতাব্দির মধ্যভাগে পাঠান সেনানায়ক কালাপাহাড়ের বিজয় দুন্দুভি নাদ শ্রবণ করিয়া ৺স্বামীজীউ ভয়ে জলমধ্যে লুক্কায়িত হন, ও তদবধি জল মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। সে যাহা হউক, নারায়ণ শব্দে নারা (জল) হইয়াছে অয়ন (আশ্রয় স্থান) যার, এইরূপ অর্থ করিলে নারায়ণ যে জলবাসী হইবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি আছে? রাজাদিগের মধুপুরের প্রাসাদ ও প্রাসাদ-বাটীর প্রাচীর সামান্য, তাহা বংশোদ্যানে পরিবেষ্টিত বলিয়া মহারাষ্ট্রীয়েরা মধুপুর কেল্লা লুঠ করিতে পারিত না, মধুপুর ষ্টেট্ ৬০বর্গ মাইল বিস্তৃত। আয় ৪০ হাজার টাকা, দেয় কর ৬১৭৫৲ টাকা মাত্র।

১৫ ফেব্রুয়ারিতে হাইলেভেল প্রণালীর ৩২ মাইলে ব্রাহ্মণীর তীরে ব্রহ্মপুর গ্রামের অমৃতমোহনী নামক উদ্যানে পটাবাস আইসে। ইহা ৬৪ পাড়া কেল্লার অন্তর্গত; তথাকার দামোদর মহাপাত্র, এই উদ্যান ৺ জগন্নাথদেবের নামে দান করিয়াছিল; ইহার উপস্বত্ব তাঁহার ভোগার্থ প্রতি বৎসর পুরীতে প্রেরিত হয়। পূর্ব্বোক্ত দামোদর মহাপাত্র, জেনাপুরে একটী শৈব মঠ ও বৃন্দাদৈপুরে বৈষ্ণব মঠদ্বয় স্থাপন করিয়াছেন। শৈব মঠের বর্ত্তমান মহন্ত নাবালক; তাহার নাম বাসুপুরী, তাহার স্বামী ভগবান পুরী, তস্য স্বামী গঙ্গাপ্রসাদ পুরী ও তস্য স্বামী শ্যামপুরী। বৈষ্ণব মঠদ্বয়ের অধিকারী মঙ্গলদাস ও অর্জ্জুনদাস। উভয় মঠে সাধু বৈষ্ণব প্রসাদ পাইয়া থাকে। দামোদর মহাপাত্রের প্রপৌত্র দিবাকর মহাপাত্র, তিনিই বর্ত্তমান তালুকদার। ষ্টেটের আয় দুই হাজার টাকা, দেয় জমা ১৩৩৲ টাকা মাত্র।

জেনাপুরের উপর ব্রাহ্মণীতে আনিকট হইয়াছে। হাইলেভেল প্রণালী, এই স্থানে ব্রাহ্মণী পার হইয়া পাটিয়া নদীর উপর হইয়া লক্‌পুল দিয়া দ্বিতীয় রেঞ্জ প্রণালী একোয়াপদের দিকে গিয়াছে। এখানে পূর্ত্তবিভাগের সবডিভিজনের কর্ম্মচারী আসিয়া থাকেন।

ঢেঁকানলের অন্তর্গত কপিলা শৃঙ্গে কোপিলেশ্বর দেবের প্রসিদ্ধ মন্দির। তাহার অপর নাম চন্দ্রশেখর। তথায় যাইতে হইলে চৌষট্টিপাড়া হইয়া কাশীপুরের ১০ মাইল ব্রাহ্মণীর দক্ষিণ তীরে যাইয়া তথা হইতে গোদিয়া ৪ মাইল, তথা হইতে ঝরদ ৫ মাইল, ও তথা হইতে দেবগ্রাম ৬ মাইল রাস্তা অতিক্রম করিতে হয়। এই গ্রাম পাহাড়ের উপত্যকাতেই অবস্থিত। এখান হইতে পাহাড়োপরি উঠিবার রাস্তা দুই মাইল হইবে। ইহাতে উঠিতে দুই ঘণ্টা সময় লাগে। কটক হইতে ঢেঁকানল ১২ ক্রোশ ও তথা হইতে কপিলেশ তিন ক্রোশ মাত্র। মহানদীর তীর হইয়া নবপত্তন গ্রাম হইয়া অষ্টগড়ের ভিতর দিয়া ঢেঁকানলের একটী নূতন রাস্তা হওয়ায় কপিলেশে যাইবার সুবিধা হইয়াছে। কপিলেশ পাহাড় ২০৯৮ ফুট উচ্চ, ইহা উত্তর ২০।৪০।৪০ অক্ষরেখার পূর্ব্ব ৮৫।৪৮।৫৩ দ্রাঘিমায় ঢেঁকানল ও অষ্টগড়ের সীমানায় অবস্থিত। দেবালয়টী পাহাড়ের সর্ব্বোপরি না হইলেও অনেকটা উপরে স্থিত। ১৫ ফুট দীর্ঘে ১৫ফুট প্রস্থে ও ৪০ ফুট উর্দ্ধে হইবে। দেবালয় হইতে ৫০ ফুট উপরে একটী ঝরনা আছে, তাহা হইতে জল দেবালয়ের পূর্ব্বভাগ দিয়া দেবগ্রামে আইসে।

এ প্রদেশে কপিলেশ্বরের উপর, লোকের প্রগাঢ় ভক্তি। শিবরাত্রি উপলক্ষে যে যাত্রা হয়, তাহাতে দশ হাজারের উপর লোক সমবেত হইয়া তিন দিবস ধরিয়া দেবদর্শন ও অভিষেকাদি করিয়া আপন আপন ইষ্টসিদ্ধির কামনা করিয়া

থাকে। এখানে মোহন্ত, চারি জন পূজারি, মালী, পাচক ও বিশ জন গৌড়ীয় গোপ থাকে। ভোগ প্রাতে অন্ন, অপরাহ্নে মিষ্টান্ন ও রাত্রে অন্ন ভোগ হইয়া থাকে। ঢেঁকানলের রাজা দেবালয়ের ব্যয় বহন করিয়া থাকেন। পাহাড়ের শিখরদেশে যে অধিত্যকা আছে, তাহাতে বেশ স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের আবাস ভূমি হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত ঝরনার জল স্বাস্থ্যকর বলিয়া প্রসিদ্ধ।

এস্থলে ব্রাহ্মণী নদীর বিষয়ে দুই এক কথা বলা আবশ্যক, ইহা ছোট নাগপুরের অন্তর্গত লোহারদাগা পাহাড় হইতে উদ্ভূত হইয়া উড়িষ্যার করদরাজ্যে, তালচর ষ্টেটে আসিয়া ঢেঁকা নগরের ভিতর দিয়া, কটক বিভাগে বলরামপুরের নিকট হইয়া, জেনাপুরে আসিয়াছে। ইহার বামতীর হইতে খরস্রোতা ও পাটিয়া শাখা নদীদ্বয় দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। এই নদী বিষ্ণুপাদোদ্ভবা নব নদীর অন্তর্গতা। যথা,—

"আদ্যা গোদাবরী গঙ্গা দ্বিতীয়া চ পুনঃপুনা।
তৃতীয়া কথিতা রেবা চতুর্থী জাহ্নবী স্মৃতা॥
কাবেরী গোতমী কৃষ্ণা ব্রাহ্মণী বৈতরণী তথা।
বিষ্ণুপাদাব্জসম্ভূতা নবধা ভুবি সংস্থিতা॥"

নাম উৎপত্তি বিষয়ে কিংবদন্তী আছে যে, পুরাকালে কোন ব্রাহ্মণ-তনয়া, এই নদীতীরে তপস্যা করিয়া, সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রার্থনায় নদী ব্রাহ্মণী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

২২ ফেব্রুয়ারি আমাদিগের পটাবাস চকুয়া নামক পল্লীতে আইসে; ইহা সুকুন্দিয়া ষ্টেটের অন্তর্গত। সুকুন্দিয়া ষ্টেট, এক সময়ে উড়িষ্যার সামন্ত রাজ্য ছিল; কিন্তু উড়িষ্যা প্রদেশ ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজের হস্তগত হইলে, ইহার অধিপতি ৫৫০০ কাহন কড়ি জমার কবুলতি দিয়া সনন্দ পাইয়া, জমিদাররূপে পরিণত হইয়াছে। ষ্টেটের অধিকাংশ, জঙ্গলে ও পাহাড়ে পূর্ণ। রাইহ পরিমাণ ১১৬ বর্গমাইল হইলেও আয় ২০ হাজার টাকার

উপর নহে। রাজধানী সুকুন্দিয়া, এখান হইতে ১০ মাইল জঙ্গলের ভিতর, প্রাসাদবাটী কাঁচা। ২০ বৎসর পূর্ব্বে নিত্যানন্দ ভূপতি হরিশ্চন্দ্র মহাপাত্র এই চকুয়াতে এক মঠ স্থাপন করিয়া ৫০টাকা বৎসর আয়ের ভূসম্পত্তি প্রদান করিয়াছেন। এই মঠে সর্ব্ববিধ দেবমূর্ত্তি, পূজা পাইতেছেন, মঠাধিপতি ওড্রবৈষ্ণব।

ভাবী রেলপথ ব্রাহ্মণী পার হইয়া মন্ত্রিরা গ্রামের মধ্য হইয়া, মন্ত্রিরাপাটের (হ্রদ) উপর দিয়া ঈশানকোণে যাইয়া, যোড়াবর হইয়া, দলীপুরে আসিয়াছে।

সুকুন্দিয়ার অগ্নিকোণে এক বৃহৎ হ্রদ দৃষ্ট হয়, ইহা বায়ুকোণ হইতে অগ্নিকোণে ৬ মাইল দীর্ঘ, অর্দ্ধ হইতে দেড় মাইল প্রস্থে হইবে। এপ্রদেশে ইহাকে পাঠ বা কুণ্ড কহে। এ পাঠের দক্ষিণপার্শ্বে মন্তেরা, চক্রপদ, খড়িপড়িয়া, ধারপোদা, বামুনগা, শিববাটী; উত্তরতীরে জগডু, ছত্রকোণা, কুমিরপড়িয়া, মস্তপুর, মতিকর, নবঙ্গ, ও শোলগড়িয়া আদি পল্লী আছে। মধ্যে মধ্যে ভীষণ আরণ্যপশু সঙ্কুল জঙ্গল, আবার জলে বৃহৎ বৃহৎ মকর ও নানাবিধ জলচর পক্ষী বাস করিতেছে। এই জঙ্গলে সম্প্রতি ৫টী মনুষ্যকে ব্যাঘ্রে লইয়াছে। জলে কোন গোপ মহিষের লাঙ্গুল ধরিয়া যাইবার সময় মকরকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, এখানে উপরে বাঘের ভয়, জলে কুম্ভিরের ভয়।

এই পাটের অগ্নিকোণে প্রসিদ্ধ ব্যাস-সরোবর; বর্ষায় পূর্ব্বোক্ত পাট ও সরোবর এক হইয়া যায়, গ্রীষ্মে পৃথক্ থাকে। সরোবরটী নাতি ক্ষুদ্র নাতি বৃহৎ; দামে পরিপূর্ণ, এক ধারে দাঁড়াইয়া জলে নাচিলে অপর দিক্ পর্য্যন্ত দুলিতে থাকে। কিংবদন্তী এই যে, পুরাকালে ভগবান্ ব্যাসদেব এই স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন। মহাভারতে উল্লেখ আছে, দুর্য্যোধন পাণ্ডবভয়ে দ্বৈপায়নহ্রদে আশ্রয় লইবার পরে, গদাযুদ্ধে ভীম তাহার উরুভঙ্গ করে। এপ্রদেশে লোকের বিশ্বাস ইহাই,

ভারতোক্ত দ্বৈপায়নহ্রদ, ও ইহার তীরে গদাযুদ্ধে দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ হইয়াছিল। এখানে বউতিবুড়া, বেগুণেচুয়া, ও গুপ্ত-গঙ্গা এই তীর্থত্রয় রহিয়াছে; লোকের বিশ্বাস যে, গুপ্তগঙ্গা ও ব্রাহ্মণীতে অন্তঃশিলায় সংযোজনা থাকায়, প্রতি দ্বাদশীতে গুপ্তগঙ্গায় জল বৃদ্ধি হইত। ব্রাহ্মণীতে আনিকট হওয়াবধি গুপ্তগঙ্গায় জল বৃদ্ধি হওয়া বন্ধ হইয়াছে।

মহারাষ্ট্র অধিকারের প্রারম্ভে, অথবা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, রঘুজী নামে কোন মহারাষ্ট্রীয় শ্রীবৈষ্ণব সন্ন্যাসী, ব্যাস-সরোবরে আসিয়া তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন; পরে জীবিতাবস্থায় সমাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার শিষ্য পরম্পরা ৪ পুরুষ সন্ন্যাসী ছিল। তৎপরে, ১০ দশ পুরুষ গৃহী হইয়াছে, বর্ত্তমান ভগবান্ দাস, রঘুজী হইতে পঞ্চদশ। ভগবান্ দাসের স্বামী গোবিন্দদাস, তস্য স্বামী গঙ্গারামদাস, তস্য স্বামী গোপীনাথ দাস, তস্য স্বামী মথুরানন্দ দাস, ইহারা উৎকলবাসী শ্রীসম্প্রদায়ের পূর্ব্ববর্ত্তী; চতুর্দ্দশ শিষ্যেরই সমাধি এখানে দৃষ্ট হইল। প্রত্যেক সমাধির উপরে লিঙ্গাকৃতি শীলাখণ্ড থাকিয়া সমাধিস্থান জ্ঞাপন করিতেছে। রঘুজীর সমাধির উপর একটী মণ্ডপ সম্প্রতি নির্ম্মিত হইয়াছে; তাহার সম্বন্ধে আর একটী কিংবদন্তী এই যে, তিনি ষড়াঙ্গযোগে সিদ্ধিলাভ করিয়া ব্যাঘ্রবাহনে যাতায়াত করিতেন; তথায় একটী ক্ষুদ্র সিংহবাহন প্রস্তরের মূর্ত্তি আছে, তাহাই রঘুজীর ব্যাঘ্রবাহনমূর্ত্তি বলিয়া কথিত হয়। তাহার নিত্যসেবা হইয়া থাকে। ব্যাসজীর মূর্ত্তি, নরসিংহ মূর্ত্তি, দুর্য্যোধন মূর্ত্তি, কদলী ঠাকুরাণী, রঘুজী ও তাঁহার ১৪ শিষ্যের নিত্য পূজা হইয়া থাকে। মাঘ শুক্ল একাদশী উপলক্ষে নবমী হইতে তিন দিবস মহাসমারোহে যাত্রা হইয়া থাকে; তৎকালে ৪।৫ হাজার লোক একত্র সমবেত হইয়া রঘুজীর পূজা করিয়া, আপন আপন অভি-লাষ প্রার্থনা করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়। মৃতবৎসা নারীগণ উক্ত

সরোবরে স্নান করিয়া রঘুজীর পূজা করিলে মনোরথ সিদ্ধ হয়। এই তীর্থ জঙ্গলের মধ্যে বলিয়া ভগবানদাস নিকটস্থ গ্রামে বাস করিতেছেন। ফকিরদাস, সনাতনদাস ও নন্দদাস বৈরাগী ত্রয় তীর্থস্থানে থাকেন। সুকুন্দিয়া ষ্টেট হইতে তীর্থ ব্যয়ার্থ ৬০ মান (ইং ৬০ একার) পরিমিত ভূমি প্রদত্ত হইয়াছে। এই সরোবরটী ওড়্রদেশ প্রোক্ত ৪টী সরোবরের অন্যতম যথা,—১ মানসরোবর বদরীতে, ২ পিপা-সরোবর দ্বারকায়, ৩ ব্যাস-সরোবর সুকুন্দিয়াতে, ৪ বিন্দুসরোবর ভুবনেশ্বরে।

ভাবী রেলপথ, প্রারম্ভ হইতে সর্ব্বত্রই পাহাড় ও হাইলেভেলের প্রণালীর মধ্য হইয়া কখন জঙ্গল, কখন কর্ষিত জমির উপর দিয়া আসিতেছিল। চকুয়া হইতে দোলিপুর পর্য্যন্ত ভীষণ জঙ্গল থাকায়, রজনীতে তথায় চিতাবাঘ ও ভল্লুক যথেষ্ট পরিমাণে বিচরণ করিয়া থাকে। দোলিপুর হইতে অবশিষ্ট ভাবী রেলপথে জঙ্গল অধিক পড়ে নাই। এস্থান হইতে ঈশানকোণ হইয়া ঘনশ্যামপুরে বৈতরণী নদী পার হইবে।

১৪ মার্চ্চ আমাদের পটাবাস দোলিপুর হইতে উঠাইয়া, তারাকোট নামক গ্রামে রাত্রি যাপন করিয়া, পরদিবস প্রত্যূষে বৈতরণীনদী-তীরে ঘনশ্যামপুরে আসি। তারাকোট একটী গণ্ডগ্রাম, এখানে অনেকগুলি ব্রাহ্মণ ও বঙ্গীয় বাঢ়ী-কায়স্থের বাস। ঘনশ্যামপুরে কয়েক দিবস অতিবাহিত করিয়া ১৯ মার্চ্চ তারিখে যাজপুর সন্দর্শন করিতে যাই।

যাজপুর* বৈতরণীর তীরে, উত্তর ২০।৫০।৪৫ অক্ষরেখায় এবং ৮৬।২২।৫৬ দ্রাঘিমায় স্থিত; ইহা এক সময়ে উড়িষ্যার কেশরী

---

* আমরা দোলিপুর থাকিবার সময় যাজপুরনিবাসী ভগবৎ দেবশর্ম্মণের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি আমাদিগকে যজুর্ব্বেদান্তর্গত বিরজা-তাপনী ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইয়াছিলেন। এই তাপনী এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয়

রাজাদিগের রাজধানী ছিল; ইহার অপর নাম যজ্ঞপুর। বরাহ মন্দির হইতে নদীতে যে বাঁধান ঘাট আছে, তাহা দশাশ্বমেধের ঘাট নামে প্রসিদ্ধ। বেদ অপহৃত হইলে ব্রহ্মা এইস্থানে অশ্বমেধ যজ্ঞদ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুকে তুষ্ট করিয়া বেদোদ্ধার করেন। এক্ষণে, যাহাকে হরমুকুন্দপুর কহে, তাহাই যজ্ঞস্থল ছিল।

নাই। যাজপুরের ব্রাহ্মণমাত্রেই এই তাপনী নিত্য পাঠ করিয়া থাকেন। ইহাতে জ্ঞানোদেশ নাই, পরন্তু যাজপুরের ভৌগলিক বিষয় এক প্রকার সন্নিবিষ্ট আছে বলিয়া তাহার সারাংশ ভাষায় উদ্ধৃত করিলাম।

"বিরজাক্ষেত্র। তথায় ব্রহ্মা দশাশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তথায় দিব্য দশসহস্র বিপ্র বাস করেন। ব্রহ্মযজ্ঞকুণ্ড হইতে যজ্ঞবরাহ ও বিরজা উদ্‌ভূত হইয়াছিলেন। বৈতরণীতটে বরাহদেব থাকেন; ক্রোশান্তরে বিরজা থাকেন। সেই বরাহদেবের পৃষ্ঠভাগে ভোগবতী গঙ্গাতীর্থ। তাঁহার সম্মুখে শতধেনু, দূরে স্বর্গদ্বার। যেখানে বিরজাদেবী আছেন, তাহার সন্নিকটে গয়াসুরের নাভিকুণ্ড; তাহার কিঞ্চিৎ উত্তরে ব্রহ্মার শুভস্তম্ভ। দেবী ও দেবের মধ্যে হংসরেখা, পদ্মরেখা ও চিত্ররেখা নামে স্রোতত্রয়। গুপ্তগঙ্গা, মন্দাকিনী ও বৈতরণী নামে তীর্থত্রয়। বৈতরণীতটে অষ্টমাতৃকা দেবী; সেখানে মুক্তীশ্বর মহাশম্ভু আছেন; তাঁহার পশ্চিমভাগে অন্তর্ব্বেদী, এই অন্তর্ব্বেদীতে ব্রহ্মা যজ্ঞকালে দেবতাদিগের সভা হইয়াছিল। তথা হইতে এক ক্রোশ পূর্ব্বে উত্তরবাহিনী তীর্থে সিদ্ধলিঙ্গ। অশোকাষ্টমীতে কয়েক দিন পর্য্যন্ত তথায় যাত্রা হইয়া থাকে। সেই সিদ্ধলিঙ্গ হরিহর একাত্মা (অর্থাৎ হরিহর সম্মিলন)। সেই তীর্থে কুরুবংশীয় প্রদ্যুম্ন তপস্যা করিয়াছিল। বিরজার দক্ষিণে সোমতীর্থ; সোমেশ্বর প্রসিদ্ধ লিঙ্গ। তাহার পূর্ব্বভাগে ত্রিকোণ নামে প্রসিদ্ধ লিঙ্গ। তাহার পূর্ব্বভাগে গোকর্ণ নামে তীর্থ। বরাহ এবং বিরজার মধ্যভাগে অখণ্ডেশ্বর অবস্থিত আছেন। বরাহের পূর্ব্বভাগে কিঞ্চিৎ দূরে গুপ্তগঙ্গা তীর্থে গঙ্গেশ্বর, তাহার নিকট পাতালগঙ্গা; তাহার উত্তর বারুণীতীর্থ। বিরজার চতুষ্পার্শ্বে অষ্ট শম্ভু, দ্বাদশ ভৈরব ও দ্বাদশ মাধব। বিরজা-ক্ষেত্রের অবয়ব দুই যোজন বিস্তৃত শকটাকৃতি; তাহার তিন স্থানে বিশ্বেশ্বর খিলাটেশ্বর ও বটেশ্বর শম্ভু ত্রয়। এই ক্ষেত্রে অপর অনন্তকোটি লিঙ্গ বিদ্যমান আছেন। এইস্থানে ১০ সহস্র বেদপারগ, ষট্‌কর্ম্মরত বিপ্র বাস করিতেছেন।"

সেই যজ্ঞে সর্ব্ব দেবদেবীগণ আহূত হন; যজ্ঞারম্ভে দুন্দুভিধ্বনি হইলে দেবগণ যজ্ঞস্থলে আগমন করিবেন, এই প্রকার নিয়ম হইয়া থাকে।

যাজপুরের উত্তর কিঞ্জোরসামন্ত করদ-রাজ্য; ইহার পশ্চিম অংশে গোনাসা নামে পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে বৈতরণী উদ্ভূত হইয়া, পূর্ব্ব উত্তর বাহিনী হইয়া সিঙ্গভূম সীমানায় আসিয়াছে; তদনন্তর, কিঞ্জোররাজ্য অতিক্রম করিয়া, বালীপুর হইয়া যাজপুরের মধ্য দিয়া ডেম্‌রায় আসিয়াছে। বালীপুর হইতে ডেম্‌রা পর্য্যন্ত বালেশ্বর ও কটক বিভাগের সীমা মধ্যে প্রবাহিত হইয়াছে। ইহার এক শাখা, বুড়া নামে প্রসিদ্ধ, তাহা খরস্রোতায় মিলিয়াছে। ইহার এক করদ নদী কুশাই নামে প্রসিদ্ধ; ইহার অপর নাম কুশভদ্রা। কুশভদ্রারতীরে কুশলেশ্বর নামে এক মহাদেব প্রতিষ্ঠিত আছেন; ইহা কপিলেশের চন্দ্রশেখরের ন্যায় অনাদিসম্ভূত। ইহাঁর উপাসনা করিয়া কিঞ্জোরাধিপতি কুষ্ঠ রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। লোকে এই কুশলেশ্বরের নামে ব্রত গ্রহণ করিয়া মনোরথ সিদ্ধ করিয়া থাকে।

বৈতরণী-মাহাত্ম্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সৌরবৎসরে ব্রহ্মা যাজপুরে যজ্ঞ করিবার কল্পনা করিয়া দেবতাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সেই বৎসরের চাতুর্ম্মাস্যের সময়ে কিঞ্জোরের পশ্চিমভাগে পুরাতন সৌরাষ্ট্রদেশে শবরেরা ভাদ্রপূর্ণিমাতে উৎসব উপলক্ষে দুন্দুভিধ্বনি করিলে লোকপাবনী বিষ্ণুপাদসমুদ্ভবা বৈতরণী সেই দুন্দুভিধ্বনি শ্রবণ করিয়া, ব্রহ্মার যজ্ঞদুন্দুভিধ্বনি ভাবিয়া স্বর্গ হইতে গোনাসার শিখরদেশে অবতীর্ণা হইয়া শবরদেশের মধ্য হইয়া একোয়াপদার সন্নিহিত যমেশ্বর মহাদেবের সম্মুখে প্রবাহিত হইয়া তাঁহাকে কহেন, "হে ঈশ্বর! ব্রহ্মার যজ্ঞস্থল কোথায়? এবং আপনি কি নিমিত্ত এখনও তথায় গমন করিতেছেন না?" মহাদেব বৈতরণীর বাক্য শ্রবণ

করিয়া কহিলেন, "হে বৈতরণি! এখন চাতুর্মাস্য, এ সময়ে যজ্ঞ আরম্ভ হয় না, যজ্ঞের প্রশস্ত সময় মধুমাস, তুমি শবরদিগের বাদ্য শ্রবণে ভ্রমে পড়িয়া উপগতা হইয়াছ মাত্র।" বৈতরণী তৎ শ্রবণে লজ্জিতা হইয়া 'খরস্রোতায়' মিলিত হইলেন, এজন্য একোয়াপাদ হইতে খরস্রোতা পর্য্যন্ত ধারা 'বুড়া-বৈতরণী' নামে অদ্যাদি প্রসিদ্ধ আছে। এদিকে বসন্তঋতু সমাগমে যজ্ঞারম্ভ সময় উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মা যথারীতি যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। অনন্তর, আহূত দেব, দেবী, দেবর্ষি, রাজর্ষি আদি আসিয়া উপস্থিত হইল; কিন্তু একা বৈতরণী অনুপস্থিতা ছিলেন; ব্রহ্মা অনুসন্ধানে বৈতরণীর অকালে আগমন বার্ত্তা জানিয়া আপন কুশাঙ্গুরী দ্বারা রেখা করিয়া বৈতরণীকে আহ্বান করিবামাত্র কুশভদ্রা উৎপন্ন হইল, এবং তাহা বৈতরণীতে মিলিয়া, একোয়াপাদ হইতে পৃথক্ হইয়া ব্রহ্মার যজ্ঞস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। অনন্তর পূর্ব্বদক্ষিণ-বাহিনী হইয়া ডেম্‌রাতে প্রবাহিত হইল।

"গোনাসিকাসমুদ্ভূতে! ধাতুর্যজ্ঞে সমাগতে!।
পাপং মে হর কল্যাণি! বৈতরণি! নমোঽস্তু তে॥
বৈতরণি! মহাভাগে! গোবিন্দশঙ্করপ্রিয়ে!।
স্নানে পাপং হর দেবি! বৈতরণি! নমোঽস্তু তে॥
দুর্ভোজনদুরালাপদুঃপ্রতিগ্রহসম্ভবম্।
পাপং মে হর কল্যাণি! বৈতরণি! নমোঽস্তু তে॥"

ইত্যাদি নমস্কারমন্ত্রে বৈতণীকে ব্রহ্মযজ্ঞোদ্ভূত বলা হইয়াছে।
বৈতরণী নদী বিষ্ণুপাদসম্ভূতা গঙ্গার সদৃশা। যথা, মহাভারতে।১।১৭১ অধ্যায়ে গন্ধর্ব্বার্জ্জুনসংবাদে। ২১—২৩।

"তথা পিতৄন্ বৈতরণী দুস্তরা পাপকর্ম্মভিঃ।
গঙ্গা ভবতি বৈ প্রাপ্য কৃষ্ণদ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ।
অসম্বাধা দেবনদী স্বর্গসম্পাদনী শুভা।

কথমিচ্ছসি তাং রোদ্ধুং নৈষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
অনিবার্য্যমসম্বাধং তব বাচা কথং বয়ম্।
ন স্পৃশেম যথাকামং পুণ্যং ভাগীরথীজলম্॥"

আবার পুরুষোত্তমতত্ত্বধৃত ব্রহ্মপুরাণীয়ে যথা,—

"আস্তে বৈতরণী নাম সর্ব্বপাপহরা নদী।
তস্যাং স্নাত্বা নরশ্রেষ্ঠ! সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥"

তত্রৈব মহাভারতধৃতবচন। যথা,—

"আয়াত ভাগং সর্ব্বেভ্যো ভাগেভ্যো ভাগমুত্তমম্।
দেবাঃ সংকল্পয়ামাসুর্ভয়াক্রুদ্রস্য শাশ্বতীম্।
ইমাং গাথাং সমুদ্ধৃত্য মম লোকং স গচ্ছতি।
দেবায়নং তস্য পন্থাঃ শক্রস্যেব বিরাজতে॥"

ব্রহ্মার যজ্ঞ সমাপনান্তে বরাহদেব যজ্ঞকুণ্ড হইতে সমুদ্ভূত হইয়া বেদ উদ্ধার করিয়াছিলেন। এইরূপ বিরজাতাপনীতে কথিত আছে। সেই কারণ, তিনি যজ্ঞবরাহ নামে বিখ্যাত। যেখানে বরাহদেবের মন্দির তাহাকে বরাহক্ষেত্র কহে। যজ্ঞবরাহ উৎপত্তির অপর বিবরণ মৎস্যপুরাণে এইরূপ। যথা,—

পূর্ব্বকালে পৃথিবী অসংখ্য অসংখ্য অভ্রভেদী পর্ব্বত সমূহের দ্বারা গুরুতর ভারাক্রান্তা হওয়াতে নিতান্ত অবসন্না হইয়াছিলেন, অনন্তর ক্রমশঃ রসাতলে পতিতা হইলে সাগর জলে প্লাবিত হওয়ায়, আর পৃথিবী দৃষ্টিগোচর হইত না। সেই ভীষণ রসাতল-পতিতা পৃথিবীর আর তখন যাতনার সীমা ছিল না। তিনি অনন্যগতিক হইয়া সেই ত্রৈলোক্যশরণ ভগবান্ বিষ্ণুর স্তব করিলেন। পৃথিবীর স্তবে বিষ্ণু তুষ্ট হইয়া, কিরূপে পৃথিবীকে উদ্ধার করিবেন, এই চিন্তা করত জল এবং স্থল উভয়েতেই বিচরণশীল, শূকর-মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। সেই মূর্ত্তি বিস্তারে শত যোজন, উচ্চে দ্বিশত যোজন ছিল। পৃথিবীর উদ্ধারে সমর্থ, উক্ত বরাহ যজ্ঞরূপী ছিলেন। চারি বেদ চারিটী

পা, যজ্ঞীয় যূপ উক্ত বরাহের প্রধান দন্ত, সমস্ত যজ্ঞ উহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দন্ত, চিতী তাহার মুখ, অগ্নি জিহ্বা, কুশাসকল উহার লোম, ব্রহ্ম তাহার শীর্ষ, দিবা রাত্র উহার চক্ষু, শিক্ষাদি বেদাঙ্গ উহার কর্ণালঙ্কার, ঘৃত উহার নাসিকা, স্রুব তাহার তুণ্ড, সাম-বেদীয় গান, তাহার ঘোর গর্জ্জন, ইত্যাদি * * * এই প্রকার বরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উক্ত যজ্ঞরূপ বরাহই জলমগ্না পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়া যথাস্থানে স্থাপিত করেন। যথা,—মৎস্যপুরাণে ২৪৮ অধ্যায়ে।

"বেদপাদো যূপদংষ্ট্রঃ ক্রতুদন্তশ্চিতীমুখঃ।
অগ্নিজিহ্বো দর্ভরোমা ব্রহ্মশীর্ষো মহাতপাঃ ॥৬৭॥
অহোরাত্রেক্ষণধরো বেদাঙ্গশ্রুতিভূষণঃ।
আজ্যনাসঃ স্রুবতুণ্ডঃ সামঘোষস্বনো মহান্ ॥৬৮॥"

* * * *

"এবং যজ্ঞবরাহেণ ভূত্বা ভূতহিতার্থিনা।
উদ্ধৃতা পৃথিবী দেবী সাগরাম্বুগতা পুরা ॥৭৭॥"
"রসাং গতামবনিমচিন্ত্যবিক্রমঃ
সুরোত্তমঃ প্রবরবরাহরূপধৃক্।
বৃষাকপিঃ প্রসভমথৈকদংষ্ট্রয়া।
সমুদ্ধরদ্ধরণিমতুল্যপৌরুষঃ ॥৭৯॥"

বৈতরণী নদীর সীমান্ত স্থানে যজ্ঞ বরাহের মূর্ত্তি আছে, তাহার দর্শন ও প্রণামে বিষ্ণুত্ব লাভ হয়। যথা,—

"আস্তে স্বয়ম্ভুস্তত্রৈব ক্রোড়রূপী হরিঃ স্বয়ম্।
দৃষ্ট্বা প্রণম্য তং ভক্ত্যা নরো বিষ্ণুত্বমাপ্নুয়াৎ ॥"

ইতি রঘুনন্দনকৃত শ্রীপুরুষোত্তমতত্ত্বধৃতব্রহ্মপুরাণবচন ॥

যজ্ঞবরাহ ধরিত্রীকে উদ্ধার করিলে, তিনি কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ হইয়া, দিব্য চতুর্ভুজা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বরাহদেবকে ভজনা করিয়াছিলেন। এই পৌরাণিকী গাথা সর্ব্ববাদি-সম্মতা।

যাজপুরে বারাহীদেবীর প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি, যবন সেনাপতি কালা-পাহাড়কর্ত্তৃক নদীগর্ভে পাতিত হইয়াছিল, এক্ষণে সেই নারায়ণী মূর্ত্তি সব্‌মাজিষ্ট্রেট কোর্টে রক্ষিত হইয়াছে।

যাজপুর আবার বিরজা ক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। বিরজা-তাপনীর মতে ব্রহ্মার যজ্ঞকুণ্ড হইতে বরাহ ও বিরজা উদ্ভূত হইয়াছিল। আর এক মতে, সতী বিনা আহ্বানে দক্ষযজ্ঞে যাইয়া পিতৃমুখে পতি-নিন্দা শ্রবণ করিয়া, দেহত্যাগ করিলে, ভগবান্ ভুতভাবন শঙ্কর দক্ষযজ্ঞ বিনাশান্তে দক্ষকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিয়া, সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া, উন্মত্তভাবে পরিভ্রমণ করিতে থাকিল, সেই সময় ভগবান্ বিষ্ণু চক্র দ্বারা পশ্চাৎ হইতে সতীদেহ ছেদন করিতে থাকেন; সেই সতীঅঙ্গ যে যে স্থানে পতিত হয়, তাহা পীঠস্থানে পরিণত হয়। যাজ-পুরে সতীর নাভি পতিত হইয়া বিরজাক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। যথা, তন্ত্রচূড়ামণি। ৫১ পটলে।

"উৎকলে নাভিদেশঞ্চ বিরজাক্ষেত্রমুচ্যতে ॥"

আবার ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে বিরজাক্ষেত্র বিষয়ে এইরূপ বর্ণনা আছে।

এক সময়ে ভগবান্ নারায়ণ, গোলোকে শ্রীমতী বিরজাদেবীর সহিত নির্জ্জনে বিবিধ কৌতুকাবহ বিহার করিতে ছিলেন, শ্রীমতী রাধিকা দেবী এইবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সপত্নীর ঈর্ষ্যায় পর-তন্ত্রা হইয়া, সেই বিরজার বিহার স্থানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই বিরজা তাহা জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ ভয়ে নদীরূপা হইয়া, গোলোক বেষ্টন পূর্ব্বক প্রবাহিত হইলেন। বিরজার সখীগণও বিরজানদীর সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীরূপে সমস্ত জগতে প্রবাহিত হইলেন (১)।

---

(১) রাধা প্রকোপভীতা চ প্রাণাংস্তত্যাজ তৎক্ষণম্।
বিরজালিগণাস্তত্র ভয়বিহ্বলকাতরাঃ ॥

উক্ত বিরজাক্ষেত্র অতীব পুণ্যপ্রদ তীর্থ। ইহা মোক্ষের নিদান (২)। উক্ত বিরজাক্ষেত্রে তীর্থপ্রাপ্তি নিমিত্তক উপবাস, ও মুণ্ডন নিষিদ্ধ (৩)। উৎকল দেশের অন্তর্বর্ত্তী সমুদ্রের উত্তর, ও বিরজামণ্ডল যাবৎ স্থান সাক্ষাৎ মোক্ষপ্রদ(৪)। যাজপুরে উপ-

---

প্রযযুঃ শরণং সাধ্বীং বিরজাং তৎক্ষণং ভিয়া।
গোলোকে সা সরিদ্রূপা বভূব শৈলকন্যকে ॥
কোটিযোজনবিস্তীর্ণা দীর্ঘে শতগুণা তথা।
গোলোকং বেষ্টয়ামাস পরিখেব মনোহরা ॥
বভূবুঃ ক্ষুদ্রনদ্যশ্চ তদন্যা গোপ্য এব চ।
সর্ব্বা নদ্যস্তদংশাশ্চ প্রতিবিশ্বেষু সুন্দরি ! ॥"
ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতিখণ্ডে। ৪৯। ২২—২৬ ॥

(২) "কৃতশৌচং মুক্তিদঞ্চ শার্ঙ্গধারী চ দণ্ডকে।
বিরজং সর্ব্বদং তীর্থং স্বর্ণাক্ষং তীর্থমুত্তমম্ ॥"

(৩) "মুণ্ডনঞ্চোপবাসঞ্চ সর্ব্বতীর্থেষ্বয়ং বিধিঃ।
বর্জ্জয়িত্বা গয়াং গঙ্গাং বিশালাং বিরজাং তথা ॥"

(৪) "তত্রাস্তে ভারতে বর্ষে দক্ষিণোদধিসংস্থিতঃ।
ওড্রদেশ ইতি খ্যাতঃ স্বর্গমোক্ষপ্রদায়কঃ ॥
সমুদ্রাদুত্তরে তীরে যাবদ্বিরজমণ্ডলম্।
উপোষ্য রজনীমেকাং বিরজাং স নদীং যযৌ।
স্নাত্বা বিরজসে তীর্থে দত্ত্বা পিণ্ডং পিতৃস্তথা ॥
দর্শনার্থং যযৌ ধীমানজিতং পুরুষোত্তমম্।
বিরজে বিরজা নাম ব্রহ্মণা সংপ্রতিষ্ঠিতা ॥
তস্যাঃ সন্দর্শনে মর্ত্ত্যঃ পুনাত্যাসপ্তমং কুলম্।
স্নাত্বা দৃষ্ট্বা তু তাং দেবীং ভক্ত্যা পূজ্য প্রণম্য চ ॥
বিরজায়াং মম ক্ষেত্রে পিণ্ডদানং করোতি যঃ।
স করোত্যক্ষয়াং তৃপ্তিং পিতৄণাং নাত্র সংশয়ঃ ॥
মম ক্ষেত্রে মুনিশ্রেষ্ঠ বিরজে যে কলেবরম্।
পরিত্যজন্তি পুরুষাস্তে মোক্ষং প্রাপ্নুবন্তি বৈ ॥"
ইতি রঘুনন্দনকৃত শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রতত্ত্ব ॥

স্থিত হইয়া একরাত্র অবস্থানের পর, প্রথমতঃ বিরজানদীতে স্নান তর্পণ ও পিণ্ড প্রদান করিয়া, পরে জগন্নাথ দর্শন করিবে। অনন্তর, ব্রহ্মার প্রতিষ্ঠিতা বিরজার প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিয়া সপ্তম পুরুষকে উদ্ধার করিবে। দেবীকে ভক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া পূজা ও নমস্কারাদি করিলে স্বয়ং নিজের বংশ সমেত বিষ্ণুলোকে গমন করিবে।

উক্ত বিরজাক্ষেত্রে মৃত্যু হইলে মুক্তিলাভ হয়। উক্ত ক্ষেত্রে দীক্ষাগ্রহণ তন্ত্রশাস্ত্র, নিষিদ্ধ বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন (৫)।

আমরা উৎকলখণ্ডে ১২ অধ্যায়ে নারায়ণ ধূর্জ্জটীসংবাদে দেখিতে পাই যে, শ্রীশঙ্কর ভগবান্ শ্রীজগন্নাথদেবকে বিরজা-ক্ষেত্র পালন করিতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বোধ হয়, সেই প্রার্থনা কার্য্যে পরিণত করিতে শ্রীজগন্নাথদেব এখানেও আই-সেন ; অথবা শ্রীজগন্নাথদেবের প্রাধান্য বাড়াইবার জন্যই নিম্ন লিখিত বাক্য উৎকলখণ্ডে বিন্যস্ত হইয়াছে। যথা,—"আমি (ধূর্জ্জটী) পুরুষোত্তমক্ষেত্রে বাস করিব ; কিন্তু, আপনি (নারায়ণ) ঐ ক্ষেত্রের উত্তরাংশে বিরজাক্ষেত্র পালন করিবেন। কারণ, বারাণসী ক্ষেত্র যেরূপ বিনাশোপযোগী হইয়াছিল এই ক্ষেত্র সেইরূপ না হয়।" উক্ত ধূর্জ্জটীর প্রার্থনা দৃষ্টে, যাজপুরস্থিত জগন্নাথদেব বিরজাক্ষেত্রকে ভৈরবরূপে রক্ষা করিতেছেন।

বরাহ মন্দির, প্রতাপরুদ্র দেব কর্ত্তৃক ১৫০৪—১৫৩২ খৃঃ মধ্যে নির্ম্মিত হয়। মন্দিরের গঠন, উড়িষ্যা প্রদেশের মন্দিরের মতন ; গর্ভগৃহে বরাহদেবের মূর্ত্তি ; উঁহার সম্মুখে জগন্মোহন মণ্ডপ ; ও তাহার সম্মুখে প্রস্তর দিয়া বাঁধান চত্বর। এই চত্বরে

(৫) "গয়ায়াং ভাস্করক্ষেত্রে বিরজে চন্দ্রপর্ব্বতে।
চট্টলে চ মতঙ্গে চ তথা কন্যাশ্রমেষু চ।
ন গৃহ্লীয়াত্ততো দীক্ষাং তীর্থেষু তেষু পার্ব্বতি!॥"
ইতি তন্ত্রসারে॥

বসিয়া বরাহদেবের সম্মুখে লোকে গোদান করিলে, গোপুচ্ছ ধরিয়া যমদ্বারস্থ তপ্তা বৈতরণী অনায়াসে পার হইয়া থাকে; এই ব্যাপারে গোর মূল্যস্বরূপ ন্যূনকল্পে পাঁচ টাকা; ব্রাহ্মণ বরণের কাপড় ॥৹ আনা; গো-পূজার বস্ত্র ও নৈবেদ্য ১৲ গোদানের দক্ষিণা ১৲ গো-দানের সাক্ষীর দক্ষিণা।৹ আনা আবশ্যক হইয়া থাকে। অবশ্য, পাণ্ডাগণ ব্রাহ্মণত্বে বরণ হইয়া থাকে। পাণ্ডার স্বার্থ, বৈতরণী কৃত্য গোদান মূল্যাদি গ্রহণ, দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নানদক্ষিণা গ্রহণ ও নাভিগয়ায় পিণ্ডদানের দক্ষিণা গ্রহণ। এই প্রাঙ্গণে অনেকগুলি ক্ষুদ্র মন্দিরে, ক্রান্তি দেবী, কাশী-বিশ্বনাথ, বৈকুণ্ঠ আদি বহুবিধ দেব মূর্ত্তি রহিয়াছে; এই প্রাঙ্গণের এক ধারে একটী বটবৃক্ষ, ধর্ম্মবট নামে খ্যাত হইয়াছে; এই মন্দির হইতে বৈতরণীতে নামিতে প্রস্তর বাধান ঘাট আছে, তাহাতে নবগ্রহ মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই ঘাটের সম্মুখে বৈতরণীতে চড়া পড়িয়াছে; বর্ষা ভিন্ন অপর সময়ে জল থাকে না; বৈতরণী স্নান করিতে হইলে দূরে যাইতে হয়। বৈতরণী বিষ্ণুপাদসম্ভূতা, অতএব ভাগিরথীর মত পুণ্যা বলিয়া খ্যাত। তাহার তীরে শব দাহ হইয়া থাকে।

বরাহদেবের সম্মুখে বৈতরণীর অপর পারে একটী প্রশস্ত গৃহ মধ্যে অষ্টমাতৃকা-মূর্ত্তি রহিয়াছে। যথা,—

"প্রেতসংস্থাপি চামুণ্ডা বারাহী মহিষাসনা।
ঐন্দ্রী গজসমারূঢ়া বৈষ্ণবী গরুড়াসনা॥
মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া কৌমারী শিখিবাহনা।
ব্রাহ্মী হংসসমারূঢ়া সর্ব্বাভরণভূষিতা।
লক্ষ্মী পদ্মাসনা দেবী পদ্মহস্তা হরিপ্রিয়া।
শ্বেতাম্বুজধরা শুক্লা হংসারূঢ়া সরস্বতী॥"

কিন্তু পূজারি অষ্ট মাতৃকার যেরূপ নাম যাত্রীদিগকে কহিয়া থাকে, তাহা এইরূপ।

প্রথম মূর্ত্তি মহাকালী; তাহার দক্ষিণভাগে যমের স্ত্রী; তাহার দক্ষিণ ভাগে ইন্দ্রাণী; তাহার দক্ষিণভাগে লক্ষ্মী; তদনন্তর যমের মাতা; তৎপরে যমের মাসী; তৎপরে যমের পিসী, ও সর্ব্ব দক্ষিণভাগে স্বয়ং যমরাজ। মূর্ত্তিগুলি নীল প্রস্তর হইতে ক্ষোদিত হইয়াছে, সাধারণ মনুষ্যাকৃতি চতুর্হস্ত বিশিষ্ট সর্ব্বাভরণে ভূষিত। ইহার প্রত্যেকটীতে শিল্পনৈপুণ্য যথেষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে।

অষ্টমাতৃকা মন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগে জগন্নাথ দেবের আলয়। মন্দির প্রাঙ্গণ, ২৫০ ফুট দীর্ঘ ও প্রস্থে ১৫০ ফুট হইবে। প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে যে প্রাচীর, তাহা লেটারাইট প্রস্তরে নির্ম্মিত।

বরাহ ও জগন্নাথদেবের মধ্যস্থলে শুষ্ক-বৈতরণী-গর্ভে শতভিষানক্ষত্রযুক্ত চৈত্র-কৃষ্ণাত্রয়োদশীতে, বারুণীযোগ উপলক্ষে যাত্রা আরম্ভ হইয়া অমাবস্যা পর্য্যন্ত থাকে। তৎকালে ১০।১২ সহস্র যাত্রী উপস্থিত হইয়া বৈতরণী-স্নান, ও বরাহ, অষ্টমাতৃকা, এবং জগন্নাথদেবকে সন্দর্শন করিয়া থাকে। শনিবারে বারুণী হইলে 'মহাবারুণী'যোগ হইয়া থাকে; এ বৎসর উহা বৃহস্পতিবারে হইয়াছিল*। আমরা দুই দিবস পরে যাইলেও অনেক পণ্যশালা ও দূরদূরান্তর হইতে অনেক লোক আসিতে যাইতে দেখিলাম।

---

*"বারুণেন সমাযুক্তা মধৌ কৃষ্ণা ত্রয়োদশী।
গঙ্গায়াং যদি লভ্যেত সূর্য্যগ্রহশতৈঃ সমা॥
শনিবাসরসমাযুক্তা সা মহাবারুণী স্মৃতা।
গঙ্গায়াং যদি লভ্যেত কোটিসূর্য্যগ্রহৈঃ সমা॥
শুভযোগসমাযুক্তা শনৌ শতভিষা যদি।
মহামহেতি বিখ্যাতা ত্রিকোটিকুলমুদ্ধরেৎ॥"

দশাশ্বমেধের ঘাট হইতে আড়াই মাইল দূরে, বিরজাদেবীর মন্দির ও তাহার পশ্চাদ্ভাগে ১০০ ফুট দীর্ঘে, ৭০ ফুট প্রস্থে চতুর্দ্দিক প্রস্তর সোপানে শোভিত একটী পুরাতন পুষ্করিণী; ইহা ব্রহ্মকুণ্ড বা বিরজাকুণ্ড নামে বিখ্যাত। বিরজাদেবীর মন্দির প্রাঙ্গণ, দীর্ঘে প্রস্থে ৪০০ শত ফুট, মন্দিরটী কেশরীরাজাদিগের সময়ে নির্ম্মিত; গর্ভগৃহে অষ্টভুজা, অষ্টাদশ-অঙ্গুলি-পরিমিতা, ভীষণা বিরজাদেবীর মূর্ত্তি বিরাজমান; সম্মুখস্থ জগমোহনে হোমকুণ্ড, তাহার বহির্ভাগে প্রস্তরনির্ম্মিত চত্বরে যূপকাষ্ঠে নিত্য পশুবলি হইয়া থাকে। যাজপুরনিবাসী ব্রাহ্মণগণ পঞ্চদেবোপাসক, অতএব পশুবলি দিয়া থাকে। মহাষ্টমী দিবসে দেবীর যাত্রা হইয়া থাকে।

বিরজাদেবীর মন্দিরের উত্তরভাগে একটী কক্ষ মধ্যে ৫ ফুট ব্যাসের বাঁধান কূপ, উহা নাভিগয়া নামে* প্রসিদ্ধ। এইস্থানে পিণ্ড প্রদান করিতে হয়। যথা,—

"গয়ায়াং বিরজে চৈব মাহেন্দ্রে জাহ্নবীতটে।
অত্র পিণ্ডপ্রদো যাতু ব্রহ্মলোকমনাময়ম্॥"

ঐ স্থলে পিতৃ মাতৃ প্রভৃতির উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান করিয়া নাভিকুণ্ডে প্রক্ষিপ্ত করিতে হয়। পিণ্ডপ্রদানের মন্ত্র নিতান্ত মন্দ নহে। যাহারা যাজপুরে আসিয়া থাকেন, তাহারা প্রায় সকলেই পিতৃপিণ্ড দান করিয়া যান। বিরজাদেবীর মন্দিরের অনতি উত্তরে গ্রেনাইট প্রস্তরের চত্বরের উপর একখণ্ড ক্লোরাইট্ প্রস্তরের ধ্বজস্তম্ভ দণ্ডায়মান থাকিয়া একমতে ব্রহ্মার

---

* গয়াসুরের মস্তক গয়াতে পড়িয়াছিল, তাহা গয়াশীর্ষে বিষ্ণুপাদপদ্ম নামে বিখ্যাত। তাহার নাভিদেশ যাজপুরে পড়িয়াছিল, তাহা নাভিগয়া বলিয়া প্রসিদ্ধ; ঐ স্থানে বিষ্ণুর গদা রহিয়াছে। গোদাবরীর অন্তর্গত পীঠাপুরে তাহার পদ পড়িয়াছিল বলিয়া উহা পদগয়া নামে খ্যাত।

অশ্বমেধ যজ্ঞের, অন্যমতে কেশরীরাজাদিগের কীর্ত্তি স্মরণ করাইতেছে। ঐ স্তম্ভটী প্রায় ৩৭ ফুট উচ্চ। ঐ স্তম্ভোপরি পূর্ব্বে গরুড়মূর্ত্তি বিরাজ করিত। যবন-সেনাপতি কালাপাহাড়, রাজা মুকুন্দদেবকে সমরে নিহত করিয়া, যাজপুরের হিন্দু দেবদেবী নষ্ট করিবার সময়, ঐ স্তম্ভ নষ্ট করিতে যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়া অকৃতকার্য্য হইলেও, উপরিস্থ গরুড়মূর্ত্তি নষ্ট করিয়াছিল। পুরাবিদ্‌গণ স্থির করিয়াছেন, দশম শতাব্দিতে কেশরী-রাজগণ কর্ত্তৃক ইহা বিজয়স্তম্ভরূপে স্থাপিত হইয়াছিল। এমত বৃহৎ ও ভারসহ প্রস্তরখণ্ড করদ-রাজ্যের পাহাড় হইতে ক্ষোদিত হইয়া, কি উপায়ে, পুরাকালে, নদ নদী উত্তীর্ণ করিয়া শত মাইল দূর হইতে আনীত হইয়াছিল, তাহা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই না।

বিরজাতাপনীতে যাজপুরকে শকটাকৃতি বলা হইয়াছে, ও তাহার তিন কোণে তিনটি শিবমন্দির থাকিয়া, সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। পাণ্ডাপ্রোক্ত মন্দিরত্রয় যথা,—মঞ্জুলিতে স্থানেশ্বর, উত্তর বাহিনীতটে সিদ্ধেশ্বর ও বিরজাদেবীর মন্দিরের নিকট অগ্নীশ্বর। ইহা তাপনীপ্রোক্ত ঈশ্বর নাম হইতে পৃথক্। মধু-শুক্লাষ্টমীতে সিদ্ধেশ্বরের মেলা হইয়া থাকে। নগরের ভিতর আখণ্ডেশ্বরের মন্দির আছে। কিংবদন্তী যে, ইন্দ্র তথায় তপস্যা করিয়া গৌতমশাপজনিত সহস্রযোনিত্ব হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। অপর এক মন্দিরে হাটকেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ লিঙ্গ রহিয়াছেন।

বিরজাদেবীর মন্দির হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে মণিকর্ণিকা নামক ঘাটে মহাবিষুব সংক্রান্তিতে যাত্রা হইয়া থাকে।

সব্‌ডিভিজনেল-কাছারীতে চারিটী দেবীমূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে। সকলগুলিই যবনের অত্যাচারে তৎসংস্পর্শদোষে পতিত হইয়া, নদীগর্ভে পড়িয়াছিল। একটী বারাহী মূর্ত্তি, তাহার অঙ্কে

শিশুসন্তান, সর্ব্বাঙ্গে আভরণ, একখণ্ড নীলবর্ণের প্রস্তর হইতে ক্ষোদিত, হস্তে কঙ্কণ, কণ্ঠে হার, পদে বাঁক্‌মল, কর্ণে দুল ও বামহস্তে অঙ্গুরি আদি সমস্তই রহিয়াছে। দ্বিতীয় মূর্ত্তি চামুণ্ডা শবারূঢ়া, তিনি এক হস্তে নরকপালে অমৃত এবং অপর হস্তে খড়্গ ধারণ করিয়াছেন,তাঁহার গলে নরমুণ্ড দোলায়মান। তৃতীয় মূর্ত্তি ইন্দ্রাণী, গজোপরি অধ্যাসীনা। ইহার গাত্র নানাবিধ আভরণে ভূষিত। মূর্ত্তিত্রয় ৮ ফুট উর্দ্ধে ও ৪ ফুট প্রস্থে হইবে। চতুর্থ শান্তমাধবমূর্ত্তি। ইহা ভাঙ্গিয়া তিন খণ্ড হইয়াছিল, দুই খণ্ডমাত্র পাওয়া গিয়াছে। মস্তক হইতে নাভিদেশ ১০ ফুট ও অধোদেশ ৮ ফুট। এই মূর্ত্তির পদদ্বয় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন, ইহা বৌদ্ধদিগের পদ্মপাণির মূর্ত্তি। সম্ভবতঃ তাহাই হইবে; কিন্তু, এক্ষণে ইহা শান্তমাধব নামে পরিচিত। পূর্ব্বে ইহা যাজপুরের পশ্চিমে ১॥ মাইল দূরে পতিত ছিল; তথা হইতে এইস্থানে আনীত হইয়াছে। এই মূর্ত্তিচতুষ্টয় দর্শনোপযুক্ত তাহার সন্দেহ নাই।

এক্ষণে যাহাকে শোলপুর কহে, তথায় কেশরীরাজাদিগের প্রাসাদবাটী ছিল। যবন কর্ত্তৃক উড়িষ্যা অধিকৃত হইলে, যাজপুরের যবন শাসনকর্ত্তা তাহা ভাঙ্গিয়া সেই মশলায় আপন আবাসবাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিল। ভিত্তির যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহাও গ্রাণ্ড ট্রঙ্কবর্ত্ম নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। এক্ষণে শোলপুরে কেশরীরাজাদিগের কীর্ত্তি চিহ্ন কিছুমাত্র দেখিবার নাই। সেইখানে দ্বারবাসিনী নামে এক দেবী আছেন; লোকে বলে এই দেবী রাজপ্রাসাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন; এই কথা কতদূর প্রামাণিক বলিতে পারি না। আর একটী প্রবাদ শুনিলাম; রাত্রিতে শোলপুরীতে টাকা গণনার ন্যায় সর্ব্বদাই শব্দ হইয়া থাকে; লোকের বিশ্বাস যে, যক্ষ বা যক্ষ্ অদ্যাপি কেশরীরাজাদিগের গুপ্তধন রক্ষা করিতেছে।

পুরীর ১৮ নালার ন্যায় এখানে তিতুলামল গ্রামে একটী পুরাতন সেতু আছে। উহা ১১ নালা নামে বিখ্যাত। ইহাও একটী পূর্ব্ব হিন্দুকীর্ত্তির নিদর্শন। যাজপুরের অগ্নিকোণে ২॥ মাইল দূরে নরপদা গ্রামে যে স্তূপ আছে তাহা হিন্দুমতে যযাতি-কেশরী-রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ। কিন্তু, পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহাকে বৌদ্ধ-সঙ্ঘারামের ভগ্নাবশেষ অনুমান করেন।

যবনাধিকারের নিদর্শনস্বরূপ সবডিভিজনেল কোর্ট-প্রাঙ্গণে "সৈয়দ আলিবুখারীর" সমাধিমন্দির (মস্ক) দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহার গঠন নিতান্ত মন্দ নহে; সম্প্রতি ইহার সংস্কার হইতেছে।

যাজপুরের শ্রীবরাহদেব, শ্রীজগন্নাথদেব ও শ্রীবিরজাদেবীর মন্দির প্রসিদ্ধ হইলেও আয়তনে দক্ষিণদেশের মন্দিরের তুলনায় যৎসামান্য: তবে যে কয়েকটী নীল প্রস্তরের দেবদেবীর মূর্ত্তি সন্দর্শন করিলাম, তাহাদের গঠনপ্রণালী দক্ষিণদেশের দেবমূর্ত্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও দর্শনোপযুক্ত।

বিরজাক্ষেত্রে যজ্ঞবরাহের পূর্ব্বে পৌরাণিক বিবরণ দৃষ্টে বোধ হয়, এই স্থানে যে সময় বৌদ্ধদিগের প্রবল প্রতাপ ছিল, তৎকালে সমস্ত যজ্ঞাদি কার্য্য লুপ্ত হইলে পর পৃথিবী যেন এক রূপে রসাতলগতার ন্যায় হইয়াছিল। অনন্তর, কালবশে ৪৭৪ খৃঃ যযাতিকেশরী নরপতি কর্ত্তৃক হিন্দুপ্রতাপ প্রতিষ্ঠিত হইলে পুনর্ব্বার যজ্ঞাদি কার্য্য আরম্ভ হয় এবং তাহাতেই যেন পৃথিবী পুনর্ব্বার উদ্ধৃতা হইয়া থাকেন। পদ্মপাণি প্রভৃতি কয়েকটী বৌদ্ধমূর্ত্তিও এ বিষয়ে বিশেষ প্রমাণ প্রদান করিতেছে। আরও পুরাণে গয়াসুরের দেহ, এরূপ বিস্তৃত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে যে, তাহার মস্তক শীর্ষ-গয়াতে, নাভিদেশ যাজপুরে ও পদদ্বয় পীঠাপুরে পতিত হইয়াছিল। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হয় এই সমস্ত প্রদেশেই ভগবান্ শাক্যসিংহের ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, তাহা বেদ-বিরোধী হেতু আসুরিক বলিয়া কথিত হইত। অতএব, শীর্ষ-

গয়া, যাজপুর ও পীঠাপুর এক সময়ে বৌদ্ধদিগের প্রধান আড্ডা ছিল।

অনন্তর, আমরা বৈতরণীর তীরে কয়েকদিবস অতিবাহিত করিয়া ভদ্রকের নিকট শালিন্দীতীরে রাণ্ডিয়গ্রামে পটাবাস সহিত আসিয়াছিলাম। যেখানে রেলপথ শালিন্দী পার হইবার কল্পনা হইয়াছে, তথা হইতে ভদ্রক সিভিলষ্টেসন্ ২ মাইল ও ভদ্রক সহর প্রায় তিন মাইল হইবে। ভদ্রকালী দেবীর নাম হইতে 'ভদ্রক' নামের উৎপত্তি হইয়াছে। এখানে হিন্দুকীর্ত্তির মধ্যে কালীমূর্ত্তি ও গোপালজীউর মঠ। এই মঠে সাধু অতিথি আশ্রয় ও প্রসাদ পাইয়া থাকে। এখান হইতে রেলপথ কটক-কলিকাতা-গ্রাণ্ডট্রঙ্কবর্ত্মের বামধার হইয়া বালেশ্বর গিয়াছে। এই পথের প্রত্যেক তিন তিন মাইল অন্তর একটী ছোট একটী বড় পর্য্যায়ক্রমে যাত্রী-চটী ও পুষ্করিণী রহিয়াছে। গ্রাণ্ড-ট্রঙ্করোডের দক্ষিণভাগে ৩৮ ও ৩৯।৷৹ "মাইলষ্টোনের" মধ্যে আশুরিয়া নামে বৃহৎ হ্রদ। এই বৃহৎ কৃত্রিম হ্রদ দীর্ঘে ১।৹ মাইল প্রস্থে এক-তৃতীয় মাইল হইবে। এত বড় বৃহৎ হ্রদ মনুষ্য দ্বারা খনন করা অসাধ্য ভাবিয়া অসুরকর্ত্তৃক কর্ত্তিত বলিয়া প্রবাদ। এক্ষণে ইহাতে চড়া পড়িয়া অনেকটা ধান্য-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। ইহাপুরাতন হিন্দুকীর্ত্তি। রাণীতলা-চটীর সরোবরটীও নিতান্ত ছোট নহে।

চারিঘোরিয়ার নিকট রেলপথ কাশবাঁশ নদী পার হইয়াছে, তথা হইতে দ্বিতীয় ডিভিজনের কার্য্য আরম্ভ হইয়া বালেশ্বরের দিকে গিয়াছে ; অতএব আমরা চারিঘরিয়া পর্য্যন্ত সর্ভে করিয়া বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে কটকে প্রত্যাবৃত্ত হই। তথা হইতে একাম্রকানন, পুরী ও সত্যবাদীগোপাল সন্দর্শন করিতে যাই।

একাম্রকাননের কথা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম, অনেকদিন হইতেই ইহার সন্দর্শনাভিলাষী থাকিলেও কার্য্যে পরিণত

করিতে পারি নাই। পুরী হইতে প্রত্যাগমন কালে আমরা তথায় গমন করি। আমরা সরদাইপুরে বিশ্রাম করিয়া অপরাহ্লে একাম্রকাননে আসি। ইহা কটক হইতে ২০ মাইল দূরে হইবে, আসিতে হইলে সরদাইপুর হইতে পুরী কটক-রোডের পশ্চিমভাগে যে শাখাবর্ত্ম গিয়াছে তাহাতে আসিয়া পরে ভোগবতী পার হইতে হয়। অনন্তর, প্রান্তর দিয়া গন্ধবতী বা গন্ধবহা নদী উত্তীর্ণ হইয়া একাম্রকাননে আসিতে হয়। এক্ষণে একাম্রকাননকে লোকে ভুবনেশ্বর বলিয়া জানিয়া থাকে। ইহা পুরীজেলার অন্তর্গত উত্তর ২০। ১৪। ৪৫ অক্ষরেখায়, পূর্ব্ব ৪৫। ৫২। ২৬ দ্রাঘিমার অবস্থিত। ইহা দ্বিতীয় কাশীতুল্য পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে। আমরা একাম্রচন্দ্রিকায় ইহার সীমাসম্বন্ধে দেখিতে পাই যে,—

"ক্ষেত্রস্ত পূর্ব্বদক্ষে চ পশ্চিমে চোত্তরে তথা।
ক্রোশেন মণ্ডলাকারং কুর্য্যাৎ ক্ষেত্রপ্রদক্ষিণম্।
ক্ষেত্রমেতৎ সমাদিষ্টং চক্রাকারং শুভং মুনে॥"

এই বচন অনুসারে এই ক্ষেত্রের সীমা একক্রোশ মাত্র হইলেও একাম্রপুরাণে অন্যরূপ কথিত আছে যে,—

"খণ্ডাচলং সমাসাদ্য যত্রাস্তে কুণ্ডলেশ্বরঃ।
আসাদ্য বারাহী দেবী বহিরঙ্গেশ্বরাবধি॥"

অতএব, ইহার সীমা, পশ্চিম খণ্ডগিরি পর্য্যন্ত, পূর্ব্ব পুরী-বর্ত্মের সন্নিকটস্থ টঙ্কপাণি গ্রামের কুণ্ডলেশ্বর পর্য্যন্ত, উত্তর মিয়াপল্লী গ্রামের বারাহীদেবী পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণ দৌলিক পাহাড়স্থিত বহিরঙ্গেশ্বর পর্য্যন্ত। ইহা ৩ যোজন ১২ মাইল ব্যাসে চক্রাকার স্থান হইবে। ইহা পরিক্রমণ করিতে বহু আয়াস সাধ্য বলিয়া যাত্রি-গণ মূল মন্দিরের এক মাইল পরিমিত স্থান পরিক্রমণ করিয়া থাকে।

একাম্রকাননের নাম সম্বন্ধে কপিলসংহিতায় ১৩ অধ্যায়ে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—

"একাম্রবৃক্ষস্তত্রাসীৎ পুরাকল্পে তু মুক্তিদঃ।
তত্র একো যতশ্চাম্রস্তস্মাদেকাম্রকং বনম্।
মহোচ্ছ্রায়ঃ সুশাখী চ নববিক্রমপল্লবঃ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাশ্চ যত্র বৃক্ষে ফলানি চ॥
তং বৃক্ষং গোপনীয়ঞ্চ চকার সুরনাশনঃ।
তস্য মূলে মহেশস্তু তন্নাম্না খ্যাতিমাগতঃ॥"
তথাচ একাম্রচন্দ্রিকা।
"এবমেকো যতশ্চাম্রস্তস্মাদেকাম্রকং বনম্।
সর্ব্বপাপপ্রশমতুলং নানাতীর্থবিভূষিতম্।
আম্রচ্ছায়াস্তু বৈ তণ্ডে! ক্রোশমাত্রা হ্যুদাহৃতা॥"
"স বর্ত্ততে নীলগিরির্যোজনেঽত্র তৃতীয়কে।
ইদন্ত্বেকাম্রকবনং ক্ষেত্রং গৌরীপতের্বিদুঃ॥"

এই সকল বচনে একটী মাত্র আম্রবৃক্ষের কথা থাকিলেও কাননশব্দ বিদ্যমান থাকায় বোধ হয় কেবল মাত্র ক্রোশব্যাপী আম্রবৃক্ষেরই কানন ছিল ইহাতে অন্য কোনও বৃক্ষ দৃষ্ট হইত না।

ধূর্জ্জটীর একাম্রকাননে আসিবার বিষয়ে উৎকল খণ্ডের ১২ অধ্যায়ে নারায়ণ-ধূর্জ্জটী-সংবাদে এইরূপ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—

"এক্ষণে এই ত্রিলোকমধ্যে আমার স্বনামে বিখ্যাত দক্ষিণ সমুদ্রের তীরবর্ত্তী পুরুষোত্তমক্ষেত্র আছে, তুমি সেই স্থানে গমন কর **** সেই ক্ষেত্রের উত্তরভাগে অতি বিস্তৃত একাম্রকানন আছে। হে ত্রিপুরান্তক! তুমি নির্ভয়ে পার্ব্বতীর সহিত সেই স্থানে বাস কর। এই জগৎস্রষ্টা স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা এক্ষণে আমার অনুমতি ক্রমে তথায় কোটিলিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন।"

"ইত্যুক্তো বাসুদেবেন ত্র্যম্বকো নতকন্ধরঃ।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা প্রোবাচ মধুসূদনম্॥ ৮০॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

দেবদেব জগন্নাথ প্রণতার্ত্তিহর প্রভো!।
ত্বদাজ্ঞাপালনং শ্রেয়ঃ কারণং মে জগৎপতে!॥ ৮১॥
যত্তু মূঢ়তয়া দেব অবলেপঃ কৃতো ময়া।
তবৈবানুগ্রহস্তত্র প্রভো! চাপল্যকারণম্॥ ৮২॥
যদাদিদেশ দেবেশ প্রয়াণং পুরুষোত্তমে।
গচ্ছামি তন্মূর্দ্ধ্নি কৃত্বা ক্ষেত্রং মুক্তিপ্রদং শিবম্॥"৮৩॥
ইত্যাদি উৎকলখণ্ডে ১২ অধ্যায়ে॥

কেশব এইরূপ সগর্ব্ব উপদেশ প্রদান করিলে, শঙ্কর সাষ্টাঙ্গপ্রণিপাতপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া মাধবকে কহিলেন; হে দেবদেব! হে জগন্নাথ! হে শরণাগত-প্রতিপালক! হে ত্রিবিধ-পীড়া-নষ্টকারিন্! হে জগৎপতে! আপনার আজ্ঞা পালন করিলে সদা শ্রেয়ঃ হইয়া থাকে। অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া মূঢ়তাবশতঃ আপনার আদেশ পালনে বিমুখ হইয়াছি, সে কেবল আমার মানসিক চাঞ্চল্যতায় হইয়াছে, এক্ষণে আপনি আমার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করুন্। আপনি পুরুষোত্তমক্ষেত্রে যাইবার কারণ যে আজ্ঞা করিয়াছেন, আমি তাহা শিরোধার্য্য করিয়া সেই মুক্তিপ্রদক্ষেত্রে গমন করিব।

কপিলসংহিতায় অন্যরূপ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় যথা,

"পুরা ত্রেতাযুগে বিপ্রা বারাণস্যাং মহেশ্বরঃ।
তিষ্ঠন্ বাক্যমুবাচেদং নারদং মুনিপুঙ্গবম্॥

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

তস্যাং পুর্য্যাং ন তিষ্ঠামস্তধুনাসৌ বিনশ্যতি।
বভূব চ জনাকীর্ণা তপোবিঘ্নকরী মুনে॥
বৎ স্থানঞ্চ জনাকীর্ণং তত্র স্থাতুং ন যুজ্যতে।

উপদ্রবো ভবেত্তত্র নাস্তিকৈর্জ্ঞানবিহ্বলৈঃ ॥
নাস্তিকা যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র ধর্ম্মো ন বিদ্যতে।
অধর্ম্মাচ্চ ভবেল্লোপো হবির্ভাগো মুনীশ্বর ॥
এতৎ স্থানং প্রযত্নেন পার্ব্বত্যর্থং কৃতং পুরা।
পার্ব্বত্যা রুচিরং যত্তু তৎ স্থানং মম হর্ষদম্ ॥
অধুনাত্র মুনিশ্রেষ্ঠ স্থাতুং নোৎসহতে মনঃ।
রহস্যং পরমস্থানং কুত্রাস্তে মাং বদাশু চ ॥

নারদ উবাচ।

লবণস্যোদধেস্তীরে নীলশৈলো নগোত্তমঃ।
তদুত্তরে চ বিখ্যাতং ক্ষেত্রমেকাম্রকং প্রভো ॥
তত্র শ্রীবাসুদেবাখ্যো রমানাথো জগদ্‌গুরুঃ।
অনন্তেন সহ শ্রীমানেকাকী বিজনে বনে ॥
তৎ স্থানং পরমং গুহ্যং ন জানাতি প্রজাপতিঃ।
ভবানপি ন জানাতি দেবতানাঞ্চ কা কথা ॥
একাম্রং পরমং গুহ্যং জগন্নাথস্য চক্রিণঃ।
ক্রোড়স্থিতাব্ধিকন্যাপি নৈব জানাতি শঙ্কর ॥
সাক্ষাদ্বিগ্রহবাংস্তত্র অনন্তেন জনার্দ্দনঃ।
সৃষ্ট্যুৎপাদননাশৌ চ স্থিতিস্তেন বিচার্য্যতে ॥
সর্ব্বদা সোঽপ্যনন্তস্তু দেবেন সহ তিষ্ঠতি।
লক্ষ্মণো রামকৃষ্ণেন তথা চ রোহিণীসুতঃ ॥
অনেকদিনপর্য্যন্তং তপস্তপ্ত্বা মহেশ্বরঃ।
প্রসন্নে বাসুদেবে চ জ্ঞাতং মে ক্ষেত্রমুত্তমম্ ॥
অহং শেষো জগন্নাথস্ত্রয়াণাং তত্র সঙ্গতিঃ।
ইন্দ্রাদীনাঞ্চ দেবনাগন্যেষাঞ্চ ন বিদ্যতে ॥
এবং পরমগুপ্তং তন্ময়া জ্ঞাতং পুরা প্রভো।
ইদানীং ভবতা জ্ঞাতং ক্ষেত্রং পরমপাবনম্ ॥

* * * *

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

নমস্তে পরমানন্দ পদ্মনাভ সুলোচন।
নমোঽস্তু তস্মৈ হরয়ে ত্রয়ীমূর্ত্তিধরায় চ॥
নীলজীমূতবপুষে নমস্ত্রৈলোক্যনায়ক!।
দেবানাং বরদোঽসি ত্বং প্রপন্নার্ত্তিহর প্রভো!॥
একাম্রকনিবাসায় নমস্তে পীতবাসসে।
নির্গুণৈর্গুণরূপায় শঙ্খচক্রাব্জধারিণে!॥
ত্বমেব জগতামাদিঃ কারণানাঞ্চ কারণম্।
ভক্তবন্ধো জগন্নাথ করুণাময়সাগর!॥
তব স্থানানি রম্যাণি সন্তি দেব সহস্রশঃ।
একাম্রে গুপ্তরূপঞ্চ ন জানামি কথং প্রভো!॥
মামুবাচ পুরা বিষ্ণুস্ত্বং মমার্দ্ধশরীরকম্।
ইদানীন্তু কথং বাহং কৃতবানসি কেশব!॥
নারদস্তব ভক্তস্তু শয্যা তে ভুজগেশ্বরঃ।
কেবলং তৌ হি জানীতঃ কৃপা নাস্তি ময়ি প্রভো!॥
গোপীনাং প্রেমভক্তানাং দত্তা মুক্তিস্ত্বয়া বিভো!।
সনকাদ্যাশ্চ তিষ্ঠন্তি ঈশ্বরেচ্ছা নিরঙ্কুশা॥
একাম্রবিপিনে রম্যে তিষ্ঠংস্ত্বং পরমেশ্বর।
যোগনিদ্রাং সমাশ্রিত্য লোচনাব্জে নিমিল্য চ॥
ইদানীং করুণাপাঙ্গং দেহি মে জগদীশ্বর।
স্বস্থানং দেহি সংস্থাতুমাগতোঽস্মি তবান্তিকম্॥

শ্রীবাসুদেব উবাচ।

শৃণু মদ্বচনং শম্ভো কথয়ামি হিতং তব।
স্থাতুং স্থানং প্রদাস্যামি কুরু সত্যং মমাগ্রতঃ॥
নৈব কাশীং গমিষ্যামি স্থাস্যাম্যত্র চ সর্ব্বদা।
সগণৈরাবৃতো নিত্যমিতি সত্যং মহেশ্বর॥

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

কাশীং কথং ন যাস্যামি তত্রাস্তে জাহ্নবী মম।
সর্ব্বতীর্থময়ী পুণ্যা তীর্থং মে মণিকর্ণিকা॥

শ্রীবাসুদেব উবাচ।

অত্রাস্তে মণিকর্ণী তে মদগ্রে পাপনাশিনী।
আচ্ছাদিতা চ পাষাণৈর্গুল্মবৃক্ষলতাদিভিঃ॥
নারদস্তু ন জানাতি নৈব শেষো গিরীশ্বর!।
অহমেব তু জানামি বিদ্ধি ত্বমধুনা হর॥
অত্রৈব জাহ্নবী তেঽস্তি মৎপদাগ্রচ্যুতা শুভা।
আগ্নেয্যাং দিশি পৃষ্ঠে মে গঙ্গাযমুনসঙ্গকা॥
অন্যান্যপ্যত্র তীর্থানি সুগুপ্তানি চ সন্তি মে।
পশ্চাৎ সর্ব্বাণি বক্ষ্যামি কুরু সত্যঞ্চ শঙ্কর!॥

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

সত্যং সত্যং বদাম্যত্র তিষ্ঠামি মধুসূদন।
বারাণসীং পরিত্যজ্য অন্য ক্ষেত্রাণি মাধব॥
একাম্রবিপিনে স্থাস্যে তব সান্নিহিতে প্রভো।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং ন যাস্যামি চ কুত্রচিৎ॥

ভারদ্বাজ উবাচ।

ইত্যুক্তো ভগবান্ শম্ভুস্তদ্বিষ্ণোর্দক্ষিণে দিশি।
লিঙ্গরূপধরশ্চাস্তে চতুর্ব্বর্গফলপ্রদঃ॥
মূলং স্ফটিকসঙ্কাশং মহানীলঞ্চ মধ্যমম্॥
মাণিক্যাভং তদূর্দ্ধঞ্চ লিঙ্গং ত্রিভুবনেশ্বরম্॥
ততঃ প্রভৃতি ভো বিপ্রাঃ ক্ষেত্ররাজে মহেশ্বরঃ।
কোটিলিঙ্গাবৃতঃ শ্রীমান্ বাসুদেবস্তু পালকঃ॥
তত্র পশ্যন্তি যে লিঙ্গমেকাম্রে মুনিসত্তমাঃ।
ব্রহ্মহত্যাযুতা বাপি মুক্তিস্তেষাং করস্থিতা॥

এবং শম্ভুঃ প্রার্থয়িত্বা বাসুদেবং সনাতনম্।
একাম্রবিপিনে চাস্তে কোটিলিঙ্গধরঃ প্রভুঃ॥”

পুরাকালে ত্রেতাযুগে কাশীস্থ বিশ্বনাথ দেবর্ষি নারদকে কহিয়াছিলেন; বৎস নারদ! আর এ পুরীতে থাকিবনা, ইহা শীঘ্রই বিনষ্ট হইবে; এখন ইহা জনাকীর্ণ এবং তপো-বিঘ্নকর হইয়া উঠিয়াছে, অতএব জনাকীর্ণ স্থানে অধিবাস করা উচিত নহে। জ্ঞানবিহ্বল নাস্তিকেরা (বোধ হয় বৌদ্ধদিগকে উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে) উপদ্রব করিতেছে, যথায় নাস্তিকেরা বাস করে তথায় ধর্ম্ম কর্ম্ম থাকে না, সকলেই অধর্ম্মাচারী হয়, এস্থানে যজ্ঞাদিতে হবির্ভাগও লোপ হইল। পার্ব্বতীর জন্য অতি যত্নে এই পুরী স্থাপন করিয়াছিলাম। পার্ব্বতীর রুচিপ্রদ স্থান আমার হর্ষপ্রদ বটে, কিন্তু এখানে আর থাকিতে ইচ্ছা হইতেছে না, যদি অন্যত্র কোন মনোহর স্থান থাকে, আমায় এখনিই বল; নারদ বলিলেন, হে প্রভো! লবণসমুদ্রের তীরে নীলশৈল নামে একটী নগরোত্তম আছে, তাহারই উত্তরে প্রসিদ্ধ একাম্রকানন অবস্থিত। সেই বিজন কাননে অনন্তের সহিত জগদ্‌গুরু রমানাথ “শ্রীবাসুদেব” নাম ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। সেই স্থান পরম গুহ্য; প্রজাপতি, অধিক কি আপনি পর্য্যন্তও তাহা জ্ঞাত নহেন; দেবতাদিগের ত কথাই নাই। হে শঙ্কর! জগন্নাথের বক্ষোপরি থাকিয়াও স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীও সেই পরম গুহ্য একাম্রক্ষেত্র অবগত নহেন। জনার্দ্দন অনন্তের সহিত সেই স্থানে থাকিয়া সৃষ্টিস্থিতি লয় করিতেছেন। রাম লক্ষ্মণ, বলরাম কৃষ্ণ সদাই তথায় বাস করিতেছেন। হে মহেশ্বর! আমি অনেক দিন ব্যাপী তপস্যা দ্বারা বাসুদেবকে তুষ্ট করিয়া সেই উত্তম ক্ষেত্র অবগত হইয়াছি। আমি, অনন্ত ও জগন্নাথ, আমাদিগের তিন জনেরই তথায় গতিবিধি আছে, ইন্দ্রাদি দেবগণের কোন সম্পর্ক নাই। হে প্রভো

পূর্ব্বে এই পরম গুপ্ত স্থান আমি জ্ঞাত হই এক্ষণে আপনিও জ্ঞাত হইলেন।

* * * *

অনন্তর শ্রীশঙ্কর, নারদের কথা শ্রবণ করিয়া শৈলসুতার সহিত একাম্রকাননে আগমন করিয়া, জগন্নাথকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে পরমানন্দ পদ্মনাভ সুলোচন আপনাকে নমস্কার। হে ত্রয়ীমূর্ত্তিধর হরে! আপনাকে নমস্কার। হে নীল-জীমূতবপু! হে ত্রৈলোক্যনায়ক দেবগণের বরদাতা! আপনাকে নমস্কার। হে পীড়িতভীত-ত্রাণকারিন্! হে একাম্রনিবাস পীতাম্বর! হে নির্গুণ! হে গুণরূপ-শঙ্খচক্রাব্জধারিন্! আপনাকে নমস্কার। হে জগতের আদিকারণের কারণ, ভক্তবন্ধু করুণাসাগর জগন্নাথ! হে দেব! আপনার সহস্র সহস্র রম্যস্থান আছে জানি, কিন্তু এই একাম্রে আপনার গুপ্তরূপ জানিলাম না। হে হরে! আপনি আমায় পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, আমি তোমার অর্দ্ধ শরীর; কিন্তু হে কেশব! এক্ষণে আমায় স্বতন্ত্র করিলেন। আপনার ভক্ত নারদ, আর আপনার শয্যা ভুজগেশ্বর, এই উভয়েই কেবল এই স্থান অবগত আছে; আমার প্রতি আর আপনার সে রূপ অনুগ্রহ নাই। হে বিভো! লীলাময়! আপনার প্রেমভক্ত গোপিনীগণ অনায়াসেই মুক্তিলাভ করিল। আর সনকাদি মহর্ষিগণ মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় অদ্যাপি আপনার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। হে পরমেশ্বর! একাম্র বিপিনে যোগ-নিদ্রা সমাশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন; এক্ষণে লোচন উন্মীলন করিয়া আমাকে অবলোকন করুন। হে জগদীশ্বর! আমি আপনার আশ্রয়ে আসিয়াছি; আপনার এই পরম রমণীয় স্থানে আমায় বাস করিতে অনুমতি করুন।

ধূর্জ্জটী এইরূপ স্তব করিলে পর, বিষ্ণু নয়ন উন্মীলন করিয়া

হাস্যমুখে কহিলেন, হে শম্ভো! তোমার হিতের জন্য যাহা বলি শ্রবণ কর। আমি সানন্দে তোমাকে এস্থানে থাকিতে দিব, কিন্তু একটী সত্য করিতে হইবে যে, তুমি আর কাশীতে প্রত্যাবৃত্ত হইবে না, স্বগণের সহিত মনোহর এই একাম্র-কাননে বাস করিবে। শঙ্কর কহিলেন, কেমন করিয়া আমি পুণ্যভূমি বারাণসী একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিব; সে স্থানে আমার জাহ্নবী ও সর্ব্বতীর্থময়ী মণিকর্ণিকা রহিয়াছে। শ্রীবাসুদেব কহিলেন, হে শঙ্কর! এখানে আমার সম্মুখে পাষাণ ও গুল্মবৃক্ষাদি দ্বারা আচ্ছাদিত পাপনাশিনী মণিকর্ণিকা রহিয়াছে। হে গিরীশ! নারদ বা শেষ কেহই ইহার বিষয় অবগত নহে; এখানে অগ্নিকোণে পৃষ্ঠভাগে আমার পদনিঃসৃতা গঙ্গা যমুনা প্রবাহিত হইতেছে; এখানে আরও অনেক গুপ্ত-তীর্থ আছে, সে সকলও একে একে তোমাকে বলিব। এখন আমার সকাশে সত্য কর যে, এইখানে থাকিবে। শ্রীশঙ্কর কহিলেন, হে মধুসূদন! আমি শপথপূর্ব্বক বলিতেছি, আপ-নার নিকটেই থাকিব। হে মাধব! বারাণসী অথবা অন্য কোন স্থানে কদাচ গমন করিব না। হে প্রভো! আমি পুন-র্ব্বার ত্রিসত্য করিতেছি যে, আপনার সন্নিহিত একাম্রকাননে থাকিব; অন্য কুত্রাপি যাইব না।

ভারদ্বাজ কহিলেন, ভগবান্ শঙ্কর এই প্রকার কহিয়া বিষ্ণুর দক্ষিণদিকে লিঙ্গরূপে অবস্থান করিলেন। এই লিঙ্গের মূলদেশ স্ফটিকসঙ্কাশ, মধ্যভাগ মহানীল ও ঊর্দ্ধদেশ মাণিক্যাভ হইল। এই লিঙ্গমূর্ত্তি ত্রিভুবনেশ্বর নামে বিখ্যাত। হে বিপ্রগণ! তদবধি এই ক্ষেত্ররাজে শ্রীমহেশ্বর কোটিলিঙ্গে আবৃত হইয়াছেন ও শ্রীবাসুদেব ইহার পালক। হেমুনিসত্তম! যে মানব সেই একাম্র কাননে লিঙ্গরাজকে সন্দর্শন করে, তাহার কোটি ব্রহ্মহত্যা পাপ বিনাশ হয়, এবং তাহাদিগের মুক্তি করস্থিত। এই রূপে বাসু-

দেবের অনুজ্ঞায় শম্ভু কোটিলিঙ্গরূপে একাম্রবিপিনে অবস্থিতি করিতেছেন।

শিবপুরাণের উত্তরখণ্ডে কীর্ত্তিবাসাসুরবধ নামে ষড়্বিংশ অধ্যায়ে এই আখ্যানটী অন্য রূপ দৃষ্ট হয়। যথা,—

"দিব্যমাণিক্যসদনে কাশ্যাং তিষ্ঠন্তমীশ্বরম্।
উবাচ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা গৌরী পর্ব্বতনন্দিনী॥
আস্তে কুত্র স্থলং দিব্যং কমনীয়ং তব প্রভো!।
এতস্যাশ্চৈব সদৃশং গোপনীয়ং মহোদয়ম্॥
দিবি বা ভুবি বা শম্ভো! পাতালে গগণেঽথ বা।
কুত্রাস্তে গোপনীয়স্তে ক্ষেত্রং তন্মে বদ প্রভো!॥
ইত্যুক্ত্বা প্রহসন্তী সা পাদৌ ধৃত্বা মহেশিতুঃ।
পপাত শিরসা নম্রা শিবপ্রাণেশ্বরী মুনে!॥
উত্থাপ্য শঙ্করস্তাস্তু গৌরীমম্বুজলোচনাম্।
চুচুম্বে বদনং তস্যা দাড়িমীকুসুমাধরম্॥
তামালিঙ্গ্য ভুজাভ্যাস্তু পরিষ্বজ্য পুনঃ পুনঃ।
ক্রোড়ে নিবেশয়ামাস জগন্মাতরমম্বিকাম্॥
ততঃ প্রহাস্যবদনো গিরীশো নীললোচনঃ।
সুকম্পিতোষ্ঠযুগলো বীক্ষ্য তামিদমব্রবীৎ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

কাষ্ঠা তে মহতী দেবি! কৃতা ময়ি নগেন্দ্রজে।
তব প্রীত্যা বদিষ্যামি ভুবি ক্ষেত্রং মম প্রিয়ম্॥
শ্রীমদুৎকলকে ক্ষেত্রে দক্ষিণার্ণবসন্নিধৌ।
বিন্ধ্যপাদোদ্ভবাদিত্যা নদ্যাস্তে পূর্ব্বগামিনী॥
সরিত্তদুদ্ভবা হেকা নাম্না গন্ধবতী শ্রুতা।
সাক্ষাদিয়ন্তু সা গঙ্গা কাশ্যামুত্তরবাহিনী॥
হংসকারণ্ডবাকীর্ণা স্বর্ণপঙ্কজশোভিতা।
সর্ব্বপাপহরা যাতি দক্ষিণার্ণবমম্বিকে॥

সর্ব্বপাপহরং দিব্যং তত্তীরে সদনং মম।
একাম্রকমিতি খ্যাতং বর্ত্ততে কিল সুন্দরি! ॥
সর্ব্বসম্পন্নমুদিতং সদা ষড়্‌ঋতুসেবিতম্।
কৈলাসমিব সুপ্রথ্যং তৎ ক্ষেত্রং মম পার্ব্বতি! ॥
তিলকৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ চন্দনৈ রক্তচন্দনৈঃ।
অশোকৈর্ব্বকুলৈর্ব্বিল্বৈর্ব্বটৈর্ব্বরুণপাদপৈঃ ॥
পনসৈঃ পিচুমর্দ্দৈশ্চ আম্রৈরাম্রাতকৈস্তথা।
নাগরঙ্গৈর্নারিকেলৈঃ কোবিদারৈঃ পৃষৎকরৈঃ ॥
কেতকীবনবৃন্দৈশ্চ তুলামলকপাদপৈঃ।
মালতীলতিকাভিশ্চ মাধবীভিঃ সমস্ততঃ ॥
তথা দ্রাক্ষালতাভিশ্চ মরীচলতিকাদিভিঃ।
জাতীযুথীমল্লিকাভিঃ করবীরৈঃ কুরণ্টকৈঃ ॥
কুন্দৈর্মন্দারকৈশ্চৈব সেবন্তীভিঃ সুগন্ধিভিঃ।
ইত্যাদিবিবিধৈর্বৃক্ষৈর্লতাভিঃ পুষ্পকাননৈঃ ॥
ষড়্‌ঋতোঃ ফলপুষ্পাদ্যং ক্ষেত্রং মম সুশোভিতম্।
শুকৈশ্চ সারিকাভিশ্চ কপোতৈঃ শিখিভিঃ প্রিয়ে ॥
টিট্টিভৈশ্চক্রবাকৈশ্চ চকোরৈর্জলকুক্কুটৈঃ।
কদম্বৈঃ কলহংসৈশ্চ ভ্রমদ্ভিস্তৈরিতস্ততঃ ॥
শব্দায়মানং তদ্দেবি! কূজদ্ভির্মধুরস্বরম্।
সরোভিঃ স্বচ্ছতোয়ৈশ্চ প্রফুল্লকুসুমাম্বুজৈঃ ॥
দিব্যসোপানরচনৈঃ সর্ব্বতঃ সমলঙ্কৃতম্।
এবং তৎ পরমং ক্ষেত্রং একাম্রকাননং মম ॥
দুষ্প্রাপ্যং সর্ব্বদেবানাং নরাণামপবর্গদম্।
তব প্রীত্যা মম স্থানং গোপিতং কথিতং প্রিয়ে।
বারাণসীসমং দিব্যং কোটিলিঙ্গবিভূষিতম্ ॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

নমস্তে ভগবন্ শম্ভো! ত্রাহি মাং ভুবনেশ্বর।

শ্রুত্বা তৎ ক্ষেত্রমমলং মম প্রীতিরজায়ত ॥
দিদৃক্ষা মহতী জাতা তব গুপ্তবনে মম।
যদাজ্ঞাং দাস্যতি বিভো তদা যাস্যাম্যহং বনম্ ॥

শ্রীশিব উবাচ।

তত্র চেৎ মহতী শ্রদ্ধা দিদৃক্ষায়াং তবাভবৎ।
একাকিন্যা ত্বয়া দেবি! তদা গন্তব্যমেব হি ॥
যদ্‌যদ্রূপং সমাস্থায় তত্র ক্রীড়সি বৈ প্রিয়ে!।
তত্তদ্রূপধরো ভূত্বা করিষ্যেঽহং ত্বয়া সহ ॥
অগ্রতো যাহি দেবি! ত্বং তৎ ক্ষেত্রং পাবনং মহৎ।
তব পশ্চাৎ গমিষ্যামি সর্ব্বপ্রমথসংবৃতঃ ॥

বামদেব উবাচ।

ইতীশ্বরবচঃ শ্রুত্বা মৃগশাবকলোচনা।
সিংহমারুহ্য তরসা যযাবেকাম্রকং বনম্ ॥
স্বর্ণকূটাচলং দিব্যং সুরসিদ্ধর্ষিসেবিতম্।
নানাবৃক্ষলতাগুল্মসরোভিঃ সমলঙ্কৃতম্ ॥
নানাপক্ষিরুতৈর্শ্বেধ্যৈঃ শব্দিতং সুমনোহরম্।
শিববাক্যপ্রমাণং তং দদর্শ গিরিনন্দিনী ॥
তত্র লিঙ্গধরং দৃষ্ট্বা সিতাসিতারুণপ্রভম্।
বিবিধৈরুপচারৈঃ সা পূজয়ামাস পার্ব্বতী ॥
লিঙ্গং ত্রিভুবনেশস্য সমাশ্রিত্য কৃতাসনা।
অভবন্নিশ্চলা তত্রে! ক্ষেত্রে তস্মিন্নিরাময়ে ॥
কদাচিৎ সা যযৌ পুষ্পমাহর্ত্তুং কাননান্তরম্।
ভ্রমদ্ভ্রমরসংযুক্তং পুংস্কোকিলনিনাদিতম্ ॥
তস্মিন্ বনান্তরে তত্রে হ্রদমধ্যাদ্বিনির্গতাঃ।
সহস্রসঙ্খ্যাকা গাবস্তা দদর্শ সুপয়োধরাঃ ॥
তা আগত্য মুনে সর্ব্বাঃ গাবঃ কুন্দেন্দুসুপ্রভাঃ।
তত্রৈকস্মিন্ লিঙ্গবরে তত্যজুঃ ক্ষীরমুত্তমম্ ॥

প্রদক্ষিণং নমস্কৃত্য তস্য লিঙ্গস্য বৈ মুনে !।
ইতস্ততঃ সমালোক্য তা যযুর্ব্বরুণালয়ম্ ॥
তামালোক্য ক্রিয়াং দেবী বিস্ময়োৎফুল্ললোচনা।
তামাহর্ত্তুং মনো দধ্রে ভবপ্রীত্যা মহামুনে ! ॥
তস্মিন্নেব দিনে তাস্ত পূজিতং লিঙ্গমুত্তমম্।
গাবঃ সর্ব্বাঃ ক্ষীরবত্য আযযুর্ব্বরুণালয়াৎ।
গাঃ সহস্রাণি তা দৃষ্ট্বা গিরিরাজসুতা মুনে !।
জগ্রাহ শিবভক্ত্যা সা পালয়ন্তী চ যষ্টিনা ॥
তামাহৃত্য জগন্মাতা রূপং তত্যাজ বৈ স্বকম্।
গোপীরূপং সমাস্থায় গোপালিন্যভবন্মুনে ! ॥
তাভ্যো দুগ্ধ্বা পয়ঃ সর্ব্বং লিঙ্গে ত্রিভুবনেশ্বরে।
স্নাপয়ন্তী চ পয়সা ভক্ত্যা সা মুদিতাভবৎ ॥
স্নাপয়িত্বা পয়োভিস্তং কুসুমৈঃ সুমনোহরৈঃ।
অর্চ্চয়ন্তী মুদং লেভে দশবর্ষাণি পঞ্চ চ ॥
এতস্মিন্নন্তরে তণ্ডে কীর্ত্তিনামা মহাসুরঃ।
বাসস্তদনুগশ্চৈব তত্রাগাতাং সুদুর্ম্মদৌ ॥
রূপযৌবনসম্পন্নৌ দিব্যকুণ্ডলধারিণৌ।
দিব্যমাল্যাম্বরধরৌ দিব্যগন্ধানুলেপনৌ ॥
তৌ তাং দদৃশতুর্দেবীং গোপীং চন্দ্রনিভাননাম্ ॥
পীনোন্নতকুচাং গৌরীং বিম্বোষ্ঠীং মৃগলোচনাম্ ॥
তাবাহতুস্ততস্তণ্ডে সুস্মিতৌ মধুরস্বরৌ।
অনঙ্গবশমাপন্নৌ রন্তুকামৌ কৃতাঞ্জলী ॥

কীর্ত্তিবাসাবুচতুঃ।

কা ত্বং মোহয়সীন্দুমণ্ডলমুখী প্রাগেব সন্তাপদে
গান্ধর্ব্বী মনুজাধিপস্য তনয়া কিংবা সমুদ্রাত্মজা।
কিংবা কামবিমোহিনী রতিরসি প্রোত্তুঙ্গতুঙ্গস্তনী
নো চেচ্চন্দ্রমনোহরা ত্বমসি বা প্রীত্যা বদস্বাশু নৌ ॥

গোপ্যুবাচ।

নাহং সমুদ্রস্য সুতা ন চান্যা
নাহং রতির্নৈব পুলোমজাহম্।
গন্ধর্ব্বপত্নী ন চ রাজনন্দিনী
গোপালনার্থং কিল গোপ্যহং বিভো॥

কীর্ত্তিবাসাবূচতুঃ।

আবাং কৃতার্থৌ কুরু পুরুষপ্রিয়ে
ত্বৎসুন্দরভ্রূস্মিতদর্শনোৎসুকৌ।
ত্বদঙ্গসঙ্গস্পৃশদঙ্গমজ্জনা-
জ্জীবেশ্বরৌ গাঙ্গজলেপ্লুতাবিব॥

গোপ্যুবাচ।

ধিগস্তু বাং পাপনিগূঢ়মানসৌ
পরস্ত্রিয়া ভোগবিচারলালসৌ।
নৈবং বিধাহং যুবয়োস্তু ভাবিনী
গমিষ্যথো মৃত্যুনিকেতনং ধ্রুবম্॥

বামদেব উবাচ।

এবং ব্রুবাণা মদনাঙ্গনাশন-
প্রিয়া সুরৌ তৌ মদগূঢ়মানসৌ।
বিমোহয়ন্তী কিল পশ্যতোস্তয়োঃ
ক্ষণাদগাদন্তর্মিবাম্বরে তড়িৎ॥

তৌ তামন্তর্হিতাং বীক্ষ্য বিস্ময়োৎফুল্ললোচনৌ।
কস্য প্রিয়েয়মবলা পশ্যতামিতি বাদিনৌ॥
তয়োর্বিচেষ্টিতং দৃষ্ট্বা গিরিজা চন্দ্রকাননা।
স্মরতি স্ম মহাদেবং কাশীনিলয়সংস্থিতম্॥
জ্ঞাত্বা শিবা-সংস্মরণং শিবস্তু বিশ্বেশ্বরো বিশ্বশিবপ্রদাতা।

নন্দীশ্বরাদিপ্রমথাংশ্চ তত্র সন্ত্যজ্য গন্তুং স মনো বিধত্তে॥
নীলোৎপলশ্যামলকোমলাঙ্গঃ কঞ্জেক্ষণো বিম্বফলাধরোঽসৌ।
পিশঙ্গবাসা মুরলীনিনাদী গুঞ্জাবতংসী শিব আজগাম॥

একাম্রপাদপরুচিপ্রচলৎপ্রবালং
গন্ধানদীকমলধূতবিনোদশীলৈঃ।
মন্দানিলৈর্মলয়ধূতরজৈস্তু সেব্য-
মাসাদ্য মন্মথরিপুর্মুরলীং জগৌ সঃ॥
আকর্ণ্য শঙ্করমুখাম্বুজনির্গতশ্চ
বেণুস্বনং কলসুপঞ্চমরালগীতম্।
গাবো মৃগাঃ শিখিশুকোকিলসারিকাদ্যা
উৎফুল্ললোমলতিকা হৃদি শুশ্রুবুস্তু॥
তং গোপবেশধরমীক্ষ্য পতিং ত্রিনেত্রা
কোঽয়ং পুমানিতি জহাস বিলোলনেত্রা।
প্রাহ প্রসন্নবদনামৃতগুচ্ছহাসা
কস্ত্বং সমাগত ইহাশু পিশঙ্গবাসাঃ॥
তামাহ গোপযুবতীং বিধুমণ্ডলাস্যাং
কৃত্বা স্মিতং কমলবিশ্রুতলোচনোঽসৌ।
ত্বং কাপি গোপদয়িতে দয়িতার্দ্রচিত্তা
যন্মাং জগাদ বচনং মধুরস্বরোক্তম্॥
গোপালবাক্যমিদমুত্তমমীশ্বরী সা
শ্রুত্বা পপাত পদয়োর্মুরলীধরস্য।
প্রাহাস্মি গোকুলপতে গৃহিণী তবাহং
বিম্বাধরামৃতরসৈর্ময়ি দেহি দাস্যম্॥
তদ্বাক্যতোঽহমিহ দেব সমাগতা বৈ
বিঘ্নো বভূব নিয়তং মম দৈত্যসূনোঃ।
আজ্ঞাপয়স্ব করবাণি কথং হি সেবাং
তৌ নাশয়াশু পুরুষৌ সুরদুঃখমূলৌ॥

শঙ্কর উবাচ।

রাজা পুরা ক্রমিলদেশভবো হি ভূম্যাং
যজ্ঞৈরিয়াজ বিপুলাম্বরদক্ষিণাদ্যৈঃ।
তুষ্টাস্তমূচুরিদমম্বমংশ্চ দেবাঃ
যত্তে মনোগতবরং বরয়াশু ভূপ॥
বব্রে বরং সমরনন্দনকাবিমৌ ভো
নিত্যং সুরা হি ভবতাং পুরুষৈরবধ্যৌ।
শস্ত্রৈস্তথাস্তু বচনং ত্রিদশা ব্রুবাণা
আচ্ছন্নতো মৃগসুলোচনি তৌ জহি ত্বম্॥
ইত্যাজ্ঞপ্তা ততো দেবী গোপরূপধরা তু সা।
জগাম পুষ্পমাহর্ত্তুং সুবনং সুলতান্তরম্॥
তত্র তাবসুরৌ দৃষ্ট্বা তামেব মৃগলোচনাম্।
কৃতাঞ্জলিপুটৌ ভূত্বা বাক্যমেতদবোচতাম্॥

কীর্ত্তিবাসাবুচতুঃ।

দেবি! ত্বং বরকল্যাণি জীবনং নৌ হি কামতঃ।
ত্বয্যাবয়োশ্চ বর্ত্তেত বহুধালং মনোরথঃ॥

গোপ্যুবাচ।

মম একো ব্রতো হ্যাস্তে শৃণু তত্তু মহৌজসৌ।
কৃত্বা মম ব্রতং পূর্ণং ভার্য্যাং মাং কুরুতং দ্রুতম্॥
স্কন্ধে শীর্ষে চ পাদৌ তু মম কৃত্বা তু যো নরঃ।
উত্তোলয়তি মাং ভূমেস্তস্য ভার্য্যা ভবাম্যহম্॥

বামদেব উবাচ।

ইতি গোপবচঃ শ্রুত্বা সানন্দাবসুরাত্মজৌ।
তাং সমুদ্ধর্ত্তুকামৌ চ বভূবতুরিতস্ততঃ॥
তস্যাশ্চ শিব আদত্তৌ দেহি পাদাবিতীরিতৌ।
ততো মমর্দ্দ পদ্ভ্যাং তৌ কীর্ত্তিবাসৌ মহাসুরৌ॥
তত্র তাভ্যাং মহাযুদ্ধং চকার নগনন্দিনী।

পুনর্ম্মমর্দ্দ তৌ বীরৌ সুরবিস্ময়কারকৌ॥
দেবী পদ্ভ্যাং হতৌ তৌ তু মূর্চ্ছিতৌ পতিতৌ ভুবি।
পাদেন পোথয়ামাস ভূয়ঃ পর্ব্বতনন্দিনী॥
ততস্তাবসুরৌ বীরাবসূংস্ত্যক্ত্বা রসাতলম্।
জগ্মতুস্তত্র সা দেবী চকার হ্রদমুত্তমম্॥
য ইদং শুভমাখ্যানমাহবং কীর্ত্তিবাসয়োঃ।
শৃণুয়াদ্বা পঠেদ্বাপি স নিষ্পাপো ভবেদ্ধ্রুবম্॥”

ভাবার্থ যথা,—

এক দিন পর্ব্বততনয়া গৌরী প্রাঞ্জলি হইয়া শঙ্করকে কহিলেন, এই কাশীধাম সদৃশ অপর গোপনীয় পুণ্য স্থান আর কোথায় আছে? স্বর্গে, মর্ত্ত্যে অথবা পাতালে, যেথানেই থাকুক না, কৃপাপূর্ব্বক আমার নিকট প্রকাশ করুন। পার্ব্বতী এই প্রকার কহিয়া হাসিতে হাসিতে মহেশের পদতলে নমস্কার করিলেন। তখন শঙ্কর প্রেমানন্দে দেবীকে আপন অঙ্কে বসাইয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, দেবি! তুমি নানাপ্রকারে আমায় পরিতুষ্ট করিয়াছ, সে কারণ পৃথিবীর মধ্যে একটী পরম গুহ্যক্ষেত্রের বিষয় তোমায় বলিব। দক্ষিণ উদধির নিকট বিন্ধ্যাপাদ নিসৃতা সাক্ষাৎ গঙ্গারূপা গন্ধবতী* নামে নদী প্রবাহিত হইতেছে। তাহার তীরে “একাম্র” নামে পুণ্যপ্রদ একটা কানন আছে। তাহা কৈলাস পর্ব্বত অপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী এবং কাশীক্ষেত্র অপেক্ষাও মুক্তিপ্রদ। ইহা বারাণসী সদৃশ কোটি লিঙ্গ বিভূষিত। গিরিজা তৎশ্রবণে উক্ত কানন সন্দর্শনে উৎসুকা হইয়া তথায় যাইবার জন্য অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিলে, মহাদেব তাঁহাকে অনুমতি দিয়া কহিলেন; দেখ, তোমাকে একাকিনী যাইতে হইবে; তুমি তথায় যে যে রূপে বিচরণ করিবে, আমি

* উৎকল খণ্ডের দ্বাদশ অধ্যায়ে ইহাকে ‘গন্ধবহা’ বলা হইয়াছে।

সেই সেই রূপ ধারণ করিয়া তোমার সহিত পরে মিলিত হইব। তখন পার্ব্বতী সিংহারোহণে একাম্রকাননে আসিয়া ত্রিভুবনেশ্বরকে দর্শন করিয়া তাঁহার পূজা করিলেন। অনন্তর, এক দিবস পুষ্পাহরণ জন্য বনান্তরে যাইয়া দেখিলেন, একটি হ্রদ হইতে সহস্র সহস্র গাভী উত্থিত হইয়া নিকটস্থ গোসহস্রেশ্বর লিঙ্গোপরি ক্ষীর প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার বরুণালয়ে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে। তিনি গোপালিনী রূপে সেই গাভীগণকে তাড়াইয়া ত্রিভুনেশ্বরের নিকটে লইয়া আসিলেন ও তাহাদিগের ক্ষীর দ্বারা প্রত্যহ তাঁহার অভিষেকাদি করিতে থাকিলেন। ঘটনাক্রমে কীর্ত্তি ও বাস নামে দমনকাসুরের পুত্রদ্বয় তথায় আসিয়া গোপীবেশধারিণী গৌরীকে সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকে কামনা করিলে, 'ধিক্! পরস্ত্রীলোলুপ মূঢ়বুদ্ধি পাপী এ অসদভিপ্রায় তোদের মনে কেন উদয় হইল; শীঘ্রই, তোদের যম সদনে যাইতে হইবে' দেবী এই বলিয়া তথা হইতে অন্তর্হিতা হইয়া শঙ্করকে স্মরণ করিলেন। অনন্তর, ত্রিপুরারি গোপবেশে তথায় আসিয়া অসুরদ্বয়কে নিহত করিতে ভগবতীকে অনুজ্ঞা দিলে, তিনি পুনরায় পুষ্প চয়ন করিতে করিতে তাহাদিগের সম্মুখীন হইলেন। তখন সেই অসুরদ্বয় পুনর্ব্বার তাঁহাকে কহিল, 'হে কল্যাণি! তুমি আমাদিগের জীবন, অতএব আমাদিগকে ভজনা করিয়া আমাদের প্রাণদান কর।' দেবী এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিল, 'অসুরদ্বয়! আমার একটী প্রতিজ্ঞা আছে তোমরা তাহা সম্পাদন করিলেই তোমাদিগকে ভজনা করিব। আমি যাহার স্কন্ধে ও মস্তকে পদ দিয়া দণ্ডায়মানা হইব, সে যদি আমাকে অনায়াসে তুলিতে সমর্থ হয়, তবে আমি তাহাকেই পতিত্বে গ্রহণ করিব।' কীর্ত্তি ও বাস গোপীবাক্য শ্রবণ করিয়া অগ্রসর হইল এবং মস্তক নত করিয়া দেবীকে স্কন্ধোপরি আরোহণ করিতে কহিলে, দেবী পদ দ্বারা

তাহাদিগকে চাপিয়া পোথিত করিলেন। তাঁহার পদভরে সেই স্থান নিম্ন হইয়া একটী সরোবরে পরিণত হয়। ইহাই দেবী-পাদহরা নামে বিখ্যাত।

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, একাম্রকানন খৃঃ ছয় শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে কলিঙ্গনগর নামে বিখ্যাত ছিল। তথাকার রাজা মগধরাজের সহিত বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। শাক্য-সিংহ-বুদ্ধদেবের তিরোধানের পর তাঁহার একটি দন্ত কলিঙ্গ রাজ উপহার স্বরূপে পাইয়াছিলেন। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, কলিঙ্গদেশে শাক্যসিংহের জীবদ্দশাতেই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। অশোকরাজের সময় কলিঙ্গদেশ তাহার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। অশোকরাজের প্রদত্ত অনুশাসন লিপি অদ্যাপি একাম্র-কাননের অনতি দূরে দৌলির পাহাড়ে রহিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত দন্তটি পিপ্‌লি নগরের নিকট দাতনেতে* (দন্তপুরী) নীত হইয়া পরে নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া সিংহল দ্বীপস্থ কলম্বে নীত হই-

* তাম্রলিপ্ত হইতে ৫০ মাইল দূরে জলেশ্বরের ১২ মাইল উত্তরে আর একটী পল্লি ‘দাতন’ নামে দৃষ্ট হয়। আমাদিগের মতে প্রথমে দন্তটী পিপ্‌লীর নিকট বর্ত্তমান দাতনেতে আইসে। রাজা গুহাশিবের সময়ে (৩৭০—৩৯০খৃঃ) মগধরাজ পাণ্ডুর আদেশে তাঁহার সেনাপতি চিত্তযান কর্ত্তৃক পাটলীপুত্রে ইহা নীত হয়; অনন্তর পাণ্ডু, পরলোক প্রাপ্ত হইলে গুহাশিব তাহা স্বরাজ্যে আনয়ন করেন। সম্ভবত ঐ সময়ে তিনি ইহাকে যথায় রাখিয়াছিলেন, তাহাই জলেশ্বরের নিকট বর্ত্তমান ‘দাতন’। পরে তিনি সমরে নিহত হইলে তাহার জামাতা দন্তকুমার ও কন্যা হেমমালা উহা লইয়া তাম্রলিপ্তে আসিয়া পোতে আরোহণ করত সিংহল দ্বীপে যাইয়া আশ্রয় লয়েন। বর্ত্তমান দাতনে যে বিষ্ণুমন্দির আছে তাহাতে একটি রজতের দন্তকাষ্ঠ রক্ষিত আছে। প্রবাদ এই যে, শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব গঙ্গাস্নানে আসিবার কালীন সেই সেই স্থানে দন্ত মার্জ্জন করিয়াছিলেন বলিয়া উহা দন্তপুর বা দাঁতন নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, সেই জন্যই অর্চ্চকেরা যাত্রিগণকে রজতের দন্তকাষ্ঠ দেখাইয়া আপন প্রাপ্য লইয়া থাকেন।

য়াছে। অনন্তর, যযাতিকেশরী তাহার জীবনের শেষভাগে একাম্রকাননে রাজধানী স্থাপন করিয়া ভুবনেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। পরে তাহার প্রপৌত্র ললাটেন্দু কেশরী ৬৫৭ খৃঃ ভুবনেশ্বরের বিখ্যাত মন্দির সম্পূর্ণ করেন। একাম্রপুরাণে এতদ্বিষয়ে একটী শ্লোক দৃষ্ট হয়। যথা;—

"গজাষ্টেষুমিতে (৫৮৮) জাতে শকাব্দে কীর্ত্তিবাসসঃ।
প্রাসাদমকরোদ্রাজা ললাটেন্দুশ্চ কেশরী॥"

ললাটেন্দুকেশরী ৬২৩ হইতে ৬৭৭ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। অতএব ভুবনেশ্বরের মন্দির ১২২৭ বৎসরের পুরাতন বলিয়া জানা যাইতেছে। এবং বোধ হয় মন্দির নির্ম্মাণের পর হইতেই একাম্রকানন ভুবনেশ্বর নামে খ্যাত হইয়াছে। দেবের নাম প্রথমে ত্রিভুবনেশ্বর ছিল ক্রমে ভুবনেশ্বরে পরিণত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন ইহার অপর নাম কীর্ত্তিবাস (কীর্ত্তির্যশঃ বাস আবরণং যস্য। অথবা কীর্ত্তিবাসৌ তন্নাম্না প্রসিদ্ধৌ অসুরদ্বয়ৌ যস্য আজ্ঞয়া নিহতৌ সঃ কীর্ত্তিবাসঃ।) অথবা কৃত্তিবাস। (কৃত্তিশ্চর্ম্ম বাসো যস্য।) একাম্রকাননে ইহাকে লিঙ্গরাজ কহিয়া থাকে।

বিন্দু-সরোবরে স্নানাদি কার্য্য করিয়া যেরূপে একাম্র-চন্দ্রিকোক্ত ভুবনেশ্বর পরিক্রমণ যাত্রাবিধি করিতে হইবে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রথম যাত্রায় পরিক্রমণ-সন্দর্শনাদি,—

১ অনন্ত বাসুদেব। ২ গোপালিনী। ৩ চন্দ্ররুদ্র। ৪ কার্ত্তিকেয়। ৫ গণেশ। ৬ বৃষভ। ৭ কল্পবৃক্ষ। ৮ সাবিত্রী। ৯ লিঙ্গরাজ। ১০ একাম্রেশ্বর। ১১ উগ্রেশ্বর। ১২ বিশ্বেশ্বর। ১৩ চিত্রগুপ্তেশ্বর। ১৪ শাবরেশ্বর। ১৫ লড্ডুকেশ্বর। ১৬ শক্রেশ্বর। ১৭ ঈশানেশ্বর। ১৮ ভারভূতীশ্বর। ১৯ শ্রীকান্তেশ্বর। ২০ লাঙ্গুলীশ্বর। ২১ সোমেশ্বর। ২২ শিখণ্ডীশ্বর। ২৩ দর্দ্দুরেশ্বর। ২৪ অনন্তেশ্বর। ২৫ সোমসূত্রেশ্বর।

দ্বিতীয় যাত্রায় পরিক্রমণ-সন্দর্শনাদি,—

১ কপিলকুণ্ড। ২ মূর্ত্তিশ্বর। ৩ বরুণেশ্বর। ৪ যোগমাতা রাধা। ৫ ঈশানেশ্বর। ৬ দ্বিতীয়-ঈশানেশ্বর। ৭ যমেশ্বর।

তৃতীয় যাত্রায় পরিক্রমণ-সন্দর্শনাদি,—

১ গঙ্গা-যমুনা। ২ লক্ষ্মীশ্বর। ৩ স্বলোকেশ্বর। ৪ রুদ্রেশ্বর।

চতুর্থ যাত্রায় পরিক্রমণ-সন্দর্শনাদি,—

১ কোটি তীর্থেশ্বর। ২ স্বর্ণজলেশ্বর। ৩ সর্ব্বেশ্বর। ৪ সুরেশ্বর। ৫ সিদ্ধেশ্বর। ৬ মুক্তিশ্বর। ৭ শক্রেশ্বরাদি। ৮ কেদারেশ্বর। ৯ কেদারকুণ্ড। ১০ মরুতেশ্বর। ১১ হাটকেশ্বর। ১২ দৈত্যেশ্বর। ১৩ চন্দ্রেশ্বর।

পঞ্চম যাত্রায় পরিক্রমণ-সন্দর্শনাদি,—

১ ব্রহ্মেশ্বর। ২ ব্রহ্মকুণ্ড। ৩ গোকর্ণেশ্বর। ৪ উৎপলেশ্বর।

ষষ্ঠ যাত্রায় পরিক্রমণ-সন্দর্শনাদি,—

১ ভাস্করেশ্বর। ২ কপালমোচকেশ্বর।

সপ্তম যাত্রায় পরিক্রমণ-সন্দর্শনাদি,—

১ পরশুরামেশ্বর। ২ অলাবুকেশ্বর। ৩ উত্তরেশ্বর। ৪ ভীমেশ্বর। ৫ যজ্ঞভক্ষেশ্বর। ৬ বশিষ্ঠ ও বামদেব।

অষ্টম যাত্রায় পরিক্রমণ-সন্দর্শনাদি,—

১ রামরামেশ্বর। ২ সীতা, মারুতীশ্বর প্রভৃতি। ৩ গোসহস্রেশ্বর প্রভৃতি। ৪ পরদারেশ্বর। ৫ ঈশানেশ্বর। ৬ ভদ্রেশ্বর। ৭ কুক্কুটেশ্বর। ৮ কপালিনী। ৯ শিশিরেশ্বর।

নবম যাত্রায় পরিক্রমণ সন্দর্শনাদি,—

১ পূর্ব্বেশ্বর। ২ বৈদ্যনাথ। ৩ অষ্ট সূক্ষ্মেশ্বর প্রভৃতি। ৪ আম্রাতকেশ্বর। ৫ মধ্যমেশ্বর। ৬ ভীমেশ্বর। ৭ ভৈরবেশ্বর। ৮ সুন্দরেশ্বর। ৯ সূক্ষ্মেশ্বর। ১০ বহিরঙ্গেশ্বর।

অষ্টপ্রধান তীর্থের নাম।

১ বিন্দুসাগর। ২ পাপনাশিনী। ৩ গঙ্গা-যমুনা। ৪ কোটি

তীর্থ। ৫ ব্রহ্মকুণ্ড। ৬ মেঘকুণ্ড। ৭ অলাবু কুণ্ড। ৮ রামকুণ্ড।

এই সমস্ত পরিভ্রমণ ও সন্দর্শন করা বহু দিনসাধ্য বলিয়া অনেকেই বিন্দুসর, পুরুষোত্তম (অনন্ত বাসুদেব) ও চন্দ্রচূড়, (ভুবনেশ্বর) দর্শন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়। এতদ্বিষয়ে একাম্র-পুরাণোক্ত বাক্য যথা,—

"আদৌ বিষ্ণুহ্রদে স্নাত্বা দৃষ্ট্বা শ্রীপুরুষোত্তমম্।
চন্দ্রচূড়মুখং দৃষ্ট্বা চন্দ্রচূড়ো ভবেন্নরঃ॥"

অনেক মন্দিরই পুরাতন হইয়া জীর্ণ হইতেছে। প্রধান দেবালয় ব্যতিরেকে সর্ব্বত্রই সামান্য পূজা হইয়া থাকে। আমরা সময়াভাবে যে ক্রমে মন্দির ও দেবসন্দর্শন করিয়াছিলাম, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করিতেছি।

প্রথমে, মন্দিরপ্রাঙ্গণে যাইয়া উত্তরমুখী গণপতিকে সন্দর্শন করি। তৎপরে স্তম্ভোপরি অরুণমূর্ত্তি, পরে লক্ষ্মী-নরসিংহ, পরে পাকশালা, তৎপরে নীল প্রস্তরে দ্বিভুজা সাবিত্রী, তৎপরে ষষ্ঠীদেবী, তৎপরে যমরাজকে দর্শন করি। ইহার বদন ভল্লুকা-কৃতি, চারিটী হস্ত ও বাহন মহিষ। অনন্তর, বৈদ্যনাথ লিঙ্গ সন্দর্শন করি। পরে, একটী অসম্পূর্ণ মন্দির দেখি। কিংবদন্তী এই যে, বিশ্বকর্ম্মা এই মন্দির নির্ম্মাণ করিতে করিতে রাত্রি অবসান হইলে, তিনি ইহাকে অসম্পূর্ণ অবস্থায় রাখিয়া পরি-ত্যাগ করিয়া যান। তৎপরে পতিতপাবনের দারুময় মূর্ত্তি। এ সমস্তই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির মধ্যে অবস্থিত আছে।

অনন্তর, আমরা ভগবতীর প্রসিদ্ধ মন্দির সন্দর্শন করি। ইহা মূলমন্দিরের বায়ুকোণে স্থিত। ইহা বিজয়কেশরীরাজার সময়ের ৯ খৃঃ শতাব্দীর মধ্যভাগে। এই মন্দির খাণ্ডগিরির স্যাণ্ডষ্টোনে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার গঠনকার্য্যে যথেষ্ট শিল্প-নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে। লেখনী দ্বারা ইহার সৌন্দর্য্য প্রকাশ করা যায় না। এরূপ কৌশলপূর্ণ কার্য্য ভুবনেশ্বরের অনন্তবাসু-

দেবের মন্দিরে, পুরীর নাটমন্দিরে এবং গড়কের সরস্বতী মন্দিরে দৃষ্ট হয়। ইহা দর্শন না করিলে ইহার সৌন্দর্য্য অনুভব করা যায় না। মন্দিরটী দীর্ঘে ১৬০ ফুট, প্রস্থে ৫০ ফুট ও উর্দ্ধে ৫৪ ফুট। ইহার গর্ভগৃহ, ভিতর সারা দীর্ঘ ৩৫ ফুট ও প্রস্থে ৩০ ফুট হইবে। দেবীর নিত্যপূজা হইয়া থাকে, ভোগের বন্দোবস্তে বিশেষ পরিপাট্য নাই।

মূলমন্দিরপ্রাঙ্গণ পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৫০০ ফুট ও উত্তর-দক্ষিণে ৪০০ ফুট ; চতুর্দ্দিকে সুবৃহৎ দৃঢ় ৭॥ ফুট প্রশস্ত প্রাচীরে বেষ্টিত। ইহার প্রবেশের সিংহদ্বার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। মূল মন্দিরকে চারি অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে। পূর্ব্বদিক হইতে প্রবেশ করিলে সম্মুখে প্রথমের পূর্ব্বপশ্চিমে ৬৫ ফুট ও উত্তর দক্ষিণে ৫০ ফুট প্রশস্ত বাঁধান চত্বর। তাহার পর ভোগমণ্ডপ তৎপরে নাটমন্দির, তৎপরে মোহন ও সর্ব্বশেষে মূলস্থান।

ভোগমণ্ডপ দীর্ঘ-প্রস্থে ৫৬ ফুট হইবে। ইহা কমলকেশরী কর্ত্তৃক (৭৯২—৮১১ খৃঃ) নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার পোতাথামাল সাধারণ জমী অপেক্ষা ৩ ফুট উচ্চ। ইহার ছাদ চতুর্ভুজ পিরামিডের ন্যায়। এই মণ্ডপে প্রত্যেক দিন তিনবার করিয়া ভোগান্ন প্রদত্ত হয়।

ভোগমণ্ডপের পরে নাটমন্দির, শালিনীকেশরীর পাটরাণী কর্ত্তৃক (১০৯৯—১১০৪ খৃঃ অব্দে) ৫২ ফুট দীর্ঘ প্রস্থ ভূখণ্ডের উপর নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার পোতাথামাল ৩ ফুট উচ্চ ও ছাদ চতুর্ভুজ পিরামিডের ন্যায়।

মোহন ও মূলস্থান একত্রে যযাতিকেশরীর সময়ে আরব্ধ হইয়া ললাটেন্দু কেশরীর সময়ে সম্পূর্ণ হয়। মোহনগৃহ পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৬৫ ফুট ও উত্তর-দক্ষিণে ৪৫ ফুট ভূখণ্ডের উপর এবং মূল মন্দির ৫৬ ফুট দীর্ঘ প্রস্থ জমীর উপর নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার বহির্ভাগে নানা দেবমূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে, ও ইহাতে

যথেষ্ট শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ পাইতেছে। মন্দিরের বহির্ভাগস্থ উত্তর দেওয়ালে ভগবতীর, পশ্চিম দিকে কার্ত্তিকের ও দক্ষিণ ভাগে গণেশের মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। মূলমন্দিরের শিখর-দেশ ১৬০ ফুট উচ্চ হইবে। অভ্যন্তরে ৮ ফুট ব্যাসের লিঙ্গ, বেদী হইতে ৮ ইঞ্চ ঊর্দ্ধে আছে। বেদীপীঠ কৃষ্ণ ক্লোরাইট্ প্রস্তরে নির্ম্মিত। এরূপ স্থূল লিঙ্গের আভরণ হইতে পারে না বলিয়া কেবল মাত্র একটী স্বর্ণের উপবীত প্রদত্ত আছে।

দেবের নিত্য উপাসনার ক্রম যথা,—

১। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের জন্য দুন্দুভিধ্বনি হইয়া থাকে, তৎকালে ব্রাহ্মণগণ সম্মুখে দর্পণ ধারণ করিয়া আরতি করে।

২। ৬টার সময় মুখপ্রক্ষালনার্থ দন্তকাষ্ঠ প্রদান।

৩। ৭টার সময় স্নানাভিষেক। প্রথমে জলদ্বারা, পরে পঞ্চামৃত এবং তদনন্তর পুনর্ব্বার জলদ্বারা স্নান করান হইয়া থাকে।

৪। বস্ত্র পরিধান।

৫। ৮টার সময় বাল্যভোগ। ইহাতে লাজ, নবনীত ও মিষ্টান্ন প্রদত্ত হইয়া থাকে।

৬। ১০টার সময় সকালভোগ। ইহাতে খেচরান্ন, পিষ্টক ও মিষ্টান্ন প্রদত্ত হয়।

৭। ১১টার সময় ভোগমণ্ডপে পক্বান্নের ভোগ হইয়া থাকে। ইহার সহিত মন্দির মধ্যেও মিষ্টান্ন-ভোগ হইয়া থাকে।

৮। ১২টার সময় ভোগমণ্ডপে মধ্যাহ্নভোগ হইয়া থাকে। ইহাতে অন্ন, ব্যঞ্জন, মাল্‌পো, সর ও সরবৎ প্রভৃতি প্রদত্ত হয়। মিষ্টান্ন সকল মূল মন্দিরেই যাইয়া থাকে। ভোগান্তে কর্পূরা-লোকের আরতি হয়। তৎপরে দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

৯। দেব ৪ ঘণ্টা কাল বিশ্রাম করেন। নিদ্রাভঙ্গের জন্য

৪টার সময় দুন্দুভিধ্বনি হইয়া থাকে ও তৎসহ অর্চক আরতি করে।

১০। ঐ সময়ে জিলাপি ভোগ প্রদত্ত হইয়া থাকে।

১১। তৎপরে প্রাতঃকালের ন্যায় পুনর্ব্বার জলাভিষেক হইয়া থাকে। তৎপরে সন্ধ্যাকালীন শৃঙ্গারবেশ ও ধূপাদি প্রদত্ত হয়। উক্ত শৃঙ্গারবেশে বস্ত্র, চন্দন, বিল্বদল, তুলসী, ও পুষ্পমালা এবং অন্যান্য আভরণ প্রদত্ত হইয়া থাকে।

১২। সন্ধ্যাভোগ। ইহাতে মতিচুর, গজা, পকড়ান্ন (দধি ও লেবুর সহিত পান্তাভাত), গুড়, অলাবুর অম্ল, নারিকেল, ও ঘৃত এবং তদন্তে তাম্বুল প্রদত্ত হইয়া থাকে। ইহার পর আরতি হইয়া থাকে।

১৩। সন্ধ্যার কিছু পরে পুনর্ব্বার আরতি হইয়া বড় শৃঙ্গারবেশ হইয়া থাকে। তাহাতে পীতবর্ণের বস্ত্র ও নানা সৌগন্ধ দ্রব্য প্রদত্ত হয়। ইহার পরেই পকড়ান্ন, ভাজা, পিষ্টক ও মোহনভোগ প্রদত্ত হয়।

১৪। ইহার ১ ঘণ্টা পরে নিজ গৃহে গোপনভোগ হয়। ইহাতেও পকড়ান্ন ও দধি প্রদত্ত হয়।

১৫। ইহার পর পুষ্পাঞ্জলি হইয়া থাকে। ইহাতে পঞ্চ পাত্র, মিষ্টান্ন ও কদলী পরিপূর্ণ করিয়া গৃহ মধ্যস্থ বেদীপীঠোপরি রক্ষিত হয়।

১৬। তদনন্তর, আরতি।

১৭। অনন্তর শয়ন। ইহার জন্য গৃহ মধ্যে খাট, শয্যার উপকরণ, তাম্বূল, জল ও পুষ্প প্রভৃতি যথাস্থানে রক্ষা করিয়া, পূজারি ব্রাহ্মণ দেবকে সম্বোধন করিয়া কহেন, 'দেবী আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন', এই বলিয়া গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া আইসেন। অনন্তর দেব সমস্ত রাত্রি গৃহমধ্যে বিশ্রাম করেন।

ব্রহ্মপুরাণোক্ত পূজাবিধি যথা,—

"ততঃ শম্ভোর্গৃহং গচ্ছেদ্বাগ্যতঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রবিশ্য পূজয়েৎ পূর্ব্বং কৃত্বা তত্র প্রদক্ষিণম্॥
আগমোক্তেন মন্ত্রেণ বেদোক্তেন চ শঙ্করম্।
অদীক্ষিতশ্চ বা দেবান্ মূলমন্ত্রেণ চার্চ্চয়েৎ॥
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো রূপযৌবনগর্ব্বিতঃ।
কুলৈকবিংশমুদ্ধৃত্য শিবলোকং স গচ্ছতি॥
পশ্যেদ্দেবং বিরূপাক্ষং দেবীঞ্চ শারদাং শিবাম্।
গণচণ্ডং কার্ত্তিকেয়ং গণেশং বৃষভং তথা॥
কল্পদ্রুমঞ্চ সাবিত্রীং শিবলোকং স গচ্ছতি॥"

পূর্ব্বোক্ত বচন প্রমাণে পূজার বিধি থাকিলেও লোকে মন্দির পরিক্রমণ ও দেবদর্শন মাত্রে প্রতিনিবৃত্ত হয়। অর্চ্চকেরা দাক্ষিণাত্যের ন্যায় কর্পূরালোকে দেবদর্শন না করাইয়া সাধারণরূপে দেখাইয়া থাকে। যাত্রীরা দেবের অভিষেক বা নামার্চ্চনা অতি কম করিয়া থাকেন। পাণ্ডারা ভোগের টাকার জন্যই ব্যস্ত করিয়া থাকে এবং টাকা লইয়া দেবকে ভোগান্ন দিয়া থাকে। পাকশালা নিত্য ভোগের ও যাত্রিগণের ভোগের জন্য ২ অংশে বিভক্ত।

দেবের চতুর্দ্দশ প্রধানযাত্রা ও দ্বাদশ উপযাত্রা হইয়া থাকে।

১। প্রথমাষ্টমী যাত্রা। ইহা মার্গশীর্ষমাসে কৃষ্ণা অষ্টমীতে হইয়া থাকে। এই দিবস ভুবনেশ্বরের ধাতুময়ী ভোগমূর্ত্তি চন্দ্রশেখরকে রথারোহণে পাপনাশিনী তীর্থে লইয়া যাইয়া তাহার জল দ্বারা অভিষেক করা হয়। তদনন্তর, তাঁহার পূজা হইলে পুনর্ব্বার তাঁহাকে স্বস্থানে আনীত হয়। এই পাপনাশিনী নদী মূল মন্দিরের ৩০০ গজ পশ্চিমে অবস্থিত। যথা,—

"মার্গশীর্ষে কৃষ্ণপক্ষে যদা স্যাৎ প্রথমাষ্টমী।
তত্র যাত্রা সমুদ্দিষ্টা দেবদেবেন শম্ভুনা॥

আজ্ঞাং বরুণভূপায় পুরা শম্ভুঃ প্রদত্তবান্।
সমীপং তব লিঙ্গস্য যাস্যামি প্রথমাষ্টমীম্॥
ততো স্নানং জপো দানমক্ষয়ং পাপনাশনম্।
মার্গশীর্ষে শুভে মাসে যদা স্যাৎ প্রথমাষ্টমী॥
তস্যাং শিবস্য প্রতিমাং নয়েৎ পাপবিনাশিনীম্।
চর্চ্চরী-শঙ্খকাহাল-মৃদঙ্গ-মুরজস্বরৈঃ।
আসয্য শিবিকায়াস্তু মহোৎসবসমন্বিতম্।
এবং নীত্বা মহাদেবং তত্র বৈ পাপনাশনে॥
উদ্ধৃতৈঃ সলিলৈর্দিব্যৈশ্চন্দ্রচন্দনমিশ্রিতৈঃ।
স্নাপয়েৎ পরমেশানং পূজয়েৎ ভক্তিতঃ শিবে॥"

২। প্রাবরণষষ্ঠী যাত্রা। ইহা মার্গশীর্ষের শুক্লষষ্ঠীতে নিষ্পন্ন হয়। ঐ দিবস ভগবান্ শীতবস্ত্র ধারণ করেন। পঞ্চমীর দিন অধিবাস করিয়া ষষ্ঠীর দিন লিঙ্গকে স্নান ও নূতন বস্ত্র পরিধান করাইতে হয়। তদনন্তর তাঁহার ষোড়শোপচারে পূজা হইয়া থাকে। যথা,—

"ইতঃপরং মহেশানি! শৃণু ষষ্ঠীমহোৎসবম্।
মার্গশুক্লস্য পঞ্চম্যাং বস্ত্র শুদ্ধং সমাচরেৎ॥
দেবাগ্রমণ্ডপে তানি বসনান্যধিবাসয়েৎ।
ততঃ প্রভাতসময়ে লিঙ্গং তীর্থজলৈঃ শুভৈঃ॥
স্নাপয়িত্বা মহেশানি! কুর্ব্বীতাথ মহোৎসবম্।
দ্বারাগ্রে পূর্ণকুম্ভঞ্চ ছত্রচামরনিস্বনান্॥
ততঃ পঞ্চামৃতৈর্দ্দিব্যৈঃ স্নাপ্যাত্তু ভুবনেশ্বরম্॥
দিব্যৈর্গোধূমচূর্ণৈস্তু দৃষ্ট্বা দিব্যজলৈঃ পুনঃ।
ততস্তৈর্দিব্যবসনৈঃ কুর্য্যাৎ প্রাবরণং শিবে।
উপচারৈঃ ষোড়শভির্ভক্ত্যা দেবং প্রপূজয়েৎ॥
এবং যঃ কুরুতে ভক্ত্যা স রুদ্রপদমাপ্নুয়াৎ॥"

৩। পুষ্যাভিষেক যাত্রা। ইহা পৌষমাসের পৌর্ণমাসীতে হইয়া থাকে। ইহাতে চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে বিন্দুসরোবর হইতে ১০৮ কলস জল আনিয়া অধিবাস করিতে হয় এবং পর দিন তাহা দ্বারা এবং পঞ্চামৃত দ্বারা ভবানী ও শঙ্করের অভিষেক করিয়া তদনন্তর নূতন বস্ত্র পরিধান করাইয়া অষ্টাক্ষর মন্ত্রে তাঁহাদে পূজা করিতে হয়। যথা,—

"চতুর্দ্দশীনিশামধ্যে নবীনৈঃ কলসৈঃ শুভৈঃ।
আনয়েৎ তীর্থসলিলং স্থাপয়িত্বাধিবাসয়েৎ॥
অরুণোদয়বেলায়াং পুষ্পাণি সুরভীণি চ।
দদ্যাচ্চ সার্ষপীং মালাং চন্দনং চাধিবাসয়েৎ॥
শুভে লগ্নে ততো দেবি! লিঙ্গং ত্রিভুবনেশ্বরম্।
স্নাত্বা পঞ্চামৃতৈর্দিব্যৈঘৃ ষ্ট্বা বিল্বস্য চূর্ণকৈঃ॥
ততশ্চ তীর্থসলিলৈর্গন্ধপুষ্পাক্ষতাচিতৈঃ।
স্নাপয়েচ্ছোত্রিয়ো বিপ্রো রুদ্রাধ্যায়ং পঠন্ শুভম্॥
পুনর্জ্জয় জয়েত্যুক্ত্বা পুষ্পৈশ্চ স্নাপয়েদ্বিভুম্।
ততো ন্যাসাদিকং কৃত্বা পূজাকর্ম্ম সমাচরেৎ॥
অষ্টাক্ষরেণ মন্ত্রেণ ভবাণীশঙ্করৌ শিবে।
সম্পূজ্য পরয়া ভক্ত্যা দত্ত্বা মালাঞ্চ সার্ষপীম্॥
ততো বন্দাপয়েদেতৌ ঘৃতদীপৈর্মনোহরৈঃ॥"

৪। মকরসংক্রান্তি বা ঘৃতকম্বলযাত্রা। ইহা মকরসংক্রান্তিতে হইয়া থাকে। ইহাতেও পূর্ব্ব দিবস অধিবাস করিয়া পর দিন সংক্রমণকালে পঞ্চামৃত দ্বারা লিঙ্গাভিষেক করত বিন্দুসরোবরের ১০৮ কলস জলে স্নান করাইয়া নূতন শাত বস্ত্র পরিধান পূজা ও নবান্নভোজন করান হইয়া থাকে। যথা,—

"শৃণু দেবি মহাপুণ্যাং দেবস্য ঘৃতকম্বলম্।
যদা সংক্রমতে ভানুর্ম্মকরং ঘৃতকম্বলম্॥
তত্র কুর্য্যাৎ বিভোর্লিঙ্গে মহোৎসবসমন্বিতম্।

দিব্যানি গব্যসর্পীংষি পূর্ব্বাহ্নে চাধিবাসয়েৎ ॥
ততঃ সংক্রমণে কালে লিঙ্গং পঞ্চামৃতৈঃ শুভৈঃ।
স্নাত্বা তু সংস্কৃতং দ্রব্যং দদ্যাৎ তদ্ঘৃতকম্বলম্ ॥
ততো গন্ধং সুপুষ্পাণি দত্বা বৈ পূজয়েচ্ছিবম্।
এবং যঃ কুরুতে দেবি লিঙ্গস্য ঘৃতকম্বলম্ ॥
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো ধ্রুবং স শিবমাবিশেৎ ॥”

৫। মাঘসপ্তমী যাত্রা। ইহা মাঘ মাসে শুক্ল সপ্তমীতে হইয়া থাকে। সেই দিবস ভোগমূর্ত্তি চন্দ্রশেখর, শিবিকারোহণে অতি সমারোহে ভাস্করেশ্বরের মন্দিরে গমন করিয়া স্নানাদি করণানন্তর পূজাগ্রহণ ও তিলপিষ্টক-ভোগাদি গ্রহণ করিয়া অপরাহ্নে প্রত্যাবৃত্ত হন। যথা,—

“শৃণুষ্বাথাঘনাশায় যাত্রা বৈ মাঘসপ্তমীম্।
তস্যা দর্শনমাত্রেণ সূর্য্যোলোকং ব্রজেন্নর ॥
সংস্থাপ্য শিবিকায়ান্তু দেবং ত্রিভুবনেশ্বরম্।
ছত্রচামরবাদ্যাদ্যৈর্নয়েত্তং ভাস্করেশ্বরম্ ॥
তত্র গন্ধাদিভিঃ পূজ্য নৈবেদ্যং তিলযাবকম্।
দত্বা তু প্রার্থয়েল্লিঙ্গং পূর্ব্বোক্তবিধিনাম্বিকে ॥”

৬। শিবরাত্রি যাত্রা। ইহা ফাল্গুন মাসে কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী তিথিতে হইয়া থাকে। ঐ দিবস শত সহস্র বিল্বদল হরিহরের মস্তকে প্রদত্ত হইয়া যথাশাস্ত্র শিবরাত্রি ব্রত পূজা হইয়া থাকে।

“শিবরাত্রিব্রতং নাম্না সর্ব্বত্র বিদিতং শিবে।
সর্ব্বপাপঘ্নমতুলং সর্ব্বপুণ্যবিবর্দ্ধনম্ ॥
পূজান্তু ভুবনেশস্য যামে যামে চ কারয়েৎ।
দুগ্ধেন দধিনা চৈব সর্পিষা মধুনা তথা ॥
খণ্ডেন চৈব দেবেশি মহাস্নানঞ্চ কারয়েৎ।
ক্ষীরেণ পুরুষং বক্তুমঘোরং দধিনা তথা।
সদ্যোজাতং ঘৃতেনৈব মধুনা বামমেব চ।

খণ্ডৈনৈশানমাস্তস্থ স্থাপ্য লিঙ্গং প্রপূজয়েৎ ॥
দ্বাত্রিংশদ্ভিরুপচারৈর্যাগে যাগে মহেশ্বরম্।
বৃষ্টিঞ্চ বৈল্বপত্রাণাং কারয়েল্লিঙ্গমূর্দ্ধনি ॥
মহাবন্দাপনাং কুর্য্যাদ্বিল্ববৃক্ষাদিভিঃ শিবে।
এবং যঃ কুরুতে বিদ্বান্ যাত্রাং বৈ শিবরাত্রিকাম্।
সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তো ধ্রুবং হি শিবমাবিশেৎ ॥"

৭। অশোকাষ্টমী যাত্রা। ইহা চৈত্রমাসের শুক্ল অষ্টমীতে হইয়া থাকে। ঐ দিবস ভোগমূর্ত্তি চন্দ্রশেখর, রথে আরোহণ করিয়া অর্দ্ধক্রোশ বায়ুকোণে রামেশ্বরের আলয়ে গমন করেন ও তথায় ইন্দ্রদ্যুম্নের পাটরাণী গুণ্ডিচার ভবনে ৫ দিন থাকেন। এই যাত্রা পুরীর রথযাত্রার সদৃশ। প্রত্যাগমন কালে, দুর্গার মূর্ত্তি দেবালয় চত্বরের ঈশানকোণে থাকিয়া দেবকে আহ্বান করিয়া লয়েন। রথটীর পরিমাণ দীর্ঘ প্রস্থে ১৬ হস্ত ও উচ্চ ২১ হস্ত। উহা ৪টী চক্রের উপর অবস্থিত ও উহার চারিটী ঘোটক। ইহার ধ্বজায় ত্রিশূল ও বৃষভ অঙ্কিত থাকে। যথা,—

"রথং তৈঃ কারয়েৎ শুভ্রং চতুশ্চক্রং মনোহরম্।
একবিংশোৎকরোচ্ছ্রায়ং ষোড়শোৎকরমণ্ডলম্ ॥
চতুস্তোরণসংযুক্তং সুবর্ণকলসান্বিতম্ ॥
সৌরভেয়ধ্বজঞ্চৈব ত্রিশূলপরিশোভিতম্ ॥
চতুরশ্বসমাযুক্তং ব্রহ্মসারথিমুত্তমম্।
দিব্যসিংহাসনঞ্চৈব কুর্য্যাদেবং রথোত্তমম্ ॥"

৮। দমনভঞ্জিকা যাত্রা। ইহা চৈত্রমাসের শুক্লচতুর্দ্দশীতে হইয়া থাকে। ঐ দিবস চন্দ্রশেখর অনন্ত বাসুদেবের ভোগমূর্ত্তির সহিত বিন্দুসরোবরের পূর্ব্বভাগে তীর্থেশ্বরে গমন করিয়া দমনকের মালা পরিধান করেন। যথা,—

"ইতি প্রার্থ্য পরমেশ্বরং পুরুষোত্তমপ্রতীময়া সার্দ্ধং শিবিকায়াং নিবেশ্য শনৈঃ শনৈস্তীর্থেশ্বরোদ্যানং নীত্বা তত্র পর্য্য-

ক্ষোপরি স্থাপয়েৎ। ততঃ শ্রোত্রিয়ো দ্বিজঃ পাদৌ প্রক্ষাল্য পঞ্চ-ব্রহ্মমন্ত্রৈর্দ্দমনকপত্রাণি ছিন্দ্যাৎ। ততস্তানি পত্রাণি মালাং কৃত্বা পরমেশস্যাগ্রে স্থাপয়েৎ। ততঃ শিবং ষোড়ষোপচারৈঃ সংপূজ্য দমনকমালাং সংস্কৃত্য বাদ্যাদিমঙ্গলং কুর্ব্বন্ পরমেশ্বরশিরসি দদ্যাৎ॥"

৯। চন্দনযাত্রা। ইহা বৈশাখমাসের অক্ষয়তৃতীয়ায় হয়। ঐ দিবস হইতে চন্দ্রশেখর চন্দন-শৃঙ্গারে বিভূষিত হইয়া দ্বাবিংশতি দিবস পর্য্যন্ত রজনীতে বিন্দুসাগর গমন করিয়া জলক্রীড়া করিয়া থাকেন। তৎকালে বারবিলাসিনীগণ নৃত্য করিতে থাকে। সাগরস্থদ্বীপে যবাদির মিষ্টান্ন ভোগ হইয়া থাকে। যথা,—

"বৈশাখে শুক্লপক্ষে তু তৃতীয়ায়াং জনার্দ্দনঃ।
যবানুৎপাদয়ামাস যুগঞ্চারব্ধবান্ কৃতম্॥
ব্রহ্মলোকাৎ ত্রিপথগাং পৃথিব্যামবতারয়ৎ।
তস্যাং কার্য্যো যবৈর্হোমো যবৈর্বিষ্ণুং সমর্চ্চয়েৎ।
যবান্ দদ্যাদ্দ্বিজাতিভ্যঃ প্রযতঃ প্রাশয়েদ্দ্বিজান্॥
পূজয়েৎ শঙ্করং গঙ্গাং কৈলাসং তুহিনাচলম্।
ভগীরথঞ্চ নৃপতিং সাগরাণাং সুখাবহম্॥
স্নানং দানং তপঃশ্রাদ্ধং জপহোমাদিকঞ্চ যৎ।
শ্রদ্ধয়া ক্রিয়তে যত্তু তদনন্তায় কল্প্যতে॥"

১০। পরশুরামাষ্টমী যাত্রা। ইহা আষাঢ়মাসের শুক্লাষ্টমীতে হইয়া থাকে। এই দিবস চন্দ্রশেখরকে বিমানে আরোহণ করাইয়া পরশুরামেশ্বর মন্দিরে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় পুষ্পমালা ও চন্দন শৃঙ্গার হইয়া থাকে তৎকালে বারবিলাসিনীগণ নৃত্য করিয়া থাকে।

"যাত্রামাষাঢ়শুক্লায়ামষ্টম্যাং শৃণু পার্ব্বতী।
পূর্ব্ববৎ শিবিকায়ান্তু স্থাপয়িত্বা মহেশ্বরম্॥

ভক্ত্যা তু পরয়া প্রাতর্নয়েৎ রামেশ্বরং প্রতি।
নীত্বা তত্র মহাস্নানং মধুনা কারয়েচ্ছিবম্ ॥
উপহারৈস্তূপহারৈঃ পূজয়েৎ ভক্তিতৎপরঃ ॥”

১১। শয়নচতুর্দ্দশী যাত্রা। ইহা আষাঢ়মাসে চতুর্দ্দশীতে হইয়া থাকে। ঐদিবস শিবপার্ব্বতীর স্বর্ণময়ীমূর্ত্তিকে একত্রে ৪ মাস পর্য্যন্ত শয়ন করান হয়। ইহা বৈষ্ণবদিগের শয়ন একাদশীর ন্যায়। যথা,—

“ত্বং সর্ব্বজনকশ্চাসি ত্বং সর্ব্বজননীত্যসি।
উভয়োর্দর্শনাদেতে লোকাঃ পূতা ভবন্তু হি ॥
ত্বমেব জগতাং স্রষ্টা ব্রহ্মসাবিত্রিরূপতঃ।
লক্ষ্মীবিষ্ণুস্বরূপেণ পালকোহসি মহেশ্বর ॥
শিবোমারূপযোগেন মুক্তিদোঽত্র নৃণাং কিল।
শয়নং কুরু ভো শম্ভো পল্যঙ্কেঽস্মিন্ সহোময়া ॥
সুপ্তে ত্বয়ি জগন্নাথ জনাঃ সর্ব্বে তু নিশ্চলাঃ।
ভবিষ্যন্তি কৃতার্থাশ্চ দর্শনাত্তব শঙ্কর ॥”

১২। পবিত্রারোপণ যাত্রা। ইহা শ্রাবণ মাসের শুক্ল-চতুর্দ্দশীতে হইয়া থাকে। সেই দিবস বিগ্রহমূর্ত্তির জলাভিষেকের পর নূতন বস্ত্র ও যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করান হইয়া থাকে। এই দিবস দাক্ষিণাত্যের প্রত্যেক ব্রাহ্মণে প্রাতে স্নান করিয়া নূতনবস্ত্র ও যজ্ঞোপবীত পরিধান করিয়া থাকে।

১৩। কৃতান্ত-দ্বিতীয়া বা যম-দ্বিতীয়া যাত্রা। ইহা কার্ত্তিক মাসে শুক্ল দ্বিতীয়াতে হইয়া থাকে। ঐদিবস চন্দ্রশেখর শিবিকা-রোহণে যমেশ্বরের মন্দিরে গমন করেন। এই স্থানে তাঁহার পূজা ও নানাবিধ ভোগ হইয়া থাকে ও উৎসব উপলক্ষে বার-বিলাসিনীগণের নৃত্য গীতাদি হইয়া থাকে।

“যাত্রাং যমদ্বিতীয়ায়াং শৃণুষ্বাঘবিনাশিনীম্।
যস্যা দর্শনমাত্রেণ যমদণ্ডো ন বাধতে ॥

পূর্ব্ববচ্চ সমারোপ্য শিবিকায়াং মহেশ্বরম্।
নয়েদ্‌যমেশ্বরং দেবি! শম্ভুং ত্রিভুবনেশ্বরম্॥
যমেশাখ্যানবিধিনা পূজয়েত্তত্র শঙ্করম্।
পূর্ব্ববচ্চ নয়েচ্ছম্ভুং স্বগৃহং কিল পার্ব্বতি॥"

১৪। উত্থানচতুর্দ্দশী। ইহা কার্ত্তিক মাসের শুক্ল চতুর্দ্দশীতে হয়। ঐ দিবস স্বুবর্ণময় মূর্ত্তিদ্বয় ৪ মাসের পর শয্যা হইতে উত্থিত হন। তৎকালে দুন্দুভি ধ্বনি ও আরতি করা হইয়া থাকে। অনন্তর, জলাভিষেক নূতনবস্ত্র পরিধান ও ভোগাদি প্রদান করা হয়। যথা,—

"কার্ত্তিকস্য সিতে পক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং মহেশ্বরি।
শম্ভোরুত্থাপনং কুর্য্যাৎ ত্বয়া সহ নগেন্দ্রজে॥
উৎসবং পূর্ব্ববৎ কৃত্বা শঙ্খভেরিবরাদিভিঃ।
উদ্‌ঘাটয়েৎ কপাটন্তু ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ॥
নমস্তেঽস্তু মহাদেব নমস্তে গিরিকন্যকে।
যুবামুত্তিষ্ঠতং চাদ্যানুগ্রহং কুরুতং নৃণাম্॥
ইত্যুক্ত্বা আনয়েদ্দেবং দেবীং ত্রিভুবনেশ্বরে॥"

উপযাত্রা।

১। ধনুঃসংক্রান্তি। ইহা ধনুঃসংক্রান্তির দিন হইয়া থাকে। ঐ দিবস দেবকে তিলের লড্ডুক প্রদত্ত হয়। এ প্রদেশে এই দিবস সকলেই তিলের লড্ডুক ব্যবহার করিয়া থাকে।

২। বসন্তপঞ্চমী। ইহা মাঘ মাসের শুক্ল পঞ্চমীতে হইয়া থাকে। ঐ দিবস চন্দ্রশেখরমূর্ত্তি দেবালয়ের পূর্ব্ব দিকে আম্র কাননে নীত হয়। তৎকালে তথায় নৃত্য গীতাদি হইয়া থাকে।

৩। ভৈমী একাদশী। মাঘ মাসের শুক্ল একাদশীতে হয়। ঐ দিবস চন্দ্রশেখর শিবিকাযোগে ভীমেশ্বরে গমন করেন। তথায় নৃত্য গীতাদি হইয়া থাকে।

৪। কপিল যাত্রা। সৌর ফাল্‌গুনের প্রথম রবিবারে চন্দ্রশেখর দেবালয়ের ঈশান কোণে অর্দ্ধ ক্রোশের উপর কপিলেশ্বরের মন্দিরে নীত হন। তৎকালে তথায় নৃত্য গীতাদি হইয়া থাকে।

৫। দোলযাত্রা। ইহায় ফাল্‌গুন মাসে শুক্ল দশমী হইতে ৬ দিবস পর্য্যন্ত, হরিহর মূর্ত্তিকে বিমানে আরোহণ করাইয়া নগরের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করান হয়। তৎকালে নৃত্য গীতাদি হইয়া থাকে। পূর্ণিমার দিবস উত্তর দিকে দোলমঞ্চে দোল যাত্রা এবং ফল্গূৎসব হইয়া থাকে।

৬। নবপত্রিকা। ইহা চৈত্র মাসের শুক্ল সপ্তমী হইতে নবমী পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ঐ দিবস বাসন্তী পূজার ন্যায় ভুবনেশ্বরীর পূজা হইয়া থাকে।

৭। শীতল ষষ্ঠী। ইহা জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে হইয়া থাকে। ঐ দিবস চন্দ্রশেখর মূর্ত্তি কেদারেশ্বরে যাইয়া গৌরীদেবীকে বিবাহ করিয়া থাকেন।

৮। জন্মাষ্টমী। ইহায় ভাদ্রমাসে কৃষ্ণ অষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মোপলক্ষে দেবের উৎসব হইয়া থাকে।

৯। গণেশচতুর্থী। ইহা ভাদ্রমাসের শুক্লচতুর্থীতে হয়। ঐদিবস গণেশের জন্মোপলক্ষে উৎসব হইয়া থাকে। এ প্রদেশে ঐ দিবস প্রত্যেকের বাটীতে গণেশের পূজা হইয়া থাকে।

১০। ষোড়শদিনপর্ব্ব। ইহা আশ্বিনমাসের কৃষ্ণ অষ্টমী হইতে শুক্লাষ্টমী পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। প্রত্যেক দিন ভুবনেশ্বরের পূজা ও নৃত্যগীতাদি হইয়া থাকে। শেষ দিবস চন্দ্রশেখরের মূর্ত্তিকে বিমানে লইয়া বিন্দুসরোবরে লইয়া যাওয়া হইয়া থাকে। ইহা প্রায় বঙ্গীয় দুর্গোৎসবের তুল্য।

১১। দশরা বা বিজয়াদশমী। ইহা আশ্বিন মাসের দশমীর দিন হয়। ঐদিবস চন্দ্রশেখর মূর্ত্তি কালিকাদেবীর মন্দিরে নীত

হয়। তথায় সমস্ত পাইক ও খণ্ডায়ৎ সর্দারেরা একত্রে মিলিত হইয়া আপন আপন খড়্গাদি চালনাপূর্ব্বক বীরত্ব প্রকাশ করত ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া থাকে।

১২। কুমারাষ্টমী। ইহা আশ্বিন মাসের কোজাগর পূর্ণিমায় হয়। ঐদিবস দেবালয়ের পশ্চিম দেওয়ালে যে কার্ত্তিক মূর্ত্তি আছে তাহার পূজা হইয়া থাকে।

প্রত্যেক যাত্রাতেই যথেষ্ট পরিমাণে ভোগান্ন প্রস্তুত হয় এবং ভোগান্তে তাহা বিক্রয় হইয়া থাকে। অনেকেই তাহা ক্রয় করিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকেন। এস্থানে ও পুরীর ন্যায় অন্ন প্রসাদ সকলবর্ণেরই গ্রহণীয়, ইহা উচ্ছিষ্ট বলিয়া ঘৃণার্হ হয় না।

ভুবনেশ্বর সন্দর্শনানন্তর যথাক্রমে একটী গৃহমধ্যে দোল-গোবিন্দ এবং রুক্মিণী, অপর গৃহে চন্দ্রশেখর, পার্ব্বতী ও বাসু-দেব, অন্য স্থানে পঞ্চবক্ত্র, তদনন্তর রঘুনাথ ও চন্দ্রসূর্য্য মূর্ত্তি সন্দর্শন করি। পূজার সময় অগ্রে চন্দ্র সূর্য্যের পূজা হইয়া পরে অন্যান্য মূর্ত্তির পূজা হইয়া থাকে। অনন্তর, আমরা নাটমন্দি-রের উত্তর দিকের তৃতীয় দরজার ধারে একটী ক্ষুদ্র বৃষভ মূর্ত্তি দর্শন করি। গৃহের পোতা থামাল সাধারণ চত্বর হইতে ২ ফুট নিম্নে হইবে। বৃষভটী শয়নাবস্থায় রহিয়াছে, উহা ৫ ফুট ঊর্দ্ধ হইবে। উহা ধূসর বর্ণের সেণ্ডষ্টোন হইতে ক্ষোদিত হইয়াছে; উহার গঠন প্রণালীতে শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত হই-য়াছে। এই বৃষভ ভুবনেশ্বরের বাহন ও দ্বারপাল বলিয়া প্রত্যেক যাত্রীই তাহার পূজাদি করিয়া থাকে।

অনন্তর, আমরা বৃষভের পার্শ্বে লক্ষ্মীনারায়ণ মূর্ত্তিযুগল দর্শন করি। ইহা নীলবর্ণের শীলাখণ্ড হইতে ক্ষোদিত। ইহার অবয়ব ৩ ফুটের উপর না হইলেও শিল্পী প্রত্যেক অঙ্গের আভরণ গুলি অতি স্পষ্ট করিয়া কর্ত্তন করিয়াছে। এমনি কি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

অঙ্গুলিতে অঙ্গুরিগুলিও স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইতেছে। আক্ষেপের বিষয় এই যে, কালাপাহাড়ের দেবদ্বেষে পতিত হইয়া ইহাও হীনাঙ্গ হইয়াছে। ইহার প্রকৃত পূজা না হইলেও প্রত্যেক যাত্রীকে ইহা দেখান হইয়া থাকে।

অনন্তর, আমরা একাম্রেশ্বর সন্দর্শন করি। ইহা মূল মন্দিরের উত্তর দিকে একটী ক্ষুদ্র পুরাতন দেবালয়ে রহিয়াছে। পাণ্ডার নিকট হইতে শুনিলাম ইহাই আদ্য লিঙ্গ; অতএব বোধ হয় ইহা যযাতিকেশরীর সময় প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে। এই মন্দিরের দেওয়ালে লোনা লাগিয়াছে; সম্প্রতি কোন ব্যক্তি দরজার উপরিস্থিত নবগ্রহ মূর্ত্তিগুলি পঙ্কের কার্য্যে সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে। লোকের বিশ্বাস এই যে, ব্রত লইয়া এই দেবের উপাসনা করিলে দেবপ্রসাদে উৎকট পীড়া হইতেও আরোগ্য লাভ করিতে পারা যায়। এই মন্দিরের সন্নিকটে এক খণ্ড প্রস্তরস্তম্ভে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহস্র লিঙ্গ অঙ্কিত রহিয়াছে, ইহা সহস্রলিঙ্গ নামে বিখ্যাত। এইস্থানে নানাবিধ দেবমূর্ত্তি রহিয়াছে তৎসমুদয়ের নাম সময়াভাবে জানিতে পারি নাই।

অনন্তর, আমরা একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে শিখিবাহন মূর্ত্তি সন্দর্শন করি। এতাবৎ কাল যে সমস্ত বিগ্রহ দর্শন করিলাম তৎসমুদয় মূল মন্দিরের প্রাঙ্গণে অবস্থিত। অনন্তর, আমরা পূর্ব্ব সিংহদ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাহার পুরোভাগে একটী ক্ষুদ্র আরাম মধ্যে, সমচতুষ্কোণ, সেণ্ডষ্টোনে বাঁধান সোপানবিশিষ্ট সহস্রলিঙ্গ-সরোবর বা দেবীপাদহরা সরোবর সন্দর্শন করি। ইহার চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ৬ ফুট উচ্চের মন্দিরে ১০৮ লিঙ্গ রহিয়াছে। ইহাদের নিত্য পূজা হয় কি না সন্দেহ। সহস্র শব্দ বহুসংখ্যা বাচক মাত্র, এজন্য ১০৮টী মাত্র লিঙ্গ থাকিলেও সহস্র লিঙ্গ সরোবর বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। দেবীপাদহরা সম্বন্ধে শিবপুরাণোক্ত বিবরণ পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। দেবী গোপালিনী-

বেশে কীর্ত্তি ও বাস নামক অসুর দ্বয়ের স্কন্ধে চড়িয়া পদভরে তাহাদিগকে বিনাশ করেন। সেই জন্য এই স্থান বসিয়া যাওয়ায় সরোবরের উৎপত্তি হইয়াছে। কেহ কেহ কহিয়াছেন, বিন্দু সরোবরই উক্ত কারণে হইয়াছিল; কিন্তু, তাহা যে প্রকৃত নহে ইহা পরে দর্শিত হইবে। দেবীপাদহরা একটী পুণ্যতীর্থ। যথা,—

"তস্মাদ্বিন্দুহ্রদে স্নাত্বা দ্রষ্টব্যো পুরুষোত্তমঃ।
দেবীপাদহরা চৈব দ্রষ্টব্যা সাবধানতঃ॥"

অনন্তর, আমরা বিন্দু সরোবর সন্দর্শনে আসিলাম। ইহার অপর নাম গোসাগর বা বিন্দুসাগর। পদ্মপুরাণে নমস্কার মন্ত্রে দৃষ্ট হয় যে,

"বিন্দুং বিন্দুং সমাহৃত্য নির্ম্মিতস্ত্বং পিণাকিনা।
বৃজিনং হর মে সর্ব্বং বিন্দুসাগর! তে নমঃ॥
স্নাত্বা তত্র চ যো মর্ত্ত্যো দৃষ্ট্বা ত্রিভুবনেশ্বরম্।
জন্মজন্মকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি॥"

হে বিন্দুসাগর! মহাদেব সকলতীর্থের বিন্দু বিন্দু সারসংগ্রহ করিয়া তোমায় নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আমি স্নান করিয়া তোমাকে নমস্কার করিতেছি, তুমি আমার সমস্ত পাপ নষ্ট কর। যে ব্যক্তি তথায় (বিন্দুসরোবরে) স্নান করিয়া ত্রিভুবনেশ্বরকে দর্শন করে, তাহার জন্মজন্মকৃত পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। তথাচ একাম্র পুরাণে।

"ততো দেবঃ স্বয়ং রুদ্র ঈশ্বরঃ প্রভুরব্যয়ঃ।
আত্মযোগং সমাস্থায় আত্মসিদ্ধিং চকার হ॥
ত্রিংশদ্ধন্বন্তরে বাহ্যে লিঙ্গস্যোত্তরতোঽম্বিকে।
শঙ্করশ্চ স্বয়ং বীর্য্যাৎ শৈলাৎ পাষাণমুৎখনং॥"

তদনন্তর, হে অম্বিকে! স্বয়ং রুদ্র ঈশ্বর আত্মযোগ অবলম্বন করিয়া মূললিঙ্গের উত্তর ভাগে প্রাঙ্গণের বহির্ভাগে

ত্রিংশৎ ধেনুর অন্তরে স্বতেজে পর্ব্বত হইতে পাষাণ খণ্ড খনন করিয়া বিন্দুসরোবর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

শিবপুরাণে দৃষ্ট হয়।

"ইতি গোপালিনীবাক্যং শ্রুত্বা ত্রিভুবনেশ্বরঃ।
তীক্ষ্ণাগ্রেণ ত্রিশূলেন শৈলাৎ পাষাণমুৎখনৎ॥
তৎক্ষণাৎ তত্র বিন্দূনি তীর্থানাং শুশুভুর্ম্মুনে।
কর্পূরকম্বুক্ষীরাভকুন্দেন্দুধবলানি চ॥"

ত্রিভুবনেশ্বর গোপালিনীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়াই তীক্ষ্ণ ত্রিশূলাগ্রদ্বারা শৈল হইতে পাষাণখণ্ড উৎক্ষিপ্ত করিলেন। মুনিবর! তৎক্ষণাৎ তথায় সমস্ত তীর্থের বিন্দু (সারভাগ) আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের বর্ণ কর্পূর দুগ্ধ, কুন্দপুষ্প ও চন্দ্রের ন্যায় শুক্লবর্ণ (অর্থাৎ সমস্ত তীর্থবিন্দুই সত্ত্বগুণবিশিষ্ট।)

এই বিন্দুসরোবরের উত্তর-দক্ষিণ প্রায় ১৩০০ ফুট, ও পূর্ব্ব-পশ্চিম ৭৮০ ফুট। ইহার গভীরতা ১৬ ফুটের কম নহে। ইহার পূর্ব্বদিক্ মনিকর্ণিকা, দক্ষিণদিক্ ত্রিশূর, পশ্চিম বিশ্রাম, ও উত্তরদিক্ গোদাবরী বলিয়া কথিত হয়। একসময়ে ইহার চতুর্দ্দিক প্রস্তর সোপানে সুশোভিত ছিল। এক্ষণে দক্ষিণদিক, ও পূর্ব্বপশ্চিমের অর্দ্ধেক, ও উত্তরদিকে কয়েকফুট মাত্র বর্ত্তমান আছে, অপর সমস্ত নষ্ট হইয়াছে। ইহার চতুর্দ্দিকে অনেক গুলি আম্রবৃক্ষ রহিয়াছে। সরোবর মধ্যে দীর্ঘে প্রায় ১১০ ফুট, প্রস্থে প্রায় ১০০ ফুট পরিমিত একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে, এবং ইহার ঈশানকোণে একটী ক্ষুদ্র মন্দির আছে। মন্দিরের সম্মুখে পাকাচত্বরের মধ্যস্থলে একটী জলের ফোয়ারা রহিয়াছে। যাত্রার সময় বাসুদেবের ভোগমূর্ত্তিকে তাহার সন্নিকটে রাখিয়া, কোন ব্রাহ্মণ ফোয়ারার ধারামুখে অঙ্গুষ্ঠ দিয়া, ধারাকে এরূপ ভাবে বক্র করিয়া দেয় যে, তাহা দেবের মস্তকোপরি পতিত হয়। এই ব্যাপারকে সাধারণ লোকে আশ্চর্য্যকর বলিয়া

বিবেচনা করে। ধারা-বন্ধ করিবার জন্য কোনও চাবি (প্লগ্) নাই, এজন্য এক টুক্‌রা বস্ত্রখণ্ড দ্বারা তাহা বন্ধ করিয়া রাখে। এই সরোবরে যথেষ্ট মকর থাকিলেও স্নানকারীদিগকে এপর্য্যন্ত আক্রমণ করে নাই; অনেক বালকেই সর্ব্বদা জলক্রীড়া করিয়া থাকে। লোকের দৃঢ় বিশ্বাস যে, ঈশ্বরের মহিমায় মকরেরাও মনুষ্যহিংসা পরিত্যাগ করিয়াছে। এই সরোবরগর্ভে কয়েটী ফোয়ারা আছে, তাহা হইতেই সর্ব্বদা জল উদ্ভূত হইতেছে। সর্ব্বদা নূতন জল উত্থিত হইলেও জলের বর্ণ সবুজ এবং তাহাতে যথেষ্ট কীটাণু দৃষ্ট হইয়া থাকে; এক ঘড়া জল নির্ব্বাতদেশে রাখিয়া তাহাতে দুই একটী পুষ্প ফেলিলে পুষ্পটী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুরিতে থাকে, সাধারণ যাত্রিগণ তাহাকে দেবমহিমা বলিয়া বিবেচনা করে; বস্তুত, জলস্থ কীটাণুগণ তাহার আবর্ত্তন করিয়া থাকে। এই সরোবরের অগ্নিকোণ শঙ্করবাপী নামে খ্যাত, এতৎসম্বন্ধে শিবপুরাণে বামদেবর্ষি বাক্য। যথা,—

"তত্রৈকো বাপিকাং তণ্ডে ! শঙ্করো নির্ম্মমে মুদা।
নাম্না শঙ্করবাপীতি প্রথিতা সচরাচরে॥"

এই বিন্দুসরোবর পুণ্যতীর্থ। ইহাতে স্নান, তর্পণ ও পিণ্ড-দান করিতে হয়। যথা, একাম্রপুরাণে।

"অয়নে বিষুবে দ্বে চ স্নাত্বা ভক্ত্যা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বপাপাদ্বিমুচ্যেতঽজ্ঞানাজ্ঞানকৃতাদপি॥
রবিসংক্রমণে চৈব স্নাত্বা পিণ্ডোদকঞ্চ যে।
প্রকুর্ব্বন্তি নরা ভক্ত্যা তে যান্তি রবিমণ্ডলম্॥
গ্রহোপরাগসময়ে হ্যয়নে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
পুণ্যেঽহনি স বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বপাপভয়াপহঃ॥
চতুর্দ্দশ্যাস্তু কৃষ্ণায়াং যঃ স্নাতি বিমলে হ্রদে।
স যাতি শিবসালোক্যং কৃত্তিবাসপ্রসাদতঃ॥
শুক্লাষ্টম্যাস্তু যো ভক্ত্যা মাসি মার্গশিরাদিকে।

অতিরাত্রস্য যজ্ঞস্য ফলং সমধিগচ্ছতি ॥
চতুর্দ্দশ্যাং নিমজ্জেদ্‌যঃ সংবৎসরসমাহিতঃ।
স যাতি পরমং স্থানং যত্র হৈমবতীপতিঃ ॥
জ্যেষ্ঠপুষ্করমাসাদ্য সেবয়েৎ শতশারদম্‌।
বিন্দুহ্রদে সকৃৎ স্নাতুস্তুল্যমাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥
কুরুক্ষেত্রে চতুর্ভিস্তু গ্রহণৈশ্চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
বিন্দুহ্রদে সকৃৎ স্নাতুস্তুল্যমাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥
বারাণস্যাং তপস্তপ্তং যুগসপ্তচতুষ্টয়ম্‌।
বিন্দুহ্রদে সকৃৎ স্নাতুঃ সমমেব ন সংশয়ঃ ॥
গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে বা গঙ্গাসাগরসঙ্গমে।
দশসাংবৎসরীং যাত্রাং যৎ ফলং সমুদাহৃতম্‌ ॥
বিন্দুহ্রদে সকৃৎ স্নাত্বা সমাসাদ্য মহেশ্বরম্‌।
তৎফলং সমবাপ্নোতি কীর্ত্তিবাসপ্রসাদতঃ ॥
যথেষ্টং পিবতে যস্তু বিন্দুহ্রদজলং শুভম্‌।
যাবৎ ভাস্করপর্য্যন্তং স শিবত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥”

উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন, মহাবিষুব ও জলবিষুব সংক্রান্তিতে ভক্তিপূর্ব্বক ইহাতে স্নান করিলে জ্ঞানাজ্ঞানকৃত সমস্ত পাপই নষ্ট হইয়া যায়। যে ব্যক্তি রবিসংক্রান্তিতে এই স্থানে ভক্তিপূর্ব্বক স্নান করিয়া পিণ্ডাদি দান করে, তাহারা সূর্য্যমণ্ডলে বাস করিয়া থাকে। চন্দ্র সূর্য্যগ্রহণ সময়ে, পুণ্যাহে এবং কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে যে ব্যক্তি উহাতে স্নান করে, সে শিবপ্রসাদে শিবলোকে গমন করিয়া থাকে। মার্গশীর্ষ মাস হইতে যে, প্রতি শুক্ল অষ্টমীতে ইহাতে স্নান করে, সে ব্যক্তি অতিরাত্র যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সংযত হইয়া বৎসরাবধি প্রতি চতুর্দ্দশীতে ইহাতে স্নান করে, সে মহাদেবের সালোক্য লাভ করিয়া থাকে। মুনিগণ কহিয়াছেন শত বৎসর পর্য্যন্ত জ্যেষ্ঠ পুষ্করাতে স্নান করিলে যে ফল হইয়া থাকে, বিন্দুসরোবরে

একবার মাত্র স্নান করিলে সেই ফল হইয়া থাকে। তাঁহারা আরও কহেন যে, চন্দ্র সূর্য্যগ্রহণকালে উপর্য্যুপরি চারি বার কুরুক্ষেত্রতীর্থে স্নান করিলে যে ফল লাভ হয়, বিন্দুসরোসরে একবার মাত্র স্নান করিলে তাহাই লাভ হইয়া থাকে। অষ্টাবিংশতি যুগ ব্যাপিয়া বারাণসীতে তপস্যা করিলে, গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে ও গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ক্রমাগত দশবৎসর যাত্রা করিলে যে ফল উদাহৃত হইয়াছে, বিন্দুসরোবরে একবার মাত্র স্নান করিয়া ত্রিভুবনেশ্বরের পূজা করিলে, কৃত্তিবাসের প্রসাদে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে।

বিন্দুসরোবরে স্নান, তর্পণ ও পিণ্ডদানাদি সম্বন্ধে পুরুষোত্তমতত্ত্বধৃত-ব্রহ্মপুরাণ-বচন। যথা,—

"তীর্থং বিন্দুসরো নাম তস্মিন্ ক্ষেত্রে দ্বিজোত্তমাঃ।
দেবানৃষীন্ মনুষ্যাংশ্চ পিতৄন্ সন্তর্পয়েত্ততঃ॥
তিলোদকেন বিধিনা নামগোত্রবিধানবিৎ।
স্নাত্বৈব বিধিবত্তত্র গোঽশ্বমেধফলং লভেৎ॥
পিণ্ডং যে সংপ্রযচ্ছন্তি পিতৃভ্যঃ সরসস্তটে।
পিতৄণামক্ষয়াং তৃপ্তিং তে কুর্ব্বন্তি ন সংশয়ঃ॥"

হে দ্বিজোত্তমগণ! সেই একাম্রকাননে বিন্দুসর নামে পুণ্যতীর্থ আছে, তথায় মনুষ্য বিধিবৎ স্নান করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ করিবে; এবং মনুষ্য, দেব-ঋষি ও পিতৃদিগের উদ্দেশে নাম গোত্র বিধিবৎ উচ্চারণ করিয়া তিলদ্বারা তর্পণ করিবে। সেই সরোবরতটে যে মনুষ্য পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ডপ্রদান করে, সে পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যথা চ কপিলপুরাণে।

"স্নাত্বা তত্রৈব যো মর্ত্ত্যো দৃষ্ট্বা ত্রিভুবনেশ্বরম্।
জন্মজন্মকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি॥"

যে ব্যক্তি, এই বিন্দুসরোবরে স্নান করিয়া ত্রিভুবনেশ্বরকে

দর্শন করে, তাহার জন্মজন্মান্তর কৃত সমস্ত পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। পদ্মপুরাণে এইরূপ উক্ত আছে। যথা,—

"স্নাত্বা বিন্দুসরস্তীর্থে দৃষ্ট্বা তং কীর্ত্তিবাসসম্।
সর্ব্বপাপক্ষয়াদন্তে জ্যোতির্লোকমবাপ্নুয়াৎ॥"

যে ব্যক্তি বিন্দুসরোবরে স্নান করিয়া কীর্ত্তিবাসকে দর্শন করে, সে ব্যক্তি সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অন্তে পরমপদে লীন হয়।

এরূপ অনেক পুরাণবচন উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, যাহাতে বিন্দুসরোবর পুণ্যতীর্থ বলিয়া কথিত আছে। এই সরোবরে ভেলার উপর আরোহণ করিয়া অক্ষয়তৃতীয়া হইতে ১২ দিবস পর্য্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যার অব্যহিত পরে ত্রিভুবনেশ্বরের ভোগমূর্ত্তি, চন্দ্রশেখর চন্দনশৃঙ্গাতে ভূষিত হইয়া, বাসুদেবের ভোগমূর্ত্তির সহিত জলক্রীড়া করেন। তদনন্তর দ্বীপস্থিত মন্দিরে আরতি ভোগ গ্রহণ করিয়া পশ্চিমদিগের বিশ্রামঘাটে বিশ্রাম করিয়া নগর সন্দর্শনান্তর স্বালয়ে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন।

পূর্ব্বোক্ত সহস্র লিঙ্গেশ্বরের উত্তরে একটী পুরাতন মন্দিরে তীর্থেশ্বর রহিয়াছেন। সাধারণতঃ ইহার পূজা অতি সামান্য হইয়া থাকে, কিন্তু চৈত্রশুক্ল-চতুর্দ্দশীতে দমনক উৎসব উপলক্ষে তথায় বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে।

বিন্দুসরোবরের পূর্ব্বতীরে মণিকর্ণিকা ঘাটের উপরে অনন্ত-বাসুদেবের মন্দির অবস্থিত। ইহার প্রাঙ্গণ দীর্ঘে ১৫৬ ফুট, ও প্রস্থে ১১৭ ফুট হইবে। ইহার প্রাঙ্গণস্থ প্রাচীর ল্যাটরাইট্ প্রস্তরে নির্ম্মিত। মন্দিরটীকে চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। মূলমন্দির বহিঃসাম্না দীর্ঘ প্রস্থে ২৩ ফুট, ভিতরসারা দীর্ঘ প্রস্থে ১০ ফুট ৯ ইঞ্চি। ইহার পোতাথামল ৫ ফুট উচ্চ ও শিখরদেশস্থিত কলস নিম্ন হইতে ৫০ ফুট উচ্চে হইবে। মোহন দীর্ঘপ্রস্থে বাহারসারা ৩৩ ফুট ও ভিতরসারা ১৯ ফুট। তৎপরে

নাটমন্দির বাহারসারা দীর্ঘে ২৯ ফুট ও প্রস্থে ২৪ ফুট এবং ভিতরসারা দীর্ঘে ১৭ ফুট ৪ ইঞ্চি, প্রস্থে ১৬ ফুট ৯ ইঞ্চি। ইহার পূর্ব্ব ভোগমণ্ডপ বাহিরসারা দীর্ঘে ২২ ফুট প্রস্থে ১৯ ফুট ও ভিতরসারা দীর্ঘে ১৯ ফুট প্রস্থে ১২॥ ফুট। মোহন ও নাটমন্দির ভুবনেশ্বরের মন্দিরের অনুকরণে নির্ম্মিত ও উহার ছাদ পিরামিডের ন্যায়। এখানেও মূলমন্দির ও মোহন পুরাতন এবং নাটমন্দির ও ভোগমন্দির পরে নির্ম্মিত হইয়াছে। ভোগমন্দিরে পঙ্কের কার্য্য আছে, অপর তিনটী লালবর্ণের স্যাণ্ডষ্টোনে নির্ম্মিত। সকল গুলিতেই ভুবনেশ্বরের মন্দিরের ন্যায় কারুকার্য্য দৃষ্ট হয়।

বিগ্রহ মূর্ত্তিদ্বয় রাম ও কৃষ্ণ। ইহার অপর নাম অনন্ত ও বাসুদেব। মূর্ত্তির গঠনে বিশেষ কোন পরিপাট্য নাই। উহা ৫ ফুট উচ্চ হইবে; রামমূর্ত্তির উপরে অনন্তদেবের ফণা বিস্তারিত রহিয়াছে। সাধারণতঃ যাত্রিগণ বিন্দুসাগরে স্নান করিয়া অনন্ত বাসুদেবালয়ে প্রবেশ করিয়া, তাঁহাদিগের নিকট ভুবনেশ্বরকে দর্শন করিবার অনুমতি লইবে; কারণ, পূর্ব্ব ধৃত কপিলসংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে, তিনি আদিদেব এবং তাঁহার অনুজ্ঞা পাইয়া শঙ্কর ভুবনেশ্বররূপে অবস্থিতি করিতেছেন। পূর্ব্বধৃত কপিলসংহিতার বচন দৃষ্টে সাধারণ লোকে মনে করিয়া থাকে যে, এই দেবালয়ই সর্ব্ব পুরাতন; কিন্তু ইহার গঠন বা অবস্থা তাহা প্রমাণ করে না। ইহার প্রাঙ্গণের পশ্চিম দেওয়ালে দুই খানি প্রস্তর ফলকে দুইটী সংস্কৃত অনুশাসনপত্র ক্ষোদিত ছিল; তাহার একখানি ব্রহ্মেশ্বরের মন্দির সম্বন্ধে ও অপর খানি বাসুদেব সম্বন্ধে। বাসুদেবের অনুশাসনখানিতে, রাজা হরিবর্ম্মা ও তাহার মন্ত্রী ভবদেবভট্টের নামোল্লেখ আছে। ভবদেবভট্ট ও বাচস্পতিমিশ্র সমকালীন লোক ছিলেন। ইহারা ১১ শতাব্দিতে প্রাদুর্ভূত হয়েন। অতএব এই হিসাবে

ইহা ১১ শতাব্দিতে নির্ম্মিত হইবে তাহার সন্দেহ নাই। আমরা তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দেবপ্রসাদ গ্রহণানন্তর চন্দন-শৃঙ্গোৎসব সন্দর্শন করি। এই উৎসবে কপিলেশ্বরের ভোগমূর্ত্তি আসিয়া যোগ দিয়া থাকেন। যেমন পুরীতে লোকনাথেশ্বর জগন্নাথদেবের তোষাখানার দাওয়ান, সেইরূপ কপিলেশ্বর ও ত্রিভুবনেশ্বরের তোষাখানার দাওয়ান। এই কারণ তাঁহার ভোগমূর্ত্তি ত্রিভুবনেশ্বরের তোষাখানায় রাত্রিতে অবস্থিতি করিয়া পুনর্ব্বার প্রাতে স্বস্থানে গমন করেন।

আমরা সময়াভাবে কোটিতীর্থেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর, ভাস্করেশ্বর, রাজরাণী-মন্দির, মুক্তীশ্বর, গৌরীকুণ্ড, কেদারেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর পরমহংসেশ্বর, অলাবুকেশ্বর, রামেশ্বর ও কপিলেশ্বর প্রভৃতি বিগ্রহ সন্দর্শন করিতে পারি নাই। ইহাদিগের মধ্যে কপিলে-শ্বর মাহাত্ম্যই প্রধান বলিয়া কথিত হয়। কপিলেশ্বরের উৎ-পত্তির বিষয়ে কপিল সংহিতায় দৃষ্ট হয় যে, কপিলদেব তথায় তপস্যা করিয়া মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিলে, তিনি বর দিবার জন্য উপস্থিত হইলে তিনি বর প্রার্থনা করিয়া কহিলেন যে, প্রথম বরে আপনি লিঙ্গরূপে এইস্থানে অবস্থিতি করুন, তাহা হইলে আমি আপনাকে পূজা করিতে সমর্থ হইব। দ্বিতীয় বরে, এই স্থানে একটী কাম্যপ্রদ কুণ্ডের উৎপত্তি হউক, যাহাতে স্নান করিলে লোকের সর্ব্ব কামনা পূর্ণ হইবে। তৃতীয় বরে, প্রসাদ লাভ হউক। শিব তথাস্তু কহিলে তথায় লিঙ্গ ও কুণ্ডের আবি-র্ভাব হইল। এই লিঙ্গ কপিলেশ্বর ও কুণ্ড কপিলকুণ্ড নামে খ্যাত। কুণ্ডটী দীর্ঘে ২২০ ফুট ও প্রস্থে ১৬৪ ফুট এবং ইহার গভীরতা ১৬ ফুট। ইহার চতুর্দ্দিক প্রস্তর সোপানে বাঁধান। ইহাতেও একটী স্প্রীং আছে, তাহা হইতে অধিক পরিমাণে জল নির্গত হইয়া থাকে, ইহার জল উত্তম। কপিলেশ্বরের প্রাঙ্গণ দীর্ঘে ১৭৮ ফুট প্রস্থে ১৭২ ফুট, ইহার দেওয়াল ৮ ফুট উচ্চ।

মন্দিরটী যথাক্রমে মূলস্থান, মোহন, নাটমন্দির ও ভোগমণ্ডপে বিভক্ত। এই লিঙ্গটী দেখিতে তত ভাল নহে। লোকের বিশ্বাস কপিলেশ্বরের কৃপায় দুরারোগ্য কুষ্ঠ রোগীও আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। উপসংহারে বক্তব্য এই যে, এই সকল স্থানে পূজার প্রণালীতে সাত্ত্বিকভাব অপেক্ষা অধিকাংশেই সামান্য লৌকিক ভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে।

পুরুষোত্তমক্ষেত্র।

সমস্ত হিন্দুমাত্রেই পুরুষোত্তমক্ষেত্রের নাম অবগত আছেন। প্রতি বৎসর লক্ষাধিক যাত্রী পদব্রজে তথায় আগমন করিয়া থাকে। লোকের বিশ্বাস জগন্নাথদেব যাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করেন, তাহারাই এই স্থানে বাধাবিঘ্ন উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে সমর্থ হয়। পরন্তু, উড়িষ্যা-প্রণালীর খননে কলিকাতা হইতে কটক পর্য্যন্ত দুইটী নূতন জল পথ হওয়ায়, কলিকাতা হইতে যাত্রী গমনের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। একটী জলপথে, কলিকাতার কয়লাঘাট হইতে হোরমিলার কোংর বাষ্পীয় পোত গেঁওখালি হইয়া নালকুল পর্য্যন্ত যাইয়া থাকে; পরে তথা হইতে ইণ্ডিয়ান্ জেনারেল ষ্টীম নেভিগেসন কোংর বাষ্পীয় পোত কটক পর্য্যন্ত প্রতি সপ্তাহে ২ বার করিয়া যাইয়া থাকে। ইহাকে ঔপকূলিক প্রণালীর পথ কহে। ইহাতে যাইলে ৫ দিবসে কটকে পৌছান যায়। কলিকাতা হইতে কটক পর্য্যন্ত ডেক্ পেসেঞ্জারের ভাড়া ৩৲ টাকা। ২য় শ্রেণীর ভাড়া ১২৲ এবং

১ম শ্রেণীর ২৪৲ টাকা। দ্বিতীয় পথে, কলিকাতার কয়লা ঘাটে ইণ্ডিয়ান্ জেনারেল ষ্টীম নেভিগেসন কোংর সমুদ্রগামী বাষ্প পোতে উঠিয়া সাগর দিয়া চাঁদবালি যাইয়া, তদনন্তর ক্ষুদ্র বাষ্প পোতে করিয়া ব্রাহ্মণী দিয়া এলুবার খাল হইয়া কটকে যাওয়া যায়। এই পথে যাইলে ৪র্থ দিবসে কটকে পৌছান যায়। ইহাতেও কলিকাতা হইতে কটক পর্য্যন্ত ডেক্ পেসেঞ্জার ৩৲ টাকা, ২য় শ্রেণীর ১২॥০ ও ১ম শ্রেণীর ২৫৲ টাকা ভাড়া। ইহাতে সমুদ্র মধ্য দিয়া যাইতে হয় বলিয়া সাধারণ যাত্রী প্রায়ই পূর্ব্ব পথ দিয়া যাতায়াত করিয়া থাকে। কটক হইতে পুরী পর্য্যন্ত ৫৩ মাইল পাকা রাস্তা ও তাহার দুই পার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণি আছে। প্রতি ৩ মাইল অন্তরে একটী করিয়া চটী আছে। এই স্থানে আবৃত গরুর গাড়ী ও স্প্রিং কেরাচি গাড়ী পাওয়া যায়। গরুর গাড়ীর ভাড়া রোজ ১৲ টাকা ও কেরাচির রোজ ২৲ টাকা। আমরা বহু দিন হইতে এই তীর্থ সন্দর্শন করিতে অভিলাষী ছিলাম, এক্ষণে সুবিধা হওয়ায় কটক হইতে তথায় গমন করি। কটক হইতে ৩৩ মাইল দূরে মুকুন্দপুর গ্রামে একটী বৃহৎ দীর্ঘিকা ও গোপাল জীউর পুরাতন মন্দির আছে। মন্দিরটীর ছাদ পড়িয়া গিয়াছে, গঠনদৃষ্টে বোধ হয় ইহা অনঙ্গ ভীমদেবের সময় নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার মোহনাংশের আবরণ হওয়ায় তাহাতেই বিগ্রহ রক্ষিত হইয়াছে। ইহা বালগোপালের মূর্ত্তি, ইহার চতুষ্পার্শ্বে গাভী ও গোবৎস সকল দাঁড়াইয়া তাহার বংশীধ্বনি শ্রবণ করিতেছে। মূর্ত্তিটী দেখিতে অতি সুন্দর। দীর্ঘিকায় চন্দনোৎসব হইয়া থাকে বলিয়া উহার মধ্যস্থলে একটী মণ্ডপ আছে। ৩৭ সংখ্যক মাইল ষ্টোনে সাতনালা নামে পোল আছে। ইহা একটী হিন্দুর পুরাতন কীর্ত্তিস্বরূপ। ৩৮ সংখ্যক মাইল ষ্টোন হইতে পশ্চিম দিকে ময়ূরসিংহের রাস্তা গিয়াছে ও পূর্ব্বদিকে বরালগ্রামে বালুকেশ্বর বিরাজ করিতে-

ছেন। ইহা কেশরীরাজদিগের প্রতিষ্ঠিত ও পুরীর প্রসিদ্ধ অষ্ট শম্ভুর অন্যতম*।

অনন্তর, ৪৪ সংখ্যক মাইল ষ্টোনের সন্নিকটস্থ তুলসী চত্বর নামক গ্রামের সন্নিকটে উপস্থিত হইলে তথা হইতে ৺জগন্নাথ-দেবের ধ্বজা অস্পষ্ট দৃষ্ট হইয়া থাকে। পরে ক্রমশঃ যতই অগ্রসর হওয়া যায় ততই মন্দিরের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত দেখা যায়। অনুমান ৪৮ মাইল দূরে হরেকৃষ্ণপুরের চটীর নিকট বৃহৎ দীর্ঘিকার তীরে গোপীনাথের মন্দির রহিয়াছে। তৎপরে, চক্রবর্ত্তী পত্তনে গোপীনাথ ও [illegible]রের মন্দির। অনন্তর, ৫০ মাইলের অব্যবহিত পরেই 'আঠারনালা' পার হইতে হয়। ইহাও একটী পূর্ব্ব চিহ্নকীর্ত্তি। মৎস্যকেশরী ১০৩৮—১০৫০ খৃঃ মধ্যে ইহা নির্ম্মাণ করিয়া "মুটিয়া" অথবা মধুপুর নদীর পারাপারের সুবিধা করিয়া দেন। আঠারটী ফোকর থাকাতে ইহা "আঠারনালা" নামে খ্যাত হইয়াছে। ইহার নির্ম্মাণ বিষয়ে দুইটী প্রবাদ আছে। ১ম প্রবাদ এই যে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন যাত্রিগণের পারাপারের সুবিধার জন্য আপনার অষ্টাদশ পুত্রকে বলি দিয়া তাহাদিগের মস্তক প্রত্যেক নালাতে প্রদান করেন। বোধ হয় মৎস্য-কেশরীকে উদ্দেশ করিয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন বলা হইয়াছে। যাহা হউক, সেতু নির্ম্মাণকালে নদীর অধিষ্ঠাত্রীদেবীকে সন্তুষ্ট করিবায জন্য

---

* ১ নীলকণ্ঠেশ্বর। ২ লোকেশ্বর। উভয়ই পুরী সহরের মধ্যে। ৩ হটে-শ্বর। ইহা খুড়দর নিকট অলতিরি গ্রামে বর্ত্তমান আছে। এখানে প্রতি বৎসর মকরসংক্রান্তিতে মেলা হইয়া থাকে। ৪ বালুকেশ্বর। পুরী হইতে ৮ মাইল দূরে বরালগ্রামে অবস্থিত। ৫ ত্রিভুবনেশ্বর। ইহা পুরী হইতে ৩৩ মাইল দূরে ভুবনেশ্বরে অবস্থিত। ৬ ভুবনেশ্বর। ইহা কোটাদেশ পরগণায় পূর্ব্বোক্ত ভুবনেশ্বর হইতে ৮ মাইল দূরে। ৭ কপিলেশ্বর। ইহা ভুবনেশ্বরের ১ মাইল দক্ষিণে। ৮ বটেশ্বর। ইহা মহানদীর শাখানদী চিত্রোৎপলার তীরে অবস্থিত।

নরবলির আবশ্যক, এই বিশ্বাস ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চিম-উত্তর-বঙ্গ-রেল নির্ম্মাণের কালে কোনও একটী সেতু আরম্ভ হইলে, নরবলি দিবার নিমিত্ত ছেলে ধরা হইতেছে এইরূপ জনরব উঠিয়াছিল। তৎকালে কোন পশ্চিম-উত্তরবাসী বস্ত্রবিক্রেতাকে ছেলেধরার গুপ্তচর ভাবিয়া হত্যা করা হইয়াছিল, ইহা বোধ হয়, অনেকেই জ্ঞাত আছেন। আবার ১৮৯০ খৃঃ ডিসেম্বরে বিজয়বাড়ার কৃষ্ণানদীর উপর লৌহ-সেতু-নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হইলে, এইরূপ জনরব উঠিয়া থাকে যে, সেতুর জন্য ২৫০শত নর-মস্তকের আবশ্যক, এজন্য ইঞ্জিনীয়ারিং-চিফ্, বিভাগীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত পরামর্শ করিয়া, প্রত্যেক মনুষ্য জন্য ১০০৲ টাকা দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। গুপ্ত-চর সকল ছেলে ধরিবার জন্য ফিরিতেছে। দিবসত্রয় মধ্যে এই জনরব বিজয়বাড়া হইতে কৃষ্ণাডিষ্ট্রীক্ট ও গোদাবরীডিষ্ট্রীক্ট দ্বয়ের সমস্ত গ্রামেই পরিব্যাপ্ত হয় এবং তাহাতে সকল লোকেই অতিশয় ভীত হয়। অনন্তর, ২৩শে ডিসেম্বর কোন পাঞ্জাবী কুলী সীতানগর হইতে বিজয়বাড়ায় আসিয়া, বাজারের কোন বারবিলাসিনীর ঘরে যায়। এই বেশ্যার একটী ক্ষুদ্র সন্তান ছিল। পাঞ্জাবী শিশুটীকে আদর করিবার জন্য ক্রোড়ে লইয়াছিল, কিন্তু বালকটী কাঁদিয়া উঠিলেই, তাহার মাতা পূর্ব্বোক্ত জন-রবানুসারে পাঞ্জাবী সে দিবস তাহার বালকটীকে চুরি করিতে আসিয়াছে ভাবিয়া, চীৎকার করিয়া উঠিল। পাঞ্জাবী তাহা না বুঝিয়া, সে দিবস যাহা দিবে, তাহা হস্ত-সঙ্কেতে কহিল, কিন্তু বারবিলাসিনী তাহা বুঝিতে না পারিয়া, উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলে, তথায় তৈলঙ্গীরা আসিয়া উপস্থিত হইল। পাঞ্জাবী উর্দ্দুভাষায় আপনার বক্তব্য বলিলেও, তাহারা তাহা বুঝিতে না পারিয়া, পাঞ্জাবীকে ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের ছেলেধরার গুপ্তচর ভাবিয়া, অতিশয় প্রহার করিতে থাকিল। পাঞ্জাবী প্রহার

খাইয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া প্রস্থান করিলেও, তাহারা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। বাজারে অপর কয়েকটী পাঞ্জাবীকে দেখিয়া, তাহাদিগকেও গুপ্তচর ভাবিয়া আক্রমণ করিল। ক্ষণকালমধ্যে সহস্রাধিক তৈলঙ্গী লগুড় হস্তে মার মার করিতে করিতে ইঞ্জিনীয়ারিং-চিফ্‌কে পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতে যাইল। এই সংবাদ ক্ষণকাল মধ্যে সীতানগরে পৌঁছিল। তখন সমস্ত পাঞ্জাবী কুলী খেপিয়া মার মার শব্দে আসিতে থাকিল। ইতিমধ্যে এসিস্‌টেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ ও এসিস্‌টেণ্ট পুলিস সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারীরা পুলিস ফৌজ সঙ্গে করিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং উভয় দলকে নিরস্ত করিল। এই ঘটনার কয়েক দিবস পরে দুইটী ইউরেসিয়ন্‌, বিজয়বাড়া হইতে পদব্রজে মুজবিড়্‌ অভিমুখে যাইতেছিল, তাহারা এলুর-প্রণালী পার হইতে যাইলে, তথাকার গ্রামবাসীরা তাহাদিগকেও ছেলেধরার চর ভাবিয়া এতই প্রহার করিয়াছিল যে, তাহারা তাহাতে মৃতপ্রায় হয়। আবার সেই দিবস অপরাহ্ণে মুস্তাবাদ গ্রামের নিকট দুইটী লোক কুলীর ক্যাম্পে যাইয়া, কুলীদিগকে ধমকাইয়া কহে, 'পয়সা দিবিতো দে, নতুবা তোদের ছেলে লইয়া যাইব।' কুলিরা তাহাতে খেপিয়া তাহাদের উভয়কেই বন্ধন করিয়া রাখে। এই সমস্ত ব্যাপারে চারিদিকে অশান্তি হইলে, ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ সাহেবকে হেড্‌-কোয়াটার ছাড়িয়া বিজয়-বাড়ায় আসিতে হয়। যাহারা দাঙ্গায় লিপ্ত ছিল, তাহাদিগের মধ্যে প্রায় বিংশাধিক লোককে কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাস দেওয়া হয়। অনন্তর, পুলিসদ্বারা সর্ব্বত্র মিথ্যা জনরব বলিয়া ঘোষণা করিলে পর, ইহা প্রশমিত হয়।

"আঠার নালায়" নির্ম্মাণের দ্বিতীয় প্রবাদ এই যে, পরম ভাগবত চৈতন্যদেব কোন সময়ে পুরীর দিকে যাইতে ইচ্ছা করিয়া, উক্ত স্থানে আসিয়া, বন্যাপ্রযুক্ত নদীটীকে খরস্রোতা

দেখিয়া, সেই স্থানেই রাত্রি যাপন করেন। ভগবান্ জগন্নাথ গৌরাঙ্গের কষ্টে ব্যথিত হইয়া, রাত্রিকাল মধ্যেই একটী সেতু নির্ম্মাণ করিতে বিশ্বকর্ম্মাকে আদেশ দেন। তাহার আদেশ অনুসারেই দেবশিল্পী রাত্রিমধ্যেই ইহা নির্ম্মাণ করেন।

যে সকল যাত্রী পদব্রজে পাণ্ডার সেতোর সহিত পুরীতে গমন করে, তাহাদিগকে সেতো দূর হইতে মন্দিরধ্বজা দর্শাইয়া আঠারনালা পার হইবামাত্র ধ্বজা-দর্শনী বলিয়া, প্রত্যেকের নিকট অন্তত ১৲ টাকা করিয়া লইয়া থাকে।

আমরা রাত্রি থাকিতে থাকিতেই আঠারনালা পার হইয়া যাইয়া; পরে, অতি প্রত্যূষেই পুরীর নরেন্দ্র-সরোবরের ধারে আসিলাম এবং তথা হইতে পদব্রজে দেবালয়ের পূর্ব্বসিংহদ্বার হইয়া লবণসমুদ্রের সৈকতভূমির সাধারণ ডাকবাঙ্গালায় আশ্রয় লইলাম। অনন্তর, প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া তীর্থদর্শনে বহির্গত হই। প্রথমে তীর্থোৎপত্তির বিষয় বলিয়া, পরে আমরা, যে প্রণালীতে সন্দর্শন করি, তাহা বলিব।

উৎকলখণ্ডে দেবোৎপত্তির বিষয়ে যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে। যথা,—প্রলয়াবসানে ব্রহ্মা চরাচর সৃষ্টি করিয়া, তীর্থক্ষেত্র সকলকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করত চিন্তা করিলেন যে, কি উপায় অবলম্বন করিলে, আমাকে এই গুরুভার বহন করিতে হইবে না এবং ত্রিতাপাভিভূত প্রাণিগণ কিরূপে মুক্তিলাভ করিবে। ব্রহ্মা এইরূপ চিন্তা করিয়া, ভগবানের স্তব করিয়া, আপন মনোভাব ব্যক্ত করিলে, ভগবান্ বিষ্ণু কহিলেন। যথা,—

"সাগরস্যোত্তরে তীরে মহানদ্যাস্তু দক্ষিণে।
স প্রদেশঃ পৃথিব্যাং হি সর্ব্বতীর্থফলপ্রদঃ ॥
তত্র যে মনুজা ব্রহ্মন্ নিবসন্তি সুবুদ্ধয়ঃ।
জন্মান্তরকৃতানাঞ্চ পুণ্যানাং ফলভোগিনঃ ॥

নাল্পপুণ্যাঃ প্রজায়ন্তে নাভক্তা ময়ি পদ্মজ।
একাম্রকাননং যাবদ্দক্ষিণোদধিতীরভূঃ॥
পদাৎ পদাৎ শ্রেষ্ঠতমা ক্রমেণ পরিকীর্ত্তিতা।
সিন্ধুতীরে তু যো ব্রহ্মন্ রাজতে নীলপর্ব্বতঃ॥
পৃথিব্যাং গোপিতং স্থানং তব চাপি সুদুর্লভম্॥
সুরাসুরাণাং দুর্জ্ঞেয়ং মায়য়াচ্ছাদিতং মম।
সর্ব্বসঙ্গপরিত্যক্তস্তত্র তিষ্ঠামি দেহভৃৎ॥
ক্ষরাক্ষরাবতিক্রম্য বর্ত্তেহহং পুরুষোত্তমে।
সৃষ্ট্যা লয়েন নাক্রান্তং ক্ষেত্রং মে পুরুষোত্তমম্॥
যথা মাং পশ্যসি ব্রহ্মন্ রূপচক্রাদিচিহ্নিতম্।
ঈদৃশং তত্র গত্বৈব দ্রক্ষ্যসে মাং পিতামহ॥
নীলাদ্রেরন্তরভুবি কল্পন্যগ্রোধমূলতঃ।
বারুণ্যাং দিশি যৎ কুণ্ডং রোহিণং নাম বিশ্রুতম্॥
তত্তীরে নিবসন্তং মাং পশ্যন্তশ্চর্ম্মচক্ষুষা।
তদম্ভসা ক্ষীণপাপা মম সাযুজ্যমাপ্নুয়ুঃ॥"

"লবণসমুদ্রের উত্তরে মহানদীর দক্ষিণে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব-তীর্থফলপ্রদ স্থান আছে। মানব পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যফলেই এই স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। যাহাদিগের অল্প পুণ্য ও ভক্তি নাই, তাহারা এই স্থানে বাস করিতে পারিবে না। একাম্র-কানন হইতে দক্ষিণ সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত প্রতি পাদবিক্ষেপে ক্রমশঃ শ্রেষ্ঠতম স্থান বলিয়া বোধ করিবে। হে ব্রহ্মন্! সিন্ধুতটে যে নীলগিরি বিরাজ করিতেছে, তাহা পৃথিবীমধ্যে অতি গুপ্তভাবে আছে; এমন কি, সে স্থান লাভ করা তোমারও দুর্লভ জানিবে। আমার মায়ার দ্বার উহা আবৃত বলিয়া দেব-দানবগণও তাহা জানিতে পারে নাই। আমি সর্ব্ব-সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিত্য ও অনিত্যকে অতিক্রম করিয়া, সেই পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে শরীর ধারণপূর্ব্বক বাস করিতেছি। এই ক্ষেত্র সৃষ্টি বা প্রলয়ের অধীন

নহে। ব্রহ্মন্ এখানে চক্রাদিচিহ্নিত আমার যে মূর্ত্তি দর্শন করিতেছ, সেই স্থানে ইহার অনুরূপ মূর্ত্তি দর্শন করিবে। নীলাদ্রির মধ্যস্থলে যে কল্পবট আছে, তাহার পশ্চিমভাগে 'রোহিণ' নাম কুণ্ড আছে। মানবগণ সেই কুণ্ডের সমীপে চর্ম্মচক্ষু দ্বারা আমাকে দর্শন করিয়া, ঐ কুণ্ডের নির্ম্মল বারি পানকরত নিষ্পাপ হইয়া আমার সাযুজ্য লাভ করিবে।"

ভগবানের বাক্য অবসান হইলে, ব্রহ্মা নীলাদ্রিতে আসিয়া বিষ্ণু-কথিত সমস্তই দর্শন করিলেন। ইতিমধ্যে একটী কাক তথায় আসিয়া রোহিণকুণ্ডে অবগাহন ও জল পান করিয়া ভগবানকে দর্শন করত কাকদেহ পরিত্যাগানন্তর বিষ্ণুমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক নীলমাধবের পার্শ্বে অবস্থিতি করিল। এদিকে ধর্ম্মরাজ তাহা অবগত হইয়া ত্বরায় তথায় আসিয়া, ভক্তিভাবে ভগবানের স্তব করিলে, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া লক্ষ্মীকে ইঙ্গিত করিলে পর, কমলা কহিলেন; 'ধর্ম্মরাজ! তুমি আশঙ্কা করিতেছ যে, যদি সকল জীবই এই স্থানে আসিয়া কাকের মতন মুক্ত হয়, তবে আর তোমার আধিপত্য থাকিবে না। ইহা অমূলক আশঙ্কা মাত্র; কারণ, পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য সকল স্থানেই তোমার আধিপত্য রহিল। এই ক্ষেত্রে কর্ম্মফল কোন কার্য্যকারী হইবে না। অধিক কি, সৃষ্টিকর্ত্তা পিতামহেরও এস্থানে আধিপত্য নাই। অতএব, হে রবিনন্দন! প্রাণিগণ এই ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলে, তুমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। পরার্দ্ধকাল পর্য্যন্ত আমারা নীলকান্তমূর্ত্তিতে এই স্থানে বিরাজ করিব। অনন্তর, অপরার্দ্ধের প্রারম্ভে শ্বেতবরাহকল্পাব্দে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ব্রহ্মার পঞ্চম সন্ততি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এই স্থানে আসিবার পূর্ব্বেই আমারা অন্তর্হিত হইব। পরে, ইন্দ্রদ্যুম্ন শতাশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে, আমরা পুনর্ব্বার দারুময়ী চারিটী মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া অপরার্দ্ধকাল

পর্য্যন্ত এই স্থানে অবস্থান করিব। এক্ষণে তোমরা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান কর।'

অনন্তর, অপরার্দ্ধের প্রারম্ভে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের দ্বিতীয় সত্য-যুগে অবন্তিনগরে ধর্ম্মাত্মা সত্যবাদী সাত্ত্বিকাগ্রগণ্য প্রজাপতি হইতে পঞ্চম পুরুষ, ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে রাজা প্রাদুর্ভূত হয়েন। তিনি পরম ভাগবত ছিলেন। কোন এক দিবস পূজার সময় বিষ্ণুমন্দিরে গমন করিয়া কয়েকটি বেদপারগ পণ্ডিতকে দর্শন করিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমি এই চর্ম্মচক্ষু দ্বারা সাক্ষাৎ জগন্নাথদেবকে দর্শন করিতে পারি, ঈদৃশ পবিত্র ক্ষেত্র যদি কোন স্থানে থাকে, তাহা হইলে তাহা আমাকে বলুন। তথায় একটী তীর্থাটনশীল ধার্ম্মিক পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাহা শ্রবণ করিয়া কহিলেন; 'রাজন্! আমি বাল্যকালাবধি বহু তীর্থপর্য্যটন করিয়াছি এবং তীর্থপর্য্যটকের নিকট হইতেও বহু তীর্থের বিবরণ শ্রবণ করিয়াছি; কিন্তু দক্ষিণ সমুদ্রতীরে ওড্রদেশে কাননাবৃত নীলপর্ব্বতে পুরুষোত্তম নাম ক্ষেত্রে ক্রোশব্যাপী একটী কল্পবট আছে; তাহার ছায়া আশ্রয় করিলে, ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতকও বিনষ্ট হয়। উহার পশ্চিম ভাগে রোহিণকুণ্ড আছে। এই কুণ্ডের পূর্ব্বভাগে নীলেন্দ্র-মণি-নির্ম্মিত সাক্ষাৎ কৈবল্যদায়িনী ভগবানের এক মূর্ত্তি রহিয়াছে। ঐ রোহিণকুণ্ডে স্নান করিয়া ভগবানের মূর্ত্তি দর্শন করিলে, জীবের সর্ব্বপাপ নষ্ট হইয়া মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। রাজন্! আপনিও তথায় যাইয়া সেই ভগবানের মূর্ত্তি দর্শন করুন।' তপস্বী ব্রাহ্মণ রাজাকে এইরূপ বলিয়া, সর্ব্ব সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। রাজা তৎশ্রবণে চমৎকৃত হইয়া, তদ্দর্শনাভিলাষী হইলেন এবং পুরোহিতের ভ্রাতা বিদ্যাপতিকে তাহার যথার্থতা জানিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। বিদ্যাপতি তথায় গমন করিবার জন্য ক্রমে ক্রমে মহানদী পার হইয়া

দক্ষিণ-সাগর তীরে উত্থিত হইলেন এবং চতুর্দ্দিকে অরণ্য দেখিয়া কুশাসনে সমাসীন হইয়া একাগ্রচিত্তে ভগবানকে স্মরণ করিতে থাকিলেন। অনন্তর, অরণ্য মধ্যে বেদধ্বনি শ্রবণ করিয়া নীলগিরির পশ্চাৎ ভাগে শবর-দ্বীপে শবরালয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান থাকিলেন। তদনন্তর, বিশ্বাবসু নামধারী এক বৃদ্ধ শবর ভগবানের পূজা সমাপনান্তে নির্ম্মাল্য চন্দন ও ভোগাবশিষ্ট লইয়া পর্ব্বত হইতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বিদ্যাপতিকে দর্শন করিয়া তাহার আসিবার উদ্দেশ্য জানিয়া প্রথমে তাঁহাকে দেবদর্শন করাইতে অসম্মত হইল, পরে ব্রহ্মশাপের ভয়ে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া রোহিণ-কুণ্ড সমীপে উপস্থিত হইল। বিদ্যাপতি সেই কুণ্ডে অবগাহন করিয়া, হৃষ্টান্তঃকরণে দূর হইতে নীলমাধবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত ও স্তব করিয়া বলিলেন, অদ্য আমি কৃতার্থ হইলাম। অনন্তর, শবরের সহিত শবরালয়ে আসিয়া তৎপ্রদত্ত ভোগান্ন ভোজন করিলেন। পরে, বিশ্বাবসুর সহিত মিত্রতা স্থাপন-পূর্ব্বক রাজার জন্য নির্ম্মাল্যাদি গ্রহণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। অনন্তর, রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া শবরপতি-প্রদত্ত নির্ম্মাল্য রাজকরে অর্পণ করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। রাজা তৎশ্রবণে তথায় যাইতে কৃতসংকল্প হইয়া কহিলেন; 'হে বিপ্রবর! আমি এইরাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রজাগণের সহিত সেই ক্ষেত্রে গমন করতঃ বহুশত নগর, গ্রাম ও দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া, সেই স্থানে বাস করিব এবং ভগবানের প্রীতির জন্য একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ নিষ্পন্ন করিব। আমি তথায় যাইয়া, প্রতিদিন শত শত উপহার দিয়া, ব্রত, উপবাস ও নিয়মাদি দ্বারা ভগবানের পূজা করিব। ভগবান্ ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া, অবশ্যই ঐ রাজ্যে আমাকে অভিষেক করিবেন।' ইত্যবসরে নারদ এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলে, রাজা

উত্থিত হইয়া পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁহার সম্মাননা করিলেন। পরে, নারদ বিষ্ণুভক্তির ব্যাখ্যা করিয়া কহিলেন, 'প্রয়াগ ও গঙ্গা প্রভৃতি সমস্ত তীর্থ, তপস্যা, অশ্বমেধ যজ্ঞ ও ব্রতনিয়মাদি দ্বারা সহস্র বর্ষে যে পুণ্যরাশি সঞ্চয় হয়, তাহাকে কোটি কোটিগুণে বর্দ্ধিত করিলে যে পরিমাণ হয়, তাহা বিষ্ণুভক্তির একাংশেরও সমান নহে।' তদনন্তর, রাজার অভিপ্রায় অবগত হইয়া নারদ তাঁহার সমভিব্যাহারে তথায় যাইতে স্বীকার করিলেন। পরে, জ্যৈষ্ঠ শুক্লসপ্তমীয় পুষ্যানক্ষত্রে শুক্রবারে দেবদর্শন জন্য রাজা স্বদলবলে বহির্গত হইলেন। ক্রমে উৎকলদেশের সীমান্তে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া, করালবদনা মুণ্ডমালা-বিভূষিতা চণ্ডিকাদেবীর সন্দর্শন ও পূজাদি করিলেন। তৎপরে, চিত্রোৎপলা নদীতীরে ধাতুকন্দর নামক কানন মধ্যে মধ্যাহ্নিক কার্য্য সমাপন করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় ওড্র-দেশাধিপতি, সচিবগণের সহিত উপহার লইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন; 'হে রাজন্! দক্ষিণ সমুদ্রতীরে অতি নিবিড় কাননাবৃত নীলাচল আছে, তাহা অতি দুর্গম স্থান। লোকের কথা দূরে থাক, দেবগণও তথায় গমন করিতে সমর্থ নহে। সম্প্রতি শুনিয়াছি, বিপ্র-প্রবর বিদ্যাপতি শবরপতির সাহায্যে নীলমাধবকে দর্শন করিয়া অবন্তিপুরে প্রতিনিবৃত্ত হইলে, সেই দিবস সন্ধ্যাকালে অতিশয় প্রবলবেগে বায়ু বহিতে থাকে, তাহাতে মহাসমুদ্রের প্রান্তরভূমি হইতে স্বর্ণ বর্ণের বালুকারাশি উড্ডীন হইয়া চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া নীলাচলকে আচ্ছাদিত করিয়াছে। তদবধি আমার রাজ্যে অতিশয় দুর্ভিক্ষ ও মারিভয় জন্মিয়াছে।' রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগ্নোৎসাহ হইলে, নারদ কহিলেন; 'রাজন্! ইহাতে তুমি বিস্মিত হইও না, বিষ্ণুভক্তের কোন কার্য্যই নিষ্ফল হয় না। অতএব তুমি তথায় যাইলে, অবশ্যই ভগবানের মূর্ত্তি দর্শন

করিতে পাইবে। বিষ্ণু তোমার প্রতি কৃপা করিয়া এই জগতে চতুর্দ্ধা মূর্ত্তি ধারণ করিবেন।'

অনন্তর, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন মহানদী পার হইয়া একাম্রকাননে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নারদ-প্রমুখাৎ তাহার উৎপত্তি-বিবরণ শ্রবণ করিয়া ত্রিভুবনেশ্বরের পূজাদি করিলেন। ত্রিভু-বনেশ্বর তাঁহার পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন ; 'রাজন্! তোমার সদৃশ বৈষ্ণব আর দ্বিতীয় নাই। অতএব, তোমার বাঞ্ছা দুর্ল্লভ হইলেও অচিরকাল মধ্যে পূর্ণ হইবে।' পরে, ইন্দ্র-দ্যুম্ন পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইয়া, পথিমধ্যে কপোঁতেশ্বর * ও বিল্বেশ্বর † সন্দর্শন করিয়া, বিদ্যাপতিও নারদকে সঙ্গে লইয়া পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের প্রান্তভাগে নীলকণ্ঠের সমীপে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তথায় বিচরণ করিতে করিতে নানাবিধ দুর্নিমিত্ত দর্শন করিলেন ; পরে, এই অশুভের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, নারদ কহিলেন ; 'রাজন্! বিষণ্ণ হইও না। কারণ, সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিগণের প্রায়ই বিঘ্ন হইতে পুনর্ব্বার শুভবৃদ্ধি হইয়া থাকে। আপনার পুরোহিতের অনুজ বিদ্যাপতি নীলমাধবকে দর্শন করিয়া যাইলে পর, নীল-পর্ব্বত বালুকায় আচ্ছন্ন হয় এবং তৎসঙ্গে নীলমাধব পাতাল-

---

* পুরাকালে কুশস্থলীতে শঙ্কর তপস্যা করিয়া এরূপ জীর্ণ শীর্ণ হইয়া-ছিলেন যে, তিনি দেখিতে একটী কপোতের ন্যায় হইয়াছিলেন। এই নিমিত্তই এই মূর্ত্তিটি কপোতেশ্বর নামে বিখ্যাত।

† পূর্ব্বকালে দানবগণ মহীতল ভেদ করত ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় প্রাণি-গণকে সংহার করিয়া ভোজন করিত। নারায়ণ এই অত্যাচার নিবারণের জন্য একটী বিল্ব গ্রহণ করত মহাদেবের আরাধনা করিলেন এবং বিবর মধ্য দিয়া পাতালে প্রবেশ করত সমস্ত দানবগণকে সংহার করিয়া পুনর্ব্বার প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মহাদেবকে সেই বিবর দ্বার রক্ষার জন্য স্থাপন করিলেন। সেই অবধি এই লিঙ্গ বিল্বেশ্বর নামে বিখ্যাত হইলেন।

পুরীতে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই অবধি মর্ত্ত্যলোকে ভগবানের দর্শন অতি দুর্ল্লভ হইয়াছে।'

রাজা, নারদের এই কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া, বজ্রাহত তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন এবং পুনরায় সংজ্ঞালাভ করিয়া বহুবিধ বিলাপ করিলেন। নারদ রাজার বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন; 'রাজন্! শুভকার্য্যে নানা বিঘ্ন হইয়া থাকে। অতএব তুমি বিষণ্ণ হইও না। এক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়া এই ক্ষেত্রে অবস্থান করত শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া গদাধরকে সন্তুষ্ট কর, তাহা হইলে তিনি দারুময় চতুষ্টয় কলেবরে আবির্ভূত হইবেন এবং ভূমণ্ডলে সেই মূর্ত্তি ভগবানের অবতারবিশেষ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে।

রাজা নারদ-বাক্য শ্রবণ করিয়া নীলকণ্ঠের পূজা করিলেন এবং তাহার অনতিদূরে স্বাতি-নক্ষত্রযুক্ত জ্যৈষ্ঠ শুক্ল দ্বাদশীতে নৃসিংহদেবের প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহার সম্মুখে যজ্ঞস্থান স্থির করিয়া শত অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। যজ্ঞের ষষ্ঠ রাত্রে চতুর্থ প্রহরে স্বপ্নে শ্বেতদ্বীপে ভগবানের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি সংদর্শন করিলেন। নারদ তাহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন; 'রাজন্! অরুণোদয়কালে স্বপ্ন দেখিয়াছ, অতএব ১০ দিবসের মধ্যে ইহার প্রত্যক্ষ ফল পাইবে; তোমার এই যজ্ঞ সমাপন হইলেই কমলাপতি প্রত্যক্ষগোচর হইবেন।'

অনন্তর, যজ্ঞ সমাপন কালে যাজ্ঞিকগণ উচ্চৈঃস্বরে বৈদিক স্তুতিপাঠ করিতে থাকিলে, অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ আসিয়া ভূপতিকে কহিল; 'রাজন্! এই মহাসমুদ্রের বেলাভূমিতে এক মহাবৃক্ষ উপস্থিত হইয়াছে, আমরা তাহা দর্শন করিয়া আপনাকে বলিতে আসিয়াছি। সেই বৃক্ষ রক্তবর্ণ ও তাহাতে শঙ্খ, চক্র ও গদার চিহ্ন আছে। এইরূপ বৃক্ষ আমরা পূর্ব্বে কখনই দেখি নাই, তাহার সৌগন্ধে বেলাভূমি আমোদিত হইয়াছে।' দেবর্ষি নারদ

তৎশ্রবণে ঈষৎ হাস্য করত রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন; রাজন্! তোমার সৌভাগ্যবশতঃ যজ্ঞের ফলস্বরূপ এই কাষ্ঠ আসিয়াছে; ঐ মহাবৃক্ষ ভগবানের সাক্ষাৎ বপু জানিবে *। তুমি স্বপ্নযোগে শ্বেতদ্বীপে ভগবানের যেরূপ মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলে, সেইরূপ মূর্ত্তি চতুষ্টয় এই কাষ্ঠে নির্ম্মাণ কর। এক্ষণে অবভৃথ স্নান করিয়া, মহাসমুদ্রের তীর হইতে মহোৎসবের সহিত সেই বৃক্ষকে আনয়ন কর।'

অনন্তর, তাহা যথানিয়মে আনীত হইয়া রত্নবেদীর উপর রক্ষিত হইলে, এক আকাশবাণী হইল যে, 'ইহা পঞ্চদশ দিবস বেষ্টন করিয়া রাখ। পরে, এক বৃদ্ধ সূত্রধার আসিয়া বেদীমধ্যে প্রবেশ করিলে, তোমরা দ্বাররুদ্ধ করিবে; যে পর্য্যন্ত ভগবানের কলেবর নির্ম্মাণ না হইবে, তদবধি তোমরা বহির্ভাগে বিবিধ বাদ্যধ্বনি করিবে। ভগবানের নির্ম্মাণধ্বনি যে কেহ শ্রবণ করিবে, সে নরকে গমন করিবে। তৎকালে যে বেদীমধ্যে প্রবেশ বা তদভ্যন্তর দর্শন করিবে, সে যুগে যুগে অন্ধ হইবে। সেই মূর্ত্তিমধ্যে ভগবান্ আপনিই আবির্ভূত হইবেন।' রাজা এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া তৎসমস্তই নিষ্পন্ন করিলেন। অনন্তর, বিশ্বকর্ম্মা সূত্রধাররূপে উপস্থিত হইল এবং বেদীমধ্যে

---

* ব্রহ্মদারু সম্বন্ধে পুরুষোত্তম-তত্ত্বধৃত বচনাদি যথা,—
"আদৌ যৎ দারু প্লবতে সিন্ধোঃ পারে অপুরুষম্।
তদালভস্ব দুর্দ্দনো তেন যাহি পরং স্থলম্॥

অস্য ব্যাখ্যা সাঙ্খ্যায়নভাষ্যে। আদৌ বিপ্রকৃষ্টে দেশে বর্ত্তমানং যৎ দারু দারুময়পুরুষোত্তমাখ্যদেবতাশরীরং প্লবতে জলস্যোপরি বর্ত্ততে অপুরুষং নির্ম্মাতৃরহিতত্বেন অপুরুষং তৎ আলভস্ব দুর্দ্দনো হে হোতঃ তেন দারুময়েন দেবেন উপাস্যমানেন পরং স্থলং বৈষ্ণবং লোকং গচ্ছেত্যর্থঃ। অথর্ব্ববেদেঽপি আদৌ যৎ দারু প্লবতে সিন্ধোর্ম্মধ্যে অপুরুষম্। তদালভস্ব দুর্দ্দনো তেন যাহি পরং স্থলম্। অত্রাপি তথৈবার্থঃ। মধ্যে তীরে॥"

প্রবেশ করিল। পরে ক্রমশঃ পঞ্চদশ দিবস অতীত হইলে, রাজা স্বপ্নে যেরূপ মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন, অবিকল সেইরূপ মূর্ত্তি জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমাতে নির্ম্মিত হইল। রাজা দেখিলেন, শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী ভগবান্ লক্ষ্মীপতি, লক্ষ্মী, বলভদ্র ও সুদর্শনের সহিত দিব্য রত্নময় সিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন। ভগবানের হস্তে গদা, মুষল, চক্র ও পদ্ম বিরাজ করিতেছে। তাঁহার পার্শ্বে বলভদ্র। তাঁহার শিরোভাগে অনন্ত ছত্রাকৃতি ফণাবিস্তারপূর্ব্বক অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়াছেন। তাঁহার মস্তকে রত্নময় কিরীট। তাঁহাদিগের উভয়ের মধ্যে বর, অভয় ও পদ্মধারিণী চারুবদনা সুভদ্রাদেবী। ইনি চৈতন্যরূপিণী লক্ষ্মী। এই দেবী কৃষ্ণাবতারে রোহিণীর গর্ব্ভে বলদেবের রূপ চিন্তা করিয়াছিলেন, এজন্য বলভদ্রার আকৃতি ধারণপূর্ব্বক অবতীর্ণা হইয়াছেন। এই দেবী নীলমাধবের ক্ষণকাল বিয়োগ সহ্য করিতে পারেন না। বলদেব ও কৃষ্ণে কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই। বলদেব ও সুভদ্রা এক গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এজন্য লৌকিক ব্যবহার ও পুরাণে সুভদ্রা বলদেবের ভগ্নী বলিয়া বর্ণিত আছে, কিন্তু লক্ষ্মী স্ত্রী-পুরুষরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। লক্ষ্মী কখন স্ত্রী কখন পুরুষরূপে বিরাজ করেন। পুরুষবেশধারী ভগবান্ কৃষ্ণ, স্ত্রীবেশ-ধারিণী কমলা লক্ষ্মী। দেব, গন্ধর্ব্ব ও মনুষ্যালোকে ব্রহ্মবিদেরা পরমতত্ত্ব অবগত আছেন, এই উভয়ের মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণের পরস্পর কিছুই বিভিন্নতা নাই। চতুর্দ্দশ ভুবনমধ্যে পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবান্ ব্যতীত অন্য কেহই ফণাগ্রদ্বারা এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিতে সমর্থ হন না। এই ব্রহ্মাণ্ডের ভার বহন করেন যে অনন্ত তাঁহার নাম বলদেব, ব্রহ্মবিদেরা তাঁহাকেও পরম-পুরুষকে একই বলিয়া জ্ঞাত আছেন। তাঁহার শক্তিস্বরূপা সুভদ্রাদেবী ভগ্নী-রূপে বিরাজ করিতেছেন। ভগবান্ যাহাকে সর্ব্বদা হস্তে ধারণ করিয়া থাকেন, সেই সুদর্শন চক্রই চতুর্থ মূর্ত্তি।

অনন্তর, পুনর্ব্বার আকাশবাণী হইল; "রাজন্! নীল-পর্ব্বতের উপরিভাগে যে কল্পবৃক্ষ আছে, তাহার বায়ুকোণে শতহস্ত অন্তরে যে স্থানে নৃসিংহদেব অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার উত্তরে যে প্রশস্ত ভূমি আছে, ঐ ভূমিতে সহস্র-হস্ত উচ্ছ্রিত তদুপযুক্ত আয়তনে সুদৃঢ় একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করতঃ তাহাতে ভগবানের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া প্রতিষ্ঠা কর। পূর্ব্বে এই নীলপর্ব্বতে ভগবান্ বিরাজমান ছিলেন। সেই সময়ে বিশ্বাবসু নামে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শবরপতি ভগবানকে পূজা করিত। রাজন্! তোমার পুরোহিতের সহিত তাহার বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল, সেই বিশ্বাবসুর যে সন্ততি আছে, তাহাদিগকে আনয়ন করিয়া ভগবানের লেপ-সংস্কার ও উৎসবাদি-কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত নিযুক্ত কর।" এই কথা বলিয়া সেই অশরীরিণী বাণী ক্রমশঃ নিরস্তা হইল; তখন রাজা সাতিশয় প্রফুল্লচিত্তে বিশ্বাবসুর সন্ততিগণকে আনয়ন করিয়া, দেবের লেপ-সংস্কারাদি কার্য্যনির্ব্বাহ জন্য নিযুক্ত করিলেন।

অনন্তর, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন দেবের প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া, যথাবিধি তাহার গর্ভপ্রতিষ্ঠা করিলেন। পরে, নারদের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। যখন তিনি তথায় গমন করিলেন, তখন ব্রহ্মা সঙ্গীত শুনিতেছিলেন, এজন্য তাঁহারা কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিলেন। তদনন্তর, সঙ্গীত অবসান হইলে পর, ব্রহ্মা তাহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া কহিলেন; "রাজন্! তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে আমি প্রস্তুত আছি, কিন্তু সঙ্গীত অবসান হইতে এক সপ্ততি যুগ অতীত হইয়াছে, এক্ষণে তোমার রাজ্য নাই, তোমার বংশও বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। এপর্য্যন্ত কোটি কোটি নরপতি রাজ্য করিয়া পরলোক গত হইয়াছে। দেবতা ও দেবপ্রাসাদের কিঞ্চিন্মাত্র চিহ্ন রহিয়াছে। অধুনা, দ্বিতীয় মনুর অধিকার। অতএব, এস্থানে কিঞ্চিৎকাল অবস্থান করিয়া, পরে

ঋতু-পরিবর্ত্তন হইলে, মর্ত্ত্যলোকে গমন কর। দেবতা ও প্রাসাদ নিশ্চয় করিয়া প্রতিষ্ঠার দ্রব্য সকল আহরণ কর। আমি পশ্চাৎ যাইতেছি।" অনন্তর, রাজা তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া স্বারোচিষ মন্বন্তরে মর্ত্ত্যলোকে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেবমন্দিরের স্থান প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর, নারদের উপদেশে তিন খানি রথ প্রস্তুত করিলেন। গরুড়ধ্বজ চিহ্নিত রথ পুরুষোত্তমের, পদ্মধ্বজ চিহ্নিত রথ সুভদ্রার ও তলধ্বজ চিহ্নিত রথ বলদেবের। এই রথত্রয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে মূর্ত্তিত্রয় আরোহণ করান হইল। অনন্তর, ব্রহ্মা আসিয়া আজ্ঞাপ্রদান করিলে পর, ভরদ্বাজ মুনি বৈশাখ মাসে বৃহস্পতিবারে পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত শুক্ল অষ্টমী তিথিতে প্রাসাদ প্রতিষ্ঠা করিয়া এক ধ্বজা স্থাপন করিলেন। তৎকালে ভগবান্ ইন্দ্রদ্যুম্নকে কহিয়াছিলেন যে,—

"ইন্দ্রদ্যুম্ন! প্রসন্নস্তে ভক্ত্যা নিষ্কামকর্ম্মভিঃ।
উৎসৃজ্য বিত্তকোটীস্ত্ব যন্মমায়তনং কৃতম্।
ভগ্নেঽপ্যেতস্য রাজেন্দ্র! স্থানং ন ত্যজ্যতে ময়া॥"

"হে ইন্দ্রদ্যুম্ন! তোমার ভক্তিযুক্ত নিষ্কাম-কার্য্যে আমি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি কোটি কোটি অর্থব্যয় করিয়া আমার এই আয়তন নির্ম্মাণ করিয়াছ। কালে ইহা ভগ্ন হইলেও, আমি এস্থান পরিত্যাগ করিব না।" ভগবান্ আরও বলিয়াছিলেন যে, "আমি অপরার্দ্ধকাল পর্য্যন্ত এই দারুময়ী মূর্ত্তিতে অবস্থান করিব।" তদবধি ভগবান্ দারুমূর্ত্তিতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

পুরী অঞ্চলে ইন্দ্রদ্যুম্ন সম্বন্ধে যে প্রবাদ আছে, তাহা উৎকলখণ্ডোক্ত বিবরণ হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। বিশেষতঃ, পাণ্ডারা সেই প্রবাদটী যাত্রীদিগকে বলিয়া থাকে জানিয়া, এই স্থলে তাহা সংগৃহীত করিলাম। যথা,—

ত্রেতাযুগে মুক্তিদায়ক বিষ্ণুমূর্ত্তির অভাব হয়। পণ্ডিতেরা বিষ্ণুমূর্ত্তি অন্বেষণ করিতে থাকেন। অবন্তীপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন বিষ্ণু-মূর্ত্তি অন্বেষণ জন্য চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মণ প্রেরণ করেন, তাহাদের মধ্যে একজন ভিন্ন সকলেই প্রতিনিবৃত্ত হইল। ঐ ব্রাহ্মণ পূর্ব্বাভিমুখে যাইয়া নানা অরণ্য ও পাহাড় অতিক্রম করিয়া ওড্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হন ও ক্রমে ক্রমে দক্ষিণ-সমুদ্রতীরে বসুনামক কোনও শবরের আলয়ে আসিয়া শুনিলেন, নিকটে ভীষণ জঙ্গলমধ্যে নীলাচল নামে একটী পর্ব্বত আছে, তথায় বিষ্ণু কমলার সহিত নীলমাধব মূর্ত্তিতে অবস্থিতি করিতেছেন। উক্ত বসু ভিন্ন আর কেহ তথাকার পথ বিদিত নহে। ব্রাহ্মণ নীলমাধব দর্শনে অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া বসুকে হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার আলয়ে অতিথি হইলেন। পরে, ক্রমে ক্রমে তাঁহার সহিত আত্মীয়তা জন্মিলে, তাহার কন্যার করপ্রার্থী হইলেন; বসুও আপনাকে ধন্য মানিয়া ব্রাহ্মণ-হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিল। তদবধি উক্ত ব্রাহ্মণ শবরালয়ে বসতি করিতে থাকিল। বসু নিত্য প্রাতে একাকী গুপ্তপথ দিয়া নীলাচলে যাইত। জঙ্গলমধ্য হইতে ফলপুষ্পাদি আহরণ করিয়া, নীলমাধবকে নিবেদন করিত। নীলমাধব তৎপ্রদত্ত ফলমূলাদি বিগ্রহমূর্ত্তিতে ভক্ষণ করিতেন। অনন্তর, কিছুদিন গত হইলে, ব্রাহ্মণ শবর কন্যাকে কহিল, "আমি ব্রাহ্মণ হইয়াও কি নীল-মাধকে একবার দেখিতে পাইব না? তুমি তোমার পিতাকে বলিয়া যাহাতে আমি একবার মাত্র নীলমাধব মূর্ত্তি দেখিতে পাই, তাহার উপায় কর। আর আমি একবার দেখিয়া আসিতে পারিলে, তোমাকেও সেই মূর্ত্তি দেখাইতে পারিব।" পরে, কন্যা পিতাকে অনুরোধ করিলে, শবরপতি কহিল, 'আমি তাহার নেত্রদ্বয় বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতে প্রস্তুত আছি।' চতুরা কন্যা পিতার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া ব্রাহ্মণকে সমস্ত

বৃত্তান্ত কহিল এবং এক থলি সর্ষপ দিয়া বলিল, 'তুমি যাইবার সময় পশ্চাৎ হইতে ইহা ফেলিতে থাকিবে, তাহা হইলে পুনর্ব্বার ইহা দেখিয়া একাকী যাইতে সমর্থ হইবে।' অনন্তর, শবরপতি নির্দ্দিষ্ট সময়ে জামাতার চক্ষে বস্ত্র বাঁধিয়া সঙ্গে লইল। শবর অগ্রে অগ্রে যাইতে থাকিল, ব্রাহ্মণও পশ্চাৎ হইতে গোপনে সরিষা ছড়াইতে ছড়াইতে চলিল। পরে, নীলাচলের উপরিস্থ বটবৃক্ষতলে নীলমাধবের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া, শবরপতি জামাতার চক্ষের আবরণ খুলিয়া নীলমাধবকে দেখাইয়া পুনর্ব্বার চক্ষু বাঁধিয়া স্বগৃহে আনয়ন করিল। অনন্তর, পর দিবস ব্রাহ্মণ একাকী গোপনে সর্ষপ-চিহ্নিত পথ দিয়া নীলমাধব সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার স্তব করিতে থাকিল। এই সময় একটী কাক নীলমাধবের সম্মুখে পতিত হইয়া যেমন বিনষ্ট হইল, অমনি চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক বিষ্ণুলোকে গমন করিল। ব্রাহ্মণ সেই অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়া মুগ্ধ হইল এবং ভাবিল যদি বৃক্ষ হইতে এইস্থানে পড়িলেই মুক্তিলাভ হয়, তবে কিজন্য আমি আর সংসার মায়ায় বদ্ধ থাকি। ব্রাহ্মণ এইরূপ ভাবিয়া বৃক্ষোপরি উঠিয়া পতনোন্মুখ হইলে, এই দৈববাণী হইল যে, "দ্বিজবর! এরূপ সাহস হইতে নিবৃত্ত হও, অগ্রে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে বিগ্রহ-দর্শনের সংবাদ প্রদান কর; তোমার কালবিলম্বে রাজা উৎকণ্ঠিত আছেন, ত্বরায় তথায় গমন কর।"

ব্রাহ্মণ এই বাণী শ্রবণ করিয়া, যেমন বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিতেছে, এমন সময়ে শবরপতি ফলপুষ্পাদি আহরণ করিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং পূর্ব্ববৎ তৎসমস্তই বিগ্রহ সম্মুখে নিবেদন করিল, কিন্তু নীলমাধব পূর্ব্ববৎ নৈবেদ্য গ্রহণ করিলেন না। তখন শবরপতি কাতরোক্তিতে নীলমাধবের স্তব করিলে, এই দৈববাণী হইল যে, 'ভক্ত! বহুদিন তৎপ্রদত্ত

ফলমূলাদি ভোজন করিয়াছি। এক্ষণে আর তাহাতে রুচি নাই, পক্কান্ন ও মিষ্টাদি দ্রব্য ভোজন করিতে বাসনা হইয়াছে।' তদনন্তর দেবমূর্ত্তি অন্তর্হিতা হইলেন *। শবরপতি তদ্দর্শনে ক্রন্দন করিতে করিতে অনন্যোপায় হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল। পরে বটবৃক্ষ সমীপে ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইল এবং তাহাকেই এই অশুভের কারণ বলিয়া জানিতে পারিয়া ক্রুদ্ধ হইল ও তাহাকে বন্ধন করিয়া রাখিল। ব্রাহ্মণ, শবরপতির অজ্ঞাতসারে দেবদর্শনে আসিয়াছে বলিয়া, সে তাহাকে ঐরূপ পীড়া দিতেছে, ইহা ভাবিয়া তদবস্থায় রহিল; পরে, শবর-কন্যা তাহা অবগত হইয়া কোন উপায়ে ব্রাহ্মণকে মুক্ত করিয়া দিলে ব্রাহ্মণ সত্বর স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিল। অনন্তর, রাজসমীপে যাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিল। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন নীলমাধব মূর্ত্তির সন্দর্শনাভিলাষী হইলেন। শুভদিনে বহুসংখ্যক সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেবদর্শনে অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "যখন এতদূর আসিয়াছি, তখন নীলমাধবমূর্ত্তি অবশ্যই দর্শন করিব। পরন্তু, নারায়ণ অনুগ্রহ করিয়া আমাকেই এপ্রদেশে অভিষিক্ত করিবেন। অতএব আমার মত ভাগ্যশালী পুরুষ আর দ্বিতীয় নাই।" দর্পহারী মধুসূদন ভক্তের তাদৃশ গর্ব্বিত ভাব অবলোকন করিয়া দৈববাণীচ্ছলে কহিলেন, 'রাজন্! তুমি আমার মন্দির নির্ম্মাণ কর, তৎপরে আমাকে অন্বেষণ করিলে দেখিতে পাইবে।' রাজা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন ও মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া মনে মনে ভাবিলেন, 'সাধারণ ব্রাহ্মণ দ্বারা

---

* নীলমাধব নীলাচল হইতে অন্তর্হিত হইয়া শ্বেতদ্বীপে ব্রহ্মদারুরূপে অবস্থিত করিতেছিলেন বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়া থাকে। ১৩১ পাতে ফুট্‌নোট্ দ্রষ্টব্য।

দেবের প্রতিষ্ঠা করা হইবে না। আমি ব্রহ্মলোকে যাইয়া ব্রহ্মাকে আনয়ন করিব।' অনন্তর, তিনি ব্রহ্মলোকে যাইলেন, ব্রহ্মা তখন ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন; এজন্য কিঞ্চিৎকাল তথায় অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। এই সময়ে, মানব পরিমাণে নয় যুগ অতিবাহিত হইল। তৎকালে পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ রাজা রাজত্ব করিয়া গতাসু হইল। তৎকৃত দেবালয় ও রাজপ্রাসাদ বালুকায় আবৃত হইল। এতৎকালের বর্ত্তমান রাজা 'গালো' অশ্বারোহণে যাইতে যাইতে, মন্দিরের চূড়ায় অশ্বের পদস্খলিত হওয়ায় অশ্বের সহিত পতিত হইলেন। অনন্তর তাহার কারণ জানিবার জন্য তথায় খনন করিয়া এক মন্দির ও রাজবাটী প্রাপ্ত হইলেন। এদিকে ব্রহ্মার ধ্যান সমাপন হইলে, ইন্দ্রদ্যুম্ন তাহাকে আপন অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। ব্রহ্মা তাহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া মর্ত্তলোকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন তথায় আসিলে পর, রাজা গালো দেবালয় আপনার বলিয়া আপত্তি করিল। ব্রহ্মা এ বিষয়ের নিষ্পত্তি করিবার জন্য বটবৃক্ষোপরি ভূষণ্ডী বায়সকে দেখিয়া, তাহাকে ডাকিলেন। কাক ধ্যানে ছিল, ব্রহ্মার আহ্বানে বিরক্ত হইয়া কহিল, 'কিজন্য আমাকে বিরক্ত করিতেছ।' তখন ব্রহ্মা গর্ব্বিত-বচনে কহিলেন, 'আমি বেদকর্ত্তা ব্রহ্মা, তুমি এইস্থানে আসিয়া আমার আজ্ঞা প্রতিপালন কর।' কাক তচ্ছ্রবণে ঈষৎ হাঁসিয়া কহিল, "তুমি কোন ব্রহ্মা, আমি এপর্য্যন্ত অনেক ব্রহ্মার উৎপত্তি ও লয় দর্শন করিয়াছি।" তখন ব্রহ্মা ধ্যানে ভূষণ্ডীর যাথার্থ-তত্ত্ব অবগত হইয়া বিনয়পূর্ব্বক কহিলেন, 'হে কাকরূপিন্ জগদীশ্বর! আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক বলুন এই মন্দির কাহার।' তখন কাক, 'ইহা ইন্দ্রদ্যুম্নের নির্ম্মিত' বলিয়া অন্তর্হিত হইল।

অনন্তর, ইন্দ্রদ্যুম্ন বিগ্রহমূর্ত্তি অন্বেষণ করিলেন। অনেক অন্বেষণে তাহা দেখিতে না পাইয়া বিষণ্ন হইলেন। তখন ব্রহ্মা

তাঁহাকে দশসহস্র * ব্রাহ্মণ দিয়া কহিলেন, 'নৃপবর! তুমি শতাশ্বমেধ যজ্ঞ কর, তাহা হইলে দেবদর্শন পাইবে।' রাজা তাঁহার উপদেশে শতাশ্বমেধ করিলেন। অনন্তর, যজ্ঞ সমাপনান্তে স্বপ্নে দেখিলেন যে, একটী ব্রহ্মদারু সাগর-তীরে আসিয়াছে। তৎপরে, তিনি স্বদলবলে তথায় যাইয়া, সেই কাষ্ঠখণ্ডকে কিছুতে নাড়িতে পারিলেন না। এখানেও তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব হইল। তখন দৈববাণী হইল যে, 'বসু আমার পরম ভক্ত, তুমি তাহার সাহায্য লও।' মানব পরিমানে নয় যুগ অতীত হইলেও বৈষ্ণব-প্রবর শবরপতি নীলমাধব দেবের সন্দর্শন ফলে দীর্ঘায়ু হইয়া শবরদ্বীপে অধিবাস করিতেছিল। দর্পঃহারী জগন্নাথ, ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার দর্পচূর্ণ করিতেই ঐরূপ আদেশ করিয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। অনন্তর, রাজা অনেক অনুসন্ধানে বসুকে আনয়ন করিয়া তৎসাহায্যে কাষ্ঠকে মন্দির সমীপে লইয়া আসিলেন। রাজার এখন ও আত্মাভিমান যায় নাই, এজন্য তিনি সর্ব্বস্থান হইতে প্রধান প্রধান সূত্রধার আনাইয়া বিগ্রহমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে অনুমতি করিলেন, পরন্তু তাহারা কিছুতেই কাষ্ঠ কাটিতে সমর্থ হইল না। এই সময় বিশ্বকর্ম্মা বৃদ্ধ সূত্রধারের বেশে আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলে, দৈববাণী হইল যে, "এই সূত্রধার দ্বারা ইহা ক্ষোদিত হইবে। রাজন্! তুমি চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া ২১ দিন যাবৎ সূত্রধারকে তাহার মধ্যে কার্য্য করিতে দিবে। এই সময়

---

* যাজপুরে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা দশহাজার ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বয়ং দশাশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এখানে দশহাজার ব্রাহ্মণ দিয়া রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে শত অশ্বমেধ করিতে আজ্ঞা দিলেন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের আহ্বানে তিনি জগন্নাথ প্রতিষ্ঠা করিতে আসিয়াছেন; দেব অন্তর্হিত হইয়াছেন তাহা কি তিনি জানিতেন না? অতএব এ প্রবাদ অনুসারে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা কোথায় রহিল? এজন্য এ প্রবাদে বিশেষ সন্দেহ থাকিল।

মধ্যে কেহ যেন ইহা অবলোকন না করে।” রাজা তচ্ছ্রবণে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং দৈববাণী কথিত সমস্ত কার্য্য করিলেন *। পঞ্চ দিবস পরে রাণী বিগ্রহ দর্শনাভিলাষিণী হইয়া তথায় আসিয়া গোপনে দারুমূর্ত্তি দর্শন করিলেন, তাহাতে বৃদ্ধ সূত্রধার অন্তর্হিত হইল ও বিগ্রহ অসম্পূর্ণ থাকিয়া গেল। ইহাতেই জগন্নাথের হস্তপদাদি কিছুই হইল না। তখন দৈববাণী হইল, “আমি এই মূর্ত্তিতেই জগতে প্রসিদ্ধ হইব।” তখন, রাজা আত্মাভিমান পরিত্যাগ করিয়া অতি কাতরোক্তিতে ভগবানের নানাবিধ স্তব করিলেন। ব্রহ্মা সেই দারুমূর্ত্তিতে ব্রহ্মমণি স্থাপন করিয়া যথাবিধি প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন। তখন রাজা প্রার্থনা করিলেন যে, ‘এই মন্দিরে আপনি চিরকাল থাকিয়া পূজাদি গ্রহণ করুন; ইহা দ্বারা আমার কীর্ত্তি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হউক।’ ভগবান্ কহিলেন, ‘রাজন্! আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি এই মন্দিরে পরার্দ্ধকাল থাকিব। আমার প্রসাদ গঙ্গাজলের মত পবিত্র হইবে। কদাচ ইহা স্পর্শাদিদোষে দূষিত হইবে না। এই প্রসাদ শূদ্র ও ব্রাহ্মণাদি বর্ণে একত্রে ভোজন করিতে পারিবে। প্রসাদসম্বন্ধে জাতিবিচার থাকিবে না এবং তোমার কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী হইবে।’

দেবোৎপত্তি বিষয়ে তৃতীয় প্রবাদ। কোন শবরজাতীয় ব্যাধ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ নিহত হন; পরে, ঐ ব্যাধ তাঁহার পঞ্জরাস্থি লইয়া, স্বগৃহে রক্ষা করে। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বপ্নযোগে আদিষ্ট হইয়া, কোন ব্রাহ্মণকে পঞ্জরাস্থিটী আনিতে প্রেরণ করেন। ব্রাহ্মণ অনেক অনুসন্ধানে শবরের অলয়ে যাইয়া, তাহার কন্যাকে বিবাহ করেন। পরে এই কন্যার সাহায্যে কৃষ্ণ পঞ্জরাস্থি

---

* এক্ষণে নবকলেবর নির্ম্মাণের সময়েও এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে।

সংগ্রহান্তে গুপ্তভাবে পলায়ন করিয়া, রাজসমীপে আসিয়া তাঁহাকে তাহা প্রদান করেন। তখন রাজা স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া নিম্বকাষ্ঠের মূর্ত্তি নির্ম্মাণকরত তাহার নাভিদেশে কৌটা মধ্যে এই পঞ্জরাস্থি রক্ষা করত দেবেরপ্রতিষ্ঠা করেন। সেই ব্রাহ্মণ পতিত হয় ও তাহার সন্ততিগণ দ্বৈতপতি পাণ্ডা নামে বিখ্যাত হইয়াছে*। রথযাত্রার সময় ইহারা দেবের পূজা করিয়া থাকে। এই প্রবাদে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে শ্রীকৃষ্ণের পরবর্ত্তী বলিয়া কথিত হইয়াছে। পুরীর বর্ত্তমান বৎসরের পঞ্জিকাতে অর্থাৎ ১৮১৫ শকাব্দের (১৮৯৩ খৃঃ) পঞ্জিকাতে প্রকাশ আছে যে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ২০০১ বৎসর মাত্র অতীত হইয়াছেন। এমতে, ইন্দ্রদ্যুম্ন খৃঃ ২০০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সময় সম্বন্ধে মত ভেদ দৃষ্ট হয়। সাধারণের বিশ্বাস যে তিনি দ্বাপরের অবসানে ও কলির সন্ধিতে আবির্ভূত হন। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আপন 'কৃষ্ণচরিত্রের' দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথম খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে প্রমাণ করিয়াছেন যে, পূর্ব্ব ১৪৩০ খৃঃ অব্দে অভিমন্যুপুত্র পরীক্ষিত ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। আমরা জ্ঞাত আছি উহা ভারত যুদ্ধের অবসানে হইয়াছিল। অতএব কলির ১৫৭১ গতাব্দে ভগবান্ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ বর্ত্তমান ছিলেন। অনন্তর স্ত্রীপর্ব্বে আমরা দেখতি পাই যে, গান্ধারী বাসুদেবের নিকট বংশ বিনাশের জন্য বহু বিলাপ করিয়া তাঁহার প্রতি অভিসম্পাত করিয়া কহিয়াছিলেন যে, "তুমি যেমন কৌরব ও পাণ্ডবগণের

* যিনি নির্গুণ ব্রহ্মকে সাকারে পরিণত করিয়া থাকেন, তাহাকেই দ্বৈত বলা যাইতে পারে। নির্গুণ ব্রহ্মকে শ্রীশ্রীজগন্নাথ মূর্ত্তিতে পরিণত করে বলিয়া, ইহারাও দ্বৈত বলিয়া খ্যাত হইবে। সাধারণ কথায় উহাদিগকে দৈত্যপতি কহে, উহার কোন যুক্তিসঙ্গত অর্থ নাই।

জ্ঞাতি বিনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছ, তেমনি তোমার আপনার জ্ঞাতিবর্গও তোমাকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইবে। অতঃপর ষট্‌ত্রিংশৎ বর্ষ সমুপস্থিত হইলে পর তুমি অমাত্য জ্ঞাতি ও পুত্রবিহীন ও বনচারী হইয়া অতি কুৎসিত উপায় দ্বারা নিহত হইবে। তোমার কুলরমণীগণ ও ভরতবংশীয় মহিলাগণের ন্যায় পুত্রহীন ও বন্ধুবান্ধব হীন হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিবে।” অনন্তর ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসর গত হইলে মুষলপর্ব্বে দেখা যায় যে, ঋষিশাপে যদুবংশ ধ্বংশ হইলে, বলরাম যোগাসনে আত্ম বিসর্জ্জন করেন তাঁহার মুখ হইতে অনন্তাখ্য সর্প তৎকালে নির্গত হইয়া সাগর, নদী ও বাসুকী প্রভৃতি কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া মহাসাগর গর্ভে প্রবেশ করিয়াছিল। তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ইহলোক পরিত্যাগ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া মহাযোগাশ্রয়ে ভূতলে শয়ন করেন। জরানামে কোনও ব্যাধ মৃগভ্রমে তাঁহার পাদ শর দ্বারা বিদ্ধ করে। অনন্তর আপনার ভ্রম জানিতে পারিয়া শঙ্কিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণপদে নিপতিত হইলে, তিনি তাহাকে আশ্বাসিত করেন; তৎপরেই তাঁহার দেহ হইতে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ উত্থিত হইয়া আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া শ্বেতদ্বীপে গমন করে। এ দিকে অর্জ্জুন দ্বারকায় আসিয়া রাম-কৃষ্ণাদির ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য করিয়াছিলেন। ইহার সবিস্তার বর্ণন মহাভারতে মৌষলপর্ব্বে দ্রষ্টব্য। এক্ষণে জানা যাইতেছে, যে শবর বা ব্যাধ কৃষ্ণ-পঞ্জরাস্থি হরণ করে নাই; কারণ মধ্যম পাণ্ডব অর্জ্জুন কৃষ্ণকলেবরকে বিকৃতাবস্থায় দেখেন নাই। তাহার দর্শনকালে কৃষ্ণপদে একটী মাত্র শরচিহ্ন দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। তৎপরে পাণ্ডবকুলতিলক পার্থ ক্ষত্রিয়কুল প্রথানুসারে শ্রীকৃষ্ণের সেই মৃতদেহ সম্পূর্ণরূপে দাহ করিয়াছিলেন। অতএব যদি জগন্নাথ দেবের কলেবরে বিষ্ণু-পঞ্জরাস্থির কোন সম্বন্ধ থাকে, তবে তাহার অনত্র অনুসন্ধান আবশ্যক। বৌদ্ধ-

মূর্ত্তিকে নারায়ণের অবতার বিশেষ বলিয়া বহুশাস্ত্রে কথিত আছে। জয়দেব লিখিয়াছেন।

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর
জয় জগদীশ হরে॥"

হে জগদীশ বুদ্ধাবতার হরে! আপনি যজ্ঞাদিতে পশুহিংসা দর্শন করত নিতান্ত করুণাপরায়ণ হইয়া, "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" এই সত্য প্রচার করিয়া বেদ-বিহিত হিংসাঙ্গ যজ্ঞ বিধিকে অন্যায় কর্ম্ম বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। হে দেব! আপনি জয়যুক্ত হউন। বোপদেব বলিয়াছেন।

"শেতে স চিত্তশয়নে মম মীনকূর্ম্ম-
কোলোঽনৃহরিবামনজামদগ্ন্যঃ।
যোঽভূদ্‌বভূব ভরতাগ্রজকৃষ্ণবুদ্ধঃ
কল্কী সতাঞ্চ ভবিতা প্রহরিষ্যতেঽরীন্॥"

যিনি, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, শ্রীরামচন্দ্র, কৃষ্ণ ও বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং কলিযুগের অন্তে যিনি সাধুগণের শত্রুদিগকে অর্থাৎ অধার্ম্মিকগণকে সংহার করিবার জন্য কল্কীরূপে অবতীর্ণ হইবেন, সেই হরি আমার চিত্ত-শয্যায় শয়ন করুন। ইত্যাদি নানা প্রমাণ দ্বারা বুদ্ধদেবকে ভগবানের অবতার বিশেষ বলিয়া কথিত আছে।

তিনি ৫৪৩ পূর্ব্ব খৃঃ অব্দে দেহ ত্যাগ করিলে তাঁহার শিষ্য-গণ দন্ত, কেশ, প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল অনত্র লইয়া গিয়া-ছিল। তন্মধ্যে উড়িষ্যারাজ বুদ্ধদেবের একটীমাত্র প্রত্যঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ বুদ্ধ-পঞ্জরাস্থি কোন শবরের হস্তগত হইয়াছিল। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তাহা জানিতে পারিয়া আপন পুরো-হিত দ্বারা তাহা সংগ্রহ করেন। পুরীপঞ্জিকা অনুসারে পূর্ব্ব

খৃষ্টাব্দে ২০০ বৎসরে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন মানব লীলা সংবরণ করিয়াছিলেন, অতএব তিনি বুদ্ধদেবের পরবর্ত্তি বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং ইহাতে ঐতিহাসিক ঘটনার কোনও বিভ্রাটের সম্ভাবনা দৃষ্টিগোচর হয় না। পুরী যে এক সময়ে বৌদ্ধগণের প্রধান সঙ্ঘাশ্রম ছিল, এবং তাহারা যে হিন্দুরাজ কর্ত্তৃক তথা হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল তাহা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। বিগ্রহ মূর্ত্তির সৌসাদৃশ্য ও মহাপ্রসাদের ব্যবহার দেখিলেই জগন্নাথ ক্ষেত্রে বৌদ্ধ রীতির ছায়া সম্পূর্ণরূপে লক্ষিত হইয়া থাকে। অপিচ পুরীবাসী বৌদ্ধগণ দ্বারা বৌদ্ধদেবের পঞ্জরাস্থি পুরীতে আনীত হইয়া দারুমূর্ত্তিতে রক্ষিত হইয়াছিল এবং হিন্দুরাজা ঐ বৌদ্ধগণকে পুরী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া হস্তপদাদি-শূন্য বৌদ্ধমূর্ত্তিকেই জগন্নাথ বিগ্রহে পরিণত করিলে তদবধি এই মূর্ত্তিই শ্রীশ্রীজগন্নাথাদি নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। বৌদ্ধ পঞ্জরাস্থির স্থলে কৃষ্ণ-পঞ্জরাস্থির সংযোগ প্রচার করিবার উদ্দেশে নূতন ইতিহাস রচনা করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ফলতঃ পুরীর দেবমূর্ত্তি চতুষ্টয় বৌদ্ধকর্ত্তৃকই হউক অথবা ব্রাহ্মণগণের কল্পিত হউক, তাহাতে যে মহত্ত্ব অন্তর্নিবিষ্ট আছে তাহা পরে যথাসাধ্য বিবরিত হইবে।

মাদ্‌লা-পঞ্জিতে * দৃষ্ট হয়, যযাতিকেশরী স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া, পুরীতে আসিয়া অনুসন্ধানে জানিলেন যে, পুরাতন মন্দির বালিতে আচ্ছন্ন হইয়াছে। তখন, তিনি বালুকারাশি সরাইয়া তাঁহার উদ্ধার করিয়া দেখিলেন, তন্মধ্যে দারুময়ী মূর্ত্তি চতুষ্টয় রহিয়াছে। তিনি তাহার পূজার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। মূর্ত্তিগুলি পুরাতন ছিল। বেদবিদ্ ব্রাহ্মণেরা মূর্ত্তির

---

* পুরীর দেবালয়ে যযাতিকেশরীর সময় হইতে দৈনিক সমস্ত বৃত্তান্ত তালপত্রে লিপিবদ্ধ হইয়া আসিতেছে। তাহাকেই মাদ্‌লা-পঞ্জী কহে।

নূতন কলেবর আবশ্যক হইয়াছে, ইহা স্থির করিয়া জঙ্গলে দারু অন্বেষণে গমন করিল এবং শাস্ত্রোক্ত লক্ষণান্বিত এক বৃক্ষ দেখিয়া, তাহা রাজার নিকট আনয়ন করিল। রাজা তাহা হইতে পুরাতনের অনুকরণে নূতন মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইলেন। পুরাতন দেবালয়টী ভগ্ন হইয়াছিল। এজন্য তিনি একটী নূতন মন্দির সেই স্থানেই নির্ম্মাণ করাইলেন। পরে, তাহার রাজ্যাভিষেক হইতে ত্রয়োদশ বৎসরে কর্কট মাসের (শ্রাবণ মাসের) ৫ই তারিখে নূতন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। পূজার নিত্য ভোগের ও উৎসবের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। দেবসেবার জন্য ব্রাহ্মণদিগকে ভূসম্পত্তি দান করিলেন। ব্রাহ্মণেরাই আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহাকে দ্বিতীয় ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে ভূষিত করেন।

তিনি ৪৭৪ খৃঃ অব্দে উড়িষ্যারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হন এবং ৪৮৭ খৃঃ অব্দে জগন্নাথদেবের নূতন মূর্ত্তি পুনঃ স্থাপিত হয় ও তদবধি রাজনিয়মে পূজা হইয়া আসিতেছে। তখন হইতে দ্বাদশ বৎসরান্তে পুনর্ব্বার নবকলেবর হইয়া থাকে। রাক্ষসরাজ বিভীষণ তৎকালে একখণ্ড কাষ্ঠ পাঠাইয়া থাকেন বলিয়া বঙ্গদেশে যে প্রবাদ আছে তাহা মিথ্যা, কাষ্ঠ জঙ্গল হইতে কাটিয়া আনা হয়। রাজকৃত নিয়মানুসারেই ৪৮৭ খৃঃ অব্দ হইতেই মহাপ্রসাদের এইরূপ নিয়ম চলিতেছে। পুরী স্বাস্থ্যকর নহে বলিয়াই বোধ হয় তিনি জীবনের শেষভাগে ভুবনেশ্বরে রাজধানী উঠাইয়া আনেন ও ভুবনেশ্বরের সুবিখ্যাত মন্দির নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার রাজপ্রাসাদ রামেশ্বর দেব মন্দিরের নিকটে নির্ম্মিত হয়। তাহাঁর পর হইতেই কেশরীর রাজারা ভুবনেশ্বরে বাস করিতেন। নৃপকেশরী পুনর্ব্বার কটকে রাজধানী উঠাইয়া আনেন। রাজারা পুরীতে অতি অল্প সময়ই থাকিতেন। তাঁহারা শৈব ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের পুরীর উপর সুদৃষ্টি ছিল না। ক্রমে ক্রমে পুরীর মন্দিরের অবস্থা পুন-

র্ব্বার শোচনীয় হইতে থাকিল। তৎপরে, কেশরীবংশ লোপ হইলে, ১১৩২ খৃঃ অব্দে কাকতীয় চোরগঙ্গা, গঙ্গাবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহারা বৈষ্ণব ছিলেন, সুতরাং ক্রমে ক্রমে বৈষ্ণব-দিগের প্রতিপত্তি হইতে থাকিল। অনঙ্গ-ভীমদেব স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া পুরীতে আসিয়া পুনরায় নূতন করিয়া দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া দেন। পরমহংস বাজপেয়ী নির্ম্মাণের কার্য্যে তত্ত্বাবধান করেন। ইহার নির্ম্মাণে ৩০০০০০০৲ ত্রিশ লক্ষ টাকার উপরও ব্যয় হইয়াছিল। মূলমন্দিরের বেদীর পশ্চাৎ ভাগে নিম্ন লিখিত অনুশাসনটী আছে বলিয়া কথিত।

"শকাব্দে রন্ধ্রশুভ্রাংশুরূপনক্ষত্রনায়কে।
প্রাসাদং কারয়ামাসানঙ্গভীমেন ধীমতা॥"

মতিমান্ অনঙ্গ ভীমদেব ১১১৯ শকাব্দে বর্ত্তমান প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অতএব ইহা ৬৯৬ বৎসরের পুরাতন হইবে। আপাততঃ ইহার জীর্ণসংস্কার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। চৈতন্যদেব ১৫১৩ খৃঃ অব্দে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে গমন করেন ও বৃহস্পতির অংশাবতার স্বরূপ তত্রস্থ পণ্ডিতবর সার্ব্ব-ভৌমকে বিচারে পরাভূত করিয়া ভক্তিমার্গে আনয়ন করেন এবং রাজা প্রতাপরুদ্রের সহিত নানাবিধ ভক্তিশাস্ত্রের কথা কহিয়া তাঁহাকেও স্বমতে আনয়ন করেন। তখন হইতে ভক্তিমার্গাব-লম্বী বৈষ্ণবধর্ম্মের আদর হইয়াছে। যযাতি কেশরীর সময় হইতে জগন্নাথদেবের পূজার আধিক্য ছিল। চৈতন্যদেবের সময়ের পর হইতেই পূজার আধিক্য হ্রাস হইয়া শৃঙ্গার বেশভূষার আড়-ম্বর হইয়াছে। অনন্তর, ১৫৬৭—১৫৬৮ খৃঃ অব্দে কালাপাহাড় ওড্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া, যাজপুরের নিকট রাজা মুকুন্দদেবকে সমরে হত্যা করিয়া হিন্দুদিগের দেবদেবীর মূর্ত্তি নষ্ট করিতে করিতে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকিলে, জগন্নাথের পাণ্ডারা পূর্ব্ব প্রথানুসারে দেবমূর্ত্তিকে শকটারোহণে লইয়া

গিয়া চিল্‌কাহ্রদের নিকট পারিকুদ পল্লিতে গর্ত্ত খনন করিয়া প্রোথিত করিয়া রাখে। কালাপাহাড় প্রথমে পুরীতে যাইয়া জগন্নাথের মূর্ত্তি দেখিতে পায় না। পরে, গুপ্তচর দ্বারা লুক্কায়িত স্থান জানিতে পারিয়া, তথায় যাইয়া মৃত্তিকা খনন করিয়া মূর্ত্তি পাইলেন; পরে তাহা হস্তির উপর করিয়া বাঙ্গালায় লইয়া আসি-লেন এবং ভাগিরথীর তীরে আনিয়া কাষ্ঠাদি দ্বারা দহন করাই-লেন। প্রবাদ এই যে, যৎকালে কালাপাহাড়ের আজ্ঞায় জগ-ন্নাথ মূর্ত্তি দাহ হইতেছিল, সেই সময় তাহার সমস্ত অঙ্গ খসিয়া পড়ে এবং তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়। কালাপাহাড় বিগ্রহ লইয়া বাঙ্গালায় আসিতে থাকিলে, প্রধান পাণ্ডা বেসর মাহন্তী ছদ্মবেশে কালাপাহাড়ের অনুসরণ করিয়াছিল। জগন্নাথের অর্দ্ধ-দগ্ধ মূর্ত্তিকে যবনেরা জলে নিক্ষেপ করিয়া যাইলে পর, তাহা ভাসিয়া যাইতে থাকে। প্রধান পাণ্ডা গোপনে ইহার অনুসরণ করিয়া, এক নির্জ্জন স্থানে তুলিয়া, তাহা হইতে স্বয়ম্ভু প্রদত্ত "ব্রহ্মমণি" সংগ্রহ করিয়া, গোপনে পুনর্ব্বার উড়িষ্যায় প্রতিনিবৃত্ত হয় এবং তথায় উপস্থিত হইয়া "কুজং" দুর্গাধিপতি খাণ্ডায়তের নিকট গুপ্তভাবে রক্ষা করে। তদনন্তর, ২০ বৎসর পরে, খুড়্‌দার রাজা রামচন্দ্রের সময়ে অতি সমারোহে "ব্রহ্মমণি" 'কুজং' হইতে পুরীতে আনীত হয় তখন পুনর্ব্বার নিমকাষ্ঠ হইতে নূতন মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎপরে, মোগল অধি-কারের সময় (ষ্টার্লিং সাহেবের মতে) জগন্নাথমূর্ত্তি চিল্‌কাহ্রদের পরপারে নীত হইয়া জঙ্গলমধ্যে রক্ষিত থাকে। অনন্তর, খুড়্‌-দহের রাজা বাৎসরিক ৯০০০০০৲ নয় লক্ষ টাকা যাত্রীকর দিতে স্বীকৃত হইয়া, জগন্নাথদেবকে জঙ্গল হইতে আনাইয়া পুনঃ স্থাপন করিয়াছেন। ব্রিটিষ শাসনে যাত্রী কর উঠিয়া গিয়াছে।

যে প্রণালীতে আমরা পুরী সন্দর্শন করি, তাহা এক্ষণে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

আমারা প্রথমে 'স্বর্গদ্বারে' গমন করি। ইহা দেবালয়ের নৈর্ঋত কোণে, অর্দ্ধ মাইল ব্যাপী সমুদ্রের বেলাভূমি মাত্র। ব্রহ্মা ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রার্থনায় ব্রহ্মলোক হইতে এই স্থানেই প্রথমে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহা পুণ্যতীর্থ। যাত্রিগণ এই স্থানে আসিয়া মহোদধিতে স্নান করিয়া থাকে। সেতুবন্ধে, শ্রীপদ্মনাভে, গোকর্ণ পর্ব্বতে ও পুরুষোত্তমক্ষেত্রে মহাসাগরস্নানে কালাকালের অপেক্ষা নাই। অপর স্থানে কালাকালের অপেক্ষা করিতে হয়। পরন্তু সূর্য্যগ্রহণ সময়ে পুরুষোত্তমসাগরে স্নান করিলে, অধিক পুণ্য হইয়া থাকে। পুরুষোত্তমতত্ত্বধৃত মৎস্যপুরাণ বচন যথা ;—

"কোটিজন্মকৃতং পাপং পুরুষোত্তমসন্নিধৌ।
কৃত্বা সূর্য্যগ্রহে স্নানং বিমুঞ্চতি মহোদধৌ॥"

"সূর্য্যগ্রহণ সময়ে পুরুষোত্তমক্ষেত্র সমীপস্থ সমুদ্রে স্নান করিলে কোটি জন্মের পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে।"

সাগরসমীপে কর্ত্তব্যবিষয়। যথা,—প্রথমে কুশাসনোপরি উপবেশন করিয়া আচমনপূর্ব্বক সম্মুখে মণ্ডল অঙ্কিত করিবে। তন্মধ্যে অষ্টদল-পদ্ম ও "ওঁ জগন্নাথায় নমঃ" এই অষ্টাক্ষরী মন্ত্র বিন্যাস করিবে। তদনন্তর, অঙ্গন্যাসাদি করিয়া জগন্নাথের পূজা করিবে। পরে, তাঁহার অনুমতি লইয়া বরুণদেবকে আহ্বান করিয়া তাঁহারও অনুমতি লইয়া একবার স্নান করিবে। অনন্তর, অন্তঃশুদ্ধির জন্য আচমন ও বহিঃশুদ্ধির জন্য মার্জ্জন এবং অন্তর ও বহিঃশুদ্ধির জন্য মস্তকে তিনবার অঞ্জলি করিয়া জল দিবে এবং তৎপরেই তিনবার স্নান করিবে, অর্থাৎ গঙ্গাসাগরের ন্যায় তিনটী সাগর-তরঙ্গে স্নান করিবে। তদনন্তর, সাগর সমীপে পাপনাশ জন্য মন্ত্রপাঠ করিয়া তীরে উপবেশনপূর্ব্বক আচমন, ললাটে স্বীয় স্বীয় মতে তিলক ধারণ করিয়া জগন্নাথকে চিন্তা করিবে। তৎপরে, তর্পণাদি কার্য্য

সমাপনান্তে দেব, ঋষি ও পিতৃগণকে মহাপ্রসাদের পিণ্ড-দান করিয়া সাগরগর্ত্তে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর, উত্তরমুখে উপবেশনপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ মণ্ডল ও অষ্টদল পদ্মাদি অঙ্কিত করিয়া, তাহাতে নানাবিধ উপচারে ভগবান্ জগন্নাথদেবের পূজা করিবে।

পুরুষোত্তমতত্ত্বধৃত ব্রহ্মপুরাণ বচন যথা,—

"কৃত্বা চাব্দৈবতৈর্ম্মন্ত্রৈরভিষেকঞ্চ মার্জ্জনম্।
অন্তর্জ্জলে জপেৎ পশ্চাৎ ত্রিরাবৃত্ত্যাঘমর্ষণম্॥
দেবান্ পিতৃংস্তথা চান্যান্ সন্তর্প্যাচম্য বাগ্‌যতঃ।
হস্তমাত্রং চতুষ্কোণং চতুর্দ্বারং সুশোভনম্।
পুরং প্রলিখ্য ভো বিপ্রাস্তীরে তস্য মহোদধেঃ॥
মধ্যে তত্র লিখেৎ পদ্মং অষ্টপত্রং সকর্ণিকম্।
একং মণ্ডলমালিখ্য পূজয়েৎ তত্র ভো দ্বিজাঃ॥
অষ্টাক্ষরবিধানেন নারায়ণমজং বিভুম্।
অর্চ্চনং যে ন জানন্তি হরের্ম্মন্ত্রৈর্যথোদিতম্।
তে তত্র মূলমন্ত্রেণ পূজয়ন্ত্বচ্যুতং সদা॥
এবং সংপূজ্য বিধিবৎ ভক্ত্যা তং পুরুষোত্তমম্।
প্রণম্য শিরসা পশ্চাৎ সাগরস্ত প্রসাদয়েৎ॥
প্রাণস্ত্বং সর্ব্বভূতানাং যোনিশ্চ সরিতাং পতে।
তীর্থরাজ নমস্তুভ্যং ত্রাহি মামচ্যুতপ্রিয়॥
তীর্থে চাভ্যর্চ্চ্য বিধিবৎ নারায়ণমনাময়ম্।
রামং কৃষ্ণং সুভদ্রাঞ্চ প্রণিপত্য চ সাগরম্।
দশানামশ্বমেধানাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিতঃ।
কুলৈকবিংশমুদ্ধৃত্য বিষ্ণোর্লোকঞ্চ গচ্ছতি॥
পিতৃণাং যে প্রযচ্ছন্তি পিণ্ডং তত্র বিধানতঃ।
অক্ষয়াং পিতরস্তেষাং তৃপ্তিং সংপ্রাপ্নুবন্তি বৈ॥"

"অনন্তর, আপোহিষ্ঠাদি মন্ত্র দ্বারা অভিষেক ও গাত্রসম্মার্জ্জন করিয়া পরে, জলমধ্যে থাকিয়া ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ ইত্যাদি অঘমর্ষণ মন্ত্র তিন বার পাঠ করিবে। অনন্তর, দেবগণ ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক মহোদধির তীরদেশে একটী চতুর্দ্বার ও চতুষ্কোণ হস্তপরিমিত পুর অঙ্কিত করিবে ; তন্মধ্যে অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তাহার প্রত্যেক দলে "ওঁ জগন্নাথায় নমঃ" এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র দ্বারা নারায়ণের পূজা করিবে। যাহারা যথানিয়মে হরি পূজার মন্ত্র অবগত নহে, তাহারা কেবল মূল মন্ত্রেই তাঁহার পূজা করিবে। এইরূপে যথানিয়মে ভক্তিপূর্ব্বক পুরুষোত্তমের পূজা ও নমস্কার করিয়া সাগর দর্শন করিবে ও এই বলিয়া তাঁহার প্রসন্নতা সম্পাদন করিবে যে, 'হে সিন্ধুপতে! আপনি সকল প্রাণীর জীবন স্বরূপ ও তীর্থগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; এজন্য আমি আপনাকে নমস্কার করি। হে অচ্যুতপ্রিয়! আপনি আমাকে পরিত্রাণ করুন্।' এই তীর্থে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ও সাগরের যথাবিধি অনুসারে পূজা ও নমস্কার করিলে সকল মনুষ্যই দশাশ্বমেধের ফললাভ করিয়া থাকে এবং সর্ব্বপাপ ও সর্ব্বপ্রকার দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া একবিংশতি কুল উদ্ধার করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি এইতীর্থে যথানিয়মে পিতৃগণকে পিণ্ড দান করে, তাহার পিতৃগণ অক্ষয় তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই।"

আমরা যথারিতি সাগরে স্নান করিয়া, সাগরের জলের লবণাধিক্য বশতঃ সন্নিকটস্থ কূপজলে অঙ্গাদি প্রক্ষালন করিলাম। পরে, "স্বর্গদ্বার সাক্ষী" ও "কানপাতা" হনুমান্ দর্শন করিলাম। হনুমান্ সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, ভগবানের আজ্ঞায় সে সাগর সমীপে কানপাতিয়া সাগর উর্ম্মির শব্দ শ্রবণ করিতেছে এবং সাগর উত্তাল হইয়া মন্দির সমীপে না আইসে, তাহা রক্ষা

করিতেছে। তৎপরে, আমরা গৌড়সম্প্রদায়ের মঠ সন্দর্শন করি, ইহাকে নিমাই-চৈতন্যের মঠও কহে।

নিমাই চৈতন্যের নাম বাঙ্গালা ও উড়িষ্যায় অতিবিশ্রুত। মহাজনের জীবন বৃত্তান্তের আলোচনায় মানসিক উন্নতি হইয়া থাকে। এজন্য প্রসঙ্গ ক্রমে তাহা এই স্থানে উল্লিখিত হইল। ১৪০৭ শকে ফাল্গুনী পূর্ণিমার সন্ধ্যা সময়ে চন্দ্রগ্রহণ কালে সিংহ রাশিতে পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্রে এই মহাপুরুষ নবদ্বীপে ভরদ্বাজ গোত্রে বৈদিক ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হন। মাতা শচীদেবী আদর করিয়া তাঁহার নিমাই নাম রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহার পিতা পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র বিশ্বম্ভর নাম রাখিয়াছিলেন। ১৪১৩ শকে তাঁহার অগ্রজ বিশ্বরূপ ষষ্ঠদশ বৎসর বয়সে বিরাগী হইয়া যান। ১৪১৬ শকে তাঁহার উপনয়ন হয়; তৎসময়ে তিনি "গৌরহরি" নাম পাইয়াছিলেন। তিনি পিতৃ সকাশেই অধ্যয়ন করিতেন। ১৪১৮ শকে তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ হয়। এজন্য ১৪১৯-১৪২১ শক পর্য্যন্ত গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কাছে ব্যাকরণ পাঠ করেন, তৎপরে নবদ্বীপে ন্যায়প্রতিষ্ঠাতা সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট কিয়ৎকাল ন্যায় পাঠ করেন। ১৪২৩ শকে টোল স্থাপন করিয়া স্বয়ং ব্যাকরণ পড়াইতে আরম্ভ করেন। কিয়ৎকাল পরে সাক্ষাৎ সরস্বতীর বরপুত্র প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কেশব কাশ্মিরী দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া সদলবলে নবদ্বীপে আইসেন। কোন একদিন অপরাহ্নে গঙ্গাতীরে নিমাই পণ্ডিতকে ছাত্রগণে পরিবৃত দেখিয়া তাঁহার সহিত বিচার করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার সকাশে আসিলে, নিমাই পণ্ডিত তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া গঙ্গাস্তোত্র করিতে কহিলে, তিনি স্বরোচিত গঙ্গাস্তোত্র আবৃত্তি করেন। নিমাই পণ্ডিত ঐ স্তোত্রে আলঙ্কারিক দোষ দেখাইয়া তাঁহাকে বিচারে পরাস্ত করিলেন। প্রবাদ এই তিনি এই স্থানে পরা-

জয় স্বীকার করিয়া দণ্ডকমণ্ডলু লইয়া কৌপীন ধারণানন্তর জন্মের মতন সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন। ১৪২৭ শকে চৈতন্য-দেব বিষ্ণুপ্রিয়ার পাণিগ্রহণ করেন। ১৪২৯ শকে মাতার অনুমতি লইয়া পিতৃঋণ মোচনার্থ শ্রীগয়াধামে গমন করেন। তথায় যথারীতি সমস্ত কার্য্য করিয়া গয়াশীর্ষে শ্রীপাদপদ্মে পিণ্ড প্রদান করিয়া পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইয়া, মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ঈশ্বর পুরীর নিকট "নমো গোপীজনবল্লভায়" এই দশাক্ষরী মন্ত্র গ্রহণ করেন। কথিত আছে; এই মন্ত্র জপিতে জপিতে তিনি বিমলানন্দে বিভোর হইয়া যাইতেন। ১৪৩০ শকে পৌষ মাসের শেষে তথা হইতে নবদ্বীপে প্রত্যা-বৃত্ত হয়েন। এই সময় তিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া-ছিলেন। অষ্টাহকাল টোলে শিক্ষা দিতে আসিলেন বটে, কিন্তু ব্যাকরণ পাঠ না দিয়া ক্রমাগত হরিভক্তিতত্ত্বই বিবৃত করিতেন। তখন ব্যাকরণ শিক্ষা প্রদানে আপনাকে অক্ষম জানিয়া টোল বন্ধ করিয়া ছাত্রগণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া অন্যত্রে যাইতে আদেশ করিলেন ও প্রীতি সহকারে তাহাদিগের সহিত কেদার-রাগে গাইলেন,—

"হরে হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
মাধবায় কেশবায় গোবিন্দায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥"

অতএব, ১৪৩০ শকে মাঘ মাসে এই প্রথমে নবদ্বীপে শ্রীনিতাই পণ্ডিত কর্ত্তৃক শুভ শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনের সৃষ্টি হইল। তখন তাঁহার বয়স ২৩ বৎসর মাত্র। শ্রীভাগবৎ-প্রাপ্তির নিমিত্ত যাগ, যজ্ঞ, পূজা, তপস্যা, অর্চ্চনা, প্রার্থনা প্রভৃতি নানাবিধ উপায় পূর্ব্বাবধি বরাবর ছিল; কিন্তু চৈতন্যদেব এই প্রথমে সংকীর্ত্তনের সৃষ্টি করিয়া দেখাইলেন যে, শ্রীভগবান্ আনন্দময়, আর তাঁহার ভজনও আনন্দময়। এই "হরে হরয়ে

নমঃ” কীর্ত্তন ১৪৩০ শকে গীত হইয়াছিল এবং অদ্যাপিও শ্রীনিমাইয়ের ভক্তগণ উহা গাইয়া থাকেন। ঐ গীত গাইয়া শ্রীনিমাইয়ের ভক্তগণ আনন্দে নৃত্য ও গড়াগড়ি দিয়া থাকেন এবং কেহ কেহ কখনও মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হন।

প্রথম কয়েক মাস শ্রীবাস পণ্ডিতের বাটীতে দরজা বন্ধ করিয়া হরি সংকীর্ত্তন হইত। ক্রমে ক্রমে শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরি দাসাদি আসিয়া ভক্ত শ্রেণিতে পরিগণিত হইল। ক্রমে ক্রমে সংকীর্ত্তনে লোক বিমোহিত হইতে থাকিল এবং ভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। এই সময় তাঁহার যশোরাশি চারিদিকে বিভাসিত হইতে থাকিল। নিত্য বহুসংখ্যক লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতে থাকিল। তখন দ্বারে দ্বারে হরিনাম বিলাইবার কল্পনা হইল। প্রথমে সেই ভার শ্রীনিত্যানন্দের ও শ্রীহরি দাসের উপর অর্পিত হইল। তাঁহারা ভিক্ষা করণের ছলে দ্বারে দ্বারে যাইয়া তাহা বিলাইতে থাকিলেন। তখন জগাই মাধাই নামে দুই ব্রাহ্মণকুমার নবদ্বীপের শাসন কর্ত্তা ছিল। তাহারা মদ্যপায়ী, অতিনৃশংশ এবং ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানশূন্য ছিল। বিনাপরাধে মনুষ্য বধ ও লোকের লুঠপাট করিত। তাহাদের অত্যাচারের সীমা ছিল না, তাহাদের ভয়ে নবদ্বীপবাসী সকলেই ভীত থাকিত। নিত্যানন্দের মনে হইল, ঐ দুর্দ্দান্ত জগাই মাধাইকে হস্তগত করিতে না পারিলে হরিনাম বিলাইবার সুবিধা হইবে না। পরে, “ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ” এই বলিয়া ভিক্ষা করিলে জগাই ও মাধাই ক্রুদ্ধ হইয়া নিত্যানন্দকে মারিতে উদ্যত হইল। তখন তাহারা তথা হইতে আসিয়া নিমাইকে কহিল, পণ্ডিত! আর আমরা তোমার আজ্ঞা পালন করিতে যাইব না। সকলেই সাধুকে কৃষ্ণ নাম লওয়াইতে পারে। জগাই মাধাইকে যদি কৃষ্ণ নাম ওয়াইতে পার, তবে তোমার বড়াই বুঝি। তুমি ঘরে বসিলা

খিল দিয়া যাহা কর তাহাতে বাহিরের লোকের কি? নিমাই "তাহাই হইবে" কহিলেন। অপরাহ্ণে ভক্তগণ মিলিয়া শ্রীহরি সংকীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহাদের আবাসে আসিলেন। তাহারা নাম সংকীর্ত্তনের ধ্বনি শুনিয়া প্রথমে বিরক্ত হইয়া ক্ষান্ত হইতে কহিল। ভক্তেরা তাহা না মানিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে নৃত্য ও হরিনাম করিতে থাকিল। তখন মাধাই নিত্যানন্দকে অগ্রে পাইয়া একখণ্ড কলসী ভাঙ্গা লইয়া তাহার মস্তকে প্রহার করিলেও তিনি "গৌরহরি" বলিয়া নৃত্য করিতে থাকিলেন। ক্রমে ক্রমে তাহারা কীর্ত্তনে আকৃষ্ট হইল, পরে তাহারা নিমাইয়ের ভক্ত হইয়া সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া নিত্যানন্দের কাছে হরি নামে দীক্ষিত হইল। তখন হইতে নগরে সংকীর্ত্তন নিত্য হইতে থাকিল। ক্রমে নবদ্বীপে সকলেই সেই মধুর হরি সংকীর্ত্তনে যোগ দিতে থাকিল। নবদ্বীপ আনন্দময় হইয়া উঠিল।

এইরূপে নবদ্বীপে দ্বাদশমাস শ্রীনিমাই ভক্তগণ লইয়া নিত্য হরি সংকীর্ত্তন করিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার মধুর হরি সংকীর্ত্তন সমস্ত বঙ্গে ও উড়িষ্যায় বিস্তার হয়। দ্বাদশ মাসান্তে তাঁহার শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার ইচ্ছা বলবতী হইল। ১৪৩১ শকে মাঘ মাসে জননী শচীদেবীর ও প্রাণাধিকা বিষ্ণুপ্রিয়ার সম্মতি লইয়া সংসার ত্যাগ করেন, কাটোয়ায় যাইয়া শ্রীকেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস লয়েন। তখন তাঁহার গুরুপ্রদত্ত নাম "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" হয়। তদনন্তর দণ্ডকমণ্ডলু গ্রহণ করিয়া বৃন্দাবনে গমন করেন। পাঁচ বৎসর পরে মাতৃ সত্যপালন করিতে নবদ্বীপে আসিলেন। বৃদ্ধমাতা শচীদেবীকে ও দুঃখিনী বিষ্ণুপ্রিয়াকে দর্শন দিয়া নবদ্বীপে একরাত্র যাপন করিয়া শ্রীনীলাচলে গমন করেন, তথায় শ্রীজগন্নাথ দর্শন ও তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ করত হরি সংকীর্ত্তনে কয়েক বৎসর অতিবাহিত

করেন। তখন উড়িষ্যায় রাজা প্রতাপচন্দ্র রুদ্র। তাঁহার যত্নে বাসুদেব সার্ব্বভৌম নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া পুরীতে টোল করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। নৈয়ায়িকেরা প্রায়ই নাস্তিক হয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁহার পূর্ব্বগুরু সার্ব্বভৌমকে বিচারে পরাজয় করিয়া স্বমতে আনিয়াছিলেন বলিয়া অদ্যাপি বিশ্রুত আছে। রাজা প্রতাপচন্দ্র রুদ্র ও তাঁহার মতে দীক্ষিত হইয়াছিল। ১৪৪৯ শকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অকস্মাৎ অদৃশ্য হয়েন। তদবধি কেহ আর তাঁহাকে দেখেন নাই।

তিনি জাতি ও বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলকেই প্রেমভক্তিতত্ত্বোপদেশ দিয়াছিলেন। "শুচি ও অশুচি মনের ভ্রম" এই বলিয়া অতি শৈশবকালেও আপন মাতাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। টোলবন্ধ করিবার দিবসে আপন ছাত্রগণকে কহিয়াছিলেন। "শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের মঙ্গল করুন। তোমরা অনর্থক অপরা বিদ্যার শিক্ষার নিমিত্ত এত চেষ্টা করিতেছ কেন? শ্রীভগবচ্চরণ প্রাপ্তিকে পরা বিদ্যা বলিয়া জানিও। তাহাই জীবের পরম পুরুষার্থ।" হরিদাসাদি পূর্ব্বে যবন ছিল। পরে তাঁহার সংকীর্ত্তনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার ভক্ত হইয়াছিল। আক্ষেপের বিষয় এই যে, এক্ষণে প্রায়ই তাহার ভক্তগণের মধ্য হইতে বিশুদ্ধ প্রেমভক্তি ভাবটী অন্তর্হিত হইয়া গোড়ামীতে প্রবেশ করিয়াছে। তিনি স্বয়ং বিশুদ্ধ হরিপ্রেমে বিভোর হইয়া অনেক সময়ে মূর্চ্ছা যাইতেন। সময়ে সময়ে তাঁহাতে ঈশ্বরের আবেশ হইত। তৎকালে তাঁহার দেহ হইতে অলৌকিক জ্যোতি নির্গত হইত। আবেশের বশে "এই আমি আসিয়াছি" বলিয়া ঈশ্বরের কোন না কোন অবতারের কার্য্যানুকরণ করিতেন ও আপন ভক্তদিগকে অভয় দিতেন। তদবস্থায় তিনি, মাতা শচীদেবী, নিত্যানন্দাচার্য্য, অদ্বৈতাচার্য্য ও বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রভৃতিকে ঐশ্বর্য্য সন্দর্শন করাইয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। আবার

আবেশান্তে "এখন আমি যাই, উপযুক্ত সময়ে আবার আসিব" এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইতেন। অচেতনাবস্থায় কিয়ৎকাল থাকিয়া স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় জাগরিত হইয়া প্রকৃতিস্থ হইতেন ও কহিতেন "আমি এখানে কিরূপে আসিলাম? আমি কি নিদ্রা গিয়াছিলাম। আমি যেন কি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। আমি ত কোন চাঞ্চল্য করি নাই।" তখন আবার সাধারণ ভক্তের ন্যায় কার্য্য করিতেন ও হরি সংকীর্ত্তন করিতে করিতে মধুর নৃত্য করিতেন। তাঁহার ভক্তেরা তাঁহাকে ভগবানের অবতার জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে। উড়িষ্যার গ্রামে গ্রামে তিনি "গৌরহরি" "মহাপ্রভু" নামে দারুমূর্ত্তিতে অদ্যাপি পূজা পাইতেছেন। এই পুরীর "নিমাইচৈতন্যের মঠ" তাঁহার জীবদ্দশায় অথবা তাঁহার অদৃশ্য হওয়ার পরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কি না তাহা সবিশেষ জানা গেল না। মঠটী পুরাতন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, এখানে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা আশ্রয় পাইয়া থাকে। এস্থানেও বিলক্ষণ গোঁড়ামী দৃষ্ট হইল।

অনন্তর, আমরা "বিদুরপুরী" বা মূলকদাসের মঠ সন্দর্শন করি। মূলকদাস, এলাহাবাদ বিভাগের মাণিকপুরের অন্তর্গত "করা" নামক পল্লীতে কোন বণিকের পুত্র ছিলেন। তিনি রামাৎ বা রামানন্দীমতে দীক্ষিত হন। পরে মতভেদ বশতঃ স্বতন্ত্র হইয়া পৃথক্ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার প্রধান মত পূর্ব্বোক্ত করাগ্রামে নদী তীরে প্রতিষ্ঠিত আছে। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন। তিনি প্রয়াগ, বৃন্দাবন, অযোধ্যা, কাশী সন্দর্শন ও তত্তৎস্থানে শাখামঠ স্থাপন করিয়া পুরুষোত্তমে আইসেন। তথায় তাহার লোকান্তর প্রাপ্তি হয়। অতএব মূলকদাসী মঠে তাঁহার সমাধি আছে। তাঁহার উপাসকেরা রামমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও তাঁহার গদিতে পূজা করিয়া থাকে, মূলক ১৫৮০ শকে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

যখন এই মঠে তাঁহার সমাধি রহিয়াছে, তখন ইহা তিনশত বৎসরের উপর ইহা বলা যাইতে পারে।

মহাভারতের উদ্‌যোগপর্ব্বে বাসুদেব যানাধ্যায়ে দৃষ্ট হয় যে, ভারতযুদ্ধের প্রারম্ভকালে ভগবান্ বাসুদেব কুরুপাণ্ডবদিগের মধ্যে সন্ধিস্থাপনের অভিপ্রায়ে স্বয়ং পাণ্ডবদিগের দূত হইয়া হস্তিনাপুরে গমন করেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্র প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া কুরুসভায় উপবেশন পূর্ব্বক তদ্‌বংশীয় সকলের সঙ্গে যথাযোগ্য সংসম্ভাষণ করেন। রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাকে ভোজনের জন্য আমন্ত্রণ ও যত্ন করিয়াছিলেন। তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিয়া দুইটি কারণ দর্শাইয়া বলিলেন (১) "দূতগণ স্বকার্য্য সমাধান্তে ভোজন ও পূজা গ্রহণ করিয়া থাকে; সুতরাং আমি যে উদ্দেশে আসিয়াছি তাহাতে কৃতকার্য্য হইলেই রাজ-পূজা গ্রহণ করিব।" (২) "লোকে হয় প্রীতিপূর্ব্বক অথবা বিপন্ন হইয়া অন্যের অন্ন গ্রহণ করে। আপনি প্রীতিসহকারে আমার ভোজন করাইতে কামনা করেন নাই। আমিও বিপদ্‌গ্রস্ত হই নাই, তবে কি নিমিত্ত আপনার অন্ন গ্রহণ করিব। যেখানে প্রীতি পাইবার সম্ভাবনা তথায় আমি এখন চলিলাম।" পরে সেই রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া দীনবন্ধু, ভক্তপ্রবর বিদুরের আলয়ে আতিথ্য স্বীকার করিয়া খুদ ও শাকান্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই পৌরাণিক বিবরণ অনুসারেই এই স্থানে যাত্রীদিগকে প্রসাদরূপে শাক ও খুদের অন্ন প্রদত্ত হইয়া থাকে। মূলকদাসী বৈষ্ণবগণ এই স্থানে আহার পাইয়া থাকে।

অনন্তর, আমরা "সুদামাপুরী" সন্দর্শন করিয়া নানকসাই * মঠে গমন করি। এই স্থানে "পাতালগঙ্গা" নামে গুপ্ততীর্থ

* সাই অর্থে পল্লী বা পাড়া। এখানে পন্থী বুঝিতে হইবে। বাক্যার্থ—নানকপন্থীর মঠ।

আছে। মঠ ও তীর্থোৎপত্তি বিষয়ে প্রবাদ এই যে, গুরু নানক শিষ্যদ্বয় ভাইবালা ও মর্দ্দানার সহিত পুরীতে আগমন করিয়া দেবদর্শনে মন্দিরপ্রাঙ্গণে যাইলে, পাণ্ডারা তাঁহাকে শ্মশ্রুধারী দেখিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে যাইতে নিষেধ করিলেন। তিনি প্রত্যাখ্যাত হইয়া স্বর্গদ্বারে যাইয়া উপবেশন করিলেন এবং শিষ্যদ্বয়কে কহিলেন, তোমরা চিন্তা করিও না, আমাদের জন্য ভোগান্ন আসিবে। বলা বাহুল্য যে, নানক সিদ্ধ পুরুষও একেশ্বরবাদী ছিলেন। তিনি "পাঞ্জাব" প্রদেশে প্রাচুর্ভূত হইয়া ১৪১৩ শকাব্দে (১৫৪৬ সংবৎ) স্বমত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তৎকৃত ঈশ্বর বিষয়ক পদ সকল অতি মধুর। তাহা অদ্যাপি শিকভক্তেরা গাইয়া থাকে। তিনি শিষ্যদ্বয়কে আশ্বাসিত করিয়া অস্ত-গমনোন্মুখ সূর্য্যদেবের সহস্র সহস্র প্রতিবিম্ব সম্মুখস্থ অগাধ নীলাম্বুধিতে প্রতিফলিত সন্দর্শন করিয়া ভগবৎ-প্রেমে বিভোর হইয়া আনন্দে জয়জয়ন্তীঝাঁপতালে গাইয়াছিলেন,—

"গগনময় থাল রবিচন্দ্র দীপক বনে, *
তারকামণ্ডল জনক † মোতি।
ধূপ মলয়ানিল পবন চৌরি ‡ করে,
সকল বনরাই § ফুলন্তজ্যোতিঃ।
ক্যায়সি আরতি হোয় ভবখণ্ডন তেরি আরতি,
অনহত শব্দ বাজন্ত ভেরী।
সহংস তব নয়ন, নন্ নয়ন হ্যায় তোহেক,
সহংস মূরতি নন্ এক তোহি;
সহংস পদ বিমল নন্ একপদ গন্ধ,
বিন্ সহংস তব গন্ধ এব্ চলিত মাহি।

---

* বনে—জ্বলে। † জনক—চমক। ‡ চৌরি—চামর। § বনরাই—বনরাজি।

সব্‌মে জ্যোত জ্যোতহি সোই,
তিস্‌কে চান্‌নে সর্ব্বমে চান্‌নে হোই,
গুরু-সাক্ষী-জ্যোতি প্রকট্‌ হো,
যো তিস্‌ভাবে সো আরতি হোই।
হরিচরণ কমল-মকরন্দ শোভিত মন,
অনুদিন মোহেয়া পিয়াসা,
কৃপাজল দেও নানক সরঙ্গ কো,
হো যায়ে তেরে নাম বাসা।"

অনন্তর, সন্ধ্যার পরে তিনি ভগবানের স্তব করিয়া কহিলেন, "ভগবন্‌! অপরাপর স্থানে ভক্তের মান রক্ষা হইয়াছে, এই স্থানে কি তাহা হইবে না? এ ভক্ত কি আপনার প্রসাদে বঞ্চিত হইবে?" এইরূপ নানাবিধ কাতরোক্তিতে স্তব করিয়া প্রায়োপ-বেশনে উপবিষ্ট থাকিলেন। অনন্তর, রাত্রিকালে ভগবান স্বয়ং স্বর্ণপাত্রে ভোগান্ন লইয়া সেই স্থানে আসিয়া তাহাকে প্রদান করেন। তখন, নানক প্রসাদ পাইয়া দেবকে কহিলেন, "ভগবন্‌! আপনি রাত্রিযোগে আমাকে প্রসাদ প্রদান করিলেন, ইহা লোকে বিশ্বাস করিবে না, অধিকন্তু চৌর্য্যাপবাদের বিশেষ সম্ভাবনা আছে। অতএব, ভক্তের মানরক্ষার জন্য এমন একটী উপায় করুন্‌, যাহাতে দেব-ভক্তির গৌরব বৃদ্ধি হয়। অধিকন্তু, এস্থানে গঙ্গাজলের অভাব থাকায়, অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আমাকে গঙ্গাজল প্রদান করুন।" তখন, ভগবান্‌ তথাস্তু বলিয়া পদদ্বারা কূপ খনন করতঃ গঙ্গাকে আনয়ন করিয়া অন্ত-র্হিত হইলেন। প্রাতঃকালে পাণ্ডারা মন্দিরে স্বর্ণথালা না পাইয়া, ক্রমে ক্রমে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বিশেষতঃ নূতন কূপ সন্দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। এক্ষণে সেই কূপ বাপীতে পরিণত হইয়া, "গুপ্তগঙ্গা" নামে খ্যাত হইয়াছে। যাত্রীমাত্রেই গঙ্গোদকের ন্যায় উহার জল

স্পর্শ করিয়া থাকে। শিখাধিপতি মহারাজা রণজিৎ সিংহের পিতা রাজা মহাসিংহ, পুরী সন্দর্শনে আসিয়া, এই বাপীর কপাট করিয়া দিয়াছেন। এই মঠে শিখ-অতিথিগণ আশ্রয় পাইয়া থাকে।

তৎপরে, আমরা স্বর্গদ্বার-থাম্বা (স্তম্ভ) সন্দর্শন করিলাম। ইহা একটী এক ফুটবর্গ পরিমিত প্রকাণ্ড প্রস্তরনির্ম্মিত স্তম্ভ-মাত্র। ইহার প্রকৃত দৈর্ঘ্য নির্ণীত হয় নাই, তবে ৩ ফুট মাত্র বালুকোপরি দৃষ্টিগোচর হয়, অবশিষ্ট ভূ-গর্ভে প্রোথিত আছে। প্রবাদ এই যে, ইহা অতলস্পর্শ। পাণ্ডা কহিল, অত্রস্থ জনৈক ম্যাজিষ্ট্রেট্ ইহার মূল দেখিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াও সফল-প্রযত্ন হইতে পারেন নাই।

তৎপরে, আমরা কবির-পন্থি-মঠে যাই। প্রবাদ যে, কবীর বিধবা ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত ছিলেন। তিনি জন্মাবধি মাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া জনৈক জোলাপত্নী দ্বারা লালিত পালিত হইয়াছিলেন। কবীর রামানন্দ কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইয়াছিলেন, এতৎ সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, একদিবস তিনি বাল্যাবস্থায় কাশী মণিকর্ণিকার ঘাটে নিদ্রিত ছিলেন; রামানন্দ স্বামী গঙ্গাস্নানে আসিবার সময়ে ঐ বালক কবীরের অঙ্গে অজ্ঞাতে তাঁহার পাদস্পর্শ হওয়ায় স্বামী মহাশয় "রাম রাম" শব্দ মুখে উচ্চারণ করেন। তাহাতে কবীরের সহসা নিদ্রাভঙ্গ হয়। কবীর ঐ শব্দকে ইষ্টমন্ত্র জ্ঞানে তাহা জপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি পার্শী ও সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি সগুণ ঈশ্বরোপাসক ছিলেন। পরমেশ্বর একমাত্র, বিশ্ব-স্রষ্টা, ত্রিগুণাতীত সর্ব্বশক্তিমান্, অনির্ব্বচনীয়, শুদ্ধ, আদ্যন্ত-শূন্য, নিত্যস্বরূপ ও বীজাঙ্কুরবৎ সর্ব্বভূতে অব্যক্তরূপে অবস্থিত, ইহাই তাঁহার মতের সারমর্ম্ম। পরমেশ্বরের অবতার বাদেও তাঁহার বিশ্বাস ছিল। জীব ঈশ্বরসৃষ্ট বলিয়া তাহার অনিষ্ট

বা রক্তপাত করা অধর্ম্ম এবং সত্যানুষ্ঠান ধর্ম্ম। অজ্ঞান হইতে সাংসারিক সুখ দুঃখের উৎপত্তি; কামনা, চিত্তশুদ্ধি শান্তি ও ঈশ্বরোপাসনার প্রতিবন্ধক। তিনি বলিয়াছেন চিত্তশুদ্ধি না হইলে কেবল জপমালা ঘুরাইলে বা তীর্থপর্য্যটন করিলে মুক্তিলাভ হয় না। ভগবৎ-প্রেমে হৃদয় মন সমর্পণ করিলে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা। তিনি জাতি বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলকে স্বমতে দীক্ষিত করিতেন। তাঁহার লোকান্তরে হিন্দু মুসল্-মানের মধ্যে সমাধির কারণ বিবাদ উপস্থিত হয়। পরে কবীর সশরীরে ভক্তগণকে দর্শন দিয়া অন্তর্হিত হন। শিষ্যেরা শব-বস্ত্র উদ্‌ঘাটন করিয়া তাঁহার শরীর না দেখিতে পাইয়া কেবল পুষ্পরাশি দেখিতে পাইল। হিন্দুনেতা কাশীরাজ বীর-সিংহ সেই পুষ্পের অর্দ্ধাংশ দগ্ধ করেন, বক্রী অর্দ্ধাংশ মুসল-মানেরা গোরক-পুরান্তর্গত কবীরের জন্মভূমি 'মগর' গ্রামে সমাধি দিয়া তদোপরি একটী স্তম্ভ নির্ম্মাণ করে। তিনি ১৩৩১ শকে (১৫০৫ সংবতে) বর্ত্তমান ছিলেন।

এই পুরুষোত্তমের মঠ সম্বন্ধে প্রবাদ যে, এক সময় এই ক্ষেত্র ক্রমশঃ সমুদ্রগর্ভস্থ হইবার উপক্রম হইলে, কবির কাশী-ধাম হইতে মৃত্তিকা মধ্য দিয়া এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন এবং সমুদ্রকে আর অগ্রসর হইতে নিষেধ করেন। কবির যে স্থানে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠিয়াছিলেন, তাহাকে 'কবির-মাঝি' কহে, এক্ষণে উহা একটী ক্ষুদ্র দরজা দ্বারা আবৃত থাকে। কবিরের কাষ্ঠ পাদুকার ও জপমালার অদ্যাপিও পূজা হয়। উহা যাত্রিগণকে দেখান হইয়া থাকে। এখানে যাত্রিগণকে "আমানি প্রসাদ" দেওয়া হয়। এই স্থানে কবির-পন্থি সাধুরা আশ্রয় পাইয়া থাকেন। এ সমস্তই স্বর্গদ্বারে অবস্থিত।

অনন্তর, আমরা বালুসাইর শঙ্কর-মঠে যাই। কথিত আছে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে গোবর্দ্ধন মঠ প্রতিষ্ঠা

করিয়াছিলেন। যদি এই বালুসাইয়ের মঠ তাহাই হয়, তবে ইহা ১৩ শত বৎসরের উপর হইবে; আর যখন শঙ্করাচার্য্য এই ক্ষেত্র সন্দর্শন করিয়াছিলেন, তখন এখান হইতে বৌদ্ধেরা বিদূরিত ও অন্যান্য হিন্দু-সম্প্রদায় প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। মঠস্বামী শ্রীদামোদর-তীর্থ-ভারতী-স্বামী। ইনি বেদান্তশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী। অনেকগুলি ছাত্র এই স্থানে নানাবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকে। ইনি বিশেষ মিষ্টালাপী ও সদাশয়। অনেকেই ইহাঁর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাঁর তত্ত্বাবধানে পুরীতে বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন জন্য একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই মঠে শঙ্করাচার্য্যমতাবলম্বী সাধুরা আশ্রয় পাইয়া থাকেন।

পুরীর ভিতর ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সর্ব্বসমেত ৭৫২টী মঠ আছে, তাহার অধিকাংশতেই স্ব স্ব মতাবলম্বী সাধুগণ আশ্রয় পাইয়া থাকে। এজন্য সাধুদিগের এই স্থানে আসিয়া বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। আমরা সময়াভাবে অপরগুলি দেখিতে পারি নাই।

অনন্তর, আমরা জগন্নাথের মন্দিরে আসি। ইহা উত্তর ১৯।৪৮।১৭ অক্ষরেখায় এবং পূর্ব্ব ৮৫।৫১।৩৯ দ্রাঘিমায়, ২২ ফুট্ উচ্চ জমির উপর অবস্থিত। পূর্ব্বে এই ভূখণ্ডই নীলাচল নামে প্রসিদ্ধ ছিল। মন্দির প্রাঙ্গণ দীর্ঘে পূর্ব্বপশ্চিমে ৬৬৫ ফুট্ ও প্রস্থে উত্তরদক্ষিণে ৬৪৪ ফুট্। ইহা চতুর্দ্দিকে ২৪ ফুট্ উচ্চ লাটারাইট্ প্রস্তরে নির্ম্মিত "মেঘনাদ" নামে প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। এই প্রাচীর রাজা পুরুষোত্তমদেবের সময় নির্ম্মিত। ইহাতে ৪টী প্রবেশদ্বার আছে। পূর্ব্বদিকের দ্বারটি "সিংহদ্বার" নামে খ্যাত। ইহার ছাদ "পিরামিড্" আকারে নির্ম্মিত। ইহার দরজা কৃষ্ণ-ক্লোরাইট্ প্রস্তর হইতে নির্ম্মিত। ইহাতে বহুবিধ কারুকার্য্য আছে। কপাট শালকাষ্ঠের। দরজার উভয় পার্শ্বে ২টী সিংহ-

মূর্ত্তি থাকায় ইহা সিংহদ্বার নামে বিখ্যাত হইয়াছে। অন্যান্য বিষ্ণুমন্দিরের ন্যায় ইহার দ্বারদেশে জয় ও বিজয়ের মূর্ত্তি রহিয়াছে। উত্তর দিকের দরজার সম্মুখে দুইটী ৫ ফুট উচ্চ হস্তিমূর্ত্তি ছিল বলিয়া ইহা "হস্তিদ্বার" নামে বিখ্যাত। এক্ষণে এই হস্তিমূর্ত্তিদ্বয় ভিতরের প্রাঙ্গণের সম্মুখে রক্ষিত হইয়াছে। সম্মুখে দুইটী অশ্বমূর্ত্তি থাকায়, দক্ষিণ দরজাকে "অশ্বদ্বার" কহে। পশ্চিম-দ্বারকে "খাঞ্জাদ্বার" কহে, এই স্থানে কোনও মূর্ত্তি নাই। সিংহদ্বারের সম্মুখে প্রসিদ্ধ "অরুণজয়স্তম্ভ" রহিয়াছে। ইহা প্রায় ৩৪ ফিট্ উচ্চ। ইহার মধ্যভাগের স্তম্ভটী ষোড়শাস্র ও ২৫ ফিট উচ্চ। পূর্ব্বে ইহা "কোনার্কের" মন্দিরের সম্মুখে ছিল। মহরাষ্ট্রীয়দিগের সময়ে তথা হইতে আনীত হইয়া, এই স্থানে রক্ষিত হইয়াছে। পূর্ব্বদ্বার দিয়া প্রবেশ করিবামাত্র বামভাগে "শ্রীকাশী-বিশ্বনাথ" ও "শ্রীরামচন্দ্র" মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। অনন্তর, ২২টী সোপান অতিক্রম করিয়া ভিতর প্রাঙ্গণের প্রাকারে উপস্থিত হইতে হয়। এই প্রাঙ্গণ পূর্ব্ব পশ্চিমে ৪০০ ফুট্ ও উত্তর দক্ষিণে ২৭৮ ফুট্ হইবে। ইহার চারিদিকে চারিটি প্রবেশ দ্বার আছে। এই প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসিদ্ধ মন্দির ও ইহার চতুষ্পার্শ্বে নানা দেবদেবীর ক্ষুদ্র ও বৃহৎ মন্দির অবস্থিত। মূল মন্দির রাজা অনঙ্গ ভীমদেবের সময়ে (১১১৯ শকে) ১১৯৭ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাও চারি অংশে বিভক্ত। যথা,—পূর্ব্বদিকে ভোগমণ্ডপ, তৎপরে নাটমন্দির, তৎপরে মোহন ও সর্ব্ব পশ্চিমে শ্রীশ্রীজগন্নাথের মূল-স্থান। ভোগমণ্ডপ পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৫৮ ফুট্ ও উত্তর দক্ষিণে ৫৬ ফুট্ ভূখণ্ডের উপর নির্ম্মিত। ইহার বহির্ভাগের পোতায় ও দেওয়ালে অতি উৎকৃষ্ট কার্য্য আছে। ইহা লেখনীর দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, কিন্তু অনেকগুলি কুৎসিত মূর্ত্তি থাকিয়া কুরুচির পরিচয় দিতেছে। দরজার

উপর অতি পরিষ্কার নবগ্রহ মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। ইহার ছাদ বহির্দৃষ্টে চতুষ্কোণ পিরামিডের ন্যায়। ইহার চারিদিকে চারিটী প্রবেশ দ্বার আছে। পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও উত্তরদিকের তিনটি দরজা সদা রুদ্ধ থাকে। ইহাতে অন্নভোগ হয় বলিয়া অন্তঃপ্রবেশ নিষিদ্ধ, সুতরাং, ভিতর দেখিতে পাইলাম না। ইহার পশ্চিম ভাগে নাট মন্দির। ইহা দীর্ঘপ্রস্থে ৮০ ফুট্ ভূখণ্ডের উপর নির্ম্মিত। ইহার দেওয়ালে কোনরূপ কারুকার্য্য নাই। ইহাতেও চারিটী প্রবেশদ্বার। ইহার পূর্ব্ব দরজায় জয় ও বিজয়ের ক্ষুদ্র মূর্ত্তি রহিয়াছে। ইহার পশ্চাৎভাগে মোহন, ইহাও দীর্ঘপ্রস্থে ৮০ ফুট ভূখণ্ডের উপর নির্ম্মিত। ইহার ছাদ ১২০ ফুট্ উচ্চ, দেখিতে পিরামিডের ন্যায়। ইহার পশ্চিমে মূলমন্দির। ইহাও দীর্ঘ প্রস্থে ৮০ ফুট্ ভূখণ্ডের উপর অবস্থিত। এই মন্দিরচূড়া উচ্চে ১৯২ ফুট্ বলিয়া অনেকদূর হইতে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

আমরা প্রথমে অভ্যন্তরস্থ প্রাঙ্গণে যাইয়া, অন্যান্য দেবমূর্ত্তি সন্দর্শন করি (১)। যথা,—মন্দিরের অগ্নিকোণে শ্রীবদরী-নারায়ণ মূর্ত্তি। তাহার পশ্চিম ভাগে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি। এবং উভয়ের

(১) খৃষ্টমতাবলম্বী অথবা মহম্মদমতাবলম্বীরা দেবপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে পায় না। নিম্ন লিখিত অন্ত্যজ জাতিরাও মন্দিরে যাইয়া দেবদর্শন দূরে থাকুক, প্রাঙ্গণমধ্যে প্রবেশ করিতে পায় না। ১ বৌরি; ইহারা কৃষি-জীবী। ২ শবর; এক্ষণে কৃষিজীবী; এই জাতীয় বিশ্বাবসুর কথা ১২৭ পৃষ্ঠায় উক্ত হইয়াছে। যিনি নীলমাধবের এক মাত্র সেবক ছিলেন, তাঁহার বংশধরেরা দেবপ্রাঙ্গণে যাইতে পায় না ইহাই কালের বিচিত্র গতি। ৩ পান; ইহারা বাদ্যকর ও কৃষিজীবী; ইহারা মৃত গোমাংস পর্য্যন্ত আহার করিয়া থাকে; অথচ হিন্দুনামধারী; ইহারা নিতান্ত ঘৃণার্হ। ৪ হাড়ী, বধু, সুড়ীয় এবং কাওরা; ইহারা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়; ইহাদের সকলের শূকর প্রতিপালন উপজীবিকা হইলেও পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান নাই। ৫ চামার। ৬ ডোম। ৭ চণ্ডাল। ৮ চিড়িয়ামার। ৯ সিয়াল,

মধ্যস্থলে পুরাতন পাকশালার দরজা। পুরাতন পাকশালার পশ্চিম ভাগে বটকৃষ্ণ মূর্ত্তি। তাহার ঈশান কোণে মঙ্গলাদেবী। ইনি বটমূলে অবস্থিতা। এই স্থানে যে অষ্টশক্তি বর্ত্তমান আছেন ইনি তাঁহার অন্যতমা (২)। কপিলসংহিতায় লিখিত আছে।

"মঙ্গলা বটমূলে চ দেবমঙ্গলদায়িনী।
তাং দৃষ্ট্বা পূজয়িত্বা চ মোহবন্ধাৎ বিমুচ্যতে॥"

বটবৃক্ষের মূলদেশে মঙ্গলাদেবী দেবের মঙ্গল সাধন জন্য অবস্থিতা আছেন। ইহাঁর দর্শন ও পূজা করিলে সকলেই মোহ-বন্ধ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে।

ইহার ঈশানকোণে শ্রীমার্কণ্ডেয়েশ্বর লিঙ্গ। ইহার দক্ষিণ ভাগে অক্ষয় বটমূলে শ্রীবটেশ্বর। এই অক্ষয়বট কল্পবৃক্ষ নামে খ্যাত। এই স্থানে আসিয়া তিনবার প্রদক্ষিণ করত ইহার পূজা করিয়া, নিম্ন লিখিত নমস্কার মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। যথা,—

গোখা, সিওলা, তিয়র; ইহারা সকলে মৎস্যজীবী হইলেও ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত; এজন্য পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান নাই। ১০ মুলিয়া; ইহারা তৈলিঙ্গী নৌজীবী। ১১ পাত্র; ইহারা তন্তুবায়ী। ১২ কন্দারা; ইহারা গ্রাম্য চৌকিদার। ১৩ কস্বী; ইহারা বারাঙ্গণা জাতি বিশেষ। ১৪ সর্ব্বপ্রকার জঙ্গলিয়া। ১৫ যাহারা রাজদণ্ডে জেলে গিয়াছিল পরে, প্রতিনিবৃত্ত হইয়া শাস্ত্র বিধানে প্রায়শ্চিত্ত করে নাই। ১৬ রজক ও কুম্ভকার। ইহারা দেবপ্রাঙ্গণে যাইতে পায়, দেবমন্দিরে যাইতে পায় না; সুতরাং ইচ্ছাক্রমে দেবের দর্শন পায় না। এস্থলে বক্তব্য এই যে, রথযাত্রা উপলক্ষে উপরি উক্ত সমস্ত জাতিরাই রথস্থ জগন্নাথ সন্দর্শন করিয়া থাকে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

(২) পার্ব্বতী, লক্ষ্মীর আদেশে অষ্ট মূর্ত্তিতে বিভক্ত হইয়া অন্তর্ব্বেদীর অষ্ট দিকে অবস্থান করিয়া রক্ষা করিতেছেন। অগ্নিকোণে অক্ষয় বটমূলে মঙ্গলা, দক্ষিণে কালরাত্রি, নৈঋতে চণ্ডরূপা, পশ্চিমে বিমলা, বায়ুকোণে সর্ব্বমঙ্গলা, উত্তরে আর্দ্ধাশনী, ঈশানে লম্বা ও পূর্ব্বে মরীচিকা রূপে বিরাজ করিতেছেন।

"কল্পবৃক্ষং ততো গত্বা কৃত্বা তং ত্রিঃপ্রদক্ষিণম্।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা মন্ত্রেণানেন তং বটম্॥
ওঁ নমোঽব্যক্তরূপায় মহাপ্রলয়প্রাণতে।
মহদ্রসোপবিষ্টায় ন্যগ্রোধায় নমো নমঃ॥
অমরস্ত্বং মহাকল্পে হরেশ্চায়তনং বট।
ন্যগ্রোধ হর মে পাপং কল্পবৃক্ষ নমোঽস্তু তে॥
ভক্ত্যা প্রদক্ষিণং কৃত্বা মহাকল্পবটং নরঃ।
সহসা মুচ্যতে পাপাৎ জীর্ণত্বচ ইবোরগঃ॥
ছায়াং তস্য সমাসাদ্য কল্পবৃক্ষস্য ভো দ্বিজাঃ।
ব্রহ্মহত্যাং নরো জহ্যাৎ পাপেষন্যেষু কা কথা॥
দৃষ্ট্বা কৃষ্ণাঙ্গসম্ভূতং ব্রহ্মতেজোময়ং বটম্।
ন্যগ্রোধাকৃতিনং বিষ্ণুং প্রণিপত্য চ ভো দ্বিজাঃ॥
রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং ফলং প্রাপ্নোতি চাধিকম্।
তথা স্ববংশমুদ্ধৃত্য বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥"

ইতি পুরুষোত্তমতত্ত্বধৃতব্রহ্মপুরাণবচনম্॥

"অনন্তর, কল্পবৃক্ষ সমীপে গমন করিয়া প্রথমতঃ তিনবার তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া পরে, বক্ষ্যমাণ মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক ভক্তি সহকারে পূজা করিবে। মন্ত্রার্থ এই যে, 'হে বটবৃক্ষ! যৎকালে এই পৃথিবী জলমগ্না ছিল আপনি সেই মহাপ্রলয়কালেও সেই জলমধ্যে জীবিত ছিলেন; অতএব হে নারায়ণাংশস্বরূপ বটবৃক্ষ আপনাকে নমস্কার করি। আপনি সেই প্রলয়কালে জীবিত থাকিয়া নারায়ণের শয্যারূপে অবস্থিত ছিলেন; অতএব হে কল্পবৃক্ষ আপনাকে নমস্কার করি, আপনি আমার সমস্ত পাপরাশি বিনষ্ট করুন।'

"যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক এই কল্পবৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করে, সর্প যেমন জীর্ণত্বক্ হইতে মুক্ত হয়, সে ব্যক্তিও তদ্রূপ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইতে সমর্থ হয়। অন্য সামান্য পাপের কথা আর

কি বলিব, এই কল্পবৃক্ষের ছায়ামাত্র স্পর্শ করিলে গুরুতর ব্রহ্মহত্যা পাপও বিনষ্ট হইয়া থাকে। জীবগণ, নারায়ণাঙ্গসম্ভূত ব্রহ্মতেজোময় এই কল্পবটরূপ বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকে এবং নিজকুল উদ্ধার করিয়া অন্তে বৈকুণ্ঠে গমন করিতে সমর্থ হয়।”

মার্কণ্ডেয় ঋষি প্রলয়কালে জলে ভাসিতে ভাসতে আসিয়া এই বটবৃক্ষে আশ্রয় পাইয়াছিলেন বলিয়া পুরাণে কথিত আছে। বৌদ্ধেরা বটবৃক্ষকে বোধিদ্রুম কহিয়া থাকে। কলিযুগের ২৫১৫ গতাব্দে ভগবান্ শাক্যসিংহ শীর্ষগয়ার ৭ মাইল দূরে বৌদ্ধগয়ায় বোধিদ্রুম তলে সমাধি লাভ করিয়াছিলেন। সে কারণ বটবৃক্ষ, তন্মতাবলম্বীদিগের বড় আদরের সামগ্রী। অন্যত্র, যথায় যথায়, বৌদ্ধ-সঙ্ঘাশ্রম স্থাপিত হইয়াছিল, তৎতৎ স্থানে তাহারা বৌদ্ধ-গয়া হইতে বোধিদ্রুমের শাখা সযত্নে লইয়া যাইয়া রোপন করিয়া-ছিল। এইরূপে সর্ব্বত্র সঙ্ঘাশ্রমে বোধিদ্রুম উৎপন্ন হইয়াছিল। পুরীতেও এক সময়ে বৌদ্ধদিগের সঙ্ঘাবাস ছিল। অতএব, অক্ষয়বট তাহাদের দ্বারা সযত্নে স্থাপিত হইয়া থাকিবে। তথা হইতে তাহারা বিদূরিত হইলে হিন্দুরা সেই পুরাণ বোধিদ্রুমকে “অক্ষয়বট” নামে ভূষিত করিয়াছেন তাহার আর সন্দেহ নাই। এইরূপ যাজপুরের “ধর্ম্মবট” একাম্রকাননের “কল্পবৃক্ষ” বৌদ্ধ-দিগের বোধিদ্রুম ভিন্ন অপর কিছুই নহে।

মার্কণ্ডেয়লিঙ্গের উত্তরে ইন্দ্রাণীমূর্ত্তি। বটেশ্বরের নৈঋর্তে সূর্য্যমূর্ত্তি, তাহার পশ্চিমে ক্ষেত্রপাল, তৎপশ্চিমে মুক্তিমণ্ডপ। এই মণ্ডপে বসিয়া পণ্ডিতেরা যাত্রীদিগকে শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণ করাইয়া থাকেন বলিয়া, উহাকে মুক্তিমণ্ডপ কহিয়া থাকে। ইহা ৩৮ ফুট দীর্ঘপ্রস্থ ভূখণ্ডের উপর, ১৫২৫ খৃঃ অব্দে রাজা প্রতাপরুদ্রদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার পশ্চিমভাগে শ্রীনরসিংহদেবমূর্ত্তি। ইহা রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন-প্রতিষ্ঠিত শ্রীনরসিংহ-

দেব নহে। ইহার পশ্চিমভাগে একটী মণ্ডপে চন্দনাদি অনু-লেপন ঘর্ষিত হইয়া প্রস্তুত হইতেছে। উহার পশ্চিমে শ্রীবিনায়ক মূর্ত্তি ও বায়ুকোণে ভূষণ্ডী কাকের মূর্ত্তি। এই কাক ব্রহ্মার সম্মুখেই রোহিণকুণ্ডে অবগাহনানন্তর নীলমাধবকে দর্শন করিয়া চতুর্ভুজ হইয়াছিল। শ্রীগণেশের পশ্চিমভাগে রোহিণ-কুণ্ড। ইহার বিষয় পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। ইহার পশ্চিম-ভাগে শ্রীবিমলাদেবীর আলয়। এই মন্দির গঠনে অতি পুরা-তন বলিয়া বোধ হয়। এই দেবীর পাকশালা নাই, তবে শ্রীবলরামদেবের উৎকৃষ্ট ভোগান্নে এই দেবীর ভোগ হইয়া থাকে। আশ্বিন মাসের শুক্ল অষ্টমীর অর্দ্ধরাত্রে অর্থাৎ শ্রীজগন্নাথ-দেব শয়ন করিলে পর এই দেবীর সম্মুখে ছাগবলি হইয়া থাকে। এই বিমলাদেবীও অষ্টশক্তির অন্যতমা। ইহার দক্ষিণ ও উত্তর ভাগে রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি। ইহার উত্তরে গুদাম ঘর। তাহার উত্তরে "ভাণ্ড গণেশ"। ইহা পশ্চিম দরজার দক্ষিণ-ভাগে অবস্থিত। এই দরজার উত্তর গায়ে শ্রীগোপীনাথ মূর্ত্তি। তাহার উত্তরে শ্রীমাখমচোরের মূর্ত্তি। তাহার উত্তরে সরস্বতী মূর্ত্তি। তাহার উত্তরে শ্রীনীলমাধব মূর্ত্তি। ইহার উত্তরে লক্ষ্মীর মন্দির। এই মন্দিরের গঠন অতি উত্তম। ইহাও জগন্নাথ-দেবের মত, ভোগমণ্ডপ, নাটমন্দির, মোহন ও মূলমন্দির নামক চারি অংশে বিভক্ত। এই দেবীর পৃথক্ রন্ধনশালা আছে। এই রন্ধনশালা হইতে সাধারণ বিগ্রহগণের জন্য ভোগান্ন গিয়া থাকে। লক্ষ্মী ও নীলমাধবের মধ্যে কিঞ্চিৎ পশ্চিমে একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে সর্ব্বমঙ্গলার কালী মূর্ত্তি রহি-য়াছে। লক্ষ্মীর নাটমন্দিরের উত্তর ভাগে দুইটী মন্দিরের প্রত্যেকটীতে রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি। নাটমন্দিরের ঈশানকোণে সূর্য্যনারায়ণ মূর্ত্তি। তাহার পূর্ব্বে সূর্য্যমূর্ত্তি। এই মন্দিরটীও দেখিতে উত্তম। ইহার পূর্ব্বভাগে জগন্নাথ মূর্ত্তি। তাহার পূর্ব্বে

পাতালেশ্বর। ইহার সন্নিকটে উত্তর দ্বার। ইহার পূর্ব্বভাগে কৃষ্ণমূর্ত্তি। তৎপূর্ব্বে বাহনদিগের মন্দির। ইহার পূর্ব্বে শ্রীমন্দিরের ঈশানকোণে রাধাশ্যাম মূর্ত্তি। তাহার দক্ষিণভাগে ভোগমণ্ডপের ঈশানে শ্রীগৌরাঙ্গের মূর্ত্তি। রাধাশ্যাম ও গৌরাঙ্গের মধ্যস্থলে যে দ্বার আছে, তাহা দিয়া "স্নানবেদীতে" যাইতে হয়। এই স্থানে "জন্মোৎসব" বা "স্নানযাত্রা" হইয়া থাকে। স্নানমণ্ডপের অগ্নিকোণে "চাহনি"মণ্ডপ। তথায় লক্ষ্মীদেবী অবস্থান করিয়া দেবের স্নানোৎসব দর্শন করেন। পূর্ব্ব সিংহদ্বারের "বাইশ পইঠার" উত্তরস্থ পাণ্ডা-গৃহে, বিক্রয় জন্য মহাপ্রসাদ রক্ষিত হয়। "বাইশ পইঠার" দক্ষিণ ভাগে একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে কৃষ্ণমূর্ত্তি রহিয়াছে। সিংহদ্বারের দক্ষিণ ভাগে "ভেট্ মণ্ডপ"। তথায় লক্ষ্মীদেবী থাকিয়া, গুণ্ডিচা হইতে জগন্নাথদেবের প্রত্যাবৃত্তির অপেক্ষা করিয়া থাকেন। অন্তর ও বহিঃপ্রাকারের মধ্যস্থলে উত্তর দ্বারের (হস্তিদ্বার) সন্নিকটে একটী দ্বিতল গৃহ "বৈকুণ্ঠ" নামে খ্যাত। এই স্থানে কতকগুলি নিমকাষ্ঠ রহিয়াছে। যে বৃক্ষ হইতে গতবারে নূতন কলেবর প্রস্তুত হইয়াছিল, ইহা তাহারই অবশিষ্ট। বৈকুণ্ঠপুরীতে প্রতিবৎসরে স্নানোৎসবের পর দেবের কলেবর চিত্রিত হইয়া থাকে। ইহাই দেবের "নবযৌবন-উৎসব"। বৈকুণ্ঠপুরীর পশ্চিম ভাগে এক পাকা চত্বর আছে, এই চত্বরেই কলেবর নির্ম্মিত হয়। তৎকালে ইহার চতুর্দ্দিক আবৃত করা হয়, সূত্রধার ভিতরে থাকিয়া ১৫ দিবসে কলেবর নির্ম্মাণ করে। তৎকালে বহির্ভাগে ক্রমাগত বাদ্য বাজিতে থাকে, নির্ম্মাণ বা চিত্রকার্য্য কেহ দেখিতে পায় না, এতদ্বিষয়ে যে সকল দৈববাণী আছে, আমরা পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি।

প্রত্যেক দ্বাদশ বৎসরান্তে নূতন কলেবর হইয়া থাকে। লোকের বিশ্বাস নূতন কলেবরের সময়ে, রাজা, প্রধান পাণ্ডা,

সূত্রধার ও চিত্রকর এই কয় জনের মধ্যে এক জনের অনিষ্ট হইয়া থাকে। এই বৎসর নূতন কলেবরের সময়। গত কলেবর পরিবর্ত্তন কালে রাজার অনিষ্ট হইয়াছিল। তিনি হত্যাপরাধে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর হইল তিনি তদবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার বিধবা পত্নী এবং বর্ত্তমান অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজার মাতা পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় আবহমান রীত্যনুসারে প্রচলিত দেব-কলেবরপরিবর্ত্তনে প্রতিবাদিনী হইতেছেন। পাণ্ডার প্রমুখাৎ শুনিলাম প্রথানুসারে নবকলেবরের বৎসরে নূতনমূর্ত্তি নির্ম্মিত হউক বা না হউক, অনিষ্ট আশঙ্কা সমভাবে প্রবল। যাহা হউক, রাণী কোন ক্রমেই সম্মতা নহেন। কলেবরের জন্য নিম্ববৃক্ষ স্থির হইয়াছে। এক্ষণে রাণী সম্মতা হইলেই, পাণ্ডারা যাইয়া যথানিয়মে তাহা আনয়ন করিবে * ।

পূর্ব্বোক্ত চত্বরে দুইটী বেদী আছে, একটীতে পুরাতন মূর্ত্তি রক্ষিত হয় ও অপরটীতে নূতন মূর্ত্তি ক্ষোদিত হয়। পরে ১৫ দিবসের পর প্রধান পাণ্ডা যাইয়া পুরাতন মূর্ত্তি হইতে ব্রহ্ম-প্রদত্ত "ব্রহ্মমণি" লইয়া, নূতন মূর্ত্তি মধ্যে রক্ষা করতঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। পুরাতন মূর্ত্তিটী সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ বা অগ্নিতে দাহ করা হইয়া থাকে। দেবের জীর্ণ কলেবরের পরিত্যাগ কালে, দৈতপতি ১০ দিবস অশৌচ গ্রহণ করিয়া থাকে।

'অনন্তর, আমরা বৈকুণ্ঠ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, শ্রীমন্দির মধ্যে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শনে গমন করিলাম। মন্দিরের

---

* এই প্রবন্ধ লিখিবার পরে আমরা সংবাদ পাইয়াছি যে, রাজমাতা দেবের নবকলেবর গ্রহণে সম্মতি না দেওয়ায় এবার তাহা হইল না।

মোহনে গরুড় মূর্ত্তি রহিয়াছে। ইহাকে নমস্কার করিয়া, পরে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। যথা,—

"বৈনতেয়ং নমস্কৃত্য কৃষ্ণস্য পুরতঃ স্থিতম্।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তস্ততো বিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ॥
দৃষ্ট্বা বটং বৈনতেয়ং যঃ পশ্যেৎ পুরুষোত্তমম্।
সঙ্কর্ষণং সুভদ্রাঞ্চ স যাতি পরমাং গতিম্॥"

ইতি পুরুষোত্তমতত্ত্বধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবচনম্॥

"যে ব্যক্তি নারায়ণের সম্মুখস্থিত বিনতাপুত্র গরুড়কে নমস্কার করে, সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি অগ্রে কল্পবট ও গরুড়কে অবলোকন করিয়া পরে সুভদ্রা, বলরাম ও জগন্নাথ দেবকে দর্শন করে, তাহার পরম গতি লাভ হইয়া থাকে।"

অনন্তর, শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া অন্ধকার প্রযুক্ত কিছুই দেখিতে পাইলাম না*। পাণ্ডার হস্ত ধারণ করিয়া রত্নবেদী তিনবার প্রদক্ষিণ করিতে করিতে ভাবিলাম; দেব! কি নির্গুণ, কি সগুণ, উভয় প্রকারেই আপনি অজ্ঞেয়। আপনি জাবতীয় জীবে অনুপ্রবিষ্ট হইলেও মায়ার বশবর্ত্তী হইয়া আপনাকে হৃদয়ে সন্দর্শন করিতে সমর্থ হইতেছি না। আপনি স্বর্গে মহীমণ্ডলে, অন্তরীক্ষে, আমার অন্তরে ও বাহিরে, নিরন্তর প্রকাশ আছেন; এক্ষণে আমি আপনাকে প্রণিপাত করিয়া আপনার শরণাপন্ন হইলাম। এ ভবমণ্ডলে দেশ-আচার-ভেদে অসংখ্য

---

* অনেকেই কেবলমাত্র দূর হইতে দর্শন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হন। যাহারা মন্দিরাভ্যন্তরে যাইতে সমর্থ হন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই বেদীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেব-দর্শন করিয়া আসেন। কেহ কেহ বা বেদি প্রদক্ষিণ ও দর্শন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হন। দেবের অর্চ্চনা করিতে অতি কম লোকেই সমর্থ হন। প্রকৃতপক্ষে যাত্রীমাত্রেরই সমস্ত কার্য্য করা উচিত। কিন্তু পাণ্ডারা কেবল দেব-দর্শন করাইয়া তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করে।

উপাসনার প্রণালী বিদ্যমান রহিয়াছে। সকলেরই উদ্দেশ্য আপনার প্রসাদ লাভ করা। হে দয়াময়! প্রার্থনা করি যে, আপনি আমাদিগকে বিশুদ্ধবুদ্ধি প্রদান করুন, তাহা হইলে যে কোন প্রণালীতে আমরা আপনার উপাসনা করি না কেন, আপনার সত্য ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিব, অহংভাব পরিহার করিয়া মতবিভিন্নতা বিস্মৃত হইব ও পরস্পরকে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবে সন্দর্শন করিতে সমর্থ হইব। আমাদের চিত্ত যেন সদা আপনাতে ন্যস্ত থাকে। আপনার প্রতি যেন আমাদের অচলা প্রীতি থাকে। আপনি আমাদিগকে অসৎ হইতে সৎস্বরূপে, অন্ধকার হইতে জ্যোতিঃস্বরূপে এবং মৃত্যু হইতে অমৃত স্বরূপে লইয়া যান। হে চৈতন্যময়! আপনার বিশ্বরাজ্যে আপনার সত্যধর্ম্ম প্রচার হউক। আর্য্য ঋষিরা ধ্যানেও আপনাকে জানিতে পারেন নাই, এ মূঢ় আপনাকে কি বলিয়া ডাকিবে, তবে মহর্ষি বশিষ্ঠ প্রোক্ত স্তুতিতে আপনাকে বন্দনা করি।

"সর্ব্বোপাদেয়-সীমান্তং চিদাত্মানমুপাস্মহে।
সর্ব্বাবয়ববিশ্রান্তং সমস্তাবয়বাতিগম্॥
ঘটে পটে তটে কূপে স্পন্দমানং সদাতনৌ।
জাগ্রত্যপি সুষুপ্তস্থং চিদাত্মানমুপাস্মহে॥
উষ্ণমগ্নৌ হিমে শীতং মিষ্টমন্নে শিতং ক্ষুরে।
কৃষ্ণং ধ্বান্তে সিতং চন্দ্রে চিদাত্মানমুপাস্মহে॥
আলোকং বহিরন্তস্থং স্থিতঞ্চ স্বাত্মবস্তুনি।
অদূরমপি দূরস্থং চিদাত্মানমুপাস্মহে॥
মাধুর্য্যাদিষু মাধুর্য্যং তীক্ষ্ণাদিষু চ তীক্ষ্ণতাম্।
গতং পদার্থ-জাতেষু চিদাত্মানমুপাস্মহে॥
জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তেষু তুর্য্যাতুর্য্যাতিগে পদে।
সমং সদৈব সর্ব্বত্র চিদাত্মানমুপাস্মহে॥

প্রশান্তসর্ব্বসঙ্কল্পং বিগতাখিলকৌতুকম্।
বিগতাশেষ-সংরম্ভং চিদাত্মানমুপাস্মহে॥
নিষ্কৌতুকং নিরারম্ভং নিরীহং সর্ব্বমেব চ।
নিরংশং নিরহঙ্কারং চিদাত্মানমুপাস্মহে॥
সর্ব্বস্যান্তঃস্থিতং সর্ব্বমপ্যপারৈকরূপিণম্।
অপর্য্যন্তচিদারম্ভং চিদাত্মানমুপাগতঃ॥
ত্রৈলোক্যদেহমুক্তানাং তন্তুমুন্নতমাততম্।
প্রচার-সংকোচ-করং চিদাত্মানমুপাগতঃ॥
লীনমন্তর্বহিঃস্বাপ্তান্ ক্রোড়ীকৃত্য জগৎ-খগান্।
চিত্রং বৃহজ্জালমিব চিদাত্মানমুপাগতঃ॥
সর্ব্বং যত্রেদমস্ত্যেব নাস্ত্যেব চ মনাগপি।
সদসদ্রূপমেকং তং চিদাত্মানমুপাগতঃ॥
পরমপ্রত্যয়ং পূর্ণমাস্পদং সর্ব্বসম্পদাম্।
সর্ব্বাকারবিহারস্থং চিদাত্মানমুপাগতঃ॥
জনতাজীবনোপায়ং চিদাত্মানমুপাগতঃ।
ক্ষীরোদার্ণব-সম্ভূতমশশাঙ্কমুপস্থিতম্॥
অহার্য্যমমৃতং সত্যং চিদাত্মানমুপাস্মহে।
শব্দ-রূপ-রস-স্পর্শ-গন্ধৈরাভাসমাগতং॥
তৈরেব রহিতং শান্তং চিদাত্মানমুপাগতঃ।
আকাশ-কোশ-বিশদং সর্ব্বলোকস্য রঞ্জনম্॥
মহামহিম্না সহিতং রহিতং সর্ব্ব-ভূতিভিঃ।
কর্ত্তৃত্বে বাপ্যকর্ত্তারং চিদাত্মানমুপাগতঃ॥"*

"যিনি সমস্ত মূর্ত্তিকে অতিক্রম করিয়া সকলের অগ্রে অগ্রে গমন করেন, যিনি সকল অবয়বে ব্যাপ্ত থাকিয়াও শান্তি লাভ করিতেছেন, যিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও অবয়ব-শূন্য,

* যোগবাশিষ্ঠ, নির্ব্বাণ ৩৯—৮৭ শ্লোক।

যিনি সকল প্রকার উপাদেয় পদার্থের সীমান্ত স্বরূপ পরম উপাদেয়, আমি সেই চিদাত্মা ব্রহ্মের উপাসনা করি। যিনি ঘটে, পটে, তটে, কূপে, চতুর্ব্বিধ দেহে সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকেন, যিনি জাগ্রত থাকিয়া সুষুপ্তের ন্যায় অবস্থিতি করেন, আমি সেই চিদাত্মারূপ ব্রহ্মকে বন্দনা করি। যিনি অগ্নিতে উষ্ণতা, হিমে শীতলতা, অন্নে মধুরতা, ক্ষুরাদি অস্ত্রে তীক্ষ্ণতা, অন্ধকারে কৃষ্ণতা, চন্দ্রে শুক্লতারূপে অবস্থিত থাকেন, আমি সেই চিদাত্মাকে নমস্কার করি। যিনি বাহিরে ও অন্তরে আলোক-সদৃশ প্রকাশমান, যিনি প্রিয় বস্তুতে অবস্থিত আছেন, যিনি জ্ঞানিগণের সমীপে অদূরস্থ এবং অজ্ঞানীদিগের সমীপে দূরস্থ বলিয়া প্রতীত হন, আমি সেই ব্রহ্মকে নমস্কার করি। যিনি মাধুর্য্য-বিশিষ্ট পদার্থে মাধুর্য্য, যিনি তীক্ষ্ণাদিতে তীক্ষ্ণতারূপে বিরাজিত, যিনি সকল পদার্থে ব্যাপ্ত আছেন, আমি সেই চিদাত্মা ব্রহ্মকে নমস্কার করি। যিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ে সমভাবে অবস্থিত, যিনি তুর্য্য এবং তুর্য্যাতীত পদে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজিত আছেন, আমি সেই চিদাত্মা ব্রহ্মকে বন্দনা করি। যাঁহার সর্ব্বসঙ্কল্পই উপশমপ্রাপ্ত হইয়াছে, যিনি সর্ব্বকামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহার ক্রোধ নিঃশেষ হইয়াছে, সেই চিদাত্মা ব্রহ্মকে নমস্কার করি। যিনি অকৌতুক (ভোগোৎকণ্ঠা-বিহীন) যিনি অবলম্বন-শূন্য, নিশ্চেষ্ট, পূর্ণ, নিরহঙ্কার, আমি সেই চিদাত্মা ব্রহ্মকে নমস্কার করি। যিনি আত্মরূপে সর্ব্বভূতের অন্তরে বিরাজিত, যিনি অশেষ প্রকারে একরূপে অবস্থিত আছেন, যাঁহার কোন রূপ আরম্ভ বা উদ্যোগ নাই অর্থাৎ যিনি নিষ্ক্রিয়, আমি সেই চিদাত্মার শরণাগত হইলাম। যেরূপ তন্তু দ্বারা মাল্য গ্রথিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম, এই সংসারদেহরূপ মুক্তা-গ্রন্থনে বিস্তৃত তন্তু-স্বরূপ। যিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে প্রাদুর্ভূত হয়েন, আমি তাঁহার শরণা-

পন্ন হইলাম। যিনি জগৎরূপ বিহঙ্গদিগকে আপনার ক্রোড়দেশে স্থাপন পূর্ব্বক বাহিরে ও অন্তরে তাহাদিগকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন এবং স্বয়ং বিচিত্র বৃহৎ জালের ন্যায় শোভা পাইতে-ছেন, আমি সেই চিদাত্মার শরণ লইলাম। যে ব্রহ্মে এই সমস্ত দৃশ্য মান জগৎ আরোপিত রহিয়াছে, অথচ যিনি কোনও বিষয়ে লিপ্ত নহেন, আমি সেই সৎ ও অসৎ রূপে অবস্থিত, অদ্বিতীয়, চিদাত্মার শরণ লইলাম। যিনি সকল সম্পত্তির আস্পদ, যিনি পূর্ণ, যিনি পরম প্রত্যয় (স্বাধীন প্রকাশ,) যিনি সর্ব্ব আকারে বিহার করেন, যিনি সর্ব্বজন-জীবনের কারণ-স্বরূপ, আমি সেই চিদাত্মার শরণাপন্ন হইলাম। যিনি চন্দ্র ও অমৃত তুল্য আনন্দ-জনক হইলেও ক্ষীরোদসাগর-সমুদ্ভূত শশাঙ্কের ন্যায় কলঙ্কী বা তৎ-সম্ভূত অমৃতের ন্যায় অপহরণযোগ্য নহেন ; আমি সেই সত্য-স্বরূপ অমৃত-তুল্য ব্রহ্মকে উপাসনা করি। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ যাঁহা হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে, পরন্তু যিনি শব্দাদি গুণ-বিবর্জ্জিত আমি সেই চিদাত্মা ব্রহ্মের শরণাপন্ন হইলাম। আমি এক্ষণে আকাশ-কোশের ন্যায় বিশদ, সর্ব্ব-লোক-রঞ্জক, শান্ত সেই ব্রহ্মের শরণাগত হইলাম। যিনি আপ-নার মহান্ মহিমা দ্বারা সুশোভিত, যিনি সর্ব্বপ্রকার বিভূতি দ্বারা বিরাজিত, যিনি আপনার কর্ত্তৃত্বে কর্ত্তৃশূন্যতা দর্শাইয়া থাকেন, (স্বয়ং জগৎকর্ত্তা হইয়াও উদাসীন ভাবে বিহার করিয়া থাকেন,) আমি সেই চিদাত্মার শরণাপন্ন হইলাম।”

অনন্তর, দীপালোকে মূর্ত্তি চতুষ্টয় সন্দর্শন ও অর্চ্চনাদি করিয়া বলিলাম। যথা,—

“নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ মহাত্মনে।
নাম রূপং ন যস্যৈকো যোঽস্তিত্বেনোপলভ্যতে ॥”

ইতি বিষ্ণুপুরাণম্। ১। ১৯। ৭৯ ॥

"যাঁহার নাম নাই, রূপ নাই, কেবল আছেন এই মাত্র যাঁহার বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া যায়, আমি সেই মহান্ পরমাত্মাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।"

আর যাহারা আপনাকে জানিয়াছে ইহা বিবেচনা করিয়া মনে মনে অভিমানী হয় তাহারা নিশ্চয়ই আপনাকে জানিতে পারে নাই।

এই স্থানে রত্নবেদীর উপর যাহা কিছু ভেট্ দেওয়া হয়, তাহা মন্দিরের আয় ব্যয় হিসাবে জমা হইয়া থাকে। আমরা দুই দিবস ঐরূপে দর্শনাদি করিয়াছিলাম। দর্শনবিধি ব্রহ্মপুরাণে এইরূপ উক্ত আছে। যথা,—

"সঙ্কর্ষণং স্বমন্ত্রেণ ভক্ত্যা পূজ্য প্রসাদয়েৎ।
নমস্তে হলধৃগ্রাম নমস্তে মুষলায়ুধ॥
নমস্তে রেবতীকান্ত নমস্তে ভক্তবৎসল।
নমস্তে বলিনাং শ্রেষ্ঠ নমস্তে ধরণীধর॥
প্রলম্বারে নমস্তেঽস্তু পাহি মাং কৃষ্ণপূর্ব্বজ।
এবং প্রসাদ্য চানন্তমজেয়ং ত্রিদশার্চ্চিতম্॥
কৈলাসশিখরাকারং চন্দ্রাৎ কান্ততরাননম্।
নীলবস্ত্রধরং দেবং ফণাবিকটমস্তকম্॥
মহাবলং হলধরং কুন্তলৈকবিভূষণম্।
রৌহিণেয়ং নরো ভক্ত্যা লভেতাভিমতং ফলম্॥
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি।
আভূতসংপ্লবং যাবৎ ভুক্ত্বা তত্র সুখং নরঃ॥
পুণ্যক্ষয়াদিহাগত্য প্রবরে যোগিনাং কুলে।
ব্রাহ্মণপ্রবরো ভূত্বা সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগঃ॥
জ্ঞানং তত্র সমাসাদ্য মুক্তিং প্রাপ্নোতি দুর্লভাম্।
এবমভ্যর্চ্চ্য হলিনং ততঃ কৃষ্ণং বিচক্ষণঃ॥
দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রেণ পূজয়েৎ সুসমাহিতঃ।

দ্বিষট্কবর্ণমন্ত্রেণ ভক্ত্যা যে পুরুষোত্তমম্ ॥
পূজয়ন্তি সদা ধীরাস্তে মোক্ষং প্রাপ্নুবন্তি বৈ।
তস্মাত্তেনৈব মন্ত্রেণ ভক্ত্যা কৃষ্ণং জগদ্গুরুম্ ॥
সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাদ্যৈঃ প্রণিপত্য প্রসাদয়েৎ।
জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ জয় সর্ব্বাঘনাশন ॥
জয় চাণূরকেশিঘ্ন জয় কংসনিসূদন।
জয় পদ্মপলাশাক্ষ জয় চক্রগদাধর ॥
জয় নীলাম্বুদশ্যাম জয় সর্ব্বসুখপ্রদ।
জয় দেব জগৎপূজ্য জয় সংসারনাশন ॥
জয় লোকপতে নাথ জয় বাঞ্ছাফলপ্রদ।
সংসারসাগরে ঘোরে নিঃসারে দুঃখফেনিলে ॥
ক্রোধগ্রাহাকুলে রৌদ্রে বিষয়োদকসংপ্লবে।
নানারোগোর্ম্মিকলিলে মোহাবর্ত্তসুদুস্তরে ॥
নিমগ্নোঽহং সুরশ্রেষ্ঠ ত্রাহি মাং পুরুষোত্তম।
এবং প্রসাদ্য দেবেশং বরদং ভক্তবৎসলম্ ॥
সর্ব্বপাপহরং দেবং সর্ব্বকামফলপ্রদম্।
জ্ঞানদং দ্বিভুজং দেবং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্ ॥
মহোরসং মহাবাহুং পীতবস্ত্রং শুভাননম্।
শঙ্খচক্রগদাপাণিং মুকুটাঙ্গদভূষণম্ ॥
সর্ব্বলক্ষণসংযুক্তং বনমালাবিভূষিতম্।
দৃষ্ট্বা নরোঽঞ্জলিং বদ্ধা দণ্ডবৎ প্রণিপত্য চ ॥
অশ্বমেধসহস্রাণাং ফলং প্রাপ্নোতি ভো দ্বিজাঃ।
যৎ ফলং সর্ব্বতীর্থেষু স্নানদানে প্রকীর্ত্তিতম্ ॥
নরস্তৎ ফলমাপ্নোতি দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং প্রণম্য চ।
ততঃ পূজ্য স্বমন্ত্রেণ সুভদ্রাং ভক্তবৎসলাম্ ॥
প্রসাদয়েৎ ততো বিপ্রাঃ প্রণিপত্য কৃতাঞ্জলিঃ।
নমস্তে সর্ব্বদেবেশি নমস্তে সুখমোক্ষদে ॥

পাহি মাং পদ্মপত্রাক্ষি কাত্যায়নি নমোঽস্তু তে।
এবং প্রসাদ্য তাং দেবীং জগদ্ধাত্রীং জগদ্ধিতাম্॥
বলদেবস্থ ভগিনীং সুভদ্রাং বরদাং শিবাম্।
কামগেন বিমানেন নরো বিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ॥”

ইতি পুরুষোত্তমতত্ত্বধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণম্॥

“অনন্তর, ভক্তিপূর্ব্বক বলরামের পূজা করিয়া এই বলিয়া তাহার প্রসন্নতা সম্পাদন করিবে যে, ‘হে রেবতীরমণ ভক্তবৎসল বলদেব! আপনি বলবান্ গণের অগ্রগণ্য এবং মূষল ও হলধারণ করিয়া আছেন, আপনি অনন্তরূপে পৃথিবী ধারণ করিতেছেন; হে প্রলম্বাসুরবিনাশক কৃষ্ণাগ্রজ! আমি আপনাকে নমস্কার করি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।’ এইরূপে সেই অজেয়, সর্ব্বদেববন্দ্য, কৈলাসশিখরসদৃশ, চন্দ্র হইতেও অধিক লাবণ্যযুক্ত বদনবিশিষ্ট, ফণামণ্ডিত মস্তক, নীলবস্ত্রধারী, মহাবল, হলধর, রোহিণীনন্দন বলদেবের নিকট ভক্তিপূর্ব্বক প্রার্থনা করিলে, সকলেই যথাভিলষিত ফললাভ করিতে এবং সর্ব্বপাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিষ্ণুলোকে গমন করিতে সমর্থ হয়। তৎপরে, সেই বিষ্ণুলোকে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত সুখভোগ করিয়া পরে পুণ্যক্ষয়ে পুনর্ব্বার ইহলোকে প্রবর যোগিকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বশাস্ত্র-পারদর্শী হইয়া থাকে এবং সেই জন্মেই পরম জ্ঞানলাভ করিয়া দুর্ল্লভ মুক্তি পাইয়া থাকে।

এইরূপে, বলদেবের পূজা করিয়া পরে ‘ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়’ এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা একাগ্রচিত্তে শ্রীশ্রীজগন্নাথের পূজা করিবে। যে ব্যক্তি এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীপুরুষোত্তমদেবের অর্চ্চনা করিয়া থাকে, অন্তে তাহার মুক্তি হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব, এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূজাদি করিয়া এই বলিয়া

তাঁহার প্রসন্নতা সম্পাদন করিবে যে, হে জগন্নাথ, হে সর্ব্বপাপ-বিনাশক, হে চাণূর কেশি ও কংসাদি দৈত্যনাশন, আপনার জয় হউক ; হে পদ্মপলাশাক্ষ গদাচক্রধারিন্ আপনার নবীন নীরদমূর্ত্তি দেখিয়া ভক্তগণের অতীব আনন্দ হইয়া থাকে ; হে দেব ! আপনার পূজা করিলে আর ভবযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না ; হে জগৎপতে দয়াময় ! আপনার জয় হউক ; আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে অভিলষিত বস্তু প্রদান করুন। হে দেবদেব ! আমি এই সংসার সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, আমাকে উদ্ধার করুন্। দেব ! এই সংসার সাগরের দুঃখই ফেনা, ক্রোধাদিই দুর্দ্দান্ত জলজন্তু, বিষয় বাসনাই ভয়ঙ্কর গভীর জলরাশি, রোগাদিই তরঙ্গমালা এবং মোহই দুস্তর আবর্ত্ত ; অতএব, হে করুণাময় আমাকে পরিত্রাণ করুন্।

এইরূপে, সেই সর্ব্বপাপহারী, সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ, দেবদেব, ভক্তবৎসল, জ্ঞানদাতা, দ্বিভুজ, মহোরস্ক, মহাভুজ, প্রসন্নবদন, পদ্মপলাশলোচন, শঙ্খচক্রগদাধারী, বনমালা-বিভূষিত, সর্ব্ব-লক্ষণান্বিত, শ্রীপুরুষোত্তমদেবকে প্রসন্ন করিয়া পরে, ভক্তিপূর্ব্বক অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিলে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল এবং সমস্ত তীর্থে স্নান ও দান করিলে যে পুণ্য হয় তৎসমুদয়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অনন্তর, ভক্তবৎসল সুভদ্রা দেবীকে মূলমন্ত্র দ্বারা পূজা ও নমস্কার করিয়া এই বলিয়া তাঁহার প্রসন্নতা সম্পাদন করিবে যে, হে সর্ব্বদেবেশি ! আপনি সুখ ও মোক্ষের একমাত্র কারণ, অতএব আপনাকে নমস্কার করি ; হে কাত্যায়নি ! আপনি আমাকে রক্ষা করুন্। যে ব্যক্তি, জগতের হিতকর্ত্রী বল-দেব ভগিনী বরদা সুভদ্রাকে এইরূপে স্তব করিয়া প্রসন্না করে, সে কামগামী বিমানে আরোহণ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া থাকে।”

সাধারণত যাত্রী সকল সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ করে। পরে, প্রাঙ্গণ পরিক্রমণকালে অন্যোন্য দেবতা সকল দর্শন করিয়া থাকে। অনন্তর, নাটমন্দিরের উত্তর দ্বার দিয়া তাহার ভিতর প্রবেশ করে। তৎপরে মোহনে আসিয়া গরুড় মূর্ত্তির দর্শন, প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করিয়া থাকে। মোহনের আড়ভাগে চন্দনকাষ্ঠের একটী বেড়া আছে। সাধারণ যাত্রীরা তথায় দাঁড়াইয়া দুর হইতে দেবসন্দর্শন করিয়া থাকে। শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তর অন্ধকারাচ্ছন্ন, ভিতরে দুইটী মাত্র দীপ জ্বলিতেছে। মোহন হইতে মূর্ত্তি অস্পষ্ট দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহাদের দর্শনশক্তি কম তাহারা হয়ত কিছুই দেখিতে পান না। পরন্তু যাহারা আলোক হইতে একেবারে অন্ধকারে গিয়া থাকে, তাহারা প্রথমত কিছুই দেখিতে পায় না; পরে অনেকক্ষণ ভিতরে থাকিলে ক্রমে ক্রমে অস্পষ্ট মূর্ত্তি দেখিতে পায়। এই স্থানে দেবসন্দর্শন উপলক্ষে যাহা কিছু ভেট্‌রূপে দেওয়া হয়, তাহা পাণ্ডাই আত্মসাৎ করিয়া থাকে। যাহারা অধিক টাকা খরচ করিতে সমর্থ হন, তাঁহারাই কেবল দক্ষিণদিকের দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়া মূলমন্দিরের ভিতরে নীত হইয়া থাকেন। তথায় ভেট্ হিসাবে যাহা কিছু প্রদত্ত হয়, তাহা কর্ম্মচারীরা আয় ব্যয় হিসাবে জমা করিয়া লন। আমরা অর্চ্চককে অর্চ্চনার দক্ষিণার জন্য শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে টাকা দিয়া ছিলাম বলিয়া তাহাতেও কথা উত্থিত হইয়াছিল।

রত্নবেদী দীর্ঘে ১৬ ফুট্ ও উর্দ্ধে ৪ ফুট্। ইহা প্রস্তরে নির্ম্মিত। মূর্ত্তি সকল পূর্ব্বমুখে একসারে বসান আছে। প্রথমে উত্তরদিকে সুদর্শন, তৎপরে জগন্নাথ, তৎপরে সুভদ্রা ও সর্ব্বদক্ষিণে বলভদ্র রহিয়াছেন। ইহাঁদিগের সম্মুখে কয়েকটী ভোগমূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে। তন্মধ্যে লক্ষ্মীমূর্ত্তি সুবর্ণনির্ম্মিত ও ১৬ ইঃ উচ্চ, ভূদেবীর মূর্ত্তি রজতে ও অপর মূর্ত্তিগুলি পিত্তলে নির্ম্মিত।

মূলমূর্ত্তি কেবল স্নানযাত্রা ও রথোৎসব উপলক্ষে বহির্ভাগে আনীত হয়। বলদেবের মূর্ত্তি ৮৫ যব, জগন্নাথের মূর্ত্তি ৮৪ যব, সুভদ্রার মূর্ত্তি ৫৪ যব এবং সুদর্শন মূর্ত্তি ৮৪ যব ও উহার ব্যাস ২১ যব। সুভদ্রা মূর্ত্তির হস্ত নাই। এ সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, পূর্ব্বে সমুদ্রের ঘোরতর গর্জ্জনের ভয়ে ইহার হস্ত উদর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। অনন্তর, জগন্নাথ সমুদ্রকে এই বলিয়া কঠিন আদেশ করেন যে, সাবধান! পুনর্ব্বার যেন তোমার গভীর গর্জ্জন আর আমার আলয়ে না আইসে। তদবধি সমুদ্রের শব্দ দেবালয়ের ভিতর হইতে শ্রুত হয় না। কিন্তু, সিংহদ্বারের অরুণ স্তম্ভের নিকট হইতে সমুদ্রধ্বনি সুস্পষ্ট শ্রুত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ মন্দিরের প্রাচীর উচ্চ, দ্বিতীয়তঃ প্রাঙ্গণে সাধারণ দিনে ও ৫ সহস্রেরও অধিক লোকের সমাগম হইয়া থাকে। কোন একটী যাত্রা উপলক্ষে ২০ সহস্রের উপর লোক হইয়া থাকে। বোধ হয় ইহাদের কোলাহলেই সমুদ্রধ্বনি অশ্রুত হয়। কারণ, অপরাহ্ণে যে সময়ে দেব বিশ্রামে যান, তৎকালে ভিতরে কোনও কোলাহল না থাকায় সমুদ্রধ্বনি অস্পষ্ট শ্রুত হইয়া থাকে।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দেবের ভিন্ন ভিন্ন শৃঙ্গারবেশ হইয়া থাকে। প্রথম প্রাতঃকালের বেশের নাম মঙ্গল আরতি-শৃঙ্গার। তৎপরে, অবকাশ-শৃঙ্গার; তৎপরে, দ্বিপ্রহরের পর প্রহর-শৃঙ্গার; তৎপরে সন্ধ্যার পূর্ব্বে চন্দন-শৃঙ্গার; সন্ধ্যার পরে বড় শৃঙ্গার-বেশ হইয়া থাকে। কখনও কখনও বৌদ্ধবেশ, দামোদর বেশ ও বামনবেশ ধারণ করিয়া থাকেন।

নিত্য-পূজাবিধি।

১। জাগরণ। ইহাতে দুন্দুভিধ্বনি হইয়া থাকে ও তৎসঙ্গে আরতি হয়। এই সময় মঙ্গল আরতি শৃঙ্গার হয়।

২। দন্তকাষ্ঠ প্রদান।

৩। বস্ত্রপরিধান।

৪। বালভোগ। ইহাতে লাজ, নবনীত, দধি ও নারিকেল প্রদত্ত হয়।

৫। সকালভোগ। ইহা ১০টার সময় হইয়া থাকে। ইহাতে খেচরান্ন ও পিষ্টকাদি প্রদত্ত হয়।

৬। দ্বিপ্রহর ভোগ। ইহাতে অন্নব্যঞ্জনাদি প্রদত্ত হয়। এই সময় আরতি করিয়া, পরে দ্বারবন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ৪টা পর্য্যন্ত দরজা বন্ধ থাকে।

৭। নিদ্রাভঙ্গ। ৪টার সময় দুন্দুভিধ্বনি ও আরতি করিয়া নিদ্রাভঙ্গ করান হয় ও এই সময় জিলাপিভোগ হইয়া থাকে।

৮। সন্ধ্যাভোগ। এই সময় মতিচুর, গজা, দধি, পকড়ান্ন ও নানাবিধ দ্রব্য প্রদত্ত হয়। তৎপরে আরতি হইয়া থাকে।

৯। বড় শৃঙ্গার ভোগ। এই সময় দেবের শৃঙ্গারবেশ হয় ও তৎপরে নানাবিধ দ্রব্য ভোগের জন্য প্রদত্ত হয়। এই সময় রাজবাটী হইতে "গোপালবল্লভ" নামে মিষ্টান্ন আইসে ও তাহা প্রদত্ত হইয়া থাকে।

মহাপ্রসাদ।

পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ভোগের দ্রব্যই পাকশালায় ব্রাহ্মণদ্বারায় প্রস্তুত হইয়া থাকে। অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভোগমণ্ডপে ও খেচরান্ন এবং মিষ্টান্নাদি মূলমন্দিরাভ্যন্তরে নীত হইয়া দেবোদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হইলে পর মহাপ্রসাদে পরিণত হয়। বলভদ্রের ভোগ উত্তম তণ্ডুলের অন্নে হইয়া থাকে। জগন্নাথের ভোগে সাধারণ তণ্ডুল ব্যবহৃত হয়। এই ভোগান্ন সকলে ক্রয় করিয়া ভোজন করিয়া থাকে। ইহা সকলেই উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া থাকে। যাহারা পুরীসন্দর্শনে আসিয়াছেন তাহারাই ইহা বিশেষরূপে অবগত আছেন। উৎকলখণ্ডে মহাপ্রসাদ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে।

যথা,—"জগতের আদি শক্তি সৃষ্টিস্থিতিবিনাশকারিণী, ভগবানের দেহার্দ্ধধারিণী, অমূলা বৈষ্ণবীশক্তি স্বয়ং অমৃত সদৃশ অন্ন পাক করেন। স্বয়ং নারায়ণ তাহা ভোজন করেন, তাহার ভোগাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট অন্ন পবিত্র ও সমস্ত পাপ বিনাশ করিয়া থাকে, তাহার সদৃশ পবিত্র বস্তু পৃথিবীতে আর কিছুই নাই। অপরাপর লোকের সম্পর্কেও ইহার কোনও দোষ হয় না। সর্ব্ববর্ণ, দীক্ষিত ও অগ্নিহোত্রী প্রভৃতি সকলেই মহাপ্রসাদ ভোজনে পবিত্রতা লাভ করে। যাদৃশ গঙ্গাসলিল চণ্ডালস্পর্শে অপবিত্র হয় না, তাদৃশ মহাপ্রসাদ চাণ্ডালাদি নিকৃষ্ট জাতির স্পর্শেও অপবিত্র হয় না, মহাপ্রসাদ পর্য্যুসিত বা অস্পৃশ্য স্পর্শদোষে দূষিত হয় না। ইহা শুষ্ক বা দূর হইতে আনীত হইলেও শুদ্ধ। স্নান করিয়া বা স্নান না করিয়া মহাপ্রসাদ প্রাপ্তি মাত্রেই ভোজন করিবে। মহাপ্রসাদকে সামান্য অন্ন ভাবে দর্শন করিলে মহাপাপ হইয়া থাকে।"

আট্কে বন্ধনের নিয়ম যথা,—যাত্রীরা শ্রীশ্রী৺ জীউর যে আটিকা বন্ধন করেন তাহা পূর্ব্বোক্ত বৈকুণ্ঠধামের উপর বসিয়া লেখা হয়। তৎকালে দাতা, পাণ্ডা, সাক্ষী ও পঞ্চায়েৎ উপস্থিত থাকেন। আটিকা লেখা পড়া তালপত্রে হয়। টাকা পঞ্চায়েতের জিম্মায় থাকে। তদনন্তর, তাহার কুষীদ হইতে প্রতিদিন শ্রীশ্রী৺ জীউর ভোগ প্রদত্ত হয়। টাকার পরিমাণে ভোগের তারতম্য হইয়া থাকে। কেবল ডাল ভাত ও তৈল পাক ভোগের জন্য ১৩২৲ টাকার আটিকা করিতে হয়। সাদা খেচরান্ন ভোগের জন্য ৩৬০৲, বাদাম পেস্তা প্রভৃতি মস্লাদি দিয়া যে খেচরান্ন হয় তাহার ব্যবস্থা ৪৩৪৲, পুরী ও ক্ষীর ভোগের জন্য ৫৫০৲ মালপুয়া ভোগের জন্য ৭৫০৲ মোহনভোগ জন্য ১৫৫০৲, ছাপ্পান্ন প্রকার খাদ্যাদি দিয়া প্রতিদিন যে ভোগ দেওয়া হয় তাহাতে ৫৬০০৲ টাকার আটিকা বাঁধিতে হয়। যিনি আটিকা

বন্ধন করিবেন তাঁহার পূর্ব্ব তিন পুরুষের নাম আটিকা বহিতে লেখাইতে হয়। যদি স্ত্রীলোক আটিকা বন্ধন করে তবে তাঁহার স্বামী শ্বশুর ও নিজের নাম লেখাইতে হয়। যাহাদের নিকটে টাকা জমা থাকে তাঁহাদিগকে শতকরা ১৪৲ ও লেখাই খরচা শতকরা ১৲ টাকা দিতে হয়। এইরূপ শতকরা ১৫৲ টাকা খরচ পড়ে। পাণ্ডা প্রতিদিন শ্রীশ্রী৺ জীউর ভোগ প্রস্তুত ও প্রদান করিয়া তাহা লইয়া থাকে। পাণ্ডার ইহাই লাভ।

যাত্রা।

১। ঘরনাগী। প্রাবরণষষ্ঠী। ইহা মার্গশীর্ষ মাসের শুক্ল ষষ্ঠীতে হইয়া থাকে। বাঙ্গালায় ইহাকে অরুণষষ্ঠী বা গৃহষষ্ঠী কহে। ঐ দিবস দেবকে শীতবস্ত্র পরিধান করান হয়।

২। অভিষেকোৎসব। ইহা পৌষ পৌর্ণমাসীতে হয়। ঐ দিবস দেবের অতি উত্তম শৃঙ্গার বেশ হইয়া থাকে।

৩। মকরোৎসব। ইহা মকর সংক্রান্তিতে হইয়া থাকে। ঐ দিন দেবকে নূতন দ্রব্যের ভোগ দেওয়া হয়।

৪। গুণ্ডিচা-উৎসব। ইহা মাঘমাসে শুক্লপঞ্চমীতে বা শুক্ল অষ্টমীতে হইয়া থাকে। এই সময় ভোগমূর্ত্তি মদনমোহন গুণ্ডিচায় গমন করিয়া কয়েক দিবস অতিবাহিত করেন।

৫। মাঘী পৌর্ণমাসী। এই দিবস ভোগমূর্ত্তিকে সাগর-জলে স্নান করান হইয়া থাকে। এই দিবস সিন্ধুসলিলে স্নান করিয়া দেব ও পিতৃগণের তর্পণাদি করত ভগবানের দর্শন করিলে শতপুরুষ উদ্ধার হয়। এই দিন সকলেই তর্পণাদি করিয়া থাকে।

৬। দোলযাত্রা। ইহা ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমাতে হইয়া থাকে, পূর্ব্বে মূল মূর্ত্তিতেই দোল হইত,১৫৬০ খৃঃ অব্দে রাজা গোড়িয়া গোবিন্দদেবের সময়ে দোলমঞ্চের কাষ্ঠ ভাঙ্গিয়া জগন্নাথদেব পতিত হওয়ায় হস্ত ভাঙ্গিয়াছিল ; তদবধি দেবের ভোগমূর্ত্তি

মদনমোহনকে লইয়া দোল হইয়া থাকে। মন্দিরের ঈশান-কোণে অন্তর ও বহিঃপ্রাকারের মধ্যভাগে যে স্নানমঞ্চ আছে তাহাতেই দোলযাত্রা হইয়া থাকে। তৎকালে সকলেই ফল্গু-মুষ্টি দেবোপরি নিক্ষেপ করিয়া থাকে। তদ্বিষয়ে ব্রহ্মপুরাণ বচন যথা,—

"উত্তরে দক্ষিণে বিপ্রাস্ত্বয়নে পুরুষোত্তমে।
দৃষ্ট্বা রামং সুভদ্রাঞ্চ বিষ্ণুলোকং ব্রজেৎ নরঃ॥
নরো দোলাগতং দৃষ্ট্বা গোবিন্দং পুরুষোত্তমং।
ফাল্গুন্যাং সংযতো ভূত্বা গোবিন্দস্য পুরং ব্রজেৎ॥
বিষুবদ্দিবসে প্রাপ্তে পঞ্চতীর্থবিধানতঃ।
কৃত্বা মঞ্চগতং কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা তত্রাথ ভোঃ দ্বিজাঃ॥
নরঃ সমস্তযজ্ঞানাং ফলং প্রপ্নোতি দুর্ল্লভং।
বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকঞ্চ গচ্ছতি॥"

৭। শ্রীরামনবমী। ইহা চৈত্র শুক্লনবমীতে হইয়া থাকে। ঐ দিবস শ্রীরামের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া জগন্নাথ ও তাহার ভোগমূর্ত্তিকে রামবেশে সাজাইয়া পূজা করা হইয়া থাকে।

৮। দমনকভঞ্জিকা। ইহা চৈত্র শুক্লত্রয়োদশীতে নরেন্দ্র-সরোবরের পশ্চিমভাগে জগন্নাথবল্লভ নামক উদ্যানে হইয়া থাকে। এই দমনক বৃক্ষপত্রের মালা গাঁথিয়া মদনমোহনের মস্তকে প্রদত্ত হয় ও তাঁহার ষোড়শোপচারে পূজা হইয়া থাকে। কোন পুরাণের মতে এই দিবস শ্রীকৃষ্ণ দমনক বৃক্ষ চুরি করিয়া-ছিলেন, অন্য পুরাণের মতে দমনক নামে কোন অসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন।

৯। চন্দনযাত্রা। ইহা অক্ষয় তৃতীয়ায় আরম্ভ হইয়া ২২ দিন পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ঐ সময় প্রত্যেক দিন মদন-মোহনকে চন্দনে লিপ্ত করিয়া নরেন্দ্রসরোবরে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় একটী ক্ষুদ্র তরিতে করিয়া তাহাকে সরোবরে

পরিভ্রমণ করান হয়। পুষ্করিণী দীর্ঘে ৮৭৩ ও প্রস্থে ৭২২ ফুট। ইহার চতুর্দ্দিক স্থাণ্ডষ্টোনে বাঁধান। ইহার গর্ভে দুইটী ক্ষুদ্র মন্দির আছে। ঐ মন্দির মধ্যে দেবের পূজা ও ভোগ হইয়া থাকে। এই দিবস বিষ্ণুকে চন্দনে বিভূষিত দেখিতে হয়। এতদ্বিষয়ে, অগ্নিপুরাণ বচন যথা,—

"বৈশাখস্য সিতে পক্ষে তৃতীয়াক্ষয়সংজ্ঞিতা।
তত্র মাং লেপয়েদ্ গন্ধলেপনৈরতিশোভনম্॥"

ব্রহ্মপুরাণ বচন যথা,—

"যঃ পশ্যতি তৃতীয়ায়াং কৃষ্ণং চন্দনভূষিতং।
বৈশাখস্য সিতে পক্ষে স যাতাচ্যুতমন্দিরম্॥"

এই দিবস ভোগমূর্ত্তি মদনমোহনকে একবার গুণ্ডিচায় লইয়া যাওয়া হইয়া থাকে।

১০। প্রতিষ্ঠোৎসব। বৈশাখী শুক্ল অষ্টমীতে পুষ্যানক্ষত্রে বৃহস্পতিবারে পিতামহ ব্রহ্মা রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রার্থনায় জগন্নাথ দেবের প্রতিষ্ঠা করেন, তজ্জন্যই অদ্যাবধিও এই উৎসব হইয়া থাকে।

১১। রুক্মিণীহরণৈকাদশী। ইহা জ্যৈষ্ঠ শুক্ল একাদশীতে হইয়া থাকে। এই দিবস মদনমোহন গুণ্ডিচা উদ্যানে যাইয়া রুক্মিণীকে হরণ করিয়া দেবালয়ে প্রত্যাবৃত্ত হন এবং রাত্রিকালে অক্ষয় বটমূলে তাহাকে বিবাহ করেন।

১২। স্নানযাত্রা বা জন্মযাত্রা। ইহা জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমাতে হইয়া থাকে। এই দিবস মূলমূর্ত্তি সকল অন্তর ও বহিঃপ্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে ঈশানকোণে স্নানবেদীর উপর রক্ষিত হয়, এবং অক্ষয় বটমূলস্থিত কূপ হইতে জল লইয়া স্নান করান হয়। লক্ষ্মী তৎকালে চাহনী মণ্ডপে উপবিষ্ট থাকিয়া দেবের স্নান দর্শন করেন। স্নানের পর শৃঙ্গারবেশ হইয়া থাকে। এই দিবস বিশেষরূপে পূজা হইয়া থাকে। পূজাদির পর দেব তথা হইতে

মোহনের পার্শ্বস্থিত অন্দর নামে ক্ষুদ্র ঘরে পক্ষকাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করেন। এই সময় দেবের জ্বর হইয়াছে বলিয়া পাণ্ডারা তাহাকে পাঁচনের ভোগ দিয়া থাকে। এই সময় একপক্ষ কাল দরজা ও পাকশালা বন্ধ থাকে। কোনও যাত্রী তৎকালে দেবদর্শন করিতে পায় না। ঐ সময় বিশ্বাবসুর সন্ততিরা কলেবরের চিত্রকার্য্য করিয়া থাকে। এই চিত্র কার্য্যকে কলেবর পুষ্টি কহিয়া থাকে। ইহার পর নূতন বস্ত্র পরিধান করান হয়। পক্ষান্তের দিনের উৎসবকে নেত্রোৎসব কহে। ঐ দিন দেবের নেত্র চিত্রিত হইয়া থাকে। জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা দর্শনে মহাপুণ্য হইয়া থাকে। এতদ্বিষয়ে ব্রহ্মপুরাণ বচন যথা,—

"মাসি জ্যৈষ্ঠে তু সংপ্রাপ্তে নক্ষত্রে শক্রদৈবতে।
পৌর্ণমাস্যাং তথা স্নানং সর্ব্বকালং হরের্দ্বিজাঃ॥
তস্মিন্ কালে তু যে মর্ত্ত্যাঃ পশ্যন্তি পুরুষোত্তমম্।
বলভদ্রং সুভদ্রাঞ্চ স যাতি পদমব্যয়ম্॥"

এই পূর্ণিমা যদি বৃহস্পতিবারে হয়, তবে তাহাকে মহাজ্যৈষ্ঠী কহে। ঐ দিবস দেবদর্শনে বিশেষ ফল হইয়া থাকে। এতদ্বিষয়ে ব্রহ্মপুরাণ বচন যথা,—

"দৃষ্ট্বা রামং মহাজ্যৈষ্ঠ্যাং কৃষ্ণং সহ সুভদ্রয়া।
বিষ্ণুলোকং নরো যাতি সমুদ্ধৃত্য শতং কুলম্॥"

১৩। রথযাত্রা। ইহা আষাঢ় মাসে শুক্ল দ্বিতীয়ায় হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর তিনখানি নূতন রথ নির্ম্মিত হয়, রথ সকল সিংহদ্বারের সম্মুখে রক্ষিত হয়। জগন্নাথের রথ ৩২ হস্ত উচ্চ ও দীর্ঘ প্রস্থে ৩৫ ফুট্। ইহাতে ৭ফুট্ ব্যাসের ১৬ টী লৌহ চক্র আছে ও প্রত্যেক চক্রে ১৬টী করিয়া পাকী থাকে। ইহার শীর্ষদেশে চক্র ও গরুড় পক্ষীর মূর্ত্তি থাকে, এই জন্য ইহাকে চক্রধ্বজ ও গরুড়ধ্বজ কহিয়া থাকে। সুভদ্রার রথ দীর্ঘ প্রস্থে

৩২ ফুট্ ও উর্দ্ধে ৪৩ ফুট্। ইহাতে ৬ফুট্ ব্যাসের ১২ চক্র আছে। ইহার শীর্ষদেশে পদ্ম থাকে বলিয়া ইহা পদ্মধ্বজ নামে খ্যাত। বলভদ্রের রথ দীর্ঘ প্রস্থে ৩৪ ফুট্ উর্দ্ধে ৪৪ ফুট্। ইহাতে ৬॥ ফুট্ ব্যাসের ১৪ টী চক্র আছে। ইহার শীর্ষদেশে তালবৃক্ষ আছে বলিয়া ইহা তালধ্বজ নামে খ্যাত। যথা, পুরুষোত্তমমাহাত্ম্যে,—

"আরভেত রথং কৃত্বা বিষ্ণুরাজমহোৎসবম্।
ষোড়শারৈঃ ষোড়শভিশ্চক্রৈর্লোহময়ৈর্দৃঢ়ৈঃ॥
যুক্তং বিষ্ণো রথং কুর্য্যাদ্দৃঢ়াঙ্গং দৃঢ়কূবরম্।
বিচিত্রঘটিতং কাষ্ঠপুত্তলীপরিবেষ্টিতম্॥
মধ্যে বেদিসমুচ্ছাদিচারুমণ্ডপরাজিতম্।
চতুস্তোরণসংযুক্তং চতুর্দ্বারং সুশোভনম্॥
নানাবিচিত্রবহুলং হেমপদ্মবিভূষিতম্।
দ্বাবিংশতিকরোচ্ছ্রায়ং পতাকাভিরলঙ্কৃতম্॥
গরুড়শ্চ ধ্বজে কুর্য্যাদ্রক্তচন্দননির্ম্মিতম্।
দীর্ঘনাসং পীনদেহং কুণ্ডলাভ্যাং বিভূষিতম্॥
বিততে পক্ষতী ব্যোম্নি উড্ডয়ন্তমিব স্থিতম্।
দৈত্যদানবসঙ্ঘস্য বলদর্পবিনাশনম্॥
সর্ব্বাঙ্গং তস্য কনকৈরাচ্ছাদ্য পরিশোভয়েৎ।
রথমেবং হরেঃ কুর্য্যাৎ স্বাসনং সুপরিষ্টুতম্॥
চতুর্দ্দশরথাঙ্গৈস্তু রথং কুর্য্যাচ্চ সৌরিণঃ।
চক্রৈর্দ্বাদশভিঃ কুর্য্যাৎ সুভদ্রায়া রথোত্তমম্॥
সপ্তচ্ছদময়ং কুর্য্যাৎ সৌরিণো লাঙ্গলধ্বজম্।
দেব্যাঃ পদ্মধ্বজং কুর্য্যাৎ পদ্মকাষ্ঠবিনির্ম্মিতম্॥
বিরচয্য রথান্ রাজা প্রতিষ্ঠাং পূর্ব্ববচ্চরেৎ॥"

পূর্ব্বে রথ সকলের চক্র কাষ্ঠের হইত কিন্তু তাহা সময়ে সময়ে ভাঙ্গিয়া যাইত বলিয়া এক্ষণে লৌহের হইয়া থাকে। ঐ দিবস দৈতপতিরা মূর্ত্তি বহন করিয়া থাকে। জগন্নাথের ও

বলভদ্রের মূর্ত্তির কোমরে রেশমের দড়ি বন্ধন করিয়া ঝুলাইয়া লইয়া যায়। পাণ্ডারা ঐ সময় মূর্ত্তি ধরিয়া থাকে। সুভদ্রা ও চক্রমূর্ত্তি মস্তকে করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। সুদর্শন মূর্ত্তি জগন্নাথদেবের রথেই অবস্থান করেন। মূর্ত্তি সকল রথোপরি উপবিষ্ট হইলে তাহাদিগের রাজ শৃঙ্গারবেশ করিয়া দেওয়া হয়; ইহাতে সুবর্ণের হস্তপদাদি প্রদত্ত হইয়া থাকে। তৎপরে খুরদর রাজা স্বদলবলে রাজবেশে তথায় আসিয়া পূর্ব্ব প্রথানুসারে রথের সম্মুখভাগ মুক্তাখচিত সম্মার্জ্জনী দ্বারা পরিষ্কার করিয়া তথায় গোময় সিঞ্চন করিতে থাকেন। তৎপরে, মূর্ত্তির পূজা করিয়া রথরজ্জু ধরিয়া টানিতে থাকেন। তৎকালে ৪২০০ কালবেড়িয়া * নামক কুলি উপস্থিত থাকে। তাহারাও তৎকালে রথের রজ্জু ধরিয়া রাজার সাহায্য করিয়া থাকে। অনন্তর, সাধারণ যাত্রীরাও রথরজ্জু ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করে। তখন, রথ সকল সিংহদ্বার হইতে চলিতে আরম্ভ করে। সেই দিবসেই গুণ্ডিচাতে যাইবার কথা থাকিলেও কার্য্যে চতুর্থীর দিন পৌঁছিয়া থাকে। এতদ্বিষয়ে ব্রহ্মপুরাণ বচন যথা,—

"যাতং পশ্যন্তি যঃ কৃষ্ণং ব্রজন্তং দক্ষিণামুখম্।
গুণ্ডিচামণ্ডপং যান্তং যে পশ্যন্তি রথস্থিতম্॥
কৃষ্ণং বলং সুভদ্রাঞ্চ তে যান্তি ভবনং হরেঃ।
যে পশ্যন্তি তদা কৃষ্ণং সপ্তাহং মণ্ডপে স্থিতম্॥
হরিং রামং সুভদ্রাঞ্চ বিষ্ণুলোকং ব্রজন্তি তে॥"

পঞ্চমীতে, হরপঞ্চমী উৎসব হইয়া থাকে। ঐ দিবস লক্ষ্মী বেশভূষায় ভূষিত হইয়া গুণ্ডিচায় আসিয়া জগন্নাথের সহিত

---

* ইহারা এই কার্য্য করিবার জন্য রাজ সরকার হইতে জমি পাইয়া তাহার উপসত্ব ভোগ করিতেছে।

সাক্ষাৎ করিয়া চলিয়া যান। জগন্নাথদেব অবশিষ্ট কয়েকদিন গুণ্ডিচায় থাকিয়া বিহার করেন এবং দশমীতে তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন। আসিবার সময় গুণ্ডিচার বিজয় দ্বার দিয়া রথের উপর আরোহণ করেন রথ টানিয়া আনিতে ৪ দিন লাগিয়া থাকে; কারণ, সে সময় যাত্রীরা রথ টানিতে সাহায্য করে না কেবল কালাবেড়িয়ারাই টানিয়া লইয়া আইসে। রথ সিংহদ্বারে আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই লক্ষ্মীদেবী ভেটমণ্ডপে থাকিয়া জগন্নাথের অপেক্ষা করেন এবং আসিবা মাত্র তাহার অভ্যর্থনা করিয়া লয়েন। এই সময় নীলাদ্রিবিজয় নামে আর একটী উৎসব হইয়া থাকে। তৎপরে দ্বৈতেরা রথ হইতে মূর্ত্তি সকলকে পূর্ব্ববৎ তুলিয়া লইয়া থাকে। লোকের মনে ধারণা আছে যে, রথনিম্নে মৃত্যু হইলে বৈকুণ্ঠে যাইতে পারে এবং কথিত হয় পূর্ব্বে এই জন্যই লোকে রথচক্রে চূর্ণীকৃত হইত; ফলত তাহা সত্য নহে, লোকসমাগমের আধিক্য বশতঃ অতিশয় জনতা হইলে পর সহসা যে সব লোক তাহার মধ্যে পতিত হইত তাহারাই বিনষ্ট হইত। এক্ষণে, পুলিষের বিশেষ লক্ষ্য থাকিলেও কোন কোন বৎসরেও এরূপ ঘটিয়া থাকে। যে সময় জগন্নাথ গুণ্ডিচায় থাকেন, তৎকালে ঐ প্রদেশের লোকে বনজাগরণ নামে ব্রত করিয়া থাকে। ব্রতের নিয়ম যথা,—

পূর্ব্ব দিবস যথানিয়মে অবস্থান পূর্ব্বক প্রাতঃকালে স্নানানন্তর যথাবিধি সঙ্কল্প করিয়া সর্ব্বপাপপ্রণাশক সর্ব্বব্রত-ফলপ্রদ বনজাগরণ ব্রত গ্রহণ করিবেক। সপ্তাহ ত্রিকালীন স্নান করতঃ ভক্তিভাবে পূর্ণকুম্ভে ভগবান্ নারায়ণকে আবাহন করিয়া ত্রিকালীন পূজা করিবেক। গব্যঘৃত অথবা তৈল প্রদীপ স্থাপন করিয়া যত্নসহকারে দিবারাত্রি ঐ প্রদীপ রক্ষা করিবেক। অষ্টম দিবসে প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক

তীর্থবরে স্নানানন্তর গৃহে প্রত্যাগমন করতঃ ঐ ব্রত সমাপন করিবেক। সমাপনের প্রারম্ভে সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া তদুপরি পূর্ণকুম্ভ স্থাপন করিবেক তাহাতে ভগবান্ হৃষীকেশকে আবাহন করতঃ যথাবিধি উপচার দ্বারা পূজা করিবেক।

রথযাত্রা দ্বিতীয়াতে আরম্ভ হইয়া দশমীতে শেষ হয় বলিয়া ইহাকে নবদিনাত্মিকা যাত্রা বলিয়া থাকে। অষ্টম দিবসে রথ সকলকে ঘুরাইয়া বস্ত্রাদি দ্বারা পরিশোভিত করিতে হয়। পরদিন প্রাতঃকালে মহাসমারোহে রথোপরি জগন্নাথদেবকে উপবেশন করাইবে। রথস্থ জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিলে বিশেষ পুণ্য হইয়া থাকে। যথা,—স্কন্দপুরাণ।

"আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে দ্বিতীয়া পুষ্যসংযুতা।
তস্যাং রথে সমারোপ্য রামং মাং ভদ্রায় সহ।
যাত্রোৎসবং প্রবৃত্যাথ প্রীণয়েচ্চ দ্বিজান্ বহূন্ ॥"

এই রথ উপলক্ষে সময়ে সময়ে লক্ষাধিক লোক উপস্থিত হইয়া থাকে ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই বঙ্গদেশবাসী। শতকরা ৮০ উপর লোকে পদব্রজে আইসে। পিলগ্রিম রাস্তায় প্রায়ই বিসূচিকা হইয়া থাকে। রোগীদিগের জন্য রাস্তার মধ্যে মধ্যে দাতব্য চিকিৎসালয় রহিয়াছে। পূর্ব্বে কোন যাত্রীর রোগ হইলে সঙ্গীরা তাহাকে ফেলিয়া আসিত। এক্ষণে পিলগ্রিম রাস্তার চিকিৎসালয়ে অসুস্থ যাত্রীরা আশ্রয় পাইয়া থাকে। ইংরাজ অধিকারের পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সময়ে রাস্তার অবস্থা অতিশয় শোচনীয় ছিল বলিয়া যাত্রীর সংখ্যা অনেক কম ছিল। কলিকাতার রাজা সুখময় রায় রথ উপলক্ষে পুরী সন্দর্শনে যাইয়া প্রথম দিবস প্রাঙ্গণ পরিক্রমণ করিয়া দেবালয়ের অভ্যন্তরে গমন করত দেবমূর্ত্তি দর্শন করিতে পান না। ইহা গুরুতর পাপের ফল বিবেচনা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত

স্বরূপ পুরী, কটক, যাজপুর ও বাণেশ্বরে দাতব্য চিকিৎসা-লয় স্থাপনের ও কটকপুরী রাস্তার ব্যয় বহন করিতে স্বীকার করিলে দ্বিতীয় দিবসে আসিয়া দেবদর্শন করিতে পাইয়াছিলেন; এজন্য তাহারই ব্যয়ে ঐ সমস্ত নির্ম্মিত হইয়াছে।

১৪। শয়ন একাদশী। ইহা আষাঢ় মাসে শুক্ল একাদশীতে হইয়া থাকে। ঐ দিবস দেবালয়ের অভ্যন্তরের এককোণে পর্য্যঙ্কোপরি বলরাম, সুভদ্রা ও জগন্নাথের ক্ষুদ্রমূর্ত্তি শায়িত অবস্থায় রক্ষিত হয়। শাস্ত্রে উক্ত আছে ঐ দিবস ভগবান্ মহাপ্রলয়ে শেষ শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। এতদ্বিষয়ে বামনপুরাণ বচন যথা,—

"একাদশ্যাং জগৎস্বামিশয়নং পরিকল্পয়েৎ।
শেষাহিভোগপর্য্যঙ্কং কৃত্বা সংপূজ্য কেশবম্॥
অনুজ্ঞাং ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ দ্বাদশ্যাং প্রযতঃ শুচিঃ।
লব্ধ্বা পীতাম্বরধরং দেবং নিদ্রাং সমাপয়েৎ॥"

১৫। ঝুলনযাত্রা। ইহা শ্রাবণমাসে শুক্ল একাদশীতে আরব্ধ হইয়া পূর্ণিমাতে শেষ হয়। ঐ দিবস মুক্তিমণ্ডপ সজ্জিত হয় এবং প্রতি রাত্রিতে মদনমোহন তথায় যাইয়া দোলমঞ্চে উপবেশন করেন। এই কয় দিবস এই স্থানে নৃত্য গীতাদি হইয়া থাকে।

১৬। জন্মাষ্টমী। ইহা ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে হইয়া থাকে। এই দিবস একজন ব্রাহ্মণ ও একজন ভিতরশায়িনী (যে নটী দেবমন্দিরের ভিতর যাইয়া নৃত্য গীত করিতে পারে।) বসুদেব ও দেবকীর বেশে জন্মাষ্টমীর অভিনয় করিয়া থাকে। ঐ দিবস দেবের বিশেষ পূজা হইয়া থাকে। এই দিবস কৃষ্ণের জন্ম দিন। যথা, ব্রহ্মপুরাণে।

"অথ ভাদ্রপদে মাসি কৃষ্ণাষ্টম্যাং কলৌ যুগে।
অষ্টাবিংশতিমে জন্ম কৃষ্ণোঽসৌ দেবকীসুতঃ॥"

১৭। কালীয়দমন। ইহা শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণ একাদশীতে হয়। ঐ দিবস মদনমোহন মার্কণ্ডেয় সরোবরে যাইয়া কালীয় দমনের অভিনয় করিয়া থাকেন। প্রাতে শ্রীমূর্ত্তিতে একটী বস্ত্রখণ্ড দ্বারা কৃত্রিম সর্প প্রদান করা হইয়া থাকে।

১৮। পার্শ্বপরিবর্ত্তন। ইহা ভাদ্রমাসের শুক্ল একাদশীতে হইয়া থাকে। কোন কোন পুরাণে ইহা দ্বাদশীতে হইয়া থাকে বলিয়া উক্ত আছে। যথা, কৃত্যতত্ত্বধৃত বচন।

"বাসুদেব জগন্নাথ প্রাপ্তেয়ং দ্বাদশী তব।
পার্শ্বেন পরিবর্ত্তস্ব সুখং স্বপিহি মাধব!॥
ত্বয়ি সুপ্তে জগন্নাথ জগৎ সুপ্তং ভবেদিদম্।
প্রবুদ্ধে ত্বয়ি বুধ্যেত জগৎ সর্ব্বং চরাচরম্॥"

উৎকলখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে। যথা,—

"ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষে হরিবাসরে ভগবানের শয়নগৃহ দ্বারে শনৈঃ শনৈঃ গমন পূর্ব্বক গৃহে প্রবেশ করিবেক। পর্য্যঙ্কে শায়িত ভগবান্‌কে নমস্কার করিয়া বিবিধ উপচার দ্বারা পূজা করিবেক। অনন্তর, ভক্তি পূর্ব্বক ভগবানকে নমস্কার করিয়া পর্গোপনিষদ দ্বারা স্তব করিবেক। মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক্ ভগবান্‌কে উত্তর মুখে স্থাপন করিবেক। অনন্তর এই মন্ত্র পাঠ করিবেক।

"দেবদেব জগন্নাথ কল্পানাং পরিবর্ত্তক।
পরিবর্ত্তমিদং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমং॥
যদৃচ্ছাচেষ্টিতৈরেব জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিভিঃ।
জগদ্ধিতায় সুপ্তোঽসি পার্শ্বেন পরিবর্ত্তয়॥"

হে দেব, হে জগন্নাথ, হে কল্পপ্রবর্ত্তক! তোমার পরিবর্ত্তনে স্থাবর জঙ্গম বিশিষ্ট সমস্ত জগতের পরিবর্ত্তন হয়; তুমি জগতের হিতার্থে শয়ন করিয়াছ, এক্ষণে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন কর। এই তোমার পরিবর্ত্তনের কাল, অতএব হে ভগবন্! জগৎকে রক্ষা কর। তোমার অনুমতিতে পুরন্দর উৎসাহ পূর্ব্বক ধ্বজে

আরোহন করিয়া তোমার পাদপদ্ম ও উজ্জ্বল মস্তক দর্শন করিবেন এবং বৃষ্টি বর্ষণ দ্বারা ধরাতল প্লাবন করিয়া জগৎ পালন করিবেন। অনন্তর দেব দেবকে স্মরণ করিয়া তালব্যজন ও চামর দ্বারা ব্যজনও সুগন্ধ মালা চন্দন ভগবানের সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিবেক, মধু ইক্ষু বিকার পায়স যাবক বিবিধ সুস্বাদু ফল ঘৃতপক্ক পিষ্টক ও সুগন্ধ তাম্বূল নিবেদন করিবেক। এই কালে যে মানব ভগবান্‌কে দর্শন করে সে পুনর্ব্বার জননীর জঠরে জন্মগ্রহণ করিবেক না। এই দিনে স্নান দান তপস্যা হোম পূজা জাগরণ ও তর্পণ করিলে তাহার পুনরাবৃত্তি হয় না, এইরূপ কার্য্য করিলে বিষ্ণুলোকে বাস এবং মনোহভীষ্ট সিদ্ধ হয়।”

এই দিবস বামন-জন্মোৎসব হইয়া থাকে। ইহাতে বিষ্ণুর বামনাকৃতি মূর্ত্তি ছত্র ও কমণ্ডলু লইয়া শিবিকারোহণে পরিভ্রমণ করেন।

১৯। সুদর্শনোৎসব। ইহা আশ্বিন মাসের পৌর্ণমাসীতে হইয়া থাকে। ঐ দিবস সুদর্শন মূর্ত্তিকে শিবিকায় আরোহণ করাইয়া নৃত্যগীতের সহিত নগর পরিভ্রমণ করান হইয়া থাকে। ঐ দিবস লক্ষ্মীর বিশেষ পূজা হয় এবং সকলেই রাত্রি জাগরণ করিয়া থাকে। ইহাকে কোজাগর পূর্ণিমা কহে।

২০। উত্থান একাদশী। ইহা কার্ত্তিক মাসের শুক্ল একাদশীতে হইয়া থাকে। যথা, মাৎস্যে।

“শেতে বিষ্ণুঃ সদাষাঢ়ে ভাদ্রে চ পরিবর্ত্ততে।
কার্ত্তিকে পরিবুদ্ধে চ শুক্লপক্ষে হরেৰ্দ্দিনে॥”

কার্ত্তিক মাসে শুক্লপক্ষে হরিবাসরে ভগবান্ জগন্নাথকে প্রাতঃকালে সঙ্কল্পানন্তর পূজা করিবেক। অনন্তর অৰ্দ্ধরাত্রে পূর্ব্ববৎ পূজা করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিয়া উত্থাপন করাই-বেক।

"উত্তিষ্ঠ দেবদেবেশ তেজোরাশে জগৎপতে।
বীক্ষ্যৈতৎ সকলং দেব প্রসুপ্তং তব মায়য়া ॥"

"হে দেবদেবেশ হে তেজোরাশে হে জৎগপতে! আপনি গাত্রোত্থান করুন এবং সমস্ত অবলোকন করুন আপনার মায়াতে সমস্ত জগৎ প্রসুপ্ত হইয়াছে। হে প্রফুল্ল-পুণ্ডরীকাক্ষ হে শ্রীহরে আপনি স্বচক্ষে অবলোকন করুন।" আপনি অবলোকন করিলে এই জগতের পরম মঙ্গল হইবেক। অনন্তর বেদোক্ত ও স্মৃত্যুক্ত কার্য্য দ্বারা বেণু বীণার সুমধুর শব্দে বন্দী ও মাগধগণের মঙ্গলগীত ও শঙ্খমৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্য শব্দে ভগবানকে উত্থাপন করিবেক। অনন্তর সুগন্ধি তৈল পঞ্চামৃত নারিকেলোদক ও নানাবিধ ফলের রস, সুগন্ধ ও আমলকীর রস, যবকল্ক, গাত্রে লেপন করাইয়া স্নানানন্তর গাত্রে তুলসী চূর্ণ সুগন্ধ চন্দন লেপন করাইবেক।

২১। রাসযাত্রা। ইহা কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমায় হইয়া থাকে।

লোকনাথ। আমরা জগন্নাথ সন্দর্শন করিয়া পরে লোকনাথ সন্দর্শনে যাই। ইহা পুরীর মন্দির হইতে দুই মাইল দূরে পশ্চিম দিকে অবস্থিত। রাবণ ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিল বলিয়া প্রবাদ থাকিলেও মন্দির গঠন দৃষ্টে পুরাতন বলিয়া বোধ হয় না। আমরা যে দিবস তথায় যাই সে দিবস লোকনাথের যাত্রা উপলক্ষে অন্ততঃ ২০ হাজার লোক একত্রিত হইয়াছিল। লোকনাথলিঙ্গ একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। লিঙ্গটী দেবীপীঠের ভিতর। তাহার ভিতরে জলের স্প্রিং থাকায় সর্ব্বদা ধীরে ধীরে জল উঠিতেছে ও অতিরিক্ত জল দেবীপীঠের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। লিঙ্গটী সর্ব্বদাই জলে ডুবিয়া আছে। স্প্রিংটী অন্য একটী পুষ্করিণীর সহিত সংযুক্ত থাকা সম্ভব। আমরা পূজক ব্রাহ্মণকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিয়া দেবস্পর্শ করিয়া নমস্কার করিয়া বলিলাম। যথা—

"অজং শাশ্বতং কারণং কারণানাং
শিবং কেবলং ভাসকং ভাসকানাং।
তুরীয়ং তমঃ পারমাদ্যন্তহীনং
প্রপদ্যে পরং পাবনং দ্বৈতহীনং॥
নমস্তে নমস্তে বিভো বিশ্বমূর্ত্তে
নমস্তে নমস্তে চিদানন্দমূর্ত্তে।
নমস্তে নমস্তে তপোযোগগম্য
নমস্তে নমস্তে শ্রুতিজ্ঞানগম্য ॥"

ইতি বেদসার-শিবস্তবঃ॥

অনন্তর, আমরা দেখিলাম, শতকরা ৯০জন যাত্রীর উপর মিষ্টান্ন লইয়া মন্দিরের বহির্দ্দেশে থাকিয়াই দেবের উদ্দেশে ভোগ প্রদান করিয়া ফিরিয়া যাইতেছে। মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করা বড়ই দুঃসাধ্য। শিবরাত্রি উপলক্ষে পূর্ব্বোক্ত স্প্রীংয়ের মুখ বন্ধ করিয়া জল ফেলিয়া দেওয়া হয়। তৎকালে যাত্রীরা ভিতরে যাইয়া লিঙ্গ সন্দর্শন করিয়া থাকে। সাধারণ লোকে স্প্রিংয়ের বন্দোবস্ত অবগত নহে এজন্য এই সময় উহা শুষ্ক দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া থাকে। এই মন্দিরের পার্শ্বে একটী অপেক্ষাকৃত বড় মন্দিরে হরপার্ব্বতী রহিয়াছেন। এই হরমূর্ত্তি ধাতুময়ী ও লোকনাথের ভোগমূর্ত্তি। লোকনাথ শ্রীজগন্নাথদেবের তোষাখানার দাওয়ান বলিয়া প্রত্যেক দিন রাত্রিতে তাঁহার ভোগমূর্ত্তিটী শ্রীমন্দিরের তোষাখানায় আনীত হয়, এবং প্রাতঃকালে পুনর্ব্বার স্বস্থানে নীত হয়।

মার্কণ্ডেয় হ্রদ। অনন্তর, আমরা মার্কণ্ডেয় সরোবর সন্দর্শন করিতে আসি। ইহা শ্রী৺মন্দিরের অর্দ্ধমাইল উত্তরে অবস্থিত। এই মার্কণ্ডেয় হ্রদ কৃষ্ণকর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া কথিত আছে। যথা,—

"তস্মিন্ নীলাচলে বিপ্রা দেবরাজস্য দক্ষিণে।
যমেশ্বর ইতি খ্যাতো যমসংযমতৎপরঃ॥
মার্কণ্ডেয়ঞ্চ তত্রৈব তীর্থং ত্রৈলোক্যপাবনম্।
যত্র স্নাত্বা সুরাঃ সর্ব্বে স্বপুরং প্রাপ্নুয়ুঃ পুরা॥
মার্কণ্ডেয়বটং বিপ্রা স্বয়ং কৃষ্ণেন নির্ম্মিতং।
হিতার্থং মহর্ষেশ্চৈব মার্কণ্ডেয়স্য ধীমতঃ॥"

এই সরোবর তীরের দক্ষিণদিকে মার্কণ্ডেয়েশ্বরের মন্দির রহিয়াছে। মার্কণ্ডেয় ঋষি এই স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই মন্দির রাজা কুণ্ডলকেশরী (৮১১-৮২৯ খৃঃ) নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন, অতএব ইহা ১০৬৫ বৎসরের উপর হইবে। মন্দিরের গঠন নিতান্ত মন্দ নহে। ইহা পঞ্চতীর্থের অন্যতম। ইহার কার্য্যবিধি। প্রথম মার্কণ্ডেয়েশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া তীর্থস্থানের অনুমতি লইবে। তৎপরে সরোবরে স্নান করিয়া স্বস্বমতে তিলক ধারণ করিবে। অনন্তর দেব ও পিতৃগণের যথাবিধি তর্পণ করিয়া মহাপ্রসাদের পিণ্ড প্রদান করিবে। তৎপরে মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া বৃষভকে স্পর্শ করিয়া পূজা করিবে তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা লিঙ্গ স্পর্শ করিয়া শক্তিকে মুষ্টি দ্বারা স্পর্শ করিবে। এতদ্বিষয়ে পুরুষোত্তম তত্ত্বধৃত ব্রহ্মপুরাণ বচন। যথা,—

"মার্কণ্ডেয়হ্রদে গত্বা স্নাত্বা চোদঙ্মুখঃ শুচিঃ।
নিমজ্জেত্ত্রীংশ্চ বারাংশ্চ ইমং মন্ত্রমুদীরয়ন্॥
সংসারসাগরে মগ্নং পাপগ্রস্তমচেতনং।
পাহি মাং ভগনেত্রঘ্ন ত্রিপুরারে নমোঽস্তু তে।
নমঃ শিবায় শান্তায় শর্ব্বপাপহরায় চ।
স্নানং করোমি দেবেশ মম নশ্যতু পাতকং॥
নাভিমাত্রজলে স্থিত্বা বিধিবদ্দেবতামুনীন্।
তিলোদকেন মতিমান্ পিতৃনন্যাংশ্চ তর্পয়েৎ॥

স্নাত্বৈব তু তথা তত্র ততো গচ্ছেচ্ছিবালয়ম্।
প্রবিশ্য দেবতাগারং কৃত্বা তু ত্রিঃপ্রদক্ষিণং॥
মূলমন্ত্রেণ সংপূজ্য মার্কণ্ডেয়স্য চেশ্বরম্।
অঘোরেণ চ মন্ত্রেন প্রণিপত্য প্রসাদয়েৎ॥
ত্রিলোচন নমস্তেঽস্তু নমস্তে শশিভূষণ।
পাহি মাং ত্বং বিরূপাক্ষ মহাদেব নমোঽস্তু তে॥
মার্কণ্ডেয়হ্রদে ত্বেবং স্নাত্বা দৃষ্টা তু শঙ্করং।
দশানামশ্বমেধানাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥
পাপৈঃ সর্ব্বৈর্ব্বিনির্ম্মুক্তঃ শিবলোকং স গচ্ছতি॥
তত্র ভুক্ত্বা বরান্ ভোগান্ যাবদাহূতসংপ্লবম্।
ইহলোকং সমাসাদ্য ততো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ॥"

এই মন্দিরটী মূল, মোহন ও নাটমন্দিরভেদে তিন অংশে বিভক্ত। ইহার চতুর্দ্দিকে আদ্যনাথ, হরপার্ব্বতী, ষষ্ঠীমাতা, ষড়ানন, পঞ্চপাণ্ডব-লিঙ্গ ও ধবলেশ্বর লিঙ্গ রহিয়াছে। অনন্তর, মন্দিরাভ্যন্তরে যাইয়া মূর্ত্তি সন্দর্শন করিতে করিতে প্রার্থনা করিলাম, যিনি মৃকণ্ডুপুত্রকে কৃতান্তহস্ত হইতে রক্ষা করিয়া তন্নামে বিশ্রুত হইতেছেন, যিনি যোগিগণের ধ্যান লভ্য, যিনি নিত্য ও সর্ব্বভূতের বীজস্বরূপ, তাদৃশ চৈতন্যময় দেবাদিদেবকে হৃদয়কমল মধ্যে ধ্যান করি। যিনি পরিদৃশ্যমান বিশ্বসংসারের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারাদি অভিনয়ের একমাত্র কর্ত্তা, সমগ্র জগতের একমাত্র ভর্ত্তা, শাস্তা, দীনপাতা সেই আদ্য বীজকে অভিবাদন করি। যাঁহাতে এই বিশ্বসংসার অনাদিকাল হইতে পূর্ণ স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, যাঁহার প্রভুত্বের তুলনা দুল্লর্ভ, সেই আদিদেবের শরণাপন্ন হই। যিনি এক হইলেও বহুরূপে বিদ্যমান আছেন; যিনি সমুদায় বিশ্বের আদি অন্ত ও মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, সেই দীপ্যমান পরমদেব আমাদের শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন। যিনি যোগিগণের বরণীয়, সর্ব্বব্যাপী

সনাতন ও ভক্তবৎসল, তিনি আমাদিগকে কৃতান্ত হস্ত হইতে পরিত্রাণ করুন। অনন্তর এই বলিয়া স্তব করিলাম।

"বন্দে দেবমুমাপতিং সুরগুরুং বন্দে জগৎকারণং
বন্দে পন্নগভূষণং মৃগধরং বন্দে পশূনাং পতিং।
বন্দে সূর্য্যশশাঙ্কবহ্নিনয়নং বন্দে মুকুন্দপ্রিয়ং
বন্দে ভক্তজনাশ্রয়ঞ্চ বরদং বন্দে শিবং শঙ্করং॥"

ইতি অপরাধভঞ্জনস্তোত্রে। ২।

সরোবরের পূর্ব্ব তীরের মধ্যভাগে কৃষ্ণমূর্ত্তি কালীয় সর্পের ফণার উপর দাঁড়াইয়া বংশী বাজাইতেছেন। কালীয়দমনোৎসবের সময় শ্রীজগন্নাথদেবের ভোগমূর্ত্তি এই স্থানেই আইসে। ইহাব উত্তরভাগে একটী মন্দিরে সপ্ত মাতৃকার মূর্ত্তি, তৎপরে গণেশ, নবগ্রহ ও নারদের মূর্ত্তি রহিয়াছে। সপ্ত মাতৃকা মূর্ত্তি যথা,—ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ইন্দ্রাণী ও চামুণ্ডা। যথা, হেমাদ্রিব্রতখণ্ডে।

"তত্র ব্রাহ্মী চতুর্ব্বক্ত্রা ষড়্ভুজা হংসসংস্থিতা।
পিঙ্গলা ভূষণোপেতা মৃগচর্ম্মোত্তরীয়কা॥
বরং সূত্রং স্রুবং ধত্তে দক্ষবাহুত্রয়ে ক্রমাৎ॥
বামে তু পুস্তকং কুণ্ডীং বিভ্রতী চাভয়প্রদা॥
মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া পঞ্চবক্ত্রা ত্রিলোচনা।
শুক্লেন্দুভৃজ্জটাজূটা শুক্লা সর্ব্বসুখপ্রদা॥
ষড়্ভুজা বরদা দক্ষে সূত্রং ডমরুকং তথা।
শূলঘণ্টাভয়ং বামে সৈব ধত্তে মহাভুজা॥
কৌমারী রক্তবর্ণা স্যাৎ ষড়্বক্ত্রা সার্কলোচনা।
রবিবাহুর্ময়ূরস্থা বরদা শক্তিধারিণী॥
পতাকাং বিভ্রতী দণ্ডঞ্চাপং বাণঞ্চ দক্ষিণে।
বামে চাপমধো ঘণ্টাং কমলং কুক্কুটং স্বধঃ॥
পরশুং বিভ্রতী তীক্ষ্ণং তদধস্ত্বভয়ান্বিতা।

বৈষ্ণবী তার্ক্ষ্যগা শ্যামা ষড়্‌ভুজা বনমালিনী ॥
বরদা গদিনী দক্ষে বিভ্রতী চাম্বুজস্রজম্‌।
শঙ্খচক্রাভয়া বামে সা চেয়ং বিলসদ্ভুজা ॥
কৃষ্ণবর্ণা তু বারাহী শূকরাস্যা মহোদরী।
বরদা দণ্ডিনী খড়্গং বিভ্রতী দক্ষিণে সদা ॥
খেটপাশাভয়া বামে সৈব চাপি লসদ্ভুজা।
ঐন্দ্রী সহস্রদৃক্‌ সৌম্যা হেমাভা গজসংস্থিতা ॥
বরদা সূত্রিণী বজ্রং বিশত্যূর্দ্ধস্তু দক্ষিণে।
বামে তু কলসং পাত্রং ত্বভয়ং তদধঃকরে ॥
চামুণ্ডা প্রেতগা রক্তা বিকৃতাস্যাহিভূষণা।
দংষ্ট্রাগ্রক্ষীণদেহা চ গর্ত্তাক্ষী ভীমরূপিণী ॥
দিগ্বাহুঃ শ্যামকুক্ষিশ্চ মুশলং কবচং শরং।
অঙ্কুশং বিভ্রতী খড়্গং দক্ষিণে ত্বথ বামতঃ ॥
খেটং পূর্ণধনুর্দ্দণ্ডং কুটারঞ্চেতি বিভ্রতী।
চণ্ডিকা শ্বেতবর্ণা স্যাৎ শবারূঢ়া চ ষড়্‌ভুজা ॥
জটিলা বর্ত্তুলত্র্যক্ষা বরদা শূরধারিণী ॥
কর্ণিকাং বিভ্রতী দক্ষে পানপাত্রাভয়ান্বতঃ।
ইত্যেবং মাতরঃ প্রোক্তা রূপভেদব্যবস্থয়া ॥”

মূর্ত্তি কয়টী ক্লোরাইট প্রস্তরে নির্ম্মিত। ইহাতে শিল্পনৈপুণ্য যথেষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। পুরাণে কোন কোন মূর্ত্তি ষড়্‌ভুজা দশভুজা ও দ্বাদশভুজা বলিয়া বর্ণিত হইলেও এস্থানে সকলগুলিই চতুর্ভুজা দেখিলাম।

অনন্তর, আমরা ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর দেখিতে গমন করি। ইহাও পঞ্চতীর্থের অন্যতম। ইহা শ্রীমন্দিরের ঈশানকোণে ২॥০ মাইল দূরে ও গুণ্ডিচাগড় হইতে ১॥ পোয়া পথে অবস্থিত। ইহা দীর্ঘে ৪৮৬ ফুট ও প্রস্থে ৩৯৬ ফুট্‌ হইবে, ইহার চতুর্দ্দিক্‌ প্রস্তরে বাঁধান। ইহার অন্য নাম অশ্বমেধাঙ্গ। উৎকল খণ্ডে

১৮ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ যে সকল গাভী দান করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত গাভীর খুরাগ্র দ্বারা যে খাত হইয়াছিল, তাহারই নাম ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর। এই পুণ্যপ্রদ তীর্থে স্নান করিয়া দেব ও পিতৃগণের তর্পণ করিলে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। যথা চ ব্রহ্মপুরাণে,

"ততো গচ্ছেদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্তীর্থং যজ্ঞাঙ্গসম্ভবং।
ইন্দ্রদ্যুম্নসরো নাম যত্রাস্তে পাবনং শুভং॥
গত্বা তত্র শুচিঃ শ্রীমানাচম্য মনসা হরিং।
ধ্যাত্বোপস্থায় চ জপন্নিদং মন্ত্রমুদীরয়েৎ॥
অশ্বমেধাঙ্গসম্ভূত তীর্থ সর্ব্বাঘনাশন।
স্নানং ত্বয়ি করোম্যদ্য পাপং হর নমোঽস্তু তে॥
এবমুচ্চার্য্য বিধিবৎ স্নাত্বা দেবানৃষীন্ পিতৄন্।
তিলোদকেন চান্যাংশ্চ সন্তর্প্যাচম্য বাগ্‌যতঃ॥
দত্ত্বা পিতৄণাং পিণ্ডাংশ্চ সংপূজ্য পুরুষোত্তমং।
দশাশ্বমেধিকং সম্যক্ ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥"

এই সরোবরে অনেকগুলি বৃহৎ কচ্ছপ আছে। প্রবাদ এই যে, ইন্দ্রদ্যুম্ন মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজ নামে তাহা চিরকাল বিখ্যাত হইবে এবং পাছে বংশ থাকিলে তাহার কীর্ত্তি লোপ হয়, ইহা মনে করিয়া স্ববংশ নাশের জন্য প্রার্থনা করিবার পর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বরে তাহার সন্ততিগণ কচ্ছপরূপে পরিণত হইয়াছে। দেব তাহাকে আরও বরপ্রদান করিলেন যে, 'এই মন্দির ভগ্ন হইলে পর যে কেহ ইহা নির্ম্মাণ করুক না তাহাতে তোমার কীর্ত্তি লোপ হইবে না।' এই কচ্ছপ সকল যাত্রি-প্রদত্ত খই মুড়্‌কী ও তীর্থপ্রদত্ত পিণ্ড সকল ভক্ষণ করিয়া থাকে।

এই পুষ্করিণীর দক্ষিণ তীরে, সোপানে পূর্ব্বধারে নৃসিংহ-দেবের মন্দির ও পশ্চিম তীরে নীলকণ্ঠেশ্বরের মন্দির রহিয়াছে। উৎকল খণ্ডে আমরা দেখিতে পাই ইন্দ্রদ্যুম্ন নৃসিংহদেবের

প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সম্মুখেই যজ্ঞ করিয়াছিলেন] এই জন্যই এই ক্ষেত্র অশ্বমেধ ক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। নৃসিংহদেবের মন্দির গঠন দৃষ্টে পুরাতন বলিয়া বোধ হয় না। অনন্তর নৃসিংহ মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া প্রার্থনা করিলাম, যে দেব ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদের মান রক্ষার্থে স্তম্ভ হইতে আবির্ভূত হইয়া হিরণ্যকশিপুকে সংহার করিয়াছেন বলিয়া পুরাণে কথিত আছে আমরা সেই আদিপুরুষকে অভিবাদন করি। আমরা সংসার মোহরূপ হিরণ্যকশিপুর বশবর্ত্তী হইয়া কামক্রোধাদিরূপ দৈত্যগণ কর্ত্তৃক সতত প্রপীড়িত আছি। সেই দৈত্যহা ভগবান্ নৃসিংহদেব মোহকে বিনাশ করিয়া আমাদের রক্ষা করেন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

"যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ড-কোটী-
কোটিষ্বশেষ বসুধাদি-বিভূতি-ভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

ব্রহ্মাণ্ডসংহিতা, ৫ অঃ, ৪৬ শ্লোক॥

যাঁহার প্রভা হইতে কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভূত হইয়াছে, কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডে যাঁহার অনন্ত বিভূতি বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই নিষ্কলঙ্ক, অনন্ত, অশেষ-ভূত, গোবিন্দ, আদি পুরুষকে ভজনা করি।

"নমো বিজ্ঞান-মাত্রায় পরমানন্দ-মূর্ত্তয়ে।
আত্মারামায় শান্তায় নিবৃত্ত-দ্বৈত-দৃষ্টয়ে॥
আত্মানন্দানুভূত্যৈব ন্যস্ত-শক্ত্যূর্ম্ময়ে নমঃ।
হৃষীকেশায় মহতে নমস্তেঽনন্তমূর্ত্তয়ে॥
বচস্যুপরতং প্রাপ্য য একো মনসা সহ।
অনামরূপশ্চিন্মাত্রঃ সোঽব্যান্নঃ সদসৎপরঃ॥
যস্মিন্নিদং যতশ্চেদং তিষ্ঠত্যপ্যেতি জায়তে।
মৃণ্ময়েষ্বিব মৃজ্জাতিস্তস্মৈ তে ব্রহ্মণে নমঃ॥

যন্ন স্পৃশন্তি ন বিদুর্মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াসবঃ।
অন্তর্ব্বহিশ্চ বিততং ব্যোম-বত্তন্নতোঽস্ম্যহং॥”
শ্রীমদ্ভাগবত, ৬ স্কন্ধ, ১৬ অঃ, ১৯-২৩ শ্লোক॥

ভগবান্ বিজ্ঞানময়, নির্ব্বিকার আনন্দময় বিগ্রহ, নারায়ণকে নমস্কার করি। তুমি আত্মারাম, শান্ত, তোমা হইতে দ্বৈতদৃষ্টি নিবৃত্ত হয়, তোমাকে নমস্কার করি। হে প্রভো! তুমি আনন্দ ও অনুভূতি-স্বরূপ, তোমাতে রাগদ্বেষাদি নিত্য নিবৃত্ত আছে, তুমি বিষয় ও ইন্দ্রিয় সকলের ঈশ্বর, তুমি অতি মহৎ তুমি অনন্ত-মূর্ত্তি, তোমাকে নমস্কার করি। মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, যিনি একাকী প্রকাশ পান, যাঁহার নাম নাই, রূপ নাই, যিনি চিন্মাত্র, কার্য্য ও কালের কারণ, তিনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। হে বিভো! যাঁহাতে এই জগৎ অবস্থিতি করে ও লয় প্রাপ্ত হয়, আর যাঁহা হইতে এই জগৎ জন্মে আরও মৃণ্ময় পদার্থ সকলে মৃত্তিকার ন্যায় যিনি চরাচর বস্তু সকলে অনুস্যূত রহিয়াছেন, তুমি সেই ব্রহ্ম; তোমাকে নমস্কার করি। আকাশের ন্যায় অন্তরে ও বাহিরে বিতত হইলেও, যাঁহাকে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ অবগত হইতে পারে না, তিনিই ব্রহ্ম; তাঁহাকে নমস্কার করি।

অনন্তর, আমরা নীলকণ্ঠ মূর্ত্তি সন্দর্শনে যাই। ইহা শঙ্করের অষ্ট মূর্ত্তির অন্যতম*। নীলমাধবের সময় হইতেই এই সকল মূর্ত্তি বর্ত্তমান ছিল। উৎকল খণ্ডের ৪২ অধ্যায়ে পুরুষোত্তমক্ষেত্র

* উৎকল খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়।
‘তখন ক্ষেত্রস্বামী ভগবান্ বিষ্ণু সেই অষ্টধা বিভক্ত রুদ্রকে সেই ক্ষেত্রের অষ্টদিকে স্থাপন করিয়া আপনি মধ্যে অবস্থিতি করিলেন। সেই শঙ্করের অষ্টধা ভিন্ন মূর্ত্তির এই উপাধি-বিশেষ। কপাললোচন, কাম, ক্ষেত্রপাল, যমেশ্বর, মার্কণ্ডেয়, ঈশান, বিল্বেশ ও নীলকণ্ঠ, রুদ্রের অষ্টধা মূর্ত্তি।

শঙ্খাকৃতি বলিয়া কথিত আছে। নীলকণ্ঠেশ্বর ইহার পশ্চিম ভাগে অবস্থিত। ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাও এই স্থানে প্রথমে আসিয়া এই মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়াছিলেন। এই মূর্ত্তি পুরাতন হইলেও ইহার মন্দিরটি নূতন বলিয়া বোধ হয়। আমরা মন্দিরাভ্যন্তরে যাইয়া দেবের লিঙ্গমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া মনে মনে ভাবিলাম।

"মনোঽন্যত্র শিবোঽন্যত্র শক্তিরন্যত্র মারুতঃ।
ইদং তীর্থমিদং তীর্থং ভ্রমন্তি তামসা জনাঃ॥
আত্মতীর্থং ন জানন্তি কথং মোক্ষো বরাননে!॥"

জ্ঞানসঙ্কলনী তন্ত্র, ৪৮। ৪৯ শ্লোক॥

"তামস প্রকৃতির লোকের মন অন্য স্থানে, শিব অন্য স্থানে, শক্তি অন্য স্থানে, বায়ু অন্য স্থানে ও 'এই তীর্থ এই তীর্থ' এইরূপে ভ্রমণ করে। হে বরাননে! যাহারা আত্মতীর্থ জ্ঞাত নহে; সুতরাং তাহাদের কিরূপে মোক্ষলাভ হইবে।"

আমরা বহু তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছি, অনেক বিগ্রহমূর্ত্তিও দর্শন করিয়াছি, কই মনের শান্তি তো পাইলাম না। শাস্ত্রবাক্য কদাচ মিথ্যা নহে। আমরা সংসার মায়ায় অন্ধ হইয়া আত্ম তীর্থ বিস্মরণ করিতেছি। যাবৎকাল আমরা আপনাপন হৃদয়-তীর্থে সর্ব্বপ্রাণির অন্তরস্থ ঈশ্বরকে সন্দর্শন করিতে না পারিব, তাবৎকাল আমাদের মুক্তি হইবে না। কেবল "তীর্থ তীর্থ" করিয়া তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে যাইয়া সেই আদি বীজের মূর্ত্তি বিশেষকে সন্দর্শন করিলে কি ফল হইবে।

"যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥"

পঞ্চদশী, তৃপ্তিদীপ, ২০২ শ্লোক॥

"হে ঈশ্বর! আমি আপনাকে স্মরণ পুরঃসর এই প্রার্থনা করিতেছি যে, অজ্ঞানী ব্যক্তিদিগের অনিত্য বিষয়ে যেরূপ দৃঢ় প্রীতি জন্মে, আমার যেন আপনার প্রতি সেইরূপ অচলা

প্রীতি থাকে, কখনও যেন অন্তঃকরণ হইতে আপনার প্রতি আমার প্রীতি তিরোহিত না হয়।”

যিনি সাগর-মন্থনকালে গরল পান করিয়া বিশ্ব সংসার রক্ষা করত নীলকণ্ঠ নামধারী বলিয়া পুরাণে কথিত, তিনি আমাদিগকে ভবসংসার-গরল হইতে রক্ষা করুন। যিনি সর্ব্বভূতে গূঢ়রূপে অবস্থিত আছেন, সেই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা আমাদিগকে সদ্‌বুদ্ধি প্রদান করুন। যথা, যোগবাশিষ্ঠ।

“অশিরস্কমকারাভমশেষাকার-সংস্থিতম্।
অজস্রমুচ্চরন্তং স্বং তমাত্মানমুপাস্মহে॥”

“যিনি মস্তকাদি-অবয়ব-বিহীন, যিনি প্রত্যেক বস্তুতে সমভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, যিনি ‘আমি আছি’ এই বাক্য অজস্রবার উচ্চারণ করিতেছেন, আমরা সেই পরমাত্মার উপাসনা করি।”

“দিবি ভূমৌ তথাকাশে বহিরন্তশ্চ মে বিভুঃ।
যো বিভাত্যবভাসাত্মা তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ॥”

যোগবাশিষ্ঠ, ২ সর্গ, ১ শ্লোক॥

“যিনি স্বর্গে, মহীমণ্ডলে, অন্তরীক্ষে, আমার অন্তরে ও বাহিরে নিরন্তর প্রকাশিত আছেন, সেই সর্ব্বপ্রকাশক সর্ব্বাত্মাকে সতত প্রণিপাত করি।”

“স্থিতং সর্ব্বত্র নির্লিপ্তমাত্মরূপং পরাৎ পরম্।
নিরীহমবিতর্কঞ্চ তেজোরূপং নমাম্যহম্॥”

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ॥

“যিনি আত্মরূপে ও অলিপ্ত-ভাবে সর্ব্বত্র অবস্থিত আছেন, সেই নিরীহ, তর্কের অতীত, তেজোময়কে বারংবার নমস্কার করি।”

অনন্তর, আমরা গুণ্ডিচা গড়ে আসিলাম। ইহা শ্রীমন্দির হইতে ২ মাইল দূরে ঈশানকোণে অবস্থিত। এই স্থলে রাজা ইন্দ্র-

দ্যুম্ন প্রথমে আসিয়া অধিবাস করেন। হয়মেধ সমাপনান্তে বিশ্বকর্ম্মা এই স্থানেই ব্রহ্মদারু হইতে ওঁকার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। ইন্দ্রদ্যুম্নের পাটরাণীর নাম গুণ্ডিচা ছিল এই গড় তাহারই নামে খ্যাত হয়। ইহার প্রাঙ্গণ দীর্ঘে ৪৩০ ফুট্ ও প্রস্থে ৩২০ ফুট্। ইহার চতুর্দ্দিকে যে প্রাচীর আছে তাহা ৫ ফুট্ বিস্তৃত ও ২০ ফুট্ উচ্চ। ইহার পশ্চিমভাগে সিংহদ্বার, উত্তরভাগে বিজয় দ্বার ও মধ্যস্থলে দেবাগার। এই দেবাগারকেও চারি অংশে বিভক্ত বলা যাইতে পারে। দেবল বা মুলস্থান দীর্ঘে ৫৫ ফুট্ ও প্রস্থে ৪৬ ফুট্, ভিতর সারা দীর্ঘে ৩৬ ফুট্ ও প্রস্থে ২৭ ফুট্। ইহা ৭৫ ফুট্ উচ্চ হইবে। ইহাতে ক্লোরাইট্ প্রস্তরে নির্ম্মিত ১৯ ফুট্ দীর্ঘ ও ৩ ফুট্ ঊর্দ্ধ বেদী আছে। ইহা রত্নবেদী নামে খ্যাত। রথযাত্রা উপলক্ষে দেব আসিয়া তথায় ৭ দিবস থাকেন। মোহন দীর্ঘ-প্রস্থে ৪৮ ফুট্। নাটমন্দির দীর্ঘে ৪৮ ফুট্ ও প্রস্থে ৪৫ ফুট্। ভোগমণ্ডপ দীর্ঘে ৫৯ ফুট্ ও প্রস্থে ২৬ ফুট্। এই পুরী, জনমপুর, জনকপুর বা মাসী বাড়ী বলিয়া খ্যাত হইয়া থাকে। এই স্থানে শ্রীজগন্নাথদেবের প্রথম মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে জনকপুর কহে; অথবা শ্রীজগন্নাথদেব ইন্দ্রদ্যুম্নের অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল স্বরূপ বলিয়া, ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁহার জনকস্বরূপ হয়েন। আর, এই পুরীটিও ইন্দ্রদ্যুম্নের বাটী এজন্য জনকপুর বলিয়া বিখ্যাত হইবে। রথযাত্রার সময় দেব সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ করেন ও বিজয় দ্বার দিয়া প্রত্যাবৃত্ত হন। এই সময় ভিন্ন অন্য সময়ে ইহার দ্বার রুদ্ধ থাকে। কিন্তু, যাত্রিগণ ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর দেখিতে যাইয়া জনকপুর দর্শন করিতে ইচ্ছা করিলে পয়সা দিলেই তাহা দেখিতে পাইয়া থাকে।

অনন্তর, আমরা চক্রতীর্থে গমন করি ইহা বালগণ্ডি নালার ধারে সমুদ্রতীরে ও চক্রনারায়ণ মন্দিরের অনতি দূরে অবস্থিত।

ইহা একটী ক্ষুদ্র সরোবর। ইহার জল সুমিষ্ট, এখানে লোকে শ্রাদ্ধাদি করিয়া বালুকাপিণ্ড প্রদান করিয়া থাকে। পাণ্ডারা কহিল এই চক্রতীর্থের ধারে প্রথম শ্রীজগন্নাথদেবের মূর্ত্তির জন্য চন্দন কাষ্ঠ (ব্রহ্মদারু) আসিয়াছিল। এই চক্রতীর্থের ৩০০ ফুট্ উত্তর ভাগে চক্রনারায়ণ-মূর্ত্তি ও তাহার ঈশান দিকে শৃঙ্খল বদ্ধ হনুমানের মূর্ত্তি রহিয়াছে।

শ্বেতগঙ্গা। ইহা শ্রীমন্দিরের উত্তর ভাগে অবস্থিত। ইহার ধারে শ্বেতমাধব ও মৎস্যমাধব অবস্থিত রহিয়াছেন। এই তীর্থটী অতি পুণ্যপ্রদ বলিয়া যাত্রিমাত্রেই ইহা দর্শন করিয়া থাকে। পুরুষোত্তমমাহাত্ম্যোক্ত বচন যথা,—

"তত্র নীলাচলে বিপ্র শ্বেতগঙ্গা ইতি শ্রুতা।
শ্বেতমাধবরূপেণ তত্রাস্তে ভগবান্ প্রভুঃ॥
মৎস্যমাধবস্তত্রৈব বেদবেদাঙ্গপারগঃ।
উভয়োর্দ্দৃষ্টসংযোগে কীটো মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ॥
ব্রহ্মঘ্নশ্চ সুরাপশ্চ গোঘ্নো বা পিতৃঘাতকঃ।
তে সর্ব্বে মুক্তিমায়ান্তি মধ্যে চ শ্বেতমৎস্যয়োঃ॥
শ্বেতায়াঞ্চ নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা তৌ শ্বেতমৎস্যকৌ।
পাপানি চ পরিত্যজ্য শ্বেতদ্বীপে ব্রজেৎ ধ্রুবং॥"

ব্রহ্মপুরাণ বচন যথা,—

"শ্বেতগঙ্গাং নরঃ স্নাত্বা যঃ পশ্যেৎ শ্বেতমাধবং।
কুশাগ্রেণাপি রাজেন্দ্র শ্বেতগাঙ্গেয়মম্বু চ।
স্পৃষ্ট্বা স্বর্গং গমিষ্যন্তি মদ্ভক্তা যে সমাহিতাঃ॥"

যমেশ্বর। ইহা শ্রীমন্দির হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে অবস্থিত। উৎকলখণ্ডে উক্ত আছে যে, শঙ্কর এই স্থানে যমের সংযম নষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়া যমেশ্বর নামে খ্যাত হয়েন। ইহাঁর পূজা করিলে কোটিলিঙ্গের পূজার ফল হইয়া থাকে। ইহাঁর মন্দিরটী সাধারণ মন্দিরের ন্যায়। যথা, কপিলসংহিতা।

"যমেশ্বরং সমালোক্য পূজয়িত্বা তু ভক্তিতঃ।
নরঃ শিবমবাপ্নোতি যমদণ্ডবিবর্জ্জিতঃ ॥"

অলাবুকেশ্বর। ইহা যমেশ্বরের পশ্চিম ভাগে অবস্থিত ও রাজা ললাটেন্দু কেশরী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। কপিলসংহিতায় উক্ত আছে, অপুত্র ব্যক্তিও এই স্থানে দেবদর্শন ও পূজা করিয়া পুত্রবান্ এবং কদাকার ব্যক্তিও সুন্দর হইয়া থাকে। যথা,—

"তস্য পশ্চিমদিক্‌ভাগেঽলাবুকেশ্বরসংজ্ঞকঃ।
আশ্রয়িত্বা নরস্তঞ্চ মনোরথমবাপ্নুয়াৎ ॥
অপুত্রঃ পুত্রবাংশ্চৈব ব্যঙ্গঃ কন্দর্পরূপধৃক্।
ভবত্যেব মহীপাল তস্য লিঙ্গস্য সেবনাৎ ॥"

কপালমোচন। ইহা অলাবুকেশ্বরের অনতিদূরে অবস্থিত। কিংবদন্তী এই যে, কালভৈরবের হস্তস্থিত কপাল (ব্রহ্মার পঞ্চম বক্ত্র) এই স্থানে মুক্ত হয় এবং তাহাতেই তাঁহার ব্রহ্মহত্যা পাপ অন্তর্হিত হয়। এতদ্বিষয়ে কপিলসংহিতাবাক্য যথা,—

"কপালমোচনো নাম লিঙ্গং সন্নিহিতং প্রভো!।
তং দৃষ্ট্বা বিধিবৎ ভক্ত্যা ব্রহ্মহত্যা বিমুচ্যতে ॥"

অন্য কপালমোচন তীর্থের বিষয় আমরা রামেশ্বরে দেখিয়াছি ও তাহার পৌরাণিক বিবরণ দিয়াছি। যাত্রিমাত্রেই পাপশান্তি মানসে এই কপালমোচন তীর্থে সকৃৎ স্নান করিয়া থাকে।

পাণ্ডা। অনঙ্গভীমদেব পুরুষোত্তমে শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া ৪৫০ ঘর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে যাজপুর হইতে আনাইয়া পুরীতে বাস করান। বর্ত্তমান পাণ্ডারা তাঁহাদেরই সন্ততি হইবেন। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বেদজ্ঞ হইলেও এক্ষণে ইহারা বেদের কিছুই জানেন না, অধিক কি, ইহাদের অবশ্য জ্ঞাতব্য উৎকলখণ্ড পুরাণ পর্য্যন্তও ইহারা জ্ঞাত নহে। ইহারা পাণ্ডা-গিরির অনুরোধে বাঙ্গালা, হিন্দি ও মার্হাট্টী কথা-বার্ত্তা কহিতে শিক্ষা

করে। ইহারা যাত্রীদিগের নিকট হইতে নানা রকমে পয়সা আদায় করিয়া থাকে। পাণ্ডার সংখ্যা এক্ষণে ৭৮৪ ঘর। প্রায় সকলেরই অবস্থা ভাল। সকলেই যাত্রিদিগের নাম ধাম খাতায় লিখিয়া রাখে, এজন্য একজন অপরের যাত্রী লইতে পারে না। ইহা ভিন্ন শাসনের ব্রাহ্মণেরা শ্রোত্রিয়, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বেদাধ্যয়ন করিয়া থাকে। যাহারা খুরদহের রাজপ্রদত্ত জমী ভোগকরিতেছে, তাহারা মন্দির মোহনের দক্ষিণ দরজার অগ্নিকোণের মণ্ডপে বসিয়া রাজার মঙ্গল জন্য পুরুষসূক্ত ও সহস্র নাম পাঠ করিয়া থাকে।

পুরীর জল অতি উত্তম নহে, এস্থানের বায়ু অগ্রহায়ণ হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত উত্তম ও তৎপরে অবিশুদ্ধ হইয়া থাকে, এজন্য তৎকালে প্রায়ই সংক্রামক রোগ দৃষ্ট হয়। পুরীর ভিতর ও পুরীর রাস্তায় যে সকল যাত্রী থাকিবার আবাস আছে তাহা সরকারী স্বাস্থ্যরক্ষকেরা পরিদর্শন করিয়া থাকেন বলিয়া অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার থাকে। প্রত্যেক আবাসের লাইসেন্স লইতে হয় বলিয়া প্রায়ই পরিদর্শন-সময়ের পূর্ব্বে আবাস-গৃহগুলির সংস্কার কার্য্য হইয়া থাকে।

পুরীর মধ্যে যে, চিকিৎসালয় আছে তাহা অতিশয় বৃহৎ। ইহা গুণ্ডিচা হইতে পশ্চিমে একমাইল দূরে অবস্থিত। এখানে যাত্রীমাত্রেই বিনা ব্যয়ে চিকিৎসিত ও ঔষধ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে, আমরা পুরুষোত্তমক্ষেত্র সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের আধ্যাত্মিক অর্থ।

স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসরে লক্ষ লক্ষ চতুর্বর্ণের হিন্দু যাত্রী পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব-দর্শনার্থ আগমন করিয়া থাকেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া 'দারুময়ী' শ্রীজগন্নাথ-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আত্মাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া থাকেন। অধিকন্তু বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া জাতি-নির্ব্বিশেষে সকলের সহিত ভ্রাতৃভাবে মুক্তি মণ্ডপে একত্রে উপবেশন করিয়া মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিতে করিতে পরস্পরের মুখে তাহা আদান প্রদান করিয়া তৎকালের জন্য ইহ জীবনের সার্থকতা ভাবিয়া থাকেন; পরন্তু দেবপ্রাঙ্গণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াই সে বিশ্বজনান ভ্রাতৃভাব বিস্মরণ করিয়া থাকেন। শাস্ত্রাদিতেও "জগন্নাথমুখং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।" "রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন লভ্যতে।" ইত্যাদি নানাবিধ বচন দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ সমস্ত শাস্ত্রবচনের তাৎপর্য্য কি, হস্ত-পদাদি শূন্য 'দারুময়ী' শ্রীজগন্নাথ মূর্ত্তির প্রকৃত অর্থ কি, কি উদ্দেশেই বা তাদৃশ কলেবর নির্ম্মিত হইয়াছে, কি জন্যই বা পুরীমধ্যে উচ্ছিষ্টান্ন ভোজনাদির ব্যবহার হইয়াছে, তাহার প্রকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধানে কয়জন উৎসুক? আমরা এতৎ সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি, তাহা পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

পূর্ব্বকালে সূর্য্যবংশ-সম্ভূত রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন শতাশ্বমেধ যজ্ঞান্তে সমুদ্র তীরে এই মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিশ্বকর্ম্মা অতি গোপনে থাকিয়া তাঁহার শিল্পকার্য্যের চরম সীমা স্বরূপ এই মূর্ত্তির নির্ম্মাণ করেন, ইহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করি-

য়াছি। ইন্দ্রদ্যুম্ন নৃপতি পরম ভাগবত ও তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন, তিনি সংসারাসক্ত জীবগণকে নিতান্ত তত্ত্বজ্ঞান-বিমুখ অবলোকন করিয়া, দয়াপরবশ হইয়াই যাহাতে সহজ উপায়ে সাধারণ মানবে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে, এই অভিলাষেই এই অদ্ভুত কৌশলময় দারু ব্রহ্মমূর্ত্তি স্থাপন করেন। তিনি জানিতেন যে, সাধারণ মানব নির্গুণ সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের ধারণা করিতে সমর্থ নহে। ঈশ্বরের অনন্ত প্রকৃতি, তাঁহার গুণ অনন্ত, কার্য্য অনন্ত ও শক্তি অনন্ত। এই অনন্তের উপাসনা সাধারণ লোক হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ, সুতরাং শাস্ত্রে তাঁহার রূপ কল্পনার বিধি প্রদত্ত হইয়াছে। যথা, তন্ত্রে।

"শিবমাত্মনি পশ্যন্তি প্রতিমাসু ন যোগিনঃ।
অজ্ঞানাং ভাবনার্থায় প্রতিমাঃ পরিকল্পিতাঃ॥"

"পরম যোগিপুরুষগণ আত্মাতেই শিবব্রহ্মের দর্শন করিয়া থাকেন। আর অজ্ঞানী জীবগণ প্রতিমায় ইষ্টদেবের উপাসনা করে; বস্তুতঃ অজ্ঞানীদিগের জন্যই প্রতিমা কল্পিত হইয়াছে।"

"উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥"

"উপাসকদিগের ধারণার সাহায্য নিমিত্তই ব্রহ্মের রূপ কল্পিত হইয়াছে।" যথা মুদ্গল উপনিষদে।

"একো দেবো বহুধা সংনিবিষ্টঃ॥"

"এক ব্রহ্মই বহুরূপে অবস্থিতি করিতেছেন।"

তথা চ পরমাত্মস্তোত্রে।

"ন তে রূপং নচাকারো নায়ুধানি ন চাস্পদং।
তথাপি পুরুষাকারো ভক্তানাং ত্বং প্রকাশনে॥"

"দেব! আপনার কোনও আকৃতি, বর্ণ, স্থান বা আয়ুধাদি নাই তথাপি ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া স্বপ্রকাশের অভিলাষে পুরুষ রূপ ধরিয়া থাকেন।" সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে।

"ভক্তানুগ্রহকরণায় তত্তদাকারগ্রহণং॥"

"ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াই আপনি সেই সেই রূপে নানাবিধ রূপ ধারণ করিয়া থাকেন।" লিঙ্গপুরাণে যথা,—

"অসতাং ভাবনার্থায় নান্যথা স্থূলবিগ্রহঃ॥"

"অজ্ঞানীদিগের ধারণার জন্যই স্থূল মূর্ত্তির কল্পনা, নতুবা ব্রহ্মের নিরাকারই চিরপ্রসিদ্ধ।" স্কন্দ পুরাণে যথা,—

"সাধকস্য তু কার্য্যার্থং তস্য রূপমিদং স্মৃতং॥"

"সাধকগণের ধ্যানাদি কার্য্যের সুবিধার জন্যই ব্রহ্মের রূপ কল্পিত হইয়াছে।" বিষ্ণুপুরাণে।

"সৃষ্টিস্থিত্যন্তকরণীং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকাং।
স সংজ্ঞাং যাতি ভগবান্ এক এব জনার্দ্দনঃ॥"

"ভগবান্ বিষ্ণু এক হইলেও বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।" উত্তরগীতা। ৩। ৭।

"অগ্নির্দেবো দ্বিজাতীনাং মুনীনাং হৃদি দৈবতম্।
প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাং সর্ব্বত্র সমদর্শিনাম্॥"

"কর্ম্মকাণ্ড-পরায়ণ দ্বিজাতিগণের অগ্নিই দেবতা, মননশীল মুনিগণের হৃদয় মধ্যেই ইষ্টদেবতা, সামান্যবুদ্ধি মানবগণের প্রতিমায় দেবতা এবং সমদর্শী জ্ঞানীদিগের সর্ব্বত্রই দেবতা বিদ্যমান আছেন।"

যাহাদের চিত্তশুদ্ধি হয় নাই তাহারা প্রথমে সগুণের উপাসনা করিবে। যেমন কোন একটী দুরারোহ পর্ব্বতশৃঙ্গে উঠিবার ঋজু বক্র ভেদে বহুবিধ পথ থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মোপাসনাতেও নানা-প্রকার ক্রম প্রচলিত আছে। যেমন ভিন্ন ভিন্ন পথিক ভিন্ন ভিন্ন পথে যাইতে থাকিলেও তাহাদের একই উদ্দেশ্য এবং তাহারা এক গন্তব্য স্থানে ক্রমে উপস্থিত হয়, সেইরূপ সাধক ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা-পদ্ধতি অবলম্বন করিলেও

তাঁহাদের সকলের একই উদ্দেশ্য এবং চরমে সকলকেই এক স্থানেই উপস্থিত হইতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মহাভারত-শান্তিপর্ব্বের ১৭৪ অধ্যায়ে কথিত আছে ধর্ম্মের অসংখ্য দ্বার, যে কোন প্রকারে হউক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে উহা কদাপি নিষ্ফল হয় না। মহিম্নস্তবে উক্ত আছে।

"ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাৎ ঋজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥"

"বেদ, সাঙ্খ্য, যোগ, পাশুপত বা বৈষ্ণব, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মত সকল, সরল ও কুটিল পথাবলম্বী সাধকগণের বিবিধ রুচির তারতম্যেই সমুদিত হইয়াছে; পরন্তু, সমুদ্র যেরূপ বিভিন্ন পথাবলম্বী সমস্ত নদনদীর একমাত্র আশ্রয় স্থান তদ্রূপ আপনি ও বিভিন্ন মত সমূহের একমাত্র গম্য তাহাতে সন্দেহ নাই।" অন্য এক মহাত্মা কহিয়াছেন। যথা,—

"আকাশাৎ পতিতং তোয়ং যথা গচ্ছতি সাগরম্।
সর্ব্বমেব নমস্কারঃ কেশবং প্রতি গচ্ছতি॥"

"যেরূপ আকাশ হইতে জল পতিত হইয়া নদনদী দ্বারা একমাত্র সাগরেই মিলিত হয়, সেই রূপ নানাবিধ কল্পিত মূর্ত্তিকে প্রণাম করিলেই সেই এক কেশবকেই (পরম ব্রহ্ম) প্রণাম করা হইয়া থাকে।" গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ প্রদান কালে বলিয়াছিলেন। যথা,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্॥"

"যে যে ভাবে আমাকে (ঈশ্বরকে) ভজনা করে, আমি (ঈশ্বর) তাহাকে সেই ভাবে অনুগ্রহ করি।" এখানে 'মাং' অর্থে ঈশ্বর বুঝিতে হইবে। ভগবান্ কৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন যে ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কোন কার্য্যই করিবে না। যথা তত্রৈব।

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং॥"

অনেকেই সকামী হইয়া উপাসনা ও দানাদি সৎকার্য্য করিয়া উদ্‌যাপনের পরে শ্রীকৃষ্ণ বাক্য স্মরণ করিয়া তৎতৎকার্য্য ফল শ্রীকৃষ্ণে বা শ্রীবিষ্ণুতে অর্পণ করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু সেটী আন্তরিক নহে, কারণ তাহারা সম্পূর্ণ ফলাকাঙ্ক্ষী থাকেন, সে কারণ তাহাদের প্রকৃত সদ্‌গতি হয় না।

সগুণ উপাসনায় পত্র পুষ্প ও ফলাদি প্রদাতব্য। শ্রীকৃষ্ণ উপদেশচ্ছলে বলিয়াছেন। যথা,—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥"

"যে ভক্তি পুরঃসরে আমাকে (ঈশ্বরকে) পত্র, পুষ্প, ফল, ও জল প্রদান করে, তাহা প্রয়তাত্মার ভক্তির উপহার বলিয়া আমি গ্রহণ করি।" ইহা কূর্ম্মপুরাণে উক্ত আছে। যথা,—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং সদারাধনকরণাৎ।
যো মে দদাতি সততং সদা ভক্তঃ প্রিয়ো মম॥"

"যে ব্যক্তি পত্র পুষ্প ফল ও জল প্রদান করতঃ সর্ব্বদা আমার আরাধনা করে, সেই ব্যক্তিকেই আমার প্রিয় ভক্ত বলিয়া জানিবে।"

ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, যেখানেই পত্র পুষ্পাদি ভক্তির সহিত প্রদত্ত হইবে, সেই থানেই তিনি তাহা পাইবেন। যাহার অন্তর-শুদ্ধি হয় নাই তাহার পক্ষে প্রতিমাদিতে ভক্তিপূর্ব্বক পত্র পুষ্পাদি প্রদান বিধেয়। যখন চিত্তশুদ্ধি হইবে তখন তাহার প্রতিমাদির আবশ্যক হইবে না। ঈশ্বরের অংশাবতার মহাত্মা কপিল আপন মাতা দেবহূতীকে তত্ত্বোপদেশ দিবার সময়ে বলিয়াছিলেন। যথা,—

"অর্চ্চাদাবর্চ্চচেত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্নবেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতং॥"
শ্রীমদ্ভাগবতে ৩। ২৯। ২৫॥

"যে মানব স্বকর্ম্মে রত, সে যতদিন না আপনার হৃদয়ে সর্ব্বভূতে অবস্থিত ঈশ্বরকে জ্ঞাত হয়, তাবৎকাল প্রতিমাদি পূজা করিবে।" তবেই দেখা যায় যতদিন ঈশ্বরজ্ঞান না জন্মে, ততদিন বিষয়াসক্ত মানব প্রতিমাদি পূজা করিবে; পরে ঐরূপ করিতে থাকিলে ক্রমে ক্রমে তাহার চিত্তশুদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। যাহার চিত্তশুদ্ধি জন্মিয়াছে তাহার প্রতিমা পূজা নিষ্প্রয়োজন। ভগবান্ কপিলদেব তাঁহার মাতাকে এতদ্বিষয়ে কহিয়াছিলেন। যথা,—

"অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেহর্চ্চাবিড়ম্বনং॥
যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥"
শ্রীমদ্ভাগবতে ৩। ২৯। ২১—২২॥

"আমি (পরমপুরুষ) সর্ব্বভূতে ভূতাত্মার স্বরূপ সদা অবস্থিত। আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যে মানব প্রতিমার ভজনা করে সেই মানব আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই। আর, তাহার সেই প্রতিমা পূজা বিড়ম্বনা মাত্র; সে নিশ্চয় ভস্মে ঘৃত অর্পণ করে।"

চিত্তশুদ্ধি জন্মিলে সাধারণ পত্র পুষ্পাদির আবশ্যক হয় না। তৎকালের উপাসনার পুষ্প অন্যরূপ। বিষ্ণুধর্ম্মে তাহাদের জন্য এইরূপ অষ্টবিধ পুষ্প উক্ত আছে। যথা,—

"অহিংসা প্রথমং পুষ্পং পুষ্পমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
সর্ব্বভূতে দয়া পুষ্পং ক্ষমা পুষ্পং বিশেষতঃ।

শান্তিঃ পুষ্পং তপঃ পুষ্পং ধ্যানং পুষ্পং তথৈব চ।
সত্যমষ্টবিধং পুষ্পং বিষ্ণোঃ প্রীতিকরং ভবেৎ॥”

“সাধকগণ ঈশ্বর পূজার সময়, অহিংসারূপ ১ম পুষ্প, ইন্দ্রিয় নিগ্রহরূপ ২য় পুষ্প, সর্ব্বজীবে দয়ারূপ ৩য় পুষ্প, সর্ব্বজীবে ক্ষমারূপ ৪র্থ পুষ্প, শান্তিরূপ ৫ম পুষ্প, তপস্যারূপ ৬ষ্ঠ পুষ্প, ধ্যানরূপ ৭ম পুষ্প, এবং সত্যরূপ ৮ম পুষ্প, প্রদান করিবে। এই অষ্টবিধ পুষ্পই জগদীশ্বরের বিশেষ প্রীতিকর জানিবে।” ইহা মহানির্ব্বাণতন্ত্রে ৩। ৫২ উক্ত আছে। যথা,—

“গন্ধং দদ্যান্মহীতত্ত্বং পুষ্পমাকাশমেব চ।
ধূপং দদ্যাদ্বায়ুতত্ত্বং দীপং তেজঃ সমর্পয়েৎ।
নৈবেদ্যং তোয়তত্ত্বেন প্রদদ্যাৎ পরমাত্মনে॥”

“মানস পূজায় ভূতত্ত্বকে গন্ধরূপে, আকাশকে পুষ্পরূপে, বায়ুতত্ত্বকে ধূপরূপে, তেজকে দীপরূপে ও জলতত্ত্বকে নৈবেদ্য রূপে কল্পনা করিয়া পরমাত্মাকে অর্পণ করিবে।” তথাচ তত্রৈব। ৫। ১৪৩—১৫১।

“হৃৎপদ্মমাসনং দদ্যাৎ সহস্রারচ্যুতামৃতৈঃ।
পাদ্যং চরণয়োর্দদ্যাৎ মনস্ত্বর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ॥
তেনামৃতেনাচমনং স্নানীয়মপি কল্পয়েৎ।
আকাশতত্ত্বং বসনং গন্ধস্তু গন্ধতত্ত্বকম্॥
চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান্ প্রকল্পয়েৎ।
তেজস্তত্ত্বন্তু দীপার্থে নৈবেদ্যঞ্চ সুধাম্বুধিম্॥
অনাহতধ্বনিং ঘণ্টাং বায়ুতত্ত্বঞ্চ চামরম্।
নৃত্যমিন্দ্রিয়কর্ম্মাণি চাঞ্চল্যং মনসস্তথা॥
পুষ্পং নানাবিধং দদ্যাৎ আত্মনো ভাবসিদ্ধয়ে।
অমায়মনহঙ্কারমরাগমমদস্তথা॥
অমোহকমদম্ভঞ্চ অদ্বেষাক্ষোভকে তথা।
অমাৎসর্য্যমলোভঞ্চ দশ পুষ্পং প্রকীর্ত্তিতম্॥

অহিংসা পরমং পুষ্পং পুষ্পমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
দয়াক্ষমাজ্ঞানপুষ্পং পঞ্চপুষ্পং ততঃ পরম্।
ইতি পঞ্চদশৈঃ পুষ্পৈ-র্ভাবরূপৈঃ প্রপূজয়েৎ॥
সুধাম্বুধিং মাংসশৈলং ভর্জ্জিতং মীনপর্ব্বতম্।
মুদ্রারাশিং সুভক্তঞ্চ ঘৃতাক্তং পায়সং তথা॥
কুলামৃতঞ্চ তৎপুষ্পং পীঠক্ষালনবারি চ।
কামক্রোধৌ বিঘ্নকৃতৌ বলিং দত্ত্বা জপং চরেৎ॥"

"মানস পূজাতে, অষ্টদল হৃদয়কমলকে আসন স্বরূপ প্রদান করিবে। সহস্রারচ্যুত অমৃত দ্বারা দেবীর চরণদ্বয়ে পাদ্য প্রদান করিবে। মনকে অর্ঘ্য স্বরূপ নিবেদন করিবে। উক্ত সহস্রারচ্যুত অমৃত দ্বারাই আচমনীয় ও স্নানীয় জল কল্পনা করিবে। বসন স্বরূপ আকাশতত্ত্ব সমর্পণ করিবে। গন্ধ স্বরূপ গন্ধতত্ত্ব দিবে। চিত্তকে পুষ্প স্বরূপ কল্পনা করিয়া সমর্পণ করিবে। পঞ্চ প্রাণকে ধূপস্বরূপ কল্পনা করিবে। দীপ স্থলে তেজস্তত্ত্ব দিবে। নৈবেদ্যস্বরূপ সুধাম্বুধি সমর্পণ করিবে। অনাহত ধ্বনিকে ঘণ্টা এবং বায়ুতত্ত্বকে চামর কল্পনা করিয়া সমর্পণ করিবে। ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সমুদায় এবং মনের চাঞ্চল্যকে নৃত্য স্বরূপ কল্পনা করিবে। আপনার ভাবশুদ্ধির নিমিত্ত নানা প্রকার ভাবপুষ্প প্রদান করিবে। মায়াভাব, নিরহঙ্কার, রাগশূন্যতা, মদশূন্যতা, মোহশূন্যতা, দম্ভশূন্যতা, দ্বেষশূন্যতা, ক্ষোভশূন্যতা, মাৎসর্য্যশূন্যতা এবং লোভশূন্যতা, দেবীর চরণে সমর্পণ করিবার নিমিত্ত এই দশ প্রকার ভাবপুষ্প প্রশস্ত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ইহার পর অহিংসারূপ পরম পুষ্প, ইন্দ্রিয়নিগ্রহরূপ পরম পুষ্প, ক্ষমারূপ পরম পুষ্প, এবং জ্ঞানরূপ পরম পুষ্প, এই পঞ্চ মহাপুষ্প প্রদান করিবে। এইরূপ পঞ্চদশবিধ ভাবপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া, পরিশেষে মনে মনে সুধার সাগর, মাংসের পর্ব্বত, ভর্জ্জিত মৎস্যের

পর্ব্বত, মুদ্রার রাশি, সুপক্ক ঘৃতাক্ত পায়সরাশি, কুলামৃত অর্থাৎ শক্তিঘটিত অমৃতবিশেষ, কুলপুষ্প ও পীঠক্ষালন বারি দেবীকে প্রদান করিবে। অনন্তর, বিঘ্নকারী কাম ও ক্রোধকে বলি দিয়া, জপ আরম্ভ করিবে।”

সগুণ নির্গুণ উপাসনা সম্বন্ধে এইরূপ নানাপ্রকার শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। উপাসনার পদ্ধতি নানা হই-লেও সকলের উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি-লাভ ও তৎসঙ্গে অন্তে পরব্রহ্মে বিলীন হওয়া। হিন্দু, মহম্মদীয়, য়িহুদি, পারসি, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, অনার্য্য, শবর, গন্দ ও ভীলাদি সকলেই আপনাপন পদ্ধতিতে উপাসনা করিয়া অন্তে মোক্ষ পাইতে পারে। দক্ষিণদেশে বিষ্ণু-আলয়ে যে দ্বাদশ আল্বার (সিদ্ধপুরুষ) দেবত্ব পাইয়া নিত্য পূজা পাইতেছেন, তাহাদের অনেকেই পঞ্চম বর্ণ (অতি নীচজাতি) ছিলেন। তাঁহারা আপনাপন পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা করিয়া দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ঐরূপ দক্ষিণদেশস্থ ৬৩ জন প্রসিদ্ধ শৈব ভক্তের অনেকেই পঞ্চম বর্ণোদ্ভব হইলেও শিবালয়ে ব্রাহ্ম-ণের পূজা পাইতেছেন। কাল হস্তীর বিবরণে কন্নাপন ব্যাধের উপাখ্যান প্রদত্ত হইয়াছে, তিনিও উক্ত ৬৩ জন ভক্তের অন্ত-তম। পাণ্ডার-পূরের ভক্তাগ্রগণ্য তুকারামের নাম কে না বিদিত আছে। তিনি শূদ্র জাতির নীচ্ কুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং কোনও শাস্ত্রীয় উপদেশ পান নাই; তথাপি কেমন ভক্তিমার্গ-প্রভাবে চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। মোক্ষ সামগ্রীটী কোন বর্ণের বা কোন সম্প্র-দায়ের বা কোন মতের নিজস্ব নহে, ইহাতে সকল মানবেরই সমান অধিকার। সুতরাং মত বিরোধ বশতঃ অপরকে দ্বেষ করা অথবা অপরকে অধার্ম্মিক ভাবা কদাচ উচিত নহে।

এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে স্পষ্টই জানা যায় যে, লোকশিক্ষা দিবার জন্যই পরম ভাগবত রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন

অগ্রে শত অশ্বমেধ করিয়া পরে ব্রহ্মমূর্ত্তি স্থাপন করত এই উপদেশ দিয়াছেন যে, সাধারণ মানবে অগ্রে কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া পরে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবে। বিনা কর্ম্মে কখনই চিত্তশুদ্ধি হয় না এবং চিত্তশুদ্ধি না হইলেও ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকারী হওয়া যায় না। এতদ্বিষয়ে কয়েকটী শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত হইতেছে। যথা, গীতা। ৩। ৪।

"ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
নচ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥"

"কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে কেহই নৈষ্কর্ম্ম অর্থাৎ জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয়েন না, পরন্তু চিত্তশুদ্ধি ব্যতিরেকে যদি কেহ কেবল মাত্র কর্ম্মত্যাগ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তাঁহার তাহা কখনই সিদ্ধ হয় না।" তথাচ তত্রৈব। ৩। ৭।

"নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ॥"

"অর্জ্জুন! যতদিন না চিত্তশুদ্ধি হয় তত দিন তুমি নিয়তই কর্ম্ম-রত হইবে, মিথ্যা কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা এইরূপ কর্ম্মকে প্রধান বলিয়া জানিবে।" তথা তত্রৈব। ৩। ২০।

"কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ॥"

"অর্জ্জুন! জনক প্রভৃতি রাজর্ষিগণ অগ্রে কর্ম্ম করিয়া পরে চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।" তথাচ রামগীতা। ৭।

"আদৌ স্ববর্ণাশ্রমবর্ণিতাঃ ক্রিয়াঃ
কৃত্বা সমাসাদিতশুদ্ধমানসঃ।
সমাপ্য তৎপূর্ব্বমুপাত্তসাধনঃ
সমাশ্রয়েৎ সদ্‌গুরুমাত্মলব্ধয়ে॥"

"প্রথমে স্বস্ববর্ণ ও আশ্রম বিহিত ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করিয়া চিত্তশুদ্ধি লাভ হইলে পর সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক তৎসমস্ত

পরিত্যাগ করিবে এবং শমদমাদি সম্পন্ন হইয়া আত্মজ্ঞানের জন্য সদ্‌গুরুর আশ্রয় লইবে।" রামগীতা। ১৭।

"যাবচ্ছরীরাদিষু মায়য়াত্মধী-
স্তাবদ্বিধেয়ো বিধিবাদকর্ম্মণাং।
নেতীতিবাক্যৈরখিলং নিষিধ্য তজ্
জ্ঞাত্বা পরাত্মানমথ ত্যজেৎ ক্রিয়াঃ॥"

"যাবৎ স্থূলদেহাদিতে অবিদ্যাকৃত মায়াবশতঃ আত্মজ্ঞান থাকিবে তাবৎকাল পর্য্যন্ত শাস্ত্রবিধি অনুসারে কর্ম্ম করিতে হইবে; পরে ইহা আত্মা নয়, ইহা আত্মা নয় এইরূপ বিচার দ্বারা সমস্ত পদার্থকে পরিত্যাগ করত বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া, তদনন্তর সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে।"
শ্রীমদ্ভাগবত। ১১। ২০। ৯।

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা॥"

"যতদিন পর্য্যন্ত বৈরাগ্য না জন্মে ততদিন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে।" তথা, মহানির্ব্বাণতন্ত্রে। ১৪। ১০৬।

"অতো বহুবিধং কর্ম্ম কথিতং সাধনান্বিতম্।
প্রবৃত্তয়েঽল্পবোধানাং দুশ্চেষ্টিতনিবৃত্তয়ে॥"

"পার্ব্বতি! অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের অজ্ঞান নাশ হইয়া জ্ঞানের উদয় হইবে বলিয়াই এই সকল নানাবিধ কর্ম্মের কথা বর্ণন করিলাম।" তত্রৈব। ৮। ২৮৬।

"অতঃ কর্ম্মবিধানানি প্রোক্তানি চিত্তশুদ্ধয়ে।
নামরূপং বহুবিধং তদর্থং কল্পিতং ময়া॥"

"পার্ব্বতি! অজ্ঞানী ব্যক্তিদিগের চিত্তশুদ্ধি হইবার জন্যই কর্ম্মবিধি সকলের উল্লেখ করিয়াছি এবং তদুদ্দেশ্য সাধন জন্যই নানাবিধ নাম ও রূপের কল্পনা করিয়াছি।" তথা, কুলার্ণবতন্ত্রে।

"তাবত্তপো ব্রতং তীর্থং জপহোমার্চ্চনাদিকং।
বেদশাস্ত্রাগমকথা যাবত্তত্ত্বং ন বিন্দতি॥"

"যে পর্য্যন্ত জীবের তত্ত্বজ্ঞান না হয়, সেই পর্য্যন্ত তপস্যা, ব্রত, তীর্থযাত্রা, জপ, হোম, দেবার্চ্চনা, বেদ ও আগমশাস্ত্রের কথায় প্রবৃত্ত থাকিবে। বস্তুতঃ তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে আর কিছুরই অপেক্ষা থাকে না।" তথাচ হারীত সংহিতা।

"উভাভ্যামপি পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ।
তথৈব জ্ঞানকর্ম্মভ্যাং প্রাপ্যতে ব্রহ্ম শাশ্বতং॥"

"পক্ষী যেরূপ উভয় পক্ষের সাহায্যে আকাশমার্গে গমন করে, জীব ও তদ্রূপ কর্ম্ম ও জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মকে লাভ করিবে।"

এইরূপ বহুবিধ শাস্ত্র প্রমাণ থাকায় স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, কর্ম্ম সকল কেবল চিত্তশুদ্ধির জনক মাত্র। চিত্তশুদ্ধি লাভ হইলেই জীবগণ মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন, এজন্য অগ্রে কর্ম্ম কাণ্ডের অধীনে থাকিয়া স্বস্ববর্ণ ও আশ্রমের অনুরূপ ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করিবে। মহাত্মা ইন্দ্রদ্যুম্ন নৃপতি ও প্রকারান্তরে এইরূপ উপদেশ দিবার জন্যই অগ্রে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া পরে প্রণবরূপী শ্রীজগন্নাথ-মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন*।

পরমতত্ত্বানুসন্ধিৎসু জ্ঞানিগণে এই মূর্ত্তিকে প্রণবময় ও সাধারণ লোকে ইহাঁকে হস্তপদাদিশূন্য দারুময় মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া থাকে; কিন্তু পরোক্ত লোকেরা ইহা এক বারও ভাবিয়া দেখে না যে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন নৃপতির পুণ্যবলে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া তাহার শিল্পকার্য্যের চরমসীমা স্বরূপ যে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা এরূপ হস্তপদাদি শূন্য হইল কেন? যে বিশ্বকর্ম্মার বিশ্বের কোনও একটী সামান্য কার্য্যের উপর লক্ষ্য করিলেও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়, সেই

* উৎকলখণ্ডের মতানুসারে ইন্দ্রদ্যুম্ন-প্রতিষ্ঠিত শ্রীজগন্নাথদেব চতুর্ভুজ, কিন্তু অপরাপর পুরাণমতে ও প্রত্যক্ষ দৃশ্যে হস্তপদাদি শূন্যই দৃষ্ট হয়। আমাদের প্রবন্ধটীও তদনুসারে লিখিত হইল। পাঠকগণ ইহা পাঠ করিয়া উৎকলখণ্ডের মতের সহিত ইহার বিরোধ উপস্থিত না করেন।

দেবশিল্পী অতি মনোযোগের সহিত যে কার্য্য করিয়াছিল, তাহা এরূপ বিকটাকার হইল কেন? তাহারা যদি একবারও ইহা মনে করিয়া ইহার প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাহাদের মঙ্গল সাধন হইতে পারে, নতুবা আজন্ম কাষ্ঠের জগন্নাথ জ্ঞান করিয়া সহস্রবার দর্শন করিলেও কোন ফললাভ হইতে পারিবে না। ইহা তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষে প্রণব মূর্ত্তি। বিশ্বকর্ম্মা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনটী প্রণব অর্থাৎ তিনটী 'ওঁ'কার লইয়া এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন,* এই জন্যই ইহা বিশ্বকর্ম্মার শিল্পের শেষ সীমা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে ও সেই হেতুই তত্ত্বজ্ঞানিগণ ইহাকে হস্তপদাদি শূন্য সামান্য মূর্ত্তি না দেখিয়া প্রণবমূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। প্রণবাবলম্বনের যে ফল, পুরুষোত্তমক্ষেত্র গমনে ও শ্রীজগন্নাথদেব দর্শনের ও তদনুরূপ ফল কথিত হইয়াছে। তথায় কোনও জাতি-বিচার বা কোনও ব্রতাদি নিয়মের অনুষ্ঠান নাই, অথচ সকলেই তথায় যাইয়া আত্মাকে পবিত্র ভাবিয়া বিচরণ করেন। তথায় বিধিমন্ত্রের অনুষ্ঠান নাই অথচ সেই স্থান পবিত্ররূপে সকলের গ্রাহ্য; সুতরাং প্রণবালম্বনে যে সকল ফল হইয়া থাকে এই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে ও তাহাই দৃষ্ট হয়। অতএব শ্রীজগন্নাথদেব যে প্রণবরূপী পরমাত্মা তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে মানব প্রণবরূপী শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া পুনর্জ্জন্ম লাভ করিবে না অর্থাৎ মুক্ত হইবে,

---

* অনুলোম বিলোমে বাম ও দক্ষিণপার্শ্বে ২টী ওঁকার এবং তদূর্দ্ধে বিপরীতভাবে ১টি ওঁকার; এইরূপে ৩টী ওঁকার যোগে শ্রীশ্রীজগন্নাথমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে; এজন্যই ইহাঁর হস্তপদাদি কিছুই নাই। পাঠকগণ তিনটী ওঁকার বিপর্য্যস্তভাবে লিখিয়া মিলাইয়া দেখিলেই সহজে বুঝিতে পারিবেন।

শাস্ত্রে এইরূপ কথিত আছে; কিন্তু ইহার পরেই উল্লেখ আছে যে, যদি জীব পুনর্ব্বার সংসারে লিপ্ত না হয় তবেই মুক্ত হইবে। যথা,—

"জগন্নাথমুখং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।
সংসারবিষয়ে ঘোরে পুনর্যদি ন লিপ্যতে॥"

"প্রাণিগণ শ্রীজগন্নাথদেবের মুখ দর্শন করিয়া যদি আর সংসারে লিপ্ত না হন, তাহা হইলে তাহাকে আর পুনর্ব্বার সংসারে আসিতে হয় না অর্থাৎ তিনি মুক্ত হইয়া পরমাত্মায় লীন হন।"

যতক্ষণ শরীরে মমতা ও কামনা থাকিবে, ততক্ষণ শত শত বার শ্রীজগন্নাথদেবকে সন্দর্শন করিলেও তাহার মুক্তি হইবে না। মমতা ও কামনা সংসার প্রাপ্তির প্রধান কারণ বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। ভারত যুদ্ধাবসানে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পিতৃরাজ্যে পুনঃস্থাপিত হইয়া শরশয্যায় শয়ান পিতামহ ভীষ্মের নিকট বিস্তৃত রূপে রাজধর্ম্ম, আপদ্ধর্ম্ম এবং মোক্ষধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াও অহঙ্কারের বশীভূত ছিলেন। পরে নানা বিলাপ করতঃ রাজ্যত্যাগ করিয়া বনে যাইতে উদ্যত হইলে শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মরাজের প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া মমতা ও কামনা পরিহার জন্য যে তত্ত্বোপ-দেশ প্রদান করিয়াছিলেন তাহা সকলেরই জ্ঞাতব্য বিবেচনায় এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে শারীরিক ও মানসিক ব্যাধির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া মনের সহায়ে অহংকারকে পরাজয় পূর্ব্বক শোক পরিত্যাগানন্তর সুস্থচিত্ত হইতে উপদেশ দিয়া কহিলেন; "হে ধর্ম্মরাজ! কেবল রাজ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধি লাভ করা কদাপি সম্ভবপর নহে। ইন্দ্রিয় সমুদয়কে পরাজয় করিলেও সিদ্ধিলাভ হয় কিনা সন্দেহ। যহারা রাজ্যাদিবিষয় সমুদায় পরিত্যাগ করিয়াও মনে মনে বিষয়ভোগের বাসনা করে, তাহাদিগের ধর্ম্ম ও সুখ তোমার শত্রুগণ লাভ করুক।

মমতা সংসার প্রাপ্তির ও নির্ম্মমতা ব্রহ্মলাভের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ঐ বিরুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী মমতা ও নির্ম্মমতা লোক সমুদায়ের চিত্তে অলক্ষিত ভাবে অবস্থান পূর্ব্বক পরস্পরকে আক্রমণ ও পরাজয় করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বের অবিনশ্বরতা নিবন্ধন জগতের অস্তিত্ব অবিনশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করেন, প্রাণিগণের দেহ নাশ করিলেও তাঁহাকে হিংসা পাপে লিপ্ত হইতে হয় না; যে ব্যক্তি স্থাবর জঙ্গম সংবলিত সমুদায় জগতে আধিপত্য লাভ করিয়াও মমতা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহাকে কখনই সংসারপাশে বদ্ধ হইতে হয় না। আর যে ব্যক্তি অরণ্যে ফলমূলাদি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিতে না পারে, তাহাকে নিশ্চয়ই সংসারজালে জড়িত হইতে হয়। অতএব ইন্দ্রিয় ও বিষয় সমুদায় মায়াময় বলিয়া নিশ্চয় করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি এই সমুদায়ের প্রতি কিছুমাত্র মমতা না করেন, তিনি নিশ্চয়ই সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হন। কামপরতন্ত্র মূঢ় ব্যক্তিরা কদাচ প্রশংসার আস্পদ হইতে পারে না। কামনা মন হইতে সমুৎপন্ন হয়, উহা সমুদায় প্রবৃত্তির মূল কারণ। যে সমুদায় মহাত্মা বহু জন্মের অভ্যাস বশতঃ কামনাকে অধর্ম্মরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া, ফললাভের বাসনা সহকারে দান, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, ব্রত, যজ্ঞ, বিবিধ নিয়ম, ধ্যানমার্গ ও যোগমার্গ আশ্রয় না করেন, তাঁহারাই এককালে কামনাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন। কামনিগ্রহই যথার্থ ধর্ম্ম ও মোক্ষের বীজস্বরূপ, সন্দেহ নাই।”

শ্রীকৃষ্ণ মমতাশূন্য হইয়া কার্য্য করিতে উপদেশ দিয়াছেন। যাহারা নির্ম্মম হইয়া কর্ম্মযোগ অবলম্বনে চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া হৃদিস্থ শ্রীজগন্নাথ সন্দর্শন করে এবং পুনরায় সংসার মায়ায় আবদ্ধ না হয়, তাহারাই মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে,

অন্যথা নহে। শ্রীপুরুষোত্তমে যাইতে হইলে পথিমধ্যে নানা বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া এবং তৎপরে তথায় উপস্থিত হইয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে হয়। ইহাতে সাধককে জ্ঞাত করা হইতেছে যে, প্রথমে তত্ত্বজ্ঞানের বিঘ্নস্বরূপ সংসারমায়া উত্তীর্ণ হইয়া পরে হৃদিস্থ শ্রীজগন্নাথ সন্দর্শন করিতে সকলেই যত্নবান্ হইবে; পরন্তু তাঁহাকে হৃদয়ে দর্শন করিয়া পুনরায় সংসার মায়ায় লিপ্ত হইবে না। কর্ম্ম করিতে হইলে নির্লিপ্তভাবে করিবে। নির্লিপ্ত ভাবে কর্ম্ম করা যাইতে পারে, তাহার উদাহরণ পুরাতন ইতিহাসে বিরল নহে। রাজর্ষি জনকের কথা অনেকেই অবগত আছেন। তিনি রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন, অথচ যেরূপে তৎফলে লিপ্ত থাকিতেন না, তাহা শ্রীশুকদেবকে উপদেশ দিয়াছিলেন। ইহার বিস্তারিত বিবরণ দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধে ১৫শ অধ্যায় হইতে দ্রষ্টব্য। গ্রন্থবিস্তার ভয়ে তাহা উদ্ধৃত করিলাম না।

অতএব পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্র প্রমাণানুসারে স্পষ্টই জানা যায় যে, যতদিন চিত্ত চাঞ্চল্য থাকিবে, যতদিন নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে অভ্যস্ত না হইবে, যতদিন মন আত্মবশে না আসিয়া আত্মচিন্তা করিতে না পারিবে, তাবৎ কোনরূপ শ্রেয়ঃসাধন হইবে না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁহার লীলাস্থল, তিনি সর্ব্ব বস্তুতেই সদা বিরাজমান, তিনি জলে, স্থলে শূন্যদেশে, সর্ব্বত্র, সর্ব্বভূতে ব্যক্তাব্যক্তরূপে বিদ্যমান আছেন। বাস্তবিকই সমুদায় শাস্ত্রেই তিনি 'নিহিতং গুহায়াং' ও 'হৃদি স্থিতং' বলিয়া কথিত হইয়াছেন। শ্রীজগন্নাথ যেন কোন বহুদ্বারবিশিষ্ট দেবাগারে আবদ্ধ থাকিয়া, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের অভাবে বিরাজ করিতেছেন। যে নামেই তিনি আহূত হউন না কেন; ভক্ত যদি চিত্তচাঞ্চল্য রহিত হইয়া নিষ্কামভাবে অকপট হৃদয়ে তাঁহাকে আহ্বান করিতে থাকে, তবে তিনি তাহা শ্রবণ করিয়া তদুত্তর প্রদান করিবেন এবং তদ্দণ্ডেই আগারের দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে। তখন ভক্ত তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে

অন্তর-দৃষ্টিতে সন্দর্শন করিতে পারিবে। তখন সেই সর্ব্বব্যাপী অসীম ব্রহ্মের সহিত হৃদিস্থ জগন্নাথের সংযোগ স্থাপন করিতে পারিলে, সত্যজ্ঞান উদ্ভূত হইয়া সমস্তই ব্রহ্মময় বলিয়া প্রতীত হইবে। ইহাকেই সার্ব্বজনিক আত্মভাব বলিয়া থাকে এবং তাহাই প্রণবরূপী জগন্নাথ দর্শনের ফল। তখন মমতাভিমান বা জাত্যভিমান থাকিবে না। এমন কি সর্ব্বপ্রকার অভিমান মন হইতে বিদূরিত হইবে। স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া পরহিতে আত্মোৎসর্গ করিবে, পরোপকাররূপ দৃঢ় ব্রত গ্রহণ করিবে। সামান্য ঘটাকাশ যদ্রূপ মহাকাশে মিলিত হয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু যেমন সাগরনীরে বিলীন হইয়া থাকে, জলবুদ্‌বুদ্ যেমন জলেই মিলিত হয়, কাষ্ঠাদি যেমন অগ্নি সংযোগে অগ্নিময় হয়, তদনুরূপ ভক্ত সতত যোগনিরত চিত্তে জগন্নাথকে ভাবিতে ভাবিতে জগন্নাথময় হয়েন। তখন তাঁহার কাম্যাকাম্য কিছুই থাকে না অর্থাৎ যাহা করেন তৎসমস্তই নিস্পৃহ হইয়া করেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে ২৫। ২। কথিত আছে "এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড় ভবতীতি।"

"যে ব্যক্তি ইহা (পরমাত্মা অর্থাৎ হৃদিস্থ জগন্নাথ) দেখিয়া, ইহা ভাবিয়া, ইহা জানিয়া, আত্মায় রত হয়, আত্মাতেই ক্রীড়াশীল হয়, আত্মাই যাহার মিথুন (সহচর), আত্মাই যাহার আনন্দ, সেই ব্যক্তিই আত্মজ্ঞানী হয়।" ইহাই জ্ঞানমার্গের চরম, ইহাই আত্মরতি। ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনীয় ও মঙ্গলকর। এই আত্মরতির পরাকাষ্ঠা 'মহাপ্রসাদ' ভক্ষণে প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই ভাবটী আমরণ থাকা আবশ্যক, তবে মোক্ষের সম্ভাবনা। তজ্জন্যই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

"জগন্নাথমুখং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।
সংসারবিষয়ে ঘোরে পুনর্যদি ন লিপ্যতে ॥"

অতএব এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, শ্রীজগন্নাথের দারুময় মূর্ত্তি অবলোকন করিলেই মুক্তি হইবে না; পরন্তু যাঁহারা সংযতচিত্তে বিশ্বকর্ম্মার অদ্ভুত শিল্পকৌশল পূর্ণ প্রণবরূপ অবলোকন করিবেন তাঁহারাই বৈরাগ্য লাভ করিয়া মুক্ত হইবেন।

পুরীমধ্যে জাতি বিচার নাই এখানে কি ভদ্র, কি ইতর, কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র (চতুবর্ণ) সকলেই একত্রে বসিয়া মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিয়া থাকে*। শূদ্র কিছুমাত্র সঙ্কুচিত না হইয়াই অবলীলাক্রমে ব্রাহ্মণের মুখমধ্যে নিজের উচ্ছিষ্টান্ন প্রদান করে, ব্রাহ্মণও কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহা গ্রহণ করেন। অদ্যাবধি এস্থানে এইরূপ প্রথা প্রচলিত থাকিলেও কয়জন ইহার মূলানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন? মহাপ্রসাদ ভক্ষণে কোনও দোষ নাই ইহা শাস্ত্রে কথিত আছে বলিয়াই সকলে এইস্থানে আসিয়া ঐরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু কয়জন শাস্ত্রবাক্যের সেই নিগূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? জাতিভেদ, কর্ম্মকাণ্ডের পরিপোষক, প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান হইলে আর তাহা স্থান পায় না। যতদিন না তত্ত্বজ্ঞান উদিত হয় ততদিন আমি, তুমি, আমি ব্রাহ্মণ, তুমি শূদ্র ইত্যাদি বোধ থাকে; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান উদিত হইলে সকলই এক বলিয়া বোধ হয়, অতএব তথায় আর জাতিভেদ কিরূপে স্থান পাইতে পারে। ওঁকার স্বরূপ দারুময় ব্রহ্মমূর্ত্তির অবলোকনে যাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় তাঁহার আর জাতিভেদ কোথায়? এজন্যই পুরীমধ্যে জাতিভেদ নাই জাতিভেদ করিতেও শাস্ত্রে নিষেধ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

---

*এক্ষণে, পঞ্চম বর্ণেরা দেবালয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পায় না ইহা আমরা ১৬৪ পৃঃ বলিয়াছি। পূর্ব্বকালে ইহারও বিচার ছিল না। উৎকল খণ্ডোক্ত জগন্নাথ সেবক বিশ্বাবসুই তাহার প্রমাণ।

স্বরূপতত্ত্ব জন্মিলে কেহই অপবিত্র বা বিধিনিষেধের বাধ্য থাকে না, এজন্যই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে এতাদৃশ প্রসাদ ভোজনের নিয়ম প্রচলিত আছে ; ইহা যে কেবল ব্রহ্মজ্ঞানের পরিচারক তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ভাগবতে উক্ত আছে।

"নৈস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ॥"

"যাহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া ত্রিগুণাতীত পথের পথিক হইয়াছেন, তাহাদের পক্ষে কোনও শাস্ত্রীয় বিধি বা নিষেধ কার্য্যকর হয় না।" জ্ঞানসঙ্কলনীতন্ত্র। ৫৭।

"তাবদ্বর্ণং কুলং সর্ব্বং যাবদ্‌জ্ঞানং ন জায়তে।
ব্রহ্মজ্ঞানং পদং জ্ঞাত্বা সর্ব্ববর্ণবিবর্জ্জিতঃ॥"

"যাবৎকাল পর্য্যন্ত জীবের জ্ঞানোদয় না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত, ব্রাহ্মণাদি জাতির বিচার থাকে ; ফলতঃ ব্রহ্মজ্ঞান সমুদিত হইলে সর্ব্ববর্ণবিবর্জ্জিত হইতে হয়।" কুলার্ণবতন্ত্র।

"পরে ব্রহ্মণি বিজ্ঞাতে সমস্তৈর্নিয়মৈরলম্।
তালবৃন্তেন কিং কার্য্যং লব্ধে মলয়মারুতে॥"

"যেরূপ মলয়ানিল বহিতে আরম্ভ করিলে আর তালবৃন্তের আবশ্যক হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে পর আর কোন শাস্ত্রোক্ত নিয়মের প্রয়োজন হয় না।" গীতা। ৪। ৩৭।

"যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥"

"অর্জ্জুন! যেরূপ প্রদীপ্ত বহ্নি সমস্ত কাষ্ঠাদিকে ভস্মসাৎ করিতে সমর্থ হয় সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান, সমস্ত কর্ম্মকে বিনষ্ট করিয়া থাকে।" তথা উত্তর গীতা। ১। ২২।

"জ্ঞানামৃতেন তৃপ্তস্য কৃতকৃত্যস্য যোগিনঃ।
ন চাস্তি কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যমস্তি চেন্নস তত্ত্ববিৎ॥"

"জ্ঞানামৃত পানে সুতৃপ্ত ও কৃতকৃত্য অর্থাৎ আত্মজ্ঞানসাক্ষাৎকারী যোগীর বিধি ও নিষেধ নাই। যদি কেহ অভিনিবেশ

পূর্ব্বক বিধি নিষেধাদির বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করেন তবে তিনি নিশ্চয়ই তত্ত্ববিৎ নহেন।”

এক্ষণে, পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হইতেছে। শাস্ত্রাদিতে শরীরকে পুরী ও ক্ষেত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং জীবাত্মাকে পুরুষ ও পরমাত্মাকে পুরুষোত্তম বলা হইয়াছে। যথা, প্রশ্নোপনিষদি। ৬। ২।

“ইহৈবান্তঃশরীরে সোম্য স পুরুষো যস্মিন্নেতাঃ ষোড়শ কলাঃ প্রভবন্তীতি।”

“হে ভারদ্বাজ! এই পুরু অর্থাৎ পুরীরূপ শরীর মধ্যে তিনি শয়ন করিয়া আছেন বলিয়াই তাঁহাকে পুরুষ কহে। তাহাতেই এই সমস্ত ষোড়শকলা প্রাণাদি উৎপন্ন হয়॥”যথা, গীতা।১৩।১।

“ইদং শরীরং কৌন্তেয়! ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে॥”

“অর্জ্জুন! এই শরীরকেই ক্ষেত্র বলিয়া জানিবে॥”

শঙ্করবিজয়ে ১৩ অধ্যায়ে।

“পুরুসংজ্ঞে শরীরেঽস্মিন্ শয়নাৎ পুরুষো হরিঃ।
শকারোঽস্য ষকারোঽয়ং ব্যত্যয়েন প্রযুজ্যতে॥”

“পুরু অর্থাৎ পুরীরূপ এই শরীরে শয়ন করিয়া থাকেন বলিয়াই আত্মা পুরুশ বলিয়া বিখ্যাত আছেন। এই পুরুষ শব্দ কথনও তালব্যশান্ত কথন বা মূর্দ্ধন্যষান্ত করিয়া পঠিত হইয়া থাকে॥” তথাচ গীতা। ১৩। ২২।

“উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥”

“পুরুষ এই দেহে বিদ্যমান থাকিলেও সর্ব্বদা তিনি স্বতন্ত্র-ভাবে আছেন। কারণ, তিনি উপদ্রষ্টা অনুমন্তা ভোক্তা এবং শ্রুতিতে পরমাত্মা বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছেন*।

* শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্য আত্মা ও দেহের বিভিন্নতা দেখাইবার জন্য অপ-রোক্ষাণুভূতিতে যাহা বলিয়াছেন তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা হইল।

অতএব, পুরুষোত্তম ক্ষেত্র বা পুরী বলিলে পর শরীরকেই লক্ষ্য লইয়া থাকে, এজন্য জীব-দেহকেই লক্ষ্য করিয়া এই

"অহং শব্দেন বিখ্যাত এক এব স্থিতঃ পরঃ।
স্থূলস্ত্বনেকতাং প্রাপ্তঃ কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্॥
অহং দ্রষ্টৃতয়া সিদ্ধো দেহী দৃশ্যতয়া স্থিতঃ।
মমায়মিতি নির্দ্দেশাৎ কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্॥
অহং বিকারহীনস্তু দেহো নিত্যং বিকারবান্।
ইতি প্রতীয়তে সাক্ষাৎ কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্॥
যস্মাৎ পরমিতি শ্রুত্বা তথা পুরুষলক্ষণম্।
বিনির্ণীতং বিমূঢ়েন কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্॥
সর্ব্বং পুরুষ এবেতি যুক্তে পুরুষসংজ্ঞিতে।
অপ্যুচ্যতে যতঃ শ্রুত্বা কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্॥
অসঙ্গঃ পুরুষঃ প্রোক্তো বৃহদারণ্যকেঽপিচ।
অনন্তমলসংশ্লিষ্টঃ কথং স্যাদেহকঃ পুমান্॥
তত্রৈব চ সমাখ্যাতঃ স্বয়ং জ্যোতির্হি পুরুষঃ।
জড়ঃ পরপ্রকাশ্যোঽসৌ কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্॥" ৩১—৩৭॥

"আত্মা অহংশব্দে বিখ্যাত থাকিয়া এক ভাবে অবস্থিত আছেন আর দেহ স্থূলরূপে নানাবিধ, অতএব উক্ত দেহ কিরূপে আত্মা হইতে পারে। অহং দ্রষ্টা ও দেহ দৃশ্য পদার্থ, আর সাধারণত ইহা আমার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, অতএব দেহ কিরূপে আত্মা হইতে পারে। অহং বিকারশূন্য ও দেহ বিকারবিশিষ্ট ইহা প্রত্যক্ষতই দৃষ্ট হইয়া থাকে, অতএব দেহ কিরূপে আত্মা হইতে পারে। সকল পদার্থের পর বলিয়াই আত্মাকে পুরুষ বলিয়া থাকে, অতএব মূঢ়গণ কিরূপে দেহকে আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করে। যখন সমস্ত জড় পদার্থই পুরুষ-সংযুক্ত হইলে পর তবে উপাধিবুদ্ধিতে পুরুষ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়, তখন আত্মা কিরূপে দেহ হইতে পারে। বৃহদারণ্যকোপনিষদে পুরুষকে নির্লিপ্ত বলিয়া কথিত আছে, অতএব অনন্তমল-সংযুক্ত দেহ কিরূপে আত্মা হইতে পারে। যখন উপনিষদে পুরুষকে স্বয়ং প্রকাশ জ্যোতিঃস্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করে, তখন পরপ্রকাশ্য জড় দেহকে কিরূপে আত্মা বলিতে পারি।"

স্থানের এতাদৃশ নামকরণ হইয়াছে। জীব গর্ভ-যাতনাদি নানা-বিধ দুঃখ ভোগ করত এই ভবসাগরমধ্যে নিমগ্ন থাকিয়া যদি প্রণবরূপ ভেলা অবলম্বন করিতে পারে, তবেই ভবসাগর পারে যাইয়া পুরুষোত্তম সমীপে উপস্থিত হইতে পারিবে। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন ও এই উপদেশ দিবার জন্য মকর-নক্রাদি সঙ্কুল ভীষণ সাগর তীরেই প্রণবরূপী পুরুষোত্তম মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন; সুতরাং এইরূপ স্বরূপ জ্ঞানে জগদ্বন্ধু-দর্শন জন্য অত্র সমাগত ব্যক্তিগণের প্রণবালম্বনের ফলপ্রাপ্তি হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং পুরাণে ও এই উদ্দেশেই লিখিত হইয়াছে যে,

"জগন্নাথমুখং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥"

আঠারো নালা পার হইয়া ধ্বজা দর্শনীর যে বিধি আছে তাঁহাতে প্রকাশ করিতেছে যে, কর্ম্ম কাণ্ডে নানা বিঘ্ন বিপত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, যে ব্যক্তি তাহা সংযতচিত্তে উত্তীর্ণ হইতে পারে ও তৎসঙ্গে সঙ্গে যাহার বিবেক উপস্থিত হয়, সেই আত্মস্থ জগন্নাথ সন্দর্শনের অধিকারী।

পুরীমধ্যে শ্রীবিমলা দেবী বিরাজ করিতেছেন ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রবাদ এই বিমলাদেবী প্রসন্না না হইলে কেহ শ্রীজগন্নাথদেবের মূর্ত্তি দেখিতে পান না, এজন্য যাত্রিগণ অগ্রেই বিমলাদেবীর পূজাদি করিয়া পরে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে প্রণবাবলম্বন জন্য যোগাভ্যাসের প্রয়োজন হইলে প্রাণায়াম দ্বারা অগ্রে মূলস্থিতা কুলকুণ্ডলিনীকে জাগরিত করিতে হয়, পরে তিনি জাগ্রত হইলে জীবের আজ্ঞাপুরে গতি হয়, নচেৎ কিছুতেই হয় না; অতএব বিমলাদেবীও কুলকুণ্ডলিনী স্বরূপ শ্রীক্ষেত্রের মূলদেশে অবস্থিতি করিতেছেন।

সর্ব্বত্রই শ্রীলক্ষ্মী ও নারায়ণ একত্রে অবস্থান করেন, কিন্তু এই স্থানে শ্রীলক্ষ্মীদেবীর শ্রীমন্দিরে অবস্থিতি নাই, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রণবাবলম্বী সাধকের ঐশ্বর্য্যের প্রতি কদাপি আসক্তি

থাকে না, এজন্য তৎপ্রাপ্য ব্রহ্মও ঐশ্বর্য্যাধিষ্ঠাত্রীর সহিত মিলিত হন না।

শ্রীক্ষেত্রে অক্ষয়বট থাকিয়া ভগবানের বিরাটমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া দিতেছে। বটবৃক্ষে যেরূপ বহুফল হয় ও তন্মধ্যে নানাবিধ কীট জন্মিয়া থাকে, সেইরূপ ভগবানের প্রতিলোমকূপে এক একটী ব্রহ্মাণ্ড ও তাহার মধ্যে নানাবিধ প্রাণী সকল অবস্থিত কারতেছে। এতদবলম্বী আত্মা নিরন্তর কারণ জলে প্রসুপ্ত থাকেন। তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আকালিক প্রলয়োপলক্ষে প্রলয়-সলিলে ভাসমান মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক আত্মাতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড লক্ষিত হইয়াছে।

পুরীর নিকটে স্বর্গদ্বার, মার্কণ্ডেয় সরোবর, ইন্দ্রদ্যুম্নসর ও শ্বেতগঙ্গাদি যে সমস্ত তীর্থ আছে তাহাতে নানাবিধ কর্ম্ম করিতে হয়। ইহা দ্বারা ও এই উপদেশ পাওয়া যায় যে অগ্রে নানাবিধ কর্ম্ম করিয়া পরে চিত্তশুদ্ধি হইলে প্রণবরূপী পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ লাভ হইয়া থাকে।

এক্ষণে রথযাত্রা ও দোলযাত্রা প্রভৃতির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা লিখিত হইতেছে।

"দোলায়াং দোলগোবিন্দং মঞ্চস্থং মধুসূদনম্।
রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥"

যে মানব দোলার উপর শ্রীগোবিন্দকে, মঞ্চোপরি শ্রীমধুসূদনকে ও রথোপরি শ্রীবামনকে দর্শন করিবে তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হইবে না। এই বচন দ্বারাও তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। "দোলায়াং দোলগোবিন্দং" এই বাক্য দ্বারা, সংশয় রজ্জুতে আবদ্ধ আমাদিগের চিত্তদোলায় সেই পরম পুরুষকে স্থাপন করিয়া ধ্যান করিবার উপদেশ দিয়াছেন। গোবিন্দ শব্দে শাস্ত্রাদিতে যেরূপ অর্থ প্রকাশিত আছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে। গাং বিন্দতীতি গোবিন্দঃ। যদ্বা, গোভি-

র্বাণীভির্বেদান্তবাক্যৈর্বিদ্যাতে যোঽসৌ বিদন্তি যং পুরুষং তত্ত্বজ্ঞা ইতি বা। যথা, মহাভারতে।

"শাশ্বতত্বাদনন্তশ্চ গোবিন্দো বেদনাৎ গবাম্ ॥"

বিষ্ণুপুরাণে।

"গোভিরেব যতো বেদ্যো গোবিন্দঃ সমুদাহৃতঃ ॥"

তথা গৌতমীয়তন্ত্রে। ২ অধ্যায়ে।

"গোশব্দেন জ্ঞানমুক্তিং তেন বিন্দেত তৎপ্রভুম্।
গোশব্দাৎ বেদ ইত্যুক্তস্তে নরা লভতে বিভুম্ ॥"

এই সকল শাস্ত্র বচনে গোবিন্দ শব্দে পরমপুরুষই উক্ত হইয়াছে; অতএব যদি কোনও মনাব সর্ব্বদা নানা বিষয়াদি ভাবনায় চঞ্চল চিত্তরূপ দোলায় তত্ত্বজ্ঞান সাহায্যে গোবিন্দকে (পরমপুরুষকে) একবার স্থাপন করিয়া জ্ঞানচক্ষু দ্বারা সন্দর্শন করিতে সমর্থ হয় এবং তৎপরে আর সংসারে লিপ্ত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে আর পুনর্জ্জন্ম লাভ করিতে হয় না, অর্থাৎ তাহার মুক্তি হয়।

"মঞ্চস্থং মধুসূদনম্।" এই বাক্য দ্বারা এইরূপ উপদেশ পাওয়া যায় যে, মাবগণ স্বীয় হৃদয়মঞ্চে সেই পরমপুরুষকে রক্ষা করিয়াই দর্শন করিবে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে ১১০ অধ্যায়ে মধুসূদন শব্দে এইরূপ অর্থ লিখিত আছে। যথা,—

"সূদনং মধুদৈত্যস্য যস্মাৎ স মধুসূদনঃ।
ইতি সন্তো বদন্তীশং বেদৈর্ভিন্নার্থমীপ্সিতম্ ॥
মধু ক্লীবঞ্চ মাধ্বীকে কৃতকর্ম্মশুভাশুভে।
ভক্তানাং কর্ম্মণাঞ্চৈব সূদনো মধুসূদনঃ ॥
পরিণামাশুভং কর্ম্ম ভ্রান্তানাং মধুরং মধু।
করোতি সূদনং যো হি স এব মধুসূদনঃ ॥"

মধু নামক দৈত্যকে বিনাশ করিয়া ছিলেন বলিয়া পুরাণে ভগবান্‌কে মধুসূদন কহে। কিন্তু, বেদে ইহার প্রকৃত অর্থ এই-

রূপ উক্ত আছে যে, মধু শব্দে শুভাশুভ কর্ম্ম বুঝায়; তাহার কারণ এই যে, কর্ম্ম-সমস্ত পরিণামে অশুভ হইলেও ভ্রান্তগণের নিকট আপাতত মধুর বলিয়া জ্ঞাত হইয়া থাকে। অতএব স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, পুরাণে শুভ ও অশুভ কর্ম্মকে এই-রূপ অসুর বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে। এই শুভ ও অশুভ কর্ম্মকে যিনি নাশ করেন অর্থাৎ যে পরম পুরুষকে বিজ্ঞাত হই-লেই সমস্ত কর্ম্ম দূরীভূত হইয়া যায় তিনিই যথার্থতঃ মধুসূদন নামে বিখ্যাত। অতএব, তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে হৃদয়মঞ্চোপরি সেই পরমপুরুষকে অবস্থান করাইয়া প্রেমবারি দ্বারা অভিষিক্ত করাইতে পারিলেই জীবের আর পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। পরন্তু, যাহারা পুনর্ব্বার সংসারে লিপ্ত হয় তাহাদের ভাগ্যে উক্ত বিমলানন্দ কোনরূপেই সংঘটিত হয় না।

"রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।"

এই বাক্য দ্বারা যেরূপ বাহ্যদৃষ্টিতে শ্রীজগন্নাথদেবকে রথের উপর দেখিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তদ্রূপ অন্তর্দ্দিষ্টিতে দেহরথে সেই পরমাত্মাকে আরোহণ করাইবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। বামন শব্দে ত্রিলোকব্যাপী পরমাত্মাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। বলিকে ছলনা করিবার জন্য বিষ্ণু বামন রূপে অবতীর্ণ হইয়া ত্রিপাদক্রমণে সমস্তই গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া পুরাণে যে বর্ণনা আছে। তাহা,—

"ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোস্যেহাভবৎ পুনঃ।
ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ শাসনানসনে অভি॥"

এই মন্ত্রের ছায়া মাত্র। ব্রহ্মপুরাণেও কথিত আছে।

"এতজ্জগত্রয়ং ক্রান্তং বামনেনেহ দৃশ্যতে।
তস্মাৎ সর্ব্বৈঃ স্মৃতো বিষ্ণুর্বিষধাতুঃ প্রবেশনে॥"

"ভগবান্ বামনমূর্ত্তি দ্বারা এই ত্রিজগৎ আক্রমণ করিয়া রহিয়াছেন বলিয়া এবং বিষধাতুরও প্রবেশ অর্থ, এজন্য তিনি বিষ্ণু বলিয়া বিখ্যাত হইয়া থাকেন।"

এই সমস্ত বাক্য দ্বারা জানা যায় যে পরমপুরুষই বামন নামে খ্যাত হইয়া থাকেন। আর শাস্ত্রে শরীরকেও রথ বলা হইয়াছে। যথা, কঠোপনিষদি। ৩। ৩—৬।

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ান্যাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্ম্মনীষিণঃ॥
যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ॥
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ॥"

"শরীররূপ রথের, আত্মাকে রথী, বুদ্ধিকে সারথি, ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব এবং মনকে প্রগ্রহ বলিয়া জানিবে। যেরূপ দুষ্ট অশ্ব সকল সারথির বশীভূত হয় না, তদ্রূপ যে ব্যক্তি অযুক্ত মন দ্বারা অবিজ্ঞানবান্ অর্থাৎ আত্মবিজ্ঞানে নিশ্চেষ্ট থাকে নিশ্চয়ই তাহার ইন্দ্রিয় সকল ও বশীভূত হয় না; পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি যুক্ত মন দ্বারা বিজ্ঞানবান্ হয়, তাহার ইন্দ্রিয় সকল সারথির সমীপে উত্তম অশ্বের ন্যায় বশীভূত হয়।"

অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, যে ব্যক্তি সেই পরমাত্মাকে দেহরূপ রথে আরূঢ় দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার সংসারে লিপ্ত না হন তাহাকে আর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।

এক্ষণে, এইরূপ সংশয় উপস্থিত হইতে পারে যে, যদি শরীর রূথে আত্মাকে দর্শন করাই শাস্ত্রের অভিপ্রায় হয়, তবে সর্ব্বদাই রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিবে, এইরূপ না কহিয়া, কি

জন্য আষাঢ় মাসের দ্বিতীয়া তিথিতে বিশেষ করিয়া বলিলেন। আত্মা সর্ব্বদাই শরীরারূঢ় আছেন এজন্য এরূপ দৃষ্টান্ত কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে। এতদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে, আষাঢ় মাস মিথুন রাশি, এজন্য উহা মিথুন নামে খ্যাত। দ্রাবিড়ীরা উহাকে স্পষ্টতই মিথুন কহিয়া থাকে। মানবদেহ স্ত্রীপুরুষাত্মক মিথুন হইতে উৎপন্ন হয় সুতরাং আষাঢ় মাসের উল্লেখ করিয়া ঐ নিগূঢ় তত্ত্বই নিরূপিত হইয়াছে। আর দ্বিতীয়া তিথির উল্লেখ দ্বারা ইহা ব্যক্ত করিতেছে যে, মিথুনঘটিত দুইটী জীবের মিলনে অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষের সংযোগেই দেহরূপ রথের উৎপত্তি হয়। অতএব, আষাঢ় মাসে দ্বিতীয়ার উল্লেখ করিয়া অতি নিগূঢ় ভাবে অধ্যাত্ম তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

শ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচা ভবনে অষ্টাহ গমন ও তাহার পর তথা হইতে পুনরাবৃত্তি কেন হয় তাহার তাৎপর্য্য এই যে, অষ্টাহ শব্দে অষ্টাঙ্গ যোগ। সাধক ক্রমে ক্রমে এক এক যোগকে অতিক্রম করিয়া গুণ্ডিচায় অর্থাৎ ব্রহ্মপথে অধিগমন করেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই শরীর-রথের অশ্ব ইন্দ্রিয়গণ, মন প্রগ্রহ, বুদ্ধি সারথি ও আত্মা রথী। আত্মা যতদিন পর্য্যন্ত শরীরী থাকিবেন অর্থাৎ যতদিন না ব্রহ্মপদে লীন হইবেন ততদিন পর্য্যন্ত তাহাকে, অষ্টাঙ্গযোগে সিদ্ধিলাভ করিলেও কর্ম্মের অধীন থাকিতে হইবে এবং কর্ম্মের অধীন থাকিলেই তাহাকে পুনর্ব্বার সংসার পথে আসিতে হইবে। তথাচ গীতা।

"নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥"

"কোনও শরীরী ক্ষণকালের জন্যও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, প্রত্যুত প্রাকৃতিক গুণ সকলকেই অধীনের ন্যায় কার্য্য করাইয়া থাকে।" তথাচ রামগীতা। ৮।

"ক্রিয়া শরীরোদ্ভবহেতুরাদৃতা
প্রিয়াপ্রিয়ৌ তৌ ভবতঃ সুরাগিণঃ।
ধর্ম্মেতরৌ তত্র পুনঃ শরীরকং
পুনঃ ক্রিয়া চক্রবদীর্য্যতে ভবঃ॥"

"সকাম ব্যক্তিগণের ক্রিয়াই শরীরোৎপত্তির কারণ। এই কর্ম্ম হইতেই প্রিয় ও অপ্রিয় ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পরন্তু, ধর্ম্মাধর্ম্মের ভোগজন্য পুনর্ব্বার শরীরোৎপত্তি হইয়া থাকে। আবার যদি শরীরোৎপত্তি হইল তবে তাহাতে ক্রিয়াও অনিবার্য্য। এ জন্যই এই সংসারকে চক্রের ন্যায় কথিত হইয়া থাকে।" এজন্যই শ্রীজগন্নাথ দেবের গুণ্ডিচা ভবনে গমন ও প্রত্যাগমন বর্ণিত হইয়াছে।

পথিমধ্যে খুদীমাসীর ভবনে শ্রীজগন্নাথদেবের যে পৃথুকান্ন-ভোজনের বিধি আছে তাহার তাৎপর্য্য এই যে, বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ে সহোদরা। অবিদ্যাপ্রভব শরীরস্থ আত্মার বিদ্যাই মাসী। অতএব, জীবগণ যখন মোক্ষপথের পান্থ হইয়া যোগমার্গ অবলম্বন করে তখন আহারাদির হ্রাস হইয়া থাকে, পরে যখন ক্রমে যোগোত্তীর্ণ হইবার সময় হয়, তখন নাদচক্র গমন কালে বিদ্যা উদিতা হইয়া সাধককে সহস্রার গলিত সুধা পান করান, সেই দৃষ্টান্ত প্রদর্শনার্থই শ্রীজগন্নাথদেব পথিমধ্যে খুদীমাসীর আলয়ে ভোজন করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদান্তর্গত তৈত্তিরীয় উপনিষদে ভৃগুবল্লীয় পঞ্চ-কোষ বিবেক সম্বন্ধে যে প্রবাদ আছে, তাহারই মর্ম্ম হোরা পঞ্চ-মীতে প্রকাশিত হইয়াছে। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় নাম ভেদে পঞ্চকোষ। এই পঞ্চকোষ পর্য্যন্তই অবিদ্যার অধিকার, ইহার পর জীবের আর কোনও ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ থাকে না, ইহাই পঞ্চমী পর্ব্বে প্রকটীকৃত হইয়াছে। আষাঢ় মাসে দ্বিতীয়ায় শ্রীজগন্নাথদেব গুণ্ডিচায় গমন করিলে

পর শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণস্থ দেবালয়ে পঞ্চ দিবস ব্যাপী যে উৎসব হইয়া থাকে তাহাকে হোরাপঞ্চমী উৎসব কহে। উক্ত পাঁচদিবস নিত্য লক্ষ্মীদেবীকে উৎকৃষ্ট বেশভূষায় ভূষিত করিয়া সমারোহে দেবালয়ের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করান হয়। তৎকালে তাঁহাকে অন্যান্য দেবের সম্মুখে লইয়া যাইয়া অল্পসময় অবস্থিত করান হয়। সেই সময়ে বিমলার দ্বারেও যাইয়া যেন তিনি তাঁহার নিকটে কোন বিষয়ে ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়া থাকেন এইরূপ ভাব প্রকাশ করান হয়। ইহা দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, মোক্ষাভিলাষীর ঐশ্বর্য্যের প্রতি লক্ষ্য থাকে না, পরন্তু ঐশ্বর্য্য তাহাকে মুক্তিমার্গ হইতে ফিরাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়া থাকে। ফলতঃ পরম তত্ত্বজ্ঞানী রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন মানবগণকে প্রকারান্তরে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ দিবার মানসে বাহ্যদৃষ্টে ঐরূপ রথযাত্রাদির সৃষ্টি করিয়াছিলেন, নতুবা যদি ইহা সামান্য অভিপ্রায়ে হইত তাহা হইলে, ভারতস্থ সমস্ত জ্ঞানী ব্যক্তিগণ একবাক্যে ইহাঁর সম্মাননা করিয়া আসিতেন না। প্রকৃত পক্ষে এই জগন্নাথক্ষেত্র কর্ম্মাবলম্বী ও জ্ঞানাবলম্বী উভয়বিধ লোকেরই প্রীতিপ্রদ তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

শ্রীজগন্নাথদেবের নবকলেবর পরিগ্রহোৎসবে এইরূপ পরমতত্ত্ব প্রকাশ পাইতেছে যে, এই পঞ্চভূতাত্মক দেহ নশ্বর কিন্তু দেহী অবিনশ্বর। দেহ জীর্ণ হইলে দেহী তাহা পরিত্যাগ করিয়া অপর দেহ আশ্রয় করেন। শাস্ত্রেও ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। যথা, কঠোপনিষদি। ২। ১৮।

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ
নায়ং কুতশ্চিৎ ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"

"আত্মা কখন জন্মগ্রহণ করেন না, মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন না, এবং বারংবার উৎপন্ন হইয়া বৃদ্ধি লাভও করেন না। তিনি অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ। দেহ বিনষ্ট হইলেও তাহার বিনাশ নাই।" তথাচ গীতা। ২। ২২।

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥"

"যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র ধারণ করে, সেইরূপ আত্মা জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অভিনব দেহ গ্রহণ করিয়া থাকেন।" তথাচ রামগীতা। ৩৫।

"কদাচিদাত্মা ন মৃতো ন জায়তে
ন ক্ষীয়তে নাপি বিবর্দ্ধতেঽমরঃ।
নিরস্তসর্ব্বাতিশয়ঃ সুখাত্মকঃ
স্বয়ংপ্রভঃ সর্ব্বগতোঽয়মদ্বয়ঃ॥"

"আত্মা কখন মরেন না, কখন জন্মেন না, কখন ক্ষীণ হয়েন না, অথবা বৃদ্ধি পান না। তিনি অমর, সর্ব্ব পদার্থ হইতে অতিরিক্ত, অতিশয় সুখাত্মক, স্বয়ংপ্রভ, সর্ব্বগত ও অদ্বিতীয়॥"

এইরূপ শাস্ত্রীয় বচনে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পঞ্চভূতাত্মক দেহ জীর্ণ হইলে দেহস্থিত অব্যয় পুরুষ তাহা ত্যাগ করিয়া অন্য দেহ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

সাধারণতঃ দ্বাদশ বৎসর অন্তে উক্ত উৎসব হইয়া থাকে। এস্থলে দ্বাদশ বৎসরের উল্লেখ দ্বারা দ্বাদশ রাশিচক্রের পরিপূর্ণতা দেখাইয়া সামান্যতঃ মনুষ্যজীবনের একটী কালনির্দ্দেশ করা হইয়াছে মাত্র; সকল দেহীকেই পরিভ্রাম্যমান এই রাশিচক্রের নেমিতে পতিত হইয়া কোন না কোন সময়ে কলেবর ত্যাগ করিতে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীমন্দিরের উত্তরাংশে, অন্তঃ ও বহিঃ প্রাঙ্গণের মধ্যে হস্তীদ্বারের পশ্চিমস্থিত "বৈকুণ্ঠধামের" পশ্চিমে বিস্তৃত চত্বরে নিম্বকাষ্ঠ হইতে নিভৃত ভাবে পঞ্চদশ দিবসে দেবের নূতন কলেবর নির্ম্মিত হয়। তৎকালে দেবের নিত্য সেবা বন্ধ থাকে। মূর্ত্তি নির্ম্মিত ও চিত্রিত হইলে পুরাণ মূর্ত্তি হইতে একমতে ব্রহ্মা প্রদত্ত ব্রহ্মমণি অন্যমতে শবর আনীত কৃষ্ণের বা বুদ্ধের পঞ্জরাস্থি নূতন মূর্ত্তিতে প্রদত্ত হইলে পর উৎসবের সহিত বিগ্রহ চতুষ্টয় শ্রীমন্দিরে নীত হয় এবং তৎকালে পুরাতন মূর্ত্তিকে দগ্ধ করিয়া অথবা সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলা হয়। তাহাতে প্রকাশ পাইতেছে যে, মানবদেহ পঞ্চভূতের সমষ্টি মাত্র। তাহা জীর্ণ হইলে আত্মা তাহা ত্যাগ করিয়া থাকে এবং তাহার পর স্বোপার্জ্জিত কর্ম্মফলে অন্য দেহাদি লাভ করে। যথা, কঠোপনিষদি। ৫। ৭।

"যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম।
যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ॥
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্॥"

"হে গৌতম! জীব মরণান্তে নিজকর্ম্মাদির অনুসারে অন্য কোনও জীবদেহ বা বৃক্ষাদিরূপ জড়দেহ লাভ করিয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই।" তথাচ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি।৫।১০-১২।

"নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্‌যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স যুজ্যতে॥
সংকল্পনস্পর্শনদৃষ্টিমোহৈর্গ্রাসাম্বুবৃষ্ট্যাত্মবিবৃদ্ধজন্ম।
কর্ম্মানুগান্যনুক্রমেণ দেহী স্থানেষু রূপাণ্যভিসংপ্রপদ্যতে॥
স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহূনি চৈব রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্বৃণোতি।
ক্রিয়াগুণৈরাত্মগুণৈশ্চ তেষাং সংযোগহেতুরপরোঽপি দৃষ্টঃ॥"

"আত্মা স্ত্রী, পুরুষ বা ক্লীব কিছুই নহে, তবে যখন যেরূপ শরীর ধারণ করেন তখন, সেইরূপ উপাধি লাভ করিয়া থাকেন।

দেহী আত্মা স্বোপার্জ্জিত কর্ম্মানুসারে, সংকল্প, স্পর্শন, দৃষ্টি ও মোহাদি দ্বারায় পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়া নানাবিধ-রূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকে। আত্মা স্বগুণদ্বারাই কর্ম্মফলানুসারে স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ বহুবিধ দেহ লাভ করিয়া থাকে।"

তথাচ মনু।

"শুভাশুভফলং কর্ম্ম মনোবাগ্দেহসম্ভবম্।
কর্ম্মজা গতয়ো নৃণাং উত্তমাধমমধ্যমাঃ॥"

"মানসিক, বাচনিক ও কায়িক কর্ম্মের শুভাশুভ ফল দ্বারা জীবগণের উত্তম, মধ্যম ও অধম গতি লাভ হইয়া থাকে।"

তথাচ তত্রৈব।

"শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ।
বাচিকৈঃ পক্ষিমৃগতাং মানসৈরন্ত্যজাতিতাম্॥"

"মনুষ্যগণ, শারীরিক কর্ম্মদোষে স্থাবরযোনি, বাচিক কর্ম্ম-দোষে মৃগাদিযোনি ও মানসিক কর্ম্মদোষে অন্ত্যজাতি লাভ করিয়া থাকে।"

এইরূপ নানা শাস্ত্রীয় বচন দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, দেহী পূর্ব্বদেহ ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার কর্ম্মফলে আবার নূতন দেহ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। দেহী দেহ পরিত্যাগ করিলে পর, সাধারণ লোকে হয় তাহাকে দগ্ধ করে, না হয় নদী প্রভৃ-তিতে নিক্ষেপ বা মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করিয়া থাকে। শাস্ত্রাদিতেও সংসারীর দেহকে দগ্ধ করিবার এবং শিশু ও যোগিপ্রভৃতির দেহকে জলসাৎ বা মৃত্তিকাসাৎ করিবার বিধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। পুরাতন কলেবর হইতে ব্রহ্মমণি আনয়নানন্তর নবকলেবর মধ্যে অর্পণ করিয়া অভিষেকান্তে পুনর্ব্বার নব-জন্মোৎসবাদি বিধান দ্বারা স্পষ্টই জানান হইয়াছে যে, আত্মা জীর্ণদেহ-ত্যাগান্তে নবদেহ পরিগ্রহ করিলে পর, পিতা মাতা তাঁহাকে শিশু উপাধিতে ভূষিত করিয়া তাঁহার জাতকর্ম্মাদি

সংস্কার করিয়া থাকে। বস্তুতঃ বিশেষ প্রণিধান পূর্ব্বক আলোচনা করিলে স্পষ্টই জানা যায়, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নবকলেবরোৎসবে মানবজীবনের সর্ব্বব্যাপারই প্রদর্শিত হইয়াছে। এই নিগূঢ় পরমতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে জীবের সর্ব্ব মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই।

নবযৌবন উৎসবে আমরা দুইটি উপদেশ পাইয়া থাকি। পঞ্চভূতের সাম্যতা থাকিলেই আমাদের নশ্বর দেহ ঠিক থাকে; আর কোন কারণে তাহার বৈষম্য ঘটিলে, শরীরের গ্লানি হইয়া থাকে। অযথা স্নানাদি আচরণ করিলে আমাদের শরীরে পীড়া হয়, এবং তাহার পর নিয়ম করিয়া ঔষধ সেবন করিলে গ্লানি বিদূরিত হইয়া পুনর্ব্বার সুস্থতা আইসে। আমরা সকলেই জ্ঞাত আছি যে আমরা নিত্য উৎকৃষ্ট চব্য চোষ্য লেহ্য পেয়াদি ভোজন করিয়া থাকি, সময়ে সময়ে উৎকৃষ্ট চিকিৎসা দ্বারায় ঔষধ সেবন করিতেছি, তথাচ আমরা সদা শারীরিক স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারি না, আবার জরাদি শনৈঃ শনৈঃ আমাদের অগোচরে আমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকে। কিন্তু, যে সকল মহাত্মারা, পার্থিব ভোগ বিসর্জ্জন করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণানন্তর আত্মমন সেই পরব্রহ্মে সমর্পণ করিয়া পরোপকারার্থে যথা ইচ্ছা বিচরণ করিতেছেন, যাঁহারা ভিক্ষালব্ধ তিনটী বা পাঁচটী গ্রাস মাত্র অন্নে দিনাতিপাত করিতেছেন, যাঁহারা মহীরুহতলে অথবা দেবপ্রাঙ্গণে রাত্রি যাপন করেন, ধরিত্রীই যাঁহাদের শয্যা, আকাশই যাহাদের চন্দ্রাতপ, যাঁহারা বিভূতিম্রক্ষণে ও অগ্নির সাহায্যে অন্যের পক্ষে দুর্বিসহ শীত নিবারণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের শরীরকান্তি কি মনোহর! আবার তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা যোগপ্রভাবে আত্মারাম হইয়াছেন, তাঁহারা জীবন্-মুক্ত হইয়া আপন আয়ু পরিবর্দ্ধিত করিয়া থাকেন; জরা তাঁহাদের দেহে কদাচ প্রবেশ করিতে পারে না।

তাদৃশ মহাত্মার সংখ্যা অল্প তাহার আর সন্দেহ নাই। ভূতপূর্ব্ব কাশীর তৈলিঙ্গ-স্বামীর বয়ঃক্রম কেহই জানিত না; তিনি যে কতকাল কাশীতে ছিলেন তাহাও জানা নাই; তবে তাঁহাকে অনেকেই দর্শন করিয়াছেন; তাঁহার কি মনোহর হৃষ্টপুষ্ট শরীর ছিল। গত প্রজাসংখ্যা নির্দ্দেশের সময় স্পষ্টই প্রমাণিত হইয়াছে যে, বঙ্গদেশে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক দীর্ঘজীবী। বঙ্গে ৬০ বৎসরের অধিক বয়স্ক পুরুষের সংখ্যা যেখানে এক সহস্র, স্ত্রীলোকের সংখ্যা তথায় ১৩৮৭ জন। আমাদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকে, বিশেষ বিধবা-সকলে অধিক পরিমাণে ধর্ম্মাচরণে থাকে বলিয়াই উহারা অধিক দীর্ঘজীবী হয় ও উহাদের দেহ কান্তিবিশিষ্ট থাকে। বিশেষ যাঁহারা ব্রহ্মচারিণী হইয়া কালাতিপাত করেন, তাহাদের শরীরে পীড়া প্রায় থাকে না।

ফলতঃ শ্রীজগন্নাথদেবের নবযৌবনোৎসব-ব্যাপার দ্বারা সাধকগণকে ইহাই স্মরণ করাইতেছে যে, প্রথমতঃ যতদিন সংসারে লিপ্ত থাকা যায়, তাবৎ কালই বিষয়-জ্বরে প্রপীড়িত হইতে হয়; পরে ক্রমশঃ শাস্ত্রবিধি-নিয়মরূপ সুচিকিৎসা দ্বারা স্বাস্থ্য লাভ করিয়া যোগমার্গ অবলম্বন করত দেহের নবসংস্কার করিতে হয়। তাহা হইলে তৎকালে পুরাতন দেহের মলিনতা বিদূরিত হইয়া নববিধ সৌন্দর্য্যের আবির্ভাব হয়। এই তত্ত্বটীই দেবের চিত্রকার্য্য দ্বারা প্রকাশ করা হইতেছে। আর আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, নবযৌবনোৎসবের শেষ দিবসে দেবের নেত্র চিত্রিত হয় এবং তাহা হইলেই সমস্ত কার্য্য শেষ হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা ও স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, সাধক তপস্যা নিয়মাদির বশীভূত থাকিলেও যত দিন না তাহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইবে, ততদিন তাহার কোন কর্ম্মেরই শেষ হইবে না; পরে যখন জ্ঞাননেত্র বিকাশিত হইবে তখন তিনি শাস্ত্রাদি বিধির বশীভূত না থাকিয়া যথেচ্ছায় বিচরণ করিতে পারিবেন।

কালিয়দমনোৎসব। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মার্কণ্ডেয় সরোবরের তীরে 'কালিয়দমন' মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। ইহা অবশ্য ব্রজের যমুনাগর্ভস্থ কালিয়নামা সর্পের দমনকালীন বালকৃষ্ণ মূর্ত্তি। বাঙ্গালার অভিনেতৃগণ ইহার অভিনয় করিয়া থাকে। প্রায় বঙ্গবাসী মাত্রে ইহার পৌরাণিক বিবরণ জ্ঞাত আছেন। এই অভিনয়ের অভ্যন্তরে যে পরমতত্ত্ব নিবিষ্ট আছে তাহা একবার দেখা আবশ্যক।

মান্যবর বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন।

"কালীয়দমনের কথাপ্রসঙ্গ মাত্র মহাভারতে নাই। হরিবংশে ও বিষ্ণুপুরাণে আছে। ভাগবতে বিশিষ্টরূপে সম্প্রসারিত হইয়াছে। ইহা উপন্যাস মাত্র, অনৈসর্গিকতায় পরিপূর্ণ। কেবল উপন্যাস নহে, রূপক। রূপকও অতি মনোহর।

"উপন্যাসটী এই। যমুনার এক হ্রদে বা আবর্ত্তে কালিয় নামে এক বিষধর সর্প সপরিবারে বাস করিত। তাহার বহু ফণা। বিষ্ণুপুরাণের মতে তিনটী, হরিবংশের মতে পাঁচটী, ভাগবতের মতে সহস্র। তাহার অনেক স্ত্রী, পুত্র ও পৌত্র ছিল। তাহাদের বিষে সেই আবর্ত্তের জল এমন বিষময় হইয়া উঠিয়াছিল যে, তজ্জন্য নিকটে কেহই থাকিতে পারিত না। অনেক ব্রজবালক ও গোবৎস সেই জল পান করিয়া প্রাণ হারাইত। সেই বিষের জ্বালায়, তীরে কোন তৃণ লতা বৃক্ষাদিও বাঁচিত না। পক্ষিগণও সেই আবর্ত্তের উপর দিয়া উড়িয়া গেলে বিষে জর্জ্জরিত হইয়া জলমধ্যে পতিত হইত। এই মহাসর্পের দমন করিয়া বৃন্দাবনস্থ জীবগণের রক্ষাবিধান, শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত হইল। তিনি উল্লম্ফন পূর্ব্বক হ্রদমধ্যে নিপতিত হইলেন। কালিয়, তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তাহার ফণার উপর আরোহণ করিয়া, বংশীধর গোপবালক, নৃত্য করিতে

লাগিলেন। ভুজঙ্গ সেই নৃত্যে নিপীড়িত হইয়া, রুধির বমন পূর্ব্বক, মুমূর্ষু হইল। তখন তাহার বনিতাগণ কৃষ্ণকে মনুষ্য ভাষায় স্তব করিতে লাগিল। ভাগবতকার তাহাদিগের মুখে যে স্তব বসাইয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া ভুজঙ্গমাঙ্গনাগণকে দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা বলিয়া বোধ হয়। বিষ্ণুপুরাণে তাহাদের মুখনির্গত স্তব বড় মধুর; পড়িয়া বোধ হয়, মনুষ্যপত্নীগণকে কেহ গরলোদ্গারিণী মনে করেন করুন, নাগপত্নীগণ কিন্তু সুধা-বর্ষিণী। অনন্তর, কালিয় নিজেও কৃষ্ণস্তুতি আরম্ভ করিল। শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া কালিয়কে পরিত্যাগ করিয়া, যমুনাপরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদ্রে গিয়া বাস করিতে তাহাকে আদেশ করিলেন। কালিয় সপরিবারে সমুদ্রে গমন করিল। তদবধি যমুনা প্রসন্ন-সলিলা হইলেন।

"এই গেল উপন্যাস। ইহার ভিতর যে রূপক আছে, তাহা এই। এই কলবাহিনী কৃষ্ণসলিলা কালিন্দী অন্ধকারময়ী ঘোর-নাদিনী কালস্রোতস্বতী। ইহার অতি ভয়ঙ্কর আবর্ত্ত আছে। আমরা যে সকলকে দুঃসময় বা বিপৎকাল মনে করি, তাহাই কালস্রোতের আবর্ত্ত। অতি ভীষণ বিষময় মনুষ্য শত্রু সকল এখানে লুক্কায়িত ভাবে বাস করে। ভুজঙ্গের ন্যায় তাহাদের নিভৃত বাস, ভুজঙ্গের ন্যায় তাহাদের কুটিল গতি এবং ভুজঙ্গের ন্যায় তাহাদের অমোঘ বিষ। আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক, এবং আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধ বিশেষে এই ভুজঙ্গের তিন ফণা। আর যদি মনে করা যায়, যে আমাদের ইন্দ্রিয়রতিই সকল অনর্থের মূল, তাহা হইলে, পঞ্চেন্দ্রিয়ভেদে ইহার পাঁচটী ফণা, এবং আমাদের অমঙ্গলের অসংখ্য কারণ আছে, ইহা ভাবিলে ইহার সহস্র ফণা। আমরা ঘোর বিপদাবর্ত্তে এই ভুজঙ্গের বশীভূত হইলে জগদীশ্বরের পাদপদ্ম ব্যতীত, আমাদের উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই। কৃপাপরবশ হইলে, তিনি এই বিষধরকে

পদদলিত করিয়া মনোহর মূর্ত্তি বিকাশ পূর্ব্বক, অভয় বংশী বাদন করেন, তাহা শুনিতে পাইলে জীব আশান্বিত হইয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে। করালনাদিনী কালতরঙ্গিণী ও প্রসন্নসলিলা হয়। এই কৃষ্ণসলিলা ভীমনাদিনী কালস্রোতস্বতীর আবর্ত্ত মধ্যে অমঙ্গল ভুজঙ্গের মস্তকারূঢ় এই অভয় বংশীধর মূর্ত্তি, পুরাণকারের অপূর্ব্ব সৃষ্টি! যে গড়িয়া পূজা করিবে, কে তাহাকে পৌত্তলিক বলিয়া উপহাস করিতে সাহস করিবে।"

উক্ত ব্যাখ্যা অতি মনোহর তাহার আর সন্দেহ নাই, তবে পুরীতে উহার উদ্দেশ্য কিঞ্চিৎ অন্যরূপ। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ভেদে কালত্রয়। শাস্ত্রে কহে "কালস্য কুটিলা গতিঃ" কালের গতি বক্র। সর্পের গতিও কুটিল এজন্য তাহার একটী নাম 'কুটিলগ'। আর্য্য ঋষিরা কালকে সর্প-রূপকে ভূষিত করিয়াছেন। কালে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হইতেছে। কাল সকলকে হরণ করিয়া থাকে এজন্য আর্য্যঋষিরা কালকে সর্ব্বহর বলিয়াছেন। কাল সাধারনতঃ দুরতিক্রম বলিয়া কথিত আছে। মহাভারতে আদিপর্ব্বের অনুক্রমণিকা-পর্ব্বাধ্যায়ে। ২৪৫—২৪৮। ধৃতরাষ্ট্র বিলাপে বিদুর বলিয়াছেন,—

"কালঃ সৃজতি ভূতানি কালঃ সংহরতে প্রজাঃ।
সংহরন্তং প্রজাঃ কালং কালঃ শময়তে পুনঃ॥
কালো হি কুরুতে ভাবান্ সর্ব্বাঁল্লোকে শুভাশুভান্।
কালঃ সংক্ষিপতে সর্ব্বাঃ প্রজা বিসৃজতে পুনঃ॥
কালঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কালো হি দুরতিক্রমঃ।
কালঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু চরত্যবিধৃতঃ সমঃ॥
অতীতানাগতা ভাবা যে চ বর্ত্তন্তি সাম্প্রতম্।
তান্ কালনির্ম্মিতান্ বুদ্ধা ন সংজ্ঞাং হাতুমর্হসি॥"

কালিন্দী ঘোরনাদিনী কালস্রোতস্বতী বলিয়া প্রসিদ্ধা। কালস্রোতস্বতী বলিতে কৃষ্ণসলিলা বুঝায়, অপর পক্ষে কালের

স্রোত। তাহাতে আবার ভীষণ আবর্ত্ত আছে। আবর্ত্তকে পাকচক্র বা ঘুরণ কহে। পদ্মা নদীতে পাকে পড়ার কথা অনেকেই জ্ঞাত থাকিবেন। তাহাতে যেমন বৃহৎ বৃহৎ তরণী বা বৃক্ষাদি পড়িলে, তাহা চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে পাকের মধ্যস্থলে আসিয়া ডুবিয়া যায়, পরে আবার অন্যত্র ভাসিয়া উটে, সেইরূপ জীব কালের আবর্ত্তে পড়িয়া ঘুরিতে ঘুরিতে মৃত্যুমুখে পড়িয়া সহসা অদৃশ্য হয়, আবার কিছু কাল পরে স্বকর্ম্মার্জ্জিত পাপপুণ্যের বশে পুনর্জন্ম লাভ করিয়া ইহলোকে আবির্ভূত হয়। এইরূপ জীবগণ অনন্তকাল হইতে কালের আবর্ত্তে হাবু-ডুবু খাইতেছে। এই নিগূঢ় তত্ত্বটী কৌশলে রূপকরূপে বর্ণনা করিবার জন্যই যমুনাকে শুভাশুভ কর্ম্মের ফলপ্রদ শ্রীধর্ম্মরাজের ভাগিনী বলিয়া অন্যত্র কথিত হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, এই কালচক্রের হাত হইতে নিস্তার পাইবার উপায় আছে কি? সাগর সদৃশ হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করিলে তাহার উপায় অবশ্যই হইতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই।

কালরূপিণী যমুনার গর্ভে তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার স্বরূপ কালিয়* সর্প বাস করিতেছে। সাংসারিক আপদ্ সমূহই তাহার ভীষণ গরল; এই গরলে কেনা জর্জ্জরিত হইতেছে। এই দুরতিক্রম্য কালকে সহসা বশীভূত করা দুষ্কর। কালের মহিমা অনন্ত বলিয়া কোন পুরাণে তিন ফণা, কোথায় বা পাঁচ ফণা অথবা সহস্র ফণা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কালের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের অবিষয়ীভূত হইতে হইবে। তাহা কি প্রকারে সাধিত হইবে? আর্য্যঋষিরা তাহার

---

* কালিয়ঃ, কালায় হিতঃ। কাল+পাণিনিমতে ঘঃ। মুগ্ধবোধমতে ইয়প্রত্যয়ঃ। যদি কোথায় কালীয়ঃ এইরূপ থাকে তবে কাল+ছঃ। মুগ্ধবোধমতে কীয় প্রত্যয় হইবে।

উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া কহিয়াছেন যে, যাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে ; যিনি 'মমতাকে সংসার প্রাপ্তির ও নির্ম্মমতাকে ব্রহ্মলাভের কারণ' বলিয়া জানিয়া, নির্ম্মমতা ও যোগাভ্যাসে কামনা পরাজয় করিয়াছেন ; যিনি সংসারের সমস্ত পদার্থকে সঙ্কল্প সূত্রে আবদ্ধ বলিয়া জানিয়া সঙ্কল্প-জাল ছিন্ন করিয়াছেন ; যিনি সিদ্ধ হউক, অসিদ্ধ হউক, সমান জ্ঞান করিয়া, আসক্তি শূন্য হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ; কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠানে 'ন্যস্ত কর্ম্ম' জ্ঞানানুষ্ঠান দ্বারা যাহার সংশয় ছিন্ন হইয়াছে ; যাহার দ্বেষ নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই ; যিনি কর্ম্মযোগ ও সন্ন্যাস-যোগ একই বলিয়া জ্ঞাত হইয়াছেন ; কর্ম্ম অবশ্য-করণীয় জ্ঞানে, নিষ্কাম হইয়া লোক-শিক্ষার্থে যিনি তাহার সতত অনুষ্ঠান করেন ; যিনি কর্ম্ম করিয়াও নিত্য সন্ন্যাসী অর্থাৎ কর্ম্ম করিয়াও পদ্মপত্র জলের ন্যায় তৎফলে লিপ্ত হন না ; যদ্দ্বারা প্রাণিগণের রক্ষা হয় তাহাই ধর্ম্ম, তদ্ব্যতীত সমস্তই অধর্ম্ম, 'যাহা ধর্ম্মানুমোদিত তাহাই সত্য, যাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ তাহা অসত্য' ইহা জানিয়া যিনি নিঃস্বার্থভাবে সর্ব্বপ্রাণি-হিতকর সত্যব্রতে আত্মমন-জীবন সমর্পণ করিয়াছেন ; যিনি পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ, পর দ্রব্যকে লোষ্ট্রবৎ দেখেন ; যাহার মন হইতে স্তেয়ভাব বিদূরিত হইয়াছে ; যিনি কায়মনোবাক্যে সর্ব্ব জীবের হিত-কামনা করিয়া থাকেন ; যিনি যোগযুক্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়াছেন ; যিনি বিবেক-বুদ্ধিতে কর্ম্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করেন ; যিনি অজ, নিত্য, অব্যয়, বিশ্বের কারণ, সচ্চিদানন্দ, পুরুষোত্তম জগন্নাথকে সর্ব্বভূতের অন্তঃকরণে আত্মারূপে অবস্থিত এবং উপাসনার জন্য বহু হইলেও সমস্ত আরাধ্যদেবকে অভিন্ন জ্ঞানে ভক্তিসহকারে উপাসনা করেন ; যিনি তদ্গতপ্রাণ হইয়া ন্যায়োপেত শ্রুত্যাদিপ্রমাণ দ্বারা অজ্ঞব্যক্তি সমূহকে ঈশ্বরের একত্ব বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান বিতরণ ও কার্ত্তন করতঃ নিত্য আনন্দানুভব করেন ;

যিনি, সর্ব্বভূতে পরমাত্মা ও পরমাত্মায় সর্ব্বভূত, সমভাবে সদা জ্ঞান দৃষ্টিতে সংদর্শন করেন; যাহার আত্মানাত্ম-বিষয়ক ভেদ-জ্ঞান একেবারে তিরোহিত হইয়াছে; যিনি বিদ্যা ও বিনয়-যুক্ত ব্রাহ্মণে, গাভিতে, হস্তিতে, কুক্কুরে ও শ্বপাকে, একই ভাব অবলোকন করেন; অধিক কি, আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্তে যাহার একই ভাব হইয়াছে; তাদৃশ মানব ইহলোকে সংসার জয় করিয়া জীবন্মুক্ত ও সদানন্দ হইয়া বিচরণ করেন এবং ক্রমে ক্রমে ক্ষীণকর্ম্মা হইয়া দেহান্তে,"জলবিম্ব যেমন জলে উদয় হইয়া জলে মিশিয়া যায়," তদ্রূপ অজ, নিত্য, অব্যয়, বাক্য-মনের অগোচর, সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্মে মিলিয়া যাইবে। তাহার পুনরাবৃত্তি আর হইবে না। তাহা হইলেই তাহার কালকে অতিক্রম করা হইবে। এজন্যই কালীয়ের দলন কল্পিত হইয়াছে। অনন্তর, বালকৃষ্ণ বলিবার তাৎপর্য্য বলিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ সকল জীবে অন্তরাত্মা রূপে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাকে 'বাল' বিশেষণে বিভূষিত করিবার অভিপ্রায় যে বালকের চিত্ত শুদ্ধ নির্ম্মল এবং আনন্দময়। এজন্য শ্রীবালকৃষ্ণে বুঝিতেছি যে অন্তরাত্মা শুদ্ধ নির্ম্মল ও আনন্দময় হইয়াছেন। আশার নিবৃত্তি হইলেই আনন্দের উদয় হয়। আনন্দের প্রধান লক্ষণ নৃত্য। নৃত্যে আনন্দ অভিব্যক্ত হয়। ব্যোমকেশ শূলীর একটী নাম সদানন্দ; তিনি সদাই ডম্বুরু বাজাইয়া নৃত্য করিয়া থাকেন। নারদঋষি সদা পরমানন্দে বীণাহস্তে নৃত্য করিয়া হরিগুণ গাইয়া থাকেন। পুরাণে দেখা যায় যে, শম্ভু-নিশম্ভু অসুর দ্বয় নিপতিত হইলে পরমারাধ্যা কালী আনন্দে এরূপ নৃত্য করেন যে তাহাতে বিশ্ব রসাতলে যাইবার উপক্রম হয়; তখন সদাশিব তাঁহাকে বিরত করিতে স্বয়ং শবরূপে পতিত হয়েন; দেবী নৃত্যের আবেশে আপন পতির উপর উঠিয়াই লজ্জাবশে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই মূর্ত্তি অদ্যাবধি বাঙ্গালায় কালী উপাসকেরা

সাদরে পূজা করিয়া থাকে। রামায়ণে দেখিতে পাই যে রাঘব কর্ত্তৃক দশমুণ্ড নিপাতিত হইলে, বানর সেনা আনন্দে নৃত্য করিয়াছিল। মহাভারতে ঘটোৎকচ বধাধ্যায়ে দৃষ্ট হয় যে কর্ণ 'এক পুরুষঘাতিনী' অমোঘ শক্তি প্রহারে ঘটোৎকচকে নিপাত করিলে পাণ্ডবেরা শোককাতর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কিন্তু পার্থ-সারথি শ্রীকৃষ্ণ সিংহনাদ ও বাহুর আস্ফোটন করিয়া রথের উপর নাচিতে থাকেন। অর্জ্জুন তাঁহাকে নৃত্য করিতে দেখিয়া কহিলেন 'সখে, ব্যাপার, কি ? এরূপ শোকের সময়ে কিজন্য এত নৃত্য করিতেছ ?' শ্রীকৃষ্ণ দ্বিগুণ উল্লাসে বাহুর আস্ফোটন করিয়া কহিলেন,"কর্ণের নিকট যে অমোঘ 'এক ঘাতিনী' শক্তি ছিল, যাহা তোমার বধের জন্য সযত্নে এতাবৎকাল রক্ষিত ছিল, তাহা এই মাত্র ঘটোৎকচের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে। ঘটোৎকচ মরিল বটে, কিন্তু এখন তুমি নির্ভয়ে কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে জানিয়া আমি আনন্দে বিভোর হইয়াছি, তাই নৃত্য করিতেছি।"* ভারতযুদ্ধে অপর অনেকানেক মহরথীরা সমরে অরাতি নিপাত করিয়া আনন্দে ধনুক হস্তে নৃত্য করিতেন বলিয়া কথিত হয়। নদিয়ার শ্রীনিমাই-চৈতন্য ভগবানের অবতার বলিয়া কথিত আছেন ; তিনি আনন্দে নৃত্য করিতেন ইহা অনেকেই জানে। অমিয়-নিমাই-চরিত-রচয়িতা এতৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, "নিমাই নৃত্য করিতেন কেন ? সেই দিগ্বিজয়ী

---

* যথা, মহাভারতে দ্রোণপর্ব্বণি। ১৭৮। ১—৩।

"হৈড়িম্বং নিহতং দৃষ্ট্বা বিশীর্ণমিব পর্ব্বতম্।
বভূবুঃ পাণ্ডবাঃ সর্ব্বে শোকবাষ্পাকুলেক্ষণাঃ॥
বাসুদেবস্তু হর্ষেণ মহতাভিপরিপ্লুতঃ।
ননাদ সিংহনাদঞ্চ পর্য্যষজত ফাল্গুনম্॥
স বিনদ্য মহানাদমভীষূন্ সংনিয়ম্য চ।
ননর্ত্ত হর্ষসংবীতো বাতোদ্ধূত ইব দ্রুমঃ॥"

পণ্ডিত, যিনি পৃথিবীকে সরা জ্ঞান করিতেন, যিনি চিরদিন অন্যকে বিদ্রূপ করিয়া আসিয়াছেন, আজ তিনি নৃত্যরূপ চপলতা করিয়া লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হইতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না কেন? ইহার উত্তর আমরা কি দিব? নিমাইয়ের সহজ জ্ঞান ছিল না। নিমাই ভক্তভাবে আনন্দে নাচিতেছেন, শরীরে এত আনন্দ হইয়াছে যে, উহা শরীরে ধরিতেছে না, তাই উঠিয়া আহ্লাদে নাচিতেছেন। আপনারা কি শুনেন নাই যে মনুষ্য অতি আহ্লাদে নাচিয়া থাকে? অতি আনন্দের নৃত্য করা একটি প্রধান লক্ষণ। নিমাইয়ের অতি আনন্দ হইয়াছে তাই নৃত্য করিতেছেন।

"নিমাইয়ের অতি আনন্দ কেন হইয়াছে? শ্রীভগবানের নাম কি গুণ কীর্ত্তন শুনিয়া এই আনন্দ হইয়াছে। নিমাইয়ের আনন্দের পরিমাণ কি? সেই আনন্দের পরিমাণ নাই। যে ব্যক্তি বিদ্বজ্জন সমাজে সর্ব্বপ্রধান ও অতি অভিমানী, সেই নিমাই পণ্ডিত, সর্ব্ব সমক্ষে, লজ্জা পরিহার করিয়া, বালকের ন্যায় নৃত্য করিতেছেন। শ্রীভগবান্ আনন্দময়, সুতরাং নৃত্যকারী; তিনি যেমন আনন্দময় তাঁহার সেবাও তেমনি সুখময়; ইহা জীবগণ নিমাইয়ের কাছে শিক্ষা করিল। সেই যে নিমাই উদ্ধত ও মধুর নৃত্য করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট শিখিয়া বৈষ্ণবগণ এথনও সংকীর্ত্তনে নৃত্য করিয়া থাকেন। তবে নিমাই আনন্দের নিমিত্ত নৃত্য করিতেন, এথন অনেকে নৃত্য করিয়া আনন্দ ভোগ করেন। নিমাইয়ের অগ্রে আনন্দ, পরে নৃত্য। এথনকার অনেকের আগে নৃত্য, পরে আনন্দ। নিমাই আনন্দে দুই বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতেছেন। নিমাইয়ের সঙ্গীগণ নিমাইয়ের আনন্দ উপভোগ করিতেছেন।"

✔ আনন্দে নৃত্য করা সম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। বালকেরা আনন্দে নৃত্য করিয়া থাকে।

বালকের ন্যায় সরলবুদ্ধি কৃষ্ণরূপী অন্তরাত্মা কালপরাজয়রূপ আশা-নিবৃত্তি এবং কামনা-সিদ্ধি হওয়ায় আনন্দে নৃত্য করিয়া থাকেন। তাহাই শ্রীবাল-কৃষ্ণের কালিয়দমন রূপকে পুরাণকারেরা কীর্ত্তন করিয়াছেন। সেই কালিয়দমন-শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তিদর্শনে ও বাৎসরিক উৎসবে মায়াবিমুগ্ধ মানবকে এই পরমতত্ত্ব স্মরণ করাইতেছে যে, "হে মূঢ় মানব! আর কতকাল মোহে ভ্রান্ত হইয়া সংসারে আবদ্ধ থাকিয়া বারংবার যাতায়াত করিবে? যত শীঘ্র পার মহাজনপ্রদর্শিত ও তদনুষ্ঠিত পথের অনুসরণ করিয়া কাল অতিক্রম করিতে সতত যত্নবান্ হও। যদি তুমি সর্ব্বপ্রাণির হিতকর কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কেবল জপাদি কার্য্য দ্বারা কে কামনা জয় করিতে চেষ্টা কর, তবে কামনা অভিমান রূপে তোমার মনে আবির্ভূত হইয়া তোমার সমস্ত কার্য্য বিফল করিবে। যদি তুমি কেবল বিবিধ জ্ঞানানুষ্ঠান দ্বারা তাহাকে পরাজয় করিতে চেষ্টা কর, সে তোমার মনে জঙ্গম মধ্যগত জীবাত্মার ন্যায় ব্যক্তরূপে উদিত হইবে। যদি কেবল বেদোক্ত সমালোচনার দ্বারা তাহাকে শাসন করিতে যত্ন কর, সে তোমার মনে স্থাবরান্তর্গত জীবাত্মার ন্যায় অব্যক্তরূপে অবস্থান করিবে। যদি কেবল ধৈর্য্য দ্বারা তাহাকে জয় করিবার প্রয়াস পাও, সে কখনই তোমার মন হইতে অপনীত হইবে না। যদি কেবল অরণ্যে যাইয়া ফলমূলাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ ও তপস্যা দ্বারা তাহাকে পরাজয় করিতে যত্নবান্ হও, সে তোমার তপস্যাতেই প্রাদুর্ভূত হইবে। মোক্ষার্থী হইলেও যদি কামনা পরিপূর্ণ-চিত্ত হইয়া তাহাকে জয় করিতে বাসনা কর, সে তোমাকে লক্ষ্য করিয়া নৃত্য ও উপহাস করিবে। কিন্তু যদি নির্ম্মম নিরহঙ্কার হইয়া সর্ব্বপ্রাণি-হিতকর সত্যব্রতে জীবন সমর্পণ কর তাহা হইলেই কামনাকে পরাজয় করিয়া ক্ষীণকর্ম্ম হইয়া কালের মস্তকোপরি নৃত্য করিতে পারিবে, অন্যথা কালের

অতীত হইতে পারিবে না, পুনঃ পুনঃ ইহ সংসারে আসিতে ও যাইতে হইবে। তখন দুঃখের অবধি থাকিবে না। এখনও সতর্ক হও, এখনও সময় আছে, এ অবসর অবহেলায় হারাইও না।”

ইহাই বালকৃষ্ণের কালিয়দমন মূর্ত্তি সন্দর্শনের ফল। যিনি ইহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন, তিনি ক্রমে ক্রমে আত্মোন্নতি করিবেন, ইহাই সম্ভবপর। পুরাণকারদিগের শ্রীকৃষ্ণের কালিয়-দমনরূপক-সৃষ্টি, অপূর্ব্ব কল্পনায় পরিচায়ক। হিন্দু শাস্ত্রকারেরা আধ্যাত্মিক তত্ত্বের চরম সীমায় উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা সমস্ত অমূল্য তত্ত্বগুলিকে নানাবিধ রূপক অবলম্বনে প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়া গিয়াছেন। যাহা আপাতত আমাদের বোধের অগম্য অর্থহীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহার অভ্যন্তরে অতি গূঢ় উপদেশ থাকা সম্ভব। শাস্ত্র অতি পবিত্র সমগ্রী। পবিত্রভাবে তাহার গূঢ়ার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সকলেরই যথাযোগ্য যত্ন করা আবশ্যক। দুঃখের বিষয় অনেকে শাস্ত্রীয় পুস্তকের মর্ম্ম না বুঝিয়াই তৎপ্রতি অশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন।

উত্থান একাদশী, পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও শয়ন একাদশী উৎসব-ত্রয়ের দ্বারা সাধককে এই তত্ত্ব স্মরণ করাইতেছে যে, এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ভেদে এবং সমস্ত জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিভেদে তিন অবস্থা। ভগবান্ বেদব্যাস ব্রহ্মনির্দ্দেশ করিতে যাইয়াও “জন্মাদ্যস্য যতঃ” এই সূত্র দ্বারাই বিশ্বের উৎপত্তি স্থিতি ও লয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। উৎপত্তিশীল বস্তু মাত্রেরই স্থিতি ও লয় আছে ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অতএব এই বিশ্বের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় যাহা হইতে হইতেছে, তিনিই ব্রহ্ম। উত্থান, পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও শয়নের বিধান দ্বারা ও বিশ্বের ত্রিবিধ অবস্থা এবং তৎসমুদয় শ্রীজগন্নাথদেবে আরোপিত করিয়া তাঁহাকেই প্রকারান্তরে পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে।

ভগবান্ নারায়ণ কল্পের আদিতে পুনর্ব্বার প্রজা সৃষ্টি করিতে

অভিলাষী হইয়া ব্রহ্মারূপে অবতীর্ণ হয়েন এবং তৎপরে ক্রমশঃ সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করেন। যথা, শতপথব্রাহ্মণে। ২। ৬। "সোঽকাময়ত বহুঃ স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বং অসৃজত।"

"তিনি কামনা করিলেন, আমি প্রজা সৃষ্টির জন্য বহু হইব। তিনি তপস্যা (চিত্ত সমাহিত করিয়া স্বশক্তি-সমূহের অনুশীলন) করিলেন। অনন্তর, তপস্যা করিয়া এই সমস্ত বিশ্বের সৃষ্টি করিলেন।" এই শ্রুতিটী তৈত্তিরীয় উপনিষদে ২ বল্লীর ৬ অনুবাকেও দৃষ্ট হয়। তথা, বিষ্ণুপুরাণে। ১। ৪। ১—২।

মৈত্রেয় উবাচ।

"ব্রহ্মা নারায়ণাখ্যোঽসৌ কল্পাদৌ ভগবান্ যথা।
সসর্জ্জ সর্ব্বভূতানি তদাচক্ষ্ব মহামুনে! ॥

পরাশর উবাচ।

প্রজাঃ সসর্জ্জ ভগবান্ ব্রহ্মা নারায়ণাত্মকঃ।
প্রজাপতিপতির্দেবো যথা তন্মে নিশাময় ॥" ইত্যাদি।

মৈত্রেয় কহিলেন, মুনে! ব্রহ্মরূপী নারায়ণ কল্পাদিতে যেরূপে সমস্ত ভূতগণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা আমাকে বলুন। পরাশর কহিলেন, মৈত্রেয়! সেই নারায়ণ ব্রহ্মা যেরূপে প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা আমি তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর।"

এই সকল বচন দ্বারা ভগবান্ যে ব্রহ্মামূর্ত্তিতে কল্পাদিতে সমস্ত বস্তুর সৃষ্টি করিয়া থাকেন তাহা প্রমাণিত হইল। নারায়ণ কল্পের আদিতে একাদশীয় নিদ্রা ত্যাগপূর্ব্বক উত্থিত হন বলিয়াই উত্থান একাদশী কহে। অতএব, ইহা দ্বারা সাধকগণকে বিশ্বের উৎপত্তি অবস্থার (অর্থাৎ বিশ্বের ব্যক্তাবস্থার) এবং জীবের জাগ্রদবস্থার বিষয়ই স্মরণ করাইয়া দিতেছে। এইরূপ পার্শ্বপরিবর্ত্তন দ্বারা বিশ্বের স্থিতিত্ব ও সর্ব্ব জীবের স্বপ্নাবস্থা স্মরণ করাইতেছে। যথা, কৃত্যতত্ত্বধৃতবচন।

"দেবদেব জগন্নাথ কল্পানাং পরিবর্ত্তক।
পরিবর্ত্তমিদং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্॥
যদৃচ্ছাচেষ্টিতৈরেব জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিভিঃ।
জগদ্ধিতায় সুপ্তোঽসি পার্শ্বেন পরিবর্ত্তয়॥"

এই বচনে স্পষ্টই জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তির কথা উল্লেখ আছে। অতএব এই উৎসবের দ্বারা যে জীবের স্বপ্নাবস্থার স্মরণ করাইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; পরন্তু এই অবস্থা জাগ্রৎ ও সুষুপ্তির মধ্যাবস্থা বলিয়া ইহাতে মানসিক কার্য্যের একেবারে লোপ হয় না; এই অবস্থাতে ও মানসিক বৃত্তি সকল কার্য্য করিয়া থাকে, অতএব ইহা দ্বারা আমরা বিশ্বের স্থিতিত্বের অনুমানও করিতে পারি।

শয়ন একাদশী উৎসবের দ্বারা বিশ্বের প্রলয়াবস্থার ও সমস্ত জীবের সুষুপ্তি অবস্থার স্মরণ করাইতেছে। এই সময় ভগবান্ সমুদ্রমধ্যে শেষপর্য্যঙ্কে নিশ্চেষ্টভাবে শয়ান থাকেন। যথা, বামনপুরাণবচন।

"একাদশ্যাং জগৎস্বামিশয়নং পরিকল্পয়েৎ।
শেষাহিভোগপর্য্যঙ্কং কৃত্বা সংপূজ্য কেশবম্॥"
ইত্যাদি।

শেষের অপর নাম অনন্ত; কালেরও আদি এবং অন্ত নাই এজন্য কালও অনন্ত। সর্প কুণ্ডলীকৃত হইলে তাহার আদি ও অন্ত থাকে না, এজন্য সর্পের সহিত কালের তুলনা সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বমতে বিদ্যমান আছে। এই শেষ পর্য্যঙ্কের উপর নারায়ণ শয়ন করেন, এইরূপ পুরাণে বর্ণিত আছে। নার শব্দে জল, এই জল ভগবানের আশ্রয় স্থান বলিয়াই তাহাকে নারায়ণ কহে। যথা, বিষ্ণুপুরাণে। ১। ৪। ৬।

"আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পরম-পুরুষ হইতেই কারণ-বারির উদ্ভব এবং সেই কারণ-বারিই আবার তাহার আশ্রয় স্থান। এজন্য তাহার নাম নারায়ণ। ফলতঃ প্রলয়কালে, অনন্ত, কারণ-বারিও নারায়ণের সত্ত্বায় ইহাই জানা যাইতেছে যে, সমস্ত বস্তুর নাশ হইলে, কাল ও সর্ব্বকারণবীজ স্বরূপ বারি ভগবানকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান থাকে। এই সময় অন্য কোনও কার্য্য থাকেনা বলিয়া বিশ্বের অব্যক্তাবস্থা ও জীবের সুষুপ্তি অবস্থা অনুমান করা যাইতে পারে।

রাসযাত্রোৎসবের কোন বিশেষ তত্ত্ব আছে কি না, তাহা জ্ঞাত নহি। তবে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার বৈষ্ণবে যে ভাবে ইহাকে বুঝিয়া থাকেন, তাহা সংগত বলিয়া বোধ হয় না। তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্মের অবতার বলিয়া থাকেন অথচ তাঁহাকে পরদারাভিগমনাপবাদে কলুষিত করিতে কুণ্ঠিত নহেন, ইহাই আশ্চর্য্য। কৈশোর কৃষ্ণ বৃন্দাবনে গোপবালিকাগণের সহিত হাত ধরিয়া মণ্ডলীরূপে নৃত্য ও গান করিয়া থাকিবেন। বিষ্ণুপুরাণে ৫।১৩।২৩ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী রাস শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, "অন্যোন্যব্যতিষক্তহস্তানাং স্ত্রীপুংসানাং গায়তাং মণ্ডলীরূপেণ ভ্রমতাং নৃত্যবিনোদো রাসো নাম। তথাচ ভরতঃ। অনেকনর্ত্তকীযোগ্যং চিত্রতাললয়ান্বিতম্। আচতুঃ-ষষ্টিযুগ্মত্বাদ্রাসকং মসৃণোদ্ধতমিতি॥" তথা ভাগবতের ১০।৩৩।২। শ্লোকে বলিয়াছেন যে, "রাসো নাম বহুনর্ত্তকীযুক্তনৃত্যবিশেষঃ॥" ইহার অর্থ, স্ত্রীপুরুষে পরস্পরে হস্ত ধরিয়া গান করিতে করিতে মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণপূর্ব্বক যে নৃত্য করা, তাহাকে 'রাস' কহে। শ্রীধরস্বামীর মতে 'রাস' একটা ক্রীড়া মাত্র; উহাতে আদি রসের বিন্দুবিসর্গ নাই। বালক বালিকাদিগকে এরূপ মণ্ডলাকারে পরস্পরে হাত ধরিয়া আনন্দে নাচিতে ও গাইতে দেখা যায়। কর্ণেল ডাল্টন্ সাহেব জঙ্গল মহলে কোল গণ্ড

প্রভৃতি পাহাড়ীদের মধ্যে যুবক যুবতীদিগকে এইরূপে নৃত্য করিতে দেখিয়াছেন। পুরাকালে যখন এপ্রদেশে অবরোধ প্রথা ছিল না, তখন স্ত্রীপুরুষে যে হাত ধরিয়া মণ্ডলাকারে গান ও নৃত্য করিত, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আমরা স্বচক্ষে দ্রাবিড়দেশে বিবাহে, পুষ্পোৎসবে ও উপবীতোৎসবাদিতে আহুত হইয়া দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ-স্ত্রীপুরুষদিগকে একত্রে সভায় বসিয়া গাইতে দেখিয়াছি[১]। তখন এক প্রকার বলা যাইতে পারে যে, পুরাকালে এ প্রদেশে একসময়ে স্ত্রীপুরুষে রাসক্রীড়া করিত। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আপন কৃষ্ণচরিতের দ্বিতীয় খণ্ডের পঞ্চম হইতে দশম পরিচ্ছেদে রাসলীলার সদ্ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা বঙ্গবাসী মাত্রের দেখা কর্ত্তব্য। যে শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্মের অবতার বলিয়া আরাধ্য; যিনি এই ভূমণ্ডলে ধর্ম্মের হানি ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইলে, সাধুগণের পরিত্রাণ এবং দুষ্ট-কর্ম্মকারিদের বিনাশ করিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েন[২]; যিনি বেদবেদাঙ্গ বেত্তা, বলশালী,[৩] তপস্বী,[৪]

১। দ্রাবিড়ী দিগের আচার ব্যবহার গুলি লিপি বদ্ধ করা হইয়াছে। তাহা সময়ে প্রকাশ করিবার অভিপ্রায় থাকিল।

২। গীতা। ৪। ৭-৮।

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

৩। মহাভারতে সভাপর্ব্ব অর্ঘাভিহরণ পর্ব্বাধ্যায়ে। ৩৮। ১৯।

"বেদ-বেদাঙ্গবিজ্ঞানং বলং চাপ্যধিকং তথা।
নৃণাং লোকে হি কোহন্যোঽস্তি বিশিষ্টঃ কেশবাদৃতে॥"

৪। সৌপ্তিক পর্ব্বান্তর্গত ঐষিক পর্ব্বে অস্ত্র হইতে উত্তরার গর্ভ সংরক্ষণ কালে শ্রীকৃষ্ণবাক্য। ১৬। ১৬।

ধর্ম্মচারী, দণ্ডপ্রণেতা,[৫] সত্যভাষী, রাজনীতিজ্ঞ ও যোদ্ধা বলিয়া প্রসিদ্ধ; ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যাঁহার মতে সদাই চলিতেন; যিনি উপদেশ দিয়াছিলেন যে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করিয়া থাকে ইতর লোকেও তাহার অনুকরণ করে, শ্রেষ্ঠে যাহা মানেন, সাধারণ লোকে তাহারই অনুসরণ করে[৬]। ত্রিলোকে যাঁহার কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য প্রাপ্তব্য বা অপ্রাপ্তব্য কিছুই নাই তথাপি যিনি লোক শিক্ষার্থ কর্ম্ম করেন[৭]; যিনি নিজ কার্য্যকলাপে আদর্শ পুরুষের ন্যায় ছিলেন, তাঁহার পর-দারাভিমর্শন বা পরস্ত্রীগণের বস্ত্রহরণ[৮] দোষ কদাচ সম্ভবে না।

"অহং তং জীবয়িষ্যামি দগ্ধং শস্ত্রাগ্নিতেজসা।
পশ্য মে তপসো বীর্য্যং সত্যস্য চ নরাধম॥"

৫। জরাসন্ধ বধে কৃষ্ণজরাসন্ধ সংবাদে কৃষ্ণ জরাসন্ধকে কহিয়াছিলেন যে,—

"অস্মাংস্তদেনো গচ্ছেদ্ধি কৃতং বার্হদ্রথ ত্বয়া।
বয়ং হি শক্তা ধর্ম্মস্য রক্ষণে ধর্ম্মচারিণঃ॥"

"হে বৃহদ্রথনন্দন! আমাদিগকেও ত্বৎকৃত পাপে পাপী হইতে হইবে। যেহেতু আমরা ধর্ম্মচারী এবং ধর্ম্মরক্ষণে সমর্থ।"

৬। গীতা। ৩। ২১।

"যদ্‌ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥"

৭। গীতা। ৩। ২২—২৩।

"ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥"

৮। মহাভারতে, বিষ্ণুপুরাণে, হরিবংশে, অথর্ব্ববেদান্তর্গত গোপাল-তাপনীতে ও শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাধার নামোল্লেখ নাই। কেবল মাত্র ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণে দেবীভাগবতে ও জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যে শ্রীরাধার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় তিনি বিশ্বসৃষ্টিকর্ত্রী বলিয়া কথিতা তাঁহার আলয়

উহা কেবল কবিকল্পনা মাত্র। পরন্তু, অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা রাসলীলার বিষয় পাঠ করিলে ইহাই জানা যায় যে, একমাত্র পরমাত্মায় অনন্ত জীবাত্মার লয় হইতেছে। জীব, যখন বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া, অর্থাৎ সমস্ত বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করিয়া, একমাত্র সেই পরব্রহ্মের ধ্যানে নিমগ্ন হইতে সমর্থ হয়, তখনই সে তাহাতে লীন হইবার অধিকারী হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অনন্যভাব দেখাইবার জন্যই ভাগবতকার লিখিয়াছেন যে,

"তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ।
গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ॥"

"সেই গোপাঙ্গনাগণ সর্ব্বপ্রকারেই গোবিন্দে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিল, এজন্য তাহারা পিতা, ভ্রাতা, পতি ও বন্ধুগণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইলেও প্রতিনিবৃত্ত হইল না।" আর শুকদেবের উত্তর দানচ্ছলেও স্পষ্টই বলিয়াছেন যে,—

"কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে॥"

"যাহারা হরিতে, কাম, ক্রোধ, ভয়, মৈত্রী ও স্নেহ প্রভৃতি সমস্তই অর্পণ করিতে পারিয়াছে, তাহারাই তন্ময়ত্ব লাভ করিতে সমর্থ।" গোপিণীগণের সমস্ত ইন্দ্রিয়ই সাধারণ বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া একমাত্র কৃষ্ণেই লীন হইয়াছিল, এজন্যই তাহারা সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তাহাতে রত হইয়াছিল। পুরুষ অপেক্ষা

গোলক নামে অভিহিত। তাহা অবশ্য বৈকুণ্ঠের উপরে, মর্ত্তের বৃন্দাবনে নহে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে এখনকার শ্রীকৃষ্ণ উপাসকেরা সেই শ্রীরাধাকে গোলক হইতে মর্ত্তে আনিয়া বালকৃষ্ণের সহিত মিলাইয়াছেন। শ্রীরাধা ভিন্ন এখন শ্রীকৃষ্ণ নাম নাই, শ্রীরাধা ভিন্ন এখন শ্রীকৃষ্ণের মন্দির নাই। যেখানেই শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তি সেই খানেই শ্রীরাধিকা। এখন শ্রীকৃষ্ণউপাসনার প্রধান অঙ্গ শ্রীরাধিকা; হায়! যিনি পরব্রহ্মরূপে আরাধ্য, ক্রমে তাঁহাতে কুৎসিত ভাব অর্পিত হইতেছে। সমাজের কি অধোগতি। ভাবিলেও বুক বিদীর্ণ হয়।

স্ত্রীবুদ্ধি সরল ও সংশয়শূন্য এজন্য রাসলীলা স্ত্রীপ্রধান করিয়াই বর্ণিত হইয়াছে। শরৎকালের পূর্ণিমার উল্লেখ করিয়া জ্ঞান-চন্দ্রের পরিপূর্ণতার উপদেশ দিয়াছেন। অর্থাৎ সংশয়াপন্ন জ্ঞানে কখনই আত্মলয় হইতে পারে না। নতুবা যে শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন তাহার সামান্য পরদারাভিমর্শন কিরূপে সম্ভবপর হইবে। শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে যখন আত্মরমণ বলিয়া নির্দ্দেশ করে, তিনি যখন সকল আত্মা-তেই বিরাজ করিতেছেন তখন, আর তাঁহার আত্মীয় ও পর কি ? এজন্যই ভাগবতকার বলিয়াছেন যথা,—

"গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্॥"

"যিনি গোপ ও গোপিনীগণের এবং সমস্ত দেহীদিগের অন্তরে আত্মরূপে বিরাজ করিতেছেন, তিনিই রাসক্রীড়ার ছলে দেহভাক্ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।" তথাচ বিষ্ণুপুরাণে। ৫। ১৩। ৬১।

"তদ্ভর্তৃষু তথা তাসু সর্ব্বভূতেষু চেশ্বরঃ।
আত্মস্বরূপরূপোঽসৌ ব্যাপ্য সর্ব্বমবস্থিতঃ॥"

"সেই ভগবান্ কৃষ্ণ, কি গোপিনীগণ, কি তাহাদের পতি গোপগণ, কি অপরাপর অন্য প্রাণি-সকল, সকলেই তিনি আত্ম-রূপে বিরাজ করিতেছেন, ফলতঃ তিনিই এই সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন।"

রাসলীলা বহির্দ্দৃষ্টিতে যাহা বিবেচিত হয় হউক, অন্তর্দ্দৃষ্টিতে ইহা যে আত্মরসময় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সামান্যজ্ঞানে দেখিলে যাহা দেখা যায় যাউক, অন্তর্দ্দৃষ্টিতে দেখিলে ইহা যে আত্মরমণের অন্তর্লীলা তাহা স্পষ্টই জানা যায়। নতুবা, যে ভাগবতের আদ্যন্ত শ্লোক দেখিলে কবির সুস্পষ্ট রূপক ভাব

হৃদয়ঙ্গম করিয়া মুগ্ধ হইতে হয়, সেই ভাগবতে যে কেবলমাত্র কদাচারসম্পন্ন সামান্য পরদারাভিমর্শন বর্ণিত হইবে, তাহা কথনই সম্ভবপর নহে। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকে "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই বেদান্ত সূত্রের উল্লেখ করিয়া প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে যে, ভাগবতের বিবরণ গুলি ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু কর্ম্মাসক্ত সামান্যাধিকারীর পক্ষে ইতিহাস রূপে বর্ণিত হইলেও ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু জ্ঞানিগণের পক্ষে সমস্তই ব্রহ্মবিচার করা হইয়াছে। অনন্তর, ভাগবত পাঠ করিয়া যদি কাহার মনে, ইহা প্রকারান্তরে রূপক নহে, এইরূপ সংশয় উপস্থিত হয়, এই বিবেচনা করিয়া কটাক্ষে শেষ শ্লোকে বলা হইয়াছে। যথা,—

"যোগীন্দ্রায় নমস্তস্মৈ শুকায় ব্রহ্মরূপিণে।
সংসারসর্পদষ্টং যো বিষ্ণুরাতমমূমুচৎ॥"

"যিনি সংসাররূপ সর্পদষ্ট পরিক্ষিৎকে জ্ঞানোপদেশ দ্বারা মুক্ত করিয়াছিলেন, আমি সেই ব্রহ্মরূপী যোগীন্দ্র শুকদেবকে নমস্কার করি।"

এই শ্লোকে পরিক্ষিৎকে 'সংসাররূপ সর্পে দষ্ট' এইরূপ বিশেষণে ভূষিত করিয়া স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, পরিক্ষিতের ব্রহ্মশাপে তক্ষক কর্ত্তৃক দষ্ট হওয়ার কথা সত্য হয় হউক, পরন্তু সংসারসর্পে দষ্ট জীবমাত্রেই পরমব্রহ্মের শরণাপন্ন হইলেই যে তাহারা মুক্ত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব, এতাদৃশ ভাগবত মধ্যস্থ রাসলীলাটী যে রূপক তাহা স্পষ্টই স্বীকার করা যাইতে পারে। সাধারণ বৈষ্ণবেরা শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাটীকে অন্তর্দ্দৃষ্টিতে দেখিতে অভ্যাস করেন ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

আমরা পূর্ব্বে, প্রত্যক্ষদৃশ্যমান হস্তপাদিশূন্য শ্রীজগন্নাথ দেবকে, দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার অপূর্ব্ব কৌশলে তিনটী প্রণব-দ্বারা নির্ম্মিত, বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু, পাঠকগণ উৎকল

খণ্ডে ১৭ অধ্যায়ে ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথের চতুর্ভুজ মূর্ত্তির বিবরণ পাঠ করিয়া নানাবিধ আশঙ্কা করিতে পারিবেন বিবেচনা করিয়া তদনুযায়িনী ব্যাখ্যা নিম্নে লিখিত হইল।

সুভদ্রা, সুদর্শন, বলরাম, ও শ্রীজগন্নাথ এই মূর্ত্তি চতুষ্টয় লইয়াই পুরুষোত্তমক্ষেত্রের মহাত্ম্য। উক্ত মূর্ত্তি চতুষ্টয়, প্রণবের অকার, উকার, মকার ও অর্দ্ধমাত্রা বা অমাত্র রূপে মাত্রাচতুষ্টয়, এজন্য মূর্ত্তি চতুষ্টয়েই সাধকগণ প্রণবমূর্ত্তি দর্শন করিয়া থাকেন। যাঁহারা প্রণবাবলম্বন করিয়াছেন তাঁহারা অক্লেশেই ভবসমুদ্র পার হইতে পারেন, এই উদ্দেশেই প্রণবরূপী মূর্ত্তিচতুষ্টয় সাগরকূলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রণবের মাত্রা চতুষ্টয়ের বিষয় মাণ্ডূক্যোপনিষদে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। যথা,—

"সোঽয়মাত্মাধ্যক্ষরমোঙ্কারোঽধিমাত্রং পাদা মাত্রা মাত্রাশ্চ পাদা অকার উকারো মকার ইতি।" ৭॥

"সেই আত্মাই অধ্যক্ষর, ওঙ্কার ও অধিমাত্র বলিয়া কথিত হন। তাহার অকার উকার ও মকার ভেদে মাত্রা বা পাদ আছে।" তত্রৈব। ৮।

"জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরোঽকারঃ প্রথমা মাত্রাপ্তেরাদিমত্ত্বাদাপ্নোতি সর্ব্বান্ কামানাদিশ্চ ভবতি।"

"জাগরিত স্থান বৈশ্বানর অকারই ওঙ্কারের প্রথম মাত্রা। অকার দ্বারা সমস্ত বাক্য ও বৈশ্বানর দ্বারা সমস্ত বিশ্বই ব্যাপ্ত হইয়া আছে। ইহার দ্বারাই সমস্ত কামনা প্রাপ্তি হয়. এজন্যই ইহা প্রথম মাত্রা।" সুভদ্রাই এই প্রথম মাত্রাস্বরূপ হইয়াছেন। সুষ্টু ভদ্রং মঙ্গলং যস্যাঃ এইরূপ সমাস করিলেই সুভদ্রা শব্দ নিষ্পন্ন হয় অতএব সুভদ্রার আরাধনাতেই সমস্ত কামনা সিদ্ধ হইয়া থাকে। আর পূর্ব্বোক্ত উপনিষদ্বাক্যের প্রথম মাত্রা দ্বারায় সমস্ত কামনা প্রাপ্তির কথা উল্লিখিত হইয়া উভয়ের ঐক্যতা সাধন করিতেছে। তত্রৈব। ৯।

"স্বপ্নস্থানস্তৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রোৎকর্ষাদুভয়ত্বাদ্বোৎ-কর্ষতি হ বৈ জ্ঞানসন্ততিং সমানশ্চ ভবতি।"

"স্বপ্নস্থান তৈজস উকারই ওঙ্কারের দ্বিতীয়া মাত্রা। প্রথম মাত্রা উকার হইতে ইহার উৎকর্ষ আছে, ইহা হইতেই জ্ঞান-সন্ততির বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং ইহা উভয় পক্ষেই সমান থাকে।" মনরূপ সুদর্শনই এই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে দ্বিতীয়মাত্রা স্বরূপ। সুষ্টু দৃশ্যতেঽনেনেতি এইরূপ বাক্য দ্বারাই সুদর্শন শব্দ নিষ্পন্ন হইতে পারে। আমরা মনদ্বারাই সমস্ত দেখিতে পাই বলিয়াই উঁহাকে সুদর্শনরূপে কথিত হয়। শাস্ত্রাদিতে ও মনকে সুদর্শন বলিয়া কথিত আছে। যথা, ভাগবতের ১ স্কন্ধের ১ অধ্যায়ে ৫ ম শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামিধৃত বায়বীয় পুরাণ বচন।

"এতন্মনোময়ং চক্রং ময়া সৃষ্টং বিসৃজ্যতে।
যত্রাস্য শীর্য্যতে নেমিঃ স দেশস্তপসঃ শুভঃ॥
ইত্যুক্ত্বা সূর্য্যসঙ্কাশং চক্রং দৃষ্ট্বা মনোময়ং।
প্রণিপত্য মহাদেবং বিসসর্জ পিতামহঃ॥

"এই চক্রকে মনোময় করিয়া নির্ম্মাণ করত আমি পরি-ত্যাগ করিলাম। যেস্থানে ইহার নেমি বিশীর্ণ হইবে সেই স্থানই তপস্যার শুভ প্রদেশ জানিবে। ব্রহ্মা এই কথা বলিয়াই সূর্য্য সদৃশ তেজঃশালি সেই মনোময় চক্রকে পরিত্যাগ করিলেন।" এস্থলেও চক্রকে "সূর্য্যসঙ্কাশ" এই বিশেষণে ভূষিত করিয়া উপনিষদুক্ত তৈজসের সহিত ঐক্য করা হইয়াছে। মুণ্ডক্যোপনিষদে। ১১।

"সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারস্তৃতীয়া মাত্রা মিতেরপীতের্বা-মিনোতি হ বা ইদং সর্ব্বমপীতিশ্চ ভবতি।"

"সুষুপ্তস্থান প্রাজ্ঞ মকারই ওঙ্কারের তৃতীয়া মাত্রা। ইনি প্রলয় ও উৎপত্তিকালে প্রবেশ ও নির্গম দ্বারা বিশ্ব ও তৈজসকে পরিমাণ করেন এবং তাহাদের সহিত মিলিত থাকেন। ইনি

জগতে কারণাত্মা স্বরূপ থাকিয়া জগতের সমস্ত বিষয়ই বিদিত আছেন।” বলরামই এই ক্ষেত্রে তৃতীয় মাত্রাস্বরূপ। তৃতীয় মাত্রাতে প্রথম ও দ্বিতীয় মাত্রা একীভূত হইলে পর তাহাকে প্রণব অর্থাৎ “ওম্” কহে। ইহাকে জীবাত্মা ও পরমাত্মার একীভূত অবস্থা বা সুষুপ্তাবস্থা বলা যাইতে পারে। এই অবস্থায় আত্মা নিয়ত মনোরমণ করেন বলিয়া তাঁহাকে “রাম” বলা হইয়াছে। তথাচ মাণ্ডূক্যোপনিষৎ। ৫।

“যত্র সুপ্তো ন কশ্চন কামং কাময়তে ন কশ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎ সুষুপ্তম্। সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ।”

“যে সময়ে সুপ্ত হইয়া কেহ কোন কামনা করে না, কেহ কোনরূপ স্বপ্ন দেখে না, সেই সময়ই সুষুপ্তাবস্থা। এই সুষুপ্তস্থান, একীভূত, প্রজ্ঞানঘন, আনন্দময়, আনন্দভুক্ প্রাজ্ঞই তৃতীয় পাদ।” ফলতঃ এই সময় আনন্দ ব্যতিরেকে আর কিছুমাত্র থাকে না। ইহা যে সাধকগণেরই সংবেদ্য তদ্বিষয়ে আর কোনমাত্র সংশয় নাই।

“অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত এবমোঙ্কার আত্মৈব সংবিশত্যাত্মনাত্মানম্।”

“পরমাত্মাই প্রণবের তুরীয়, ইহা মাত্রাবিহীন, বাক্য ও মনের অতীত এজন্য অব্যবহার্য্য, এবং সমস্ত প্রপঞ্চের উপশম স্থান, শিব ও অদ্বৈত। ইহা আত্মা দ্বারায় আত্মাতেই প্রবিষ্ট হইয়া আপনাকে প্রকাশ করেন।” এই অমাত্র তুরীয় আত্মাই পুরুষোত্তমক্ষেত্রের “শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব।” তাঁহাতে কোনও কার্য্য নাই, তাঁহাতে সমস্ত প্রপঞ্চেরই উপশম হইয়া থাকে, তিনি মঙ্গলময় ও অদ্বৈত, তিনি আপনাতেই আত্মসুখানুভব করেন। অতএব, যে কোনও সাধক জন্মজন্মান্তরের সুকৃতিবলে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে যাইয়া তাদৃশ প্রণবমূর্ত্তি শ্রীজগন্নাথদেবকে সন্দর্শন

করিতে পারেন, তাহার আর এই ভবসংসারে দুঃখভোগ করিতে হয় না, ফলতঃ তাহার কর্ম্মফল নষ্ট হইয়া যায় এবং প্রারব্ধকর্ম্ম-সমুদ্ভূত-দেহান্তে মুক্তি হইয়া থাকে।

"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥"

সত্যবাদী বা সাক্ষী গোপাল।

পুরী হইতে ১০ মাইল উত্তরে, কটক হইতে ৪৩ মাইল দক্ষিণে সত্যবাদীনামক গ্রামে সত্যবাদী গোপাল বিদ্যমান আছেন। আমরা পূর্ব্বপ্রথানুসারে প্রত্যাগমনকালে তাহা সন্দর্শন করি। পুরী-কটক-রাজবর্ত্ম হইতে কমবেশ ৩০০০ হাজার গজ দূরে গুপ্তবৃন্দাবন গ্রামে বৃহৎ উদ্যান মধ্যে সত্যবাদী গোপালের মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। উহার প্রাঙ্গণ, দীর্ঘে ৫৪ গজ ও প্রস্থে ৪৬গজ হইবে, ইহা লাট্টারাইট্ প্রস্তরে নির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। প্রবেশদ্বারের সম্মুখে যে ধ্বজস্তম্ভ দৃষ্ট হয়; তাহা একখণ্ড ২২ হস্ত পরিমিত প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরটী ৭০ ফিট্ উচ্চ ও পঙ্কের কার্য্যে ঢাকা, উহা অধিক দিনের বলিয়া বোধ হয় না। মন্দিরের সম্মুখে একটী বৃহৎ সরোবর। তাহার একদিক্ প্রস্তরে বাধান সোপান-শ্রেণিতে শোভিত। এই পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে একটী ক্ষুদ্র মণ্ডপ আছে। এই পুষ্করিণীতে চন্দোনৎসব হইয়া থাকে। দেবের নাম "সত্যবাদী গোপাল।" মূর্ত্তিটী ৫ ফিট্ পরিমিত, ধূষর বর্ণের গ্রানেট প্রস্তরে খোদিত। রাধার মূর্ত্তিটী ৪ ফিটের উপর হইবে।

দেবোৎপত্তির বিষয়ে চৈতন্যচরিতামৃত ও ভক্তমালে যেরূপ দৃষ্ট হয় তাহার সারাংশ প্রদত্ত হইল।

কাঞ্চীপুরের সন্নিকটস্থ বিদ্যানগরে দুই ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহারা তীর্থপর্য্যটন উপলক্ষে গয়া, বারাণসী ও প্রয়াগাদি তীর্থ সন্দর্শন করিয়া পরে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া কয়েক দিবস শ্রীগোপাল জীউর প্রাঙ্গণে বাস করিতে থাকেন, তাহাদিগের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ তিনি সৎকুলোদ্ভব ও বিদ্বান্ এবং যিনি বয়ঃকনিষ্ঠ তিনি সামান্যকুলোদ্ভব ও মূর্খ ছিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠ সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইলে পর কনিষ্ঠবিপ্র তাহার সেবা-সুশ্রূষা করিয়াছিলেন। তাহাতে জ্যেষ্ঠ বিপ্র তাহার সেই সুশ্রূষায় সন্তুষ্ট হইয়া কহিল, "তুমি পুত্র অপেক্ষাও আমার সুশ্রূষা করিয়াছ শ্রীগোপালের কৃপায় দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারিলে আমার কন্যাকে তোমাকেই সম্প্রদান করিব।" কনিষ্ঠ বিপ্র তাহা শ্রবণ করিয়া কহিল, "আপনি সৎকুলোদ্ভব হইয়া কিরূপে আমাকে কন্যা সম্প্রদান করিবেন।" বৃদ্ধ কহিল, "তুমি কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে স্বীকার কর, আমি তোমাকেই কন্যাদান করিতে প্রতিজ্ঞা করিতেছি।" যুবক কহিল, "যদি আপনি তাহাই স্থির করেন তবে শ্রীগোপাল জিউর সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করুন।" এই কথা শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ গোপালের সম্মুখেই যুবককে কন্যাদান করিতে প্রতিশ্রুত লইল। অনন্তর, আরোগ্য লাভ করিয়া উভয়েই স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইল। বৃদ্ধের আত্মীয়েরা কন্যাসম্প্রদানের কথা শ্রবণ করিয়া তদ্বিষয়ে বিশেষ আপত্তি উত্থাপন করিল। তখন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কনিষ্ঠ বিপ্রকে কহিল, 'আমি অসুস্থ অবস্থায় কি বলিয়াছিলাম তাহা আমার বিশেষ স্মরণ নাই, যদি তোমার কেহ সাক্ষী থাকে তবে তুমি তাহাকে আন।' যুবক কহিল, 'স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোপালজীউ আমার সাক্ষী আছেন, ইহা তামাসার বিষয় নহে।' লোকে তাহার কথায় হাসিয়া উঠিল ও কহিল 'আচ্ছা

তোমার সাক্ষী গোপালকে আনয়ন কর 'যদি তিনি তোমার হইয়া সাক্ষী দেন, তাহাহইলে নিশ্চয়ই ইহার মীমাংসা হইবে।' তাহাতে যুবক মর্ম্মাহত হইল এবং বৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীগোপাল-জীউর সম্মুখে প্রায়োপবেশন করিয়া থাকিল। কয়েক দিবস পরে যুবক এই দৈববাণী শ্রবণ করিল যে, 'হে যুবক! তোমার সহিত যাইয়া সর্ব্বসমক্ষে প্রতিশ্রুত বাক্য কহিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু একটী নিয়ম করিতে হইবে যে, তুমি অগ্রে অগ্রে যাইবে এবং আমি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইব। তুমি কদাচ থামিবে না বা পশ্চাৎদিকে দেখিবে না আমার নুপূর ধ্বনিতে জানিতে পারিবে যে, আমি তোমার অনুসরণ করিতেছি। পশ্চাতে দেখিলেই আমি সেই স্থানে থাকিব, আর অগ্রসর হইব না।' তখন যুবক সানন্দ চিত্তে গোপালের স্তব ও স্তুতি করিয়া প্রতিদিন এক সের মিষ্টান্নের ভোগ প্রদান করিতে কৃতসংকল্প হইল এবং দেববাক্য শিরোধার্য্য করিয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতে থাকিল। শ্রীগোপালজীউ নুপূর ধ্বনি করিতে করিতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। ক্রমে কাঞ্চীপুরের সন্নিকটে আসিলে এক বালুকাময় প্রান্তরে যাইবার সময় নুপূর মধ্যে বালুকারাশি প্রবিষ্ট হওয়ায় ক্রমেই ধ্বনি অস্ফুট হইয়া আসিল। অনন্তর, যুবক নুপূরধ্বনি শ্রবণ করিতে না পাইয়া ভয়ে দেববাক্য বিস্মৃত হইয়া, যেমন পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল, অমনি বিগ্রহ জড়বৎ হইয়া সেইস্থানে অবস্থিত রহিলেন আর অগ্রগামী হইলেন না। পরন্তু যুবককে কহিলেন 'আর আমি যাইব না তুমি যাইয়া তোমার প্রতিদ্বন্দিগণকে এই স্থানে আনয়ন কর আমি তাহাদের সম্মুখেই সকল কথা বলিব তাহাতে সন্দেহ নাই।' অনন্তর, যুবক গ্রামমধ্যে যাইয়া সেই কথা প্রচার করিলে সকলেই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তথায় আঁসিল এবং বালুকা-ভূমিমধ্যে বিগ্রহমূর্ত্তি দর্শন করিল। তখন,

সর্ব্বসমক্ষে শ্রীগোপালজীউ কহিলেন, 'আমার সমক্ষে বৃদ্ধ বিপ্র যুবককে কন্যা সম্প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছে ইহা সত্য।' তখন বৃদ্ধ বিপ্র জাত্যভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীগোপালদেবের সম্মুখেই শুভলগ্নে যুবককে কন্যা দান করিল। এদিকে, এই ঘটনা রাজসমীপে পৌছিলে, রাজা স্বদলবলে আসিয়া শ্রীগোপালকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন এবং তাহার ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন এবং উক্ত ব্রাহ্মণদ্বয়কেই শ্রীগোপালের পূজাদি কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ইহার সন্ততিগণ অদ্যাপি ছোট বিপ্র ও বড় বিপ্র নামে অভিহিত হইতেছেন। ক্রমে বহু বৎসর অতীত হইলে কটকের পুরুষোত্তম দেব কাঞ্চীরাজকন্যা পদ্মিনীর পাণিগ্রহণাভিলাষী হইয়া কাঞ্চীপুর বিজয়ানন্তর শ্রীগোপালের অনুমতি লইয়া কোটরাক্ষী দেবীর সহিত শ্রীগোপালজীকে পুরীতে আনয়ন করেন এবং তাহার আদেশ ক্রমেই গুপ্তবৃন্দাবনে স্থাপন করেন। প্রতিষ্ঠার সময়ে শ্রীগোপাল, রাজার উপর সন্তুষ্ট হইয়া কহিয়াছিলেন 'অদ্যাবধি আমি মিষ্টান্ন গ্রহণ করিব, পরন্তু যদি কেহ আমাকে সিদ্ধান্ন প্রদান করে তাহা হইলে সে সবংশে নরকে গমন করিবে।' তদবধি শ্রীগোপালজীর ভোগজন্য মিষ্টান্নভোগের বন্দোবস্ত হইয়াছে। প্রতিদিন ৭ বার সপ্তবিধ শৃঙ্গারবেশ পরিবর্ত্তন ও ৭ বার মিষ্টান্নের ভোগ হইয়া থাকে। ইহার ব্যয় প্রত্যহ প্রায় ১০।১২ টাকা হইয়া থাকে। লোকের বিশ্বাস পুরী সন্দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন কালে পাণ্ডার হস্তলিপি লইয়া সত্যবাদীতে আসিয়া শ্রীগোপাল সমীপে তাহা অর্পণ করিলে শ্রীগোপালজীউ পুরী-সন্দর্শনের সাক্ষী হইয়া থাকেন। অতএব, পুরীযাত্রী মাত্রেই প্রত্যাগমনকালে সত্যবাদী গোপাল সন্দর্শন করিয়া থাকে। সেই কারণ সত্যবাদীর পাণ্ডাদিগকে যাত্রী ডাকিতে যাইতে হয় না। ছোট ও বড় বিপ্রের সন্ততিগণ

যাত্রি-লব্ধ ধনাদি বণ্টন করিয়া লইয়া থাকে এজন্য অন্যোন্য পাণ্ডাদিগের ন্যায় ইহাদিগের খাতা পত্রাদি নাই। গোপালের যাত্রাদি সমস্তই পুরীর অনুকরণে হইয়া থাকে। আমরা মন্দির প্রাঙ্গণে বিচরণ করিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে আসিয়া দেবকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে মনে করিলাম যে, "হে সর্ব্বাত্মন্! তোমার অনন্ত মহিমা কে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে। মানব মায়ার বশবর্ত্তী হইয়া তোমাকে অন্বেষণ করিতে করিতে পুরুষোত্তম ধামে আইসে, তথায় তোমার ওঁঙ্কার মূর্ত্তি সন্দর্শন করে, কিন্তু তাহার প্রাকৃতার্থ কদাচ হৃদয়মধ্যে ধারণা করিতে প্রয়াস করে না; অধিকন্তু পাণ্ডার লিপি লইয়া এখানে আসিয়া, তোমার এই গোপাল মূর্ত্তির সম্মুখে তাহা অর্পণ করিয়া তাহাদের সকৃৎ ওঁকার মূর্ত্তিদর্শনের সাক্ষ্য লইতেছে। তাহারা মায়ার বশবর্ত্তী হইয়া একবারও ভাবিতেছে না, যিনি সর্ব্বদেহীর জীবস্বরূপ আত্মতীর্থে সদা বিদ্যমান, তাঁহাকে সন্দর্শন করিবার সাক্ষ্যের আবশ্যকতা কোথায়? তোমার এক বিগ্রহ মূর্ত্তির পূজা সন্দর্শন করিয়া অপর মূর্ত্তি বিশেষের সাক্ষ্য লইবার প্রয়াস পাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তুমি ভক্তের মনস্কামনা সিদ্ধ করিয়া থাক বলিয়া পুরাণেও ইতিহাসে ভক্তবৎসল বলিয়া কথিত হইয়াছ। তাহা যদি সত্য হয়, তবে কায়মনোবাক্যে তোমার নিকট প্রার্থনা করি, তোমার প্রসাদে আমাদের চিত্ত যেন তোমাতে সদা ন্যস্ত থাকে এবং সর্ব্বভূতে যেন তোমাকে সমভাবে সন্দর্শন করিতে সমর্থ হই।

"সর্ব্বস্মিন্ সর্ব্বভূতস্ত্বং সর্ব্বঃ সর্ব্ব-স্বরূপ-ধৃক্।
সর্ব্বং ত্বত্তস্ততশ্চ ত্বং নমঃ সর্ব্বাত্মনেঽস্তু মে।
সর্ব্বাত্মকোঽসি সর্ব্বেশ! সর্ব্ব-ভূতস্থিতো যতঃ॥
কথয়ামি ততঃ কিং তে সর্ব্বং বেৎসি হৃদি স্থিতম্।

সর্ব্বাত্মন্! সর্ব্বভূতেশ! সর্ব্ব-সত্ত্ব-সমুদ্ভব!।
সর্ব্বভূতো ভবান্ বেত্তি সর্ব্ব-ভূত-মনোরথম্॥"
বিষ্ণুপুরাণ, ১ অংশ, ১২ অঃ, ৭২—৭৫ শ্লোক॥

"তুমি সর্ব্বত্র সর্ব্ব-ভূত, সর্ব্ব ও সর্ব্বরূপধারী। তোমা হইতেই সর্ব্ব এবং সর্ব্ব হইতে ও তুমিই একমাত্র। অতএব হে সর্ব্বাত্মন্! তোমাকে নমস্কার। হে সর্ব্বেশ! তুমি সর্ব্বাত্মক ও সর্ব্ব-ভূতস্থিত, অতএব আমি তোমাকে আর কি বলিব? হৃদয়স্থিত সকলই তুমি জানিতেছ। হে সর্ব্ব-ভূতেশ! তোমাহইতেই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হইয়াছে, তুমিই সর্ব্ব-ভূতস্বরূপ এজন্য তুমি সর্ব্বভূতের মনোরথ জানিতেছ।"

বেদবিভাগ-কর্ত্তা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তোমার প্রসাদে ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিয়া তোমার অদ্বৈততত্ত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তিনিই আবার সাধারণ মানবদিগের সুবিধার কারণ পুরাণ রচনা করিয়াছেন। তিনিই যখন মায়ার বশীভূত হইয়া ভেদজ্ঞান বশতঃ এক সময়ে কাশী হইতে নিষ্কাশিত হইয়াছিলেন, তখন সাধারণ মানব যে মায়ামোহে বিমুগ্ধ হইয়া তোমার ওঁকার মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়াও তোমায় সাক্ষী করিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি। সেই বেদব্যাস আপন ভ্রম বুঝিয়াই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। যথা,—

"রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্বর্ণিতং
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরো! দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ! তদ্বিকলতা-দোষ-ত্রয়ং মৎকৃতম্॥"
ব্যাস-বাক্য।

"বিশ্বগুরো! তোমার রূপ নাই, অথচ আমি ধ্যানে তোমার রূপ বর্ণন করিয়াছি; স্তুতি করিয়া তোমার অনির্ব্বচনীয় স্বরূপের খণ্ডন করিয়াছি, এবং তীর্থ-যাত্রাদি-গমনের বিধি

করিয়া তোমার সর্ব্বব্যাপিত্ব গুণের বিনাশ করিয়াছি। অতএব জগদীশ! আমার সেই বিকলতা-নিবন্ধন তিনটী অপরাধ মার্জ্জনা করুন্।"

অনন্তর আমরা সত্যবাদি-গোপালের চন্দন শৃঙ্গার ও রাজ-শৃঙ্গার বেশদ্বয় দর্শন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হই।

কোনার্ক।

আমরা গ্রন্থের প্রারম্ভে "উৎকলস্য সমো দেশঃ" এই শ্লোক-দ্বারা উৎকল দেশকে ৪ চারি ক্ষেত্রে বিভক্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। বিরজাক্ষেত্র, একাম্র কানন ও পুরুষোত্তমক্ষেত্রের কথা বলা হইয়াছে, এক্ষণে কোনার্কের বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে। এক সময়ে এই স্থান সূর্য্যোপাসনার শীর্ষস্থানীয় ছিল। ইহা পুরুষোত্তমক্ষেত্র হইতে ১৯ মাইল দূরে সমুদ্র তীরে অবস্থিত। এখানকার প্রসিদ্ধ মন্দির এক্ষণে ধ্বংসপ্রায় হইয়াছে। এই স্থানে এক সময়ে তীর্থ বলিয়া প্রত্যেক হিন্দু তীর্থযাত্রী গমন করিত, কিন্তু এক্ষণে অতি অল্পসংখ্যক লোকই এই স্থানে যাইয়া থাকে। কোনার্ক বিষয়ে পুরুষোত্তমতত্ত্বধৃত বচন। যথা,

"কোনার্কস্তোদধেস্তীরং ভক্তিমুক্তিফলপ্রদম্।
স্নাত্বৈব সাগরে সূর্য্যায়ার্ঘ্যং দত্ত্বা প্রণম্য চ ॥
নরো বা যদি বা নারী সর্ব্বকামফলং লভেৎ।
ততঃ সূর্য্যালয়ং গচ্ছেৎ পুষ্পমাদায় বাগ্‌যতঃ ॥
প্রবিশ্য পূজয়েত্তান্তুং কুর্য্যাত্তং ত্রিঃ প্রদক্ষিণম্।
দশানামশ্বমেধানাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥"

এক্ষণে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ লুপ্তপ্রায়-হিন্দুকার্য্যানুসন্ধিৎসু হইয়া প্রায়ই এই স্থানে আসিয়া ইহা সন্দর্শন করিয়া থাকেন। ইহা হিন্দু তীর্থ বলিয়া সকলেরই এই স্থানে গমন করা কর্ত্তব্য।

তীর্থদর্শনের আবশ্যকতা।

দেশপর্য্যটন না করিলে আত্মোন্নতি বা বহুদর্শিতা লাভ হয় না ইহা সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে সকলেই জ্ঞাত আছেন। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বহুদর্শিতা লাভ করিবার অভিপ্রায়ে দেশভ্রমণে বহির্গত হইবার রীতি পাশ্চাত্য প্রদেশে এক্ষণে বিশেষরূপে প্রচলিত আছে। অস্মৎপ্রদেশে যদিও পূর্ব্বে এ প্রথা প্রচলিত ছিল সত্য, কিন্তু এক্ষণে নানা কারণে তাহা আর লক্ষিত হয় না। দেশপর্য্যটন দ্বারা বহুদর্শিতা প্রভৃতি কতকগুলি সদ্‌গুণ হইয়া থাকে ইহা সত্য; কিন্তু যদি তাহা তীর্থদর্শন প্রসঙ্গে করা হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ গুণ লাভ হইয়া থাকে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই *। তীর্থদর্শনের প্রসঙ্গে দেশপর্য্যটন করার প্রথা সর্ব্বদেশে প্রচলিত থাকিলেও ভারতবর্ষ যে তদ্বিষয়ে সকলের শীর্ষস্থানীয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

পুরাণাদি শাস্ত্রে তীর্থপর্য্যটনের বিবরণ পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত আছে। অদ্যাপিও সাধুগণ ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে তীর্থপর্য্যটন

---

* যথা,—উত্তরগীতা। ২। ৩৮।

"অনন্তং কর্ম্ম শৌচঞ্চ তপো যজ্ঞস্তথৈব চ।
তীর্থযাত্রাদিগমনং যাবত্তত্ত্বং ন বিন্দতি॥"

"যাবৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত অনন্ত শৌচাদি, কর্ম্ম, তপস্যা, যজ্ঞ ও তীর্থাদি গমন করিবেক।" এই বচন দ্বারা জানা যাইতেছে যে তীর্থভ্রমণ করিতে করিতে সাধুসঙ্গ লাভ হয় এবং তদ্দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। তখন আর তীর্থগমনের বিশেষ আবশ্যকতা থাকে না।

করিয়া আত্মোন্নতি করিতেছেন ইহা মধ্যে মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে। সাধুগণের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মের চতুর্ব্বিধ প্রমাণের অন্যতম। যথা, মনু। ২। ১২।

"বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্য লক্ষণম্॥"

"বেদ, স্মৃতি, সাধুগণের আচার ও আত্মতুষ্টি এই চতুর্ব্বিধই ধর্ম্মের লক্ষণ।" গীতা। ৩। ২১।

"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥"

"সাধুগণ যাহা যাহা আচরণ করেন অপর সাধারণ লোকে তাহাই করিয়া থাকে। কারণ, তাহারা সাধুগণের আচরণ-কেই প্রমাণ বলিয়া গণ্য করিয়া তদনুসারে চলিয়া থাকে।"

পূর্ব্বকালে, আর্য্য ঋষিগণ সদাই তীর্থভ্রমণ করিতেন। শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি বিষ্ণুর অবতারগণও তীর্থভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা, নিত্যশুদ্ধ সচ্চিদানন্দ হইলেও লোক-শিক্ষার্থে তীর্থপরিভ্রমণ করিতেন। শ্রীরামচন্দ্র তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়া মান্দ্রাজের অন্তর্গত সপ্তগোদাবরীর অন্তর্বেদীতে যে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা অদ্যাপি রামেশ্বর নামে কথিত হইতেছে। অনন্তাবতার বলরামের তীর্থভ্রমণ বৃত্তান্ত মহাভা-রতে বর্ণিত হইয়াছে। ভার্গব পরশুরামের, বহুতীর্থভ্রমণানন্তর মাতৃবধজনিত মহাপাতকের নিষ্কৃতির বিবরণ পুরাণে উল্লিখিত আছে। পাণ্ডবদিগের বনবাসের সময় অর্জ্জুন অস্ত্রলাভার্থ তপস্যায় গমন করিলে, যুধিষ্ঠির চিত্তশান্তির জন্য, দ্রৌপদী, অনুজ ভ্রাতৃগণ ও ধৌম্যাদি ব্রাহ্মণগণের সহিত তীর্থপর্য্যটন করিয়াছিলেন, তাহা মহাভারতে বনপর্ব্বে তীর্থযাত্রা পর্ব্বে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। এইরূপ শঙ্করাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য, মাধ্বাচার্য্য, নানক ও চৈতন্যদেব প্রভৃতি

মহাত্মগণও তীর্থভ্রমণ করিয়া ছিলেন। প্রকৃত তীর্থদর্শন করা সহজ ব্যাপার নহে। সংযতচিত্তে তীর্থ ভ্রমণ করিতে না পারিলে তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য কিছুতেই সিদ্ধ হয় না। পুলস্ত্য ঋষি ভীষ্মকে কহিয়াছিলেন যে,"যাহার হস্ত, পদ ও মন সুসংযত, যাহার বিদ্যা ও তপস্যা আছে, সেই তীর্থ ফল লাভ করিতে পারে। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়, অল্পাহারী ও কামনাপরিশূন্য হইয়া কার্য্যারম্ভ করেন, যিনি নিষ্পাপ হইয়াছেন, তিনিই তীর্থফল লাভ করিয়া থাকেন। যিনি, ক্রোধশূন্য সত্যশীল, দৃঢ়ব্রত এবং সর্ব্বভূতে আত্মোপম হইয়াছেন, তিনিই তীর্থফল লাভ করেন *।" ফলতঃ সংযতাত্মা না হইয়া শতশত বার তীর্থ ভ্রমণ করিলেও কেহই তীর্থফল লাভ করিতে পারেন না। ইহাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

চিরদিন সমান যায় না। পরিবর্ত্তনশীল কালের কুটিল-গতিতে সকলেরই ভিন্ন ভিন্ন গতি হইতেছে। ক্রমে আর্য্য ঋষি-দের সে কাল অতীত হইল। তাঁহাদের সেই নিঃস্বার্থ ভাব, সর্ব্বজীবে আত্মজ্ঞান, দয়াপরতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল তিরো-হিত হইতে আরম্ভ হইল। স্বার্থপরতা, গৃহবিচ্ছেদ প্রভৃতি

---

* যথা, মহাভারতে। ৩। ৮২। ৯—১২।

"যস্য হস্তৌ চ পাদৌ চ মনশ্চৈব সুসংযতম্।
বিদ্যা তপশ্চ কীর্ত্তিশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে॥
প্রতিগ্রহাদপাবৃত্তঃ সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অহঙ্কারনিবৃত্তশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে॥
অকল্ককো নিরারম্ভো লঘ্বাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যঃ স তীর্থফলমশ্নুতে॥
অক্রোধনশ্চ রাজেন্দ্র সত্যশীলো দৃঢ়ব্রতঃ।
আত্মোপমশ্চ ভূতেষু স তীর্থফলমশ্নুতে॥"

নিকৃষ্টগুণ সকল আসিয়া ভারতকে সমাচ্ছন্ন করিল। ক্রমে ক্রমে মুসলমান্ প্রভৃতি হিন্দুদ্বেষী বিধর্ম্মী আসিয়া ভারতে আধিপত্য লাভ করিল। তাহাদের সময়ে, হিন্দুদিগের উপর অত্যাচার হইতে আরম্ভ হইল। হিন্দুদিগের তীর্থ সকল নষ্ট হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে হিন্দুতীর্থযাত্রিগণের তীর্থগমনে বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হইল। তীর্থের পথ সকল দুর্গম ও দস্যুপরিপুর্ণ হওয়ায় নানাবিধ অশান্তি পূর্ণ হইল। এইরূপ নানাবিধ কারণে সাধারণ তীর্থ যাত্রিগণ আর তীর্থ ভ্রমণে উৎসুক হইতেন না সুতরাং ক্রমে ক্রমে তীর্থভ্রমণপ্রথা অপ্রচলিত হইতে আরম্ভ হইল। পরন্তু, যাহারা বৃদ্ধ ও সংসারবিরাগী হইতেন তাহারা প্রায় জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া তীর্থ ভ্রমণে গমন করিতেন।

পরে, কালরূপী ভববানের প্রসাদে পুনর্ব্বার ভারতে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। ক্রমে ক্রমে সুশাসনদ্বারা সর্ব্বত্রই শান্তি সংস্থাপিত হইলে দস্যুবল নির্মূল হইতে আরম্ভ লইল। এক্ষণে, বাষ্পীয় শকট ও জলযানের সৃষ্টি হইয়া সর্ব্বত্রই গতায়াতের সুবিধা হইয়াছে, এক্ষণে ইচ্ছা করিলে অনেকেই তীর্থ ভ্রমণের উদ্দেশে বহির্গত হইয়া বিদেশীয় আচার ব্যবহার অবগত হইয়া আত্মোন্নতি করিতে এবং সাধারণ লোককে তদ্বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়া পরহিত সাধন করিতে পারেন। যেমন, বৃক্ষস্থ কোনও একটী পত্র অপরগুলিকে বঞ্চিত করিয়া রস আকর্ষণ করে না, তদ্রূপ তীর্থযাত্রাদির দ্বারা বহুদর্শিতাদি লাভ হইলে অপরকেও উপদেশচ্ছলে তাহার অংশ প্রদান করা উচিৎ। আমরা ও এই প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া দক্ষিণাত্য প্রদেশে যে সকল তীর্থস্থান দর্শন করিয়াছি এবং সেই সকল স্থান হইতে যাহা কিছু অবগত হইয়াছি, তৎসমুদয় এপ্রদেশে প্রচারিত না থাকায়, সাধারণের অবগতির জন্য তীর্থদর্শন নামে প্রচারিত করিলাম। কতদূর

কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা সর্ব্বভূতাত্মা শ্রীজগন্নাথদেবই জানেন। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই তীর্থদর্শন-প্রণয়নের শুভাশুভ ফল তাঁহাতেই সমর্পিত হইল।

সমাপ্ত।